| | |
|---|---|
| ১০। গিরীচন্দ্র। | ১৪। বালপ্রতাপ। |
| ১১। ধীরচন্দ্র। | ১৫। প্রকাশচন্দ্র। |
| ১২। সুরজীতচন্দ্র। | ১৬। বিক্রমচন্দ্র। |
| ১৩। শক্রজীতচন্দ্র | ১৭। আদীত্যচন্দ্র। |

বলিলেন, "বৎস! কল্য নদীতে যাইয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিও।" পর দিবস রাজা একাকী নদীতীরে উপস্থিত হইয়া দর্শন করিলেন; একটী বিষধর জলকেলী করিতেছে। নির্ভয় নারায়ণ সর্পকে রণচণ্ডী জ্ঞানে তাঁহার লাঙ্গুলে হস্তার্পণ করিলেন। তৎক্ষণাৎ একখানি তরবারী রাজার হস্তে উঠিল। নরপতি সেই তরবারী লইয়া গৃহে গমন করিলেন। সেই দিবস রজনীযোগে দেবী পুনর্ব্বার নির্ভয় নারায়ণকে বলিলেন "বৎস! সর্পের লাঙ্গুলে ধরিয়া অন্যায় করিয়াছ, যাহা হউক এই তরবারী যত্নের সহিত রক্ষা করিও, ইহার কৃপায় তোমার বংশধরগণ নির্ব্বিঘ্নে কাছাড় রাজ্যে উপভোগ করিবে।" কাছারপতিগণ ভক্তির সহিত সর্ব্বদা এই তরবারিকে "রণচণ্ডী" জ্ঞানে পূজা করিতেন। প্রবাদ আছে, যে দিবস গোবিন্দচন্দ্র নারায়ণের হত্যাকাণ্ড সম্পাদিত হয়, সেই দিবস এইতরবারী রাজ প্রাসাদ হইতে অপহৃত হইয়াছিল। বাঙ্গালায় রণচণ্ডী নামে যে ঐতিহাসিক উপন্যাস প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার সহিত কাছাড়ের ঐতিহাসিক তত্ত্বের কোন সংস্রব নাই। গ্রন্থকার অকৃতজ্ঞ ভাবে স্কটের "আন অফ গাইর্ষ্টেন" বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়াছেন।

৭৮। বীরচন্দ্র।
৭৯। পুণ্ডরীকাক্ষ।
৮০। ভূপালধ্বজ।
৮১। প্রবলচন্দ্র।
৮২। পুরন্দরচন্দ্র।
৮৩। ত্রিলোচনচন্দ্র।
৮৪। দীপ্তচন্দ্র।
৮৫। কার্ত্তিকেয়চন্দ্র।
৮৬। নীলচন্দ্র।
৮৭। মকরধ্বজ।
৮৮। নরকুলচন্দ্র।
৮৯। নবচন্দ্র।
৯০। কিশোরচন্দ্র।
৯১। মনচন্দ্র।
৯২। বীরদর্পচন্দ্র।
৯৩। নির্ভয়চন্দ্র।
৯৪। মেঘবলচন্দ্র।
৯৫। বাহুবলচন্দ্র।
৯৬। সুরেন্দ্রচন্দ্রধ্বজ।
৯৭। শিখিধ্বজ।
৯৮। উদয়াদিত্যচন্দ্র।
৯৯। ময়ূরধ্বজচন্দ্র।
১০০। গরুড়ধ্বজ।
১০১। মকরধ্বজ। *
১০২। তাম্রধ্বজচন্দ্র। †

* মণিপুর পতি ব্রহ্মসৈন্য দ্বারা রাজচ্যুত হইয়া কাছাড়-পতির আশ্রয় গ্রহণ করেন। মহারাজ মকরধ্বজ স্বীয় সৈন্য দ্বারা ব্রহ্মসৈন্য দূরীকৃত করিয়া মণিপুর পতিকে পুনর্ব্বার সিংহাসনে স্থাপন করেন।

† মহারাজ তাম্রধ্বজ জয়ন্তীয়াপতির সহিত প্রীতিবন্ধনে

১০৩। শূরদর্প নারায়ণ।
ইনি আসামপতির সাহায্যে জয়ন্তীয়া বিনষ্ট করিতে স্থির প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন। কিন্তু অকাল মৃত্যুদ্বারা তাঁহার সমস্ত উদ্যোগ বিফল হইয়াছিল।
|
১০৪। ধর্ম্মধ্বজচন্দ্র।
|
১০৫। কীর্ত্তিচন্দ্র।

১০৬। রামচন্দ্র।
|
ইহার শাসনকালে ত্রিপুরাপতি কাছাড় জয় করিয়াছিলেন।
১০৭। হরিচন্দ্র। } ভ্রাতা
১০৮। লক্ষ্মীচন্দ্র }
|
১০৯। কৃষ্ণচন্দ্র।
|
১১০। গোবিন্দচন্দ্র নারায়ণ।

---

আবদ্ধ ছিলেন, জয়ন্তীয়ারাজ একখানি উৎকৃষ্ট ও বৃহৎ নৌকা প্রস্তুত পূর্ব্বক তদারোহণে কর্ণপুরে গমন করেন। তিনি মহারাজ তাম্রধ্বজকে বলিলেন, বন্ধো! আমি এই নৌকা আপনার জন্য প্রস্তুত করাইয়াছি, আসুন আমরা উভয়ে একবার ইহাতে আরোহণ করি। সরলচিত্ত তাম্রধ্বজ সেই নৌকায় আরোহণ করিলে কপট মিত্র জয়ন্তীয়া পতি তাঁহাকে বন্ধন করিয়া বড়বক্রের প্রবল স্রোতে নৌকা ছাড়িয়া দিলেন। কাছাড় পতির সৈন্যগণ আশ্চর্য্যঘটনা দর্শনে ধনুর্ব্বাণ হস্তে দণ্ডায়মান হইল। তাম্রধ্বজ হস্ত সঞ্চালন দ্বারা তাহাদিগকে নিষেধ করিলেন। জয়ন্তীয়াপতি স্বীয় রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া কাছাড়পতিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিলেন। তদনন্তর তাম্রধ্বজের পত্নী রাণী চন্দ্রপ্রভাবতী জয়ন্তীয়া রাজের বিশ্বাসঘাতকতা ও সমস্ত অবস্থা বর্ণন পূর্ব্বক আসামের অধিপতি

রাজা হরিচন্দ্র নারায়ণের দুই পুত্র। জ্যেষ্ঠ কৃষ্ণচন্দ্র, কনিষ্ঠ গোবিন্দচন্দ্র। পিতৃব্যের মৃত্যুর পর কৃষ্ণচন্দ্র ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে সিংহাসন আরোহণ করেন। ইনি ৪০ বৎসর রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে ইরানবাসী জনৈক মোগল কতগুলি দুষ্ট লোক সংগ্রহ করত কাছাড় রাজ্য অধিকারের চেষ্টা করিয়াছিলেন। এব্যক্তি কশপুর নগর অধিকার করিলে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র গোয়াবাড়ী নামক স্থানে পলায়ন করেন। বিজয়োন্মত্ত মোগল কাণ্ডজ্ঞান হীন হইয়া বদরপুরস্থিত কোম্পানীর গারদ আক্রমণ করিলেন। শ্রীহট্টের ইংরেজ কর্তৃপক্ষগণ এই সংবাদ শ্রবণ মাত্র কল্যাণ সিংহ সুবেদারকে একদল সৈন্যের সহিত সেই মোগলের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। সুবাদার কল্যাণ সিংহ তাহাকে পরাজিত ও বন্ধীকৃত করিয়াছিলেন।

---

স্বর্গদেবের * নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। স্বর্গদেব দুইজন সেনাপতিকে দুইদল সৈন্যের সহিত জয়ন্তীয়া নগরে প্রেরণ করেন তাঁহারা জয়ন্তীয়া পতিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ ও কাছাড়পতিকে মুক্ত করিয়া উভয়কে লইয়া প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে গমন করিলেন। স্বর্গদেব নানা প্রকার খেলাত প্রদান পূর্ব্বক কাছাড়পতিকে স্বরাজ্যে প্রেরণ করেন এবং জয়ন্তীয়া পতির প্রাণদণ্ড করিয়াছিলেন।

---

* আহম বংশীয় আসামপতিগণ ইন্দ্রবংশজ বলিয়া সকলেই "স্বর্গদেব" উপাধি ধারণ করিতেন

কিছুকাল অন্তে সুবাদার কল্যাণ সিংহ কোম্পানীর কার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক কতগুলি পদচ্যুত ও পেন্সিয়ান প্রাপ্ত সিপাই সংগ্রহ করিয়া হাইলাকান্দী নামক স্থানে একটী নূতন রাজ্য স্থাপন কবিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র এই সংবাদ শ্রীহট্টের মেজেষ্ট্রটকে জানাইলেন। মেজেষ্ট্রট সাহেব তাহার বিরুদ্ধে একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। কোম্পানীর সৈন্যের আগমন বার্ত্তা শ্রবণে সুবাদার কল্যাণ সিংহ পলায়ন করিলেন। কল্যাণ সিংহ জয়ন্তীয়া রাজ্যে উপনীত হইলে তথাকার অধিপতি তাহাকে আবদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু রজনীযোগে কারাগার হইতে পলায়ন পূর্ব্বক বিবিধ স্থান ভ্রমণ করত কল্যাণ সিংহ অবশেষে কুমিল্লা নগরে উপস্থিত হয়, তথায় তাহার মৃত্যু হইয়াছিল।

১৮০৯ খৃষ্টাব্দে মণিপুরপতি মধুচন্দ্র স্বীয় অনুজ চৌরজিৎ ও মারজিত দ্বারা রাজ্যচ্যুত হইয়া কাছাড়পতির আশ্রয় গ্রহণ করেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র পঞ্চশত সৈন্য দ্বারা মধুচন্দ্রকে সাহায্য করিয়াছিলেন। কিন্তু সংগ্রামক্ষেত্রে মধুচন্দ্র হত হইলেন। কিয়ৎকালান্তে মারজিত কাছাড় পতির আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঁহার একটী মনোহর অশ্ব ছিল। কাছাড় পতির ভ্রাতা গোবিন্দচন্দ্র তাহা ক্রয় করিবার প্রস্তাব করিলেন মারজিত অশ্ব বিক্রয় করিতে সম্মত হইলেন না, গোবিন্দচন্দ্র তাহা বলক্রমে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

১৮১৩ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণচন্দ্র পরলোক গমন করেন, তাঁহার কোন পুত্র সন্তান ছিল না, এজন্য কনিষ্ঠ ভ্রাতা গোবিন্দচন্দ্র নারায়ণ সিংহাসন আরোহণ করিয়াছিলেন।

রাজা গোবিন্দচন্দ্র নারায়ণ, মণিপুরের রাজকুমার গম্ভীর সিংহকে প্রধান সেনাপতির পদে নিযুক্ত করেন। ১৮১৮খৃষ্টাব্দে মণিপুরপতি রাজা মারজিত কাছাড় আক্রমণ করেন। সেনাপতি গম্ভীর সিংহ বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক ভ্রাতৃপক্ষ অবলম্বন করেন। রাজা গোবিন্দচন্দ্র প্রাণভয়ে রাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীহট্টে পলায়ন করিলেন। তিনি গবর্ণমেন্ট সমীপে সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তৎকালে গবর্ণমেন্ট তাঁহার বাক্যে কর্ণপাত করেননাই কিন্তু ব্রহ্মযুদ্ধের সূচনা দর্শনে গবর্ণমেণ্ট রাজা গোবিন্দচন্দ্র নারায়ণকে কাছাড়ের সিংহাসনে সংস্থাপণ করিতে মনস্থ করিলেন। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দের ৫ই মার্চ্চ গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর ব্রহ্মযুদ্ধ ঘোষণা করেন। উক্ত ঘোষণাপত্রে লিখিত আছে যে, "কাছাড় নামক ক্ষুদ্র রাজ্যটি ব্রিটীস গবর্ণমেণ্টের আশ্রিত, ব্রহ্মা-সৈন্য এই রাজ্য মধ্যে প্রবেশ করিয়া, ব্রহ্মরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টকে বাধ্য করিয়াছেন।" কলিকাতার রাজপ্রাসাদে বসিয়া যে দিবস লর্ড আমার্হাষ্ট উল্লিখিত ঘোষণা পত্র প্রচার করেন। তৎপর দিবস অর্থাৎ ১৮২৪ খৃষ্টাব্দের ৬ মার্চ্চ গবর্ণর জেনেরলের এজেন্ট স্কট সাহেব বদরপুরে

বসিয়া কাছাড়পতি গোবিন্দচন্দ্র নারায়ণের সহিত সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। এই সন্ধিপত্র দ্বারা গোবিন্দচন্দ্র স্বয়ং ও স্বীয় উত্তরাধিকারিগণের জন্য কোম্পানির আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানি বহিঃশত্রু হইতে চিরকাল কাছাড়রাজ্য রক্ষা করিতে প্রতিশ্রুত হন। উক্ত সন্ধিপত্রের চতুর্থ প্রকরণের মর্ম্মানুসারে কাছাড়পতি কোম্পানিকে বার্ষিক দশসহস্র টাকা কর প্রদানে সম্মত হইয়াছিলেন।

ব্রহ্মযুদ্ধের অবসানে রাজা গোবিন্দচন্দ্র নির্ব্বিবাদে কাছাড় রাজ্য শাসন করিতেছিলেন। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে কতকগুলি মণিপুরী (সম্ভবতঃ মারজিতের অনুচর) একদা রজনীযোগে রাজপ্রাসাদে তস্করের ন্যায় প্রবেশ পূর্ব্বক রাজা গোবিন্দচন্দ্র নারায়ণের উপাংশুহত্যা সম্পদান করে। তাঁহার পুত্র সন্তান ছিল না, এজন্য গবর্ণমেণ্ট কাছাড়রাজ্য অধিকার করেন। কিন্তু তৎকালে বর্ত্তমান কাছাড় জেলার তৃতীয়াংশ মাত্র গবর্ণমেণ্ট প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। উত্তর কাছাড় সেই সময় তুলারাম সেনাপতির অধীন ছিল। তুলারামের পিতা কাঁচাদিন কাছাড়পতি রাজা কৃষ্ণচন্দ্র নারায়ণের জনৈক সেবক (খানসামা) ছিলেন। কাঁচাদিন পার্ব্বত্য প্রদেশের শাসন ভারপ্রাপ্ত হইয়া রাজা কৃষ্ণচন্দ্র নারায়ণের মৃত্যুর পর স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করেন। রাজা গোবিন্দচন্দ্র নারায়ণ কৌশলক্রমে বিদ্রোহী শাসন কর্ত্তাকে সমতল ক্ষেত্রে আনয়ন পূর্ব্বক তাঁহার

শিরশ্ছেদ করিলেন। তুলারাম স্বীয় পিতার হত্যাকাণ্ড দর্শনে গোবিন্দচন্দ্র নারায়ণের দারুণ শত্রু হইয়া দাড়াইলেন এবং পর্ব্বতবাসী নাগা কুকিদিগের সহিত দলবদ্ধ হইয়া তাঁহাকে জ্বালাতন করিতে লাগিলেন। পঞ্চদশ বৎসর ব্যাপী কলহের পর ১৭৫১ শকাব্দে (১৮২৯ খৃঃ অঃ) রাজা গোবিন্দচন্দ্র নারায়ণ তুলারামকে ২২২৪ বর্গমাইল ভূমির জায়-গীরদার বলিয়া স্বীকার করেন। তুলারামের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রদ্বয় নকুলরাম ও ব্রজনাথ প্রায় দশবৎসর পৈত্রিক রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। ১৭৭৬ শকাব্দে (১৮৫৩ খৃঃ অঃ) নকুলরাম দিশোমা নাগাদিগের প্রতিকূলে অস্ত্রধারণ করিয়া নিহত হন। এই সামান্য অপরাধে গবর্ণমেণ্ট তুলারামের বংশধরদিগকে কিঞ্চিৎ বৃত্তি ও নিষ্কর ভূমি প্রদান পূর্ব্বক তুলারামের রাজ্যটী গ্রাস করিয়াছিলেন। অধুনা কাছাড় জেলার পরিমাণ ৪২০০ বর্গমাইল।

---

## দ্বিতীয় অধ্যায়।

# মণিপুরী বা মিতাই রাজবংশাবলী।

১। পাখংবা।
২। থৈ।

৩। তনথিমং।
৪। কোয়েনিং গোয়েলবা।

৫। পুনসিবা।

৬। কন্থুথংবা।

৭। নন্থুথম্বা।

৮। নন্থুপম্বা।

৯। সমুয়েবং।

১০। কোলথৌবা।

১১। নন্থুথিং অং।

১২। থোস্তেকাছা।

১৩। কোয়লেহা।

১৪। জারবা।

১৫। জায়বা।

১৬। নিংলৌচেং।

১৭। ইপন লালথৌবা।

১৮। জংলাওকৈপাম্বা।

১৯। এরংবা।

২০। কৈলেম্বা।

২১। লোতিয়াংবা।

২২। জোনয়ইরেলবা।

২৩। ইউরেলথবা।

২৪। থাউলথবা।

২৫। চিতংলথবা।

২৬। থিংবৈছেনথবা।

২৭। পুরলথবা।

২৮। থোম্বা।

২৯। কৈমরম্বা।

৩০। থংবিললথবা।

৩১। থোংয়ম্বা।

৩২। থেলছবা।

৩৩। লেইজলবা।

৩৪। পুনসেবা।

৩৫। নিংথৌথোম্বা।

৩৬। কেয়ম্বা।

৩৭। কোইরেম্বা।

৩৮। লমচিংমনবা।

৩৯। নোনাগিয়েল থোম্বা।
|
৪০। কপোম্বা
|
৪১। তনংচোম্বা।
|
৪২। চলুম্বা।
|
৪৩। মৈয়াং ঙম্বা।
|
৪৪। থকেম্বা।
|
৪৫। খুনচোম্বা।
|
৪৬। পথোম্বা।
|
৪৭। চেরাইরংবা।
|
৪৮। পামহেইবা
(করিম নওাজ)
|
৪৯। খখিলালথোবা।
(ওগতসা)
|
৫০। নিংথৌখম্বা (ভরতসা)

৫১। মরম্বা (গৌরীশ্যাম)
|
৫২। চিং থংখম্বা।
(জয়সিংহ)
|
৫৩। মধুচন্দ্র।
৫৪। চৌরাজিৎ
৫৫। মারজিৎ
৫৬। গম্ভীর সিং
*
৫৭। নরসিংহ (সেনাপতি)

৫৮। দেবেন্দ্র সিংহ।
*
৫৯। চন্দ্রকীর্ত্তি।
(গম্ভীরের পুত্র)
|
৬০। সুরচন্দ্র।
|
৬১। কুলচন্দ্র।
*
৬২। চূড়াচাঁদ।
(নরসিংহের বংশধর।)

# মণিপুরের ইতিহাস।

ত্রিপুরারাজ্যের উত্তর-পূর্ব্বকোণে এবং কাছাড় জেলার পূর্ব্বদিগে মণিপুর রাজ্য অবস্থিত। এই রাজ্যের প্রকৃত

নাম মিতাই-লেইপাক। মিতাই অর্থ মিশ্রজাতি; লেইপাক অর্থ মাটি, ভূমি। ইহার যৌগিক অর্থ মিশ্রজাতির বাস ভূমি। শ্রীহট্ট নিবাসী অধিকারী ব্রাহ্মণগণ ইহাকে "মণিপুর" আখ্যা দান করিয়াছেন। মহাভারতের ভৌগোলিক তত্ত্ব জ্ঞাত থাকিলে তাঁহারা কখনই এই কুকার্য্য করিতেন না, এজন্যই আমরা ইহ'কে জাল-মণিপুর বলিয়াথাকি। *

মিতাইলেইপাক পর্ব্বত মধ্যস্থিত একটী সুন্দর স্থন। পুরাকালে সেই স্থন "লগ্‌তাক্" হ্রদ মধ্যে নিমজ্জিত ছিল। সেই হ্রদের মধ্য দিয়া "ইম্ফালতুরেল" ও অন্যান্য নদী প্রবাহিত হইতেছে। সেই সকল নদী প্রবাহিত কর্দ্দম রাশিদ্বারা

* আমাদিগের বিবেচনায় মিতাইলেইপাকের সহিত মহাভারতের কোন সংশ্রব নাই। মহাভারতে বর্ণিত মণিপুর প্রাচীন কলিঙ্গের অন্তর্গত একটি বিখ্যাত নগরী। অর্জ্জুনের গন্তব্যপথালম্বনে আমরা এইসিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি। বিষ্ণু পুরাণের অনুবাদক পণ্ডিত এইচ, এইচ, উইলসন সাহেবও এইরূপই নির্ণয় করিয়াছেন। ( Wilson's Vishnu Puran. Vol. IV. page 160. ) ডাক্তর জন উইলসন সাহেব ও মণিপুর কলিঙ্গের অন্তর্গত লিখিয়াছেন। ( John Willson's Indian Cast Vol. I. p. 249. ) কনিংহাম সাহেবের মতে মহাকৌশলের ( বা দক্ষিণকৌশলের ) প্রাচীন রাজধানী মণিপুর নামে পরিচিত ছিল। মহাভারতোক্ত মণিপুর সমুদ্র তীরবর্ত্তী নগরী, সুতরাং আমরা কনিংহামের মতানুমোদন করিতে পারিলাম না।

প্রথমতঃ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ গঠিত হইয়াছিল। ক্রমে ক্রমে নদী প্রবাহিত কর্দ্দমদ্বারা সেই সকল ক্ষুদ্র দ্বীপ সংযুক্ত হইয়া চারিটি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ দ্বীপ গঠিত হয় যথা, মৈয়াং খোমান, আঙম, এবং লোয়াং। কামরূপের প্রবল উন্নতির সময় নির্ব্বাসন দণ্ডের উপযুক্ত ব্যক্তিদিগকে এই সকল দ্বীপে ছাড়িয়া দেওয়া হইত। ক্রমে ঐ সকল নির্ব্বাসিত ব্যক্তিগণ নাগা কুকি প্রভৃতি জাতীয় রমণীগণের সংযোগে এক ভিন্ন জাতীয় মানবের সৃষ্টি করিল। * ইহারাই মিতাই (মণিপুরী বা মেখলী) দিগের পিতৃপুরুষ। † ক্রমে চারিটি দ্বীপ সংযুক্ত

---

† পেম্বার্টন সাহেব বলেন যে, মিতাইগণ তাতার জাতীয়। মণিপুরের ভূতপূর্ব্ব পলিটিকেল এজেণ্ট মেক্‌কলক সাহেব ও ডাক্তার ব্রাউন বলেন যে, মণিপুর দূনের চতুর্দ্দিকস্থ পর্ব্বত বাসী অনার্য্য জাতি হইতে মণিপুরিগণের উৎপত্তি। বর্ত্তমান রাজবংশটী যে নাগা জাতি হইতে উদ্ভূত এইরূপ অনুমান যুক্তি সঙ্গত বটে, কারণ রাজ্যাভিষেক কালে অদ্যাপি রাজা ও রাণী উভয়েই নাগা বেশ ধারণ করিয়া থাকেন। McCulloch's Munnipore. p. 4, and Brown's Munnipore. p. 27.)

* অদ্যাপি বাঙ্গালি হিন্দুগণ মণিপুরে মিশ্রজাতির সৃষ্টি করিতেছেন। ব্রাহ্মণগণ মিতাই রমণীর পাণি গ্রহণ করিলে তাঁহার গর্ভজাত সন্তানগণ ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়া থাকেন। কিন্তু সেই সন্তানের মাতার জাতি পরিবর্ত্তন হয় না। উক্ত রমণী বিধবা হইলে কিম্বা ব্রাহ্মণ স্বামী কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা

হইয়া "মিতাই লেইপাক" হৃদ গঠিত হইয়াছে। এই হৃদটি ক্রমে উত্তর হইতে দক্ষিণদিগে ঢালু হইয়াগিয়াছে। ইহার দক্ষিণ পার্শ্বে অদ্যাপি লগ্‌তাক্ সরোবরের কিয়দংশ বর্ত্তমান রহিয়াছে।

মণিপুর হৃদ, সমুদ্র বক্ষ হইতে প্রায় ১৬৮৭ হস্ত উর্দ্ধে অবস্থিত। ইহার আকৃতি বাদামী। ইহার দৈঘ্য উত্তর দক্ষিণে ৩৬ মাইল। পূর্ব্ব পশ্চিমে পরিসর ২০ মাইল। পরিমাণ ফল ৬৫০ বর্গমাইল। ইহাই প্রকৃত মিতাই লেইপাক বা মণিপুর রাজ্য। ব্রহ্মাযুদ্ধের পর গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে মণিপুরপতি যে সৈন্যদল প্রস্তুত করিয়াছিলেন ক্রমে তদ্দারা চতুঃপার্শ্বস্থিত পার্ব্বত্য প্রদেশ অধিকার করিয়া লইয়াছেন। এজন্যই অধুনা মণিপুর রাজ্যের পরিমাণ ফল প্রায় ৭০০০ বর্গমাইল হইয়াছে। ইহার অধিবাসী সংখ্যা ৭৫ হাজার। রাজস্ব প্রায় বিংশতি সহস্র মুদ্রা। এই রাজ্যের রাজকর্ম্মচারী, সৈন্য ও সাধারণ ভৃত্যগণ সকলেই বেতনের পরিবর্ত্তে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ ভূমি জায়গীর প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

মণিপুরের পার্ব্বত্য প্রদেশে ত্রিপুরার ন্যায় বন্যহস্তী

---

হইলে পুনর্ব্বার যে জাতীয় স্বামী গ্রহণ করিবে সেই স্বামীর ঔরস জাত সন্তানগণ সেই জাতিত্ব প্রাপ্ত হইবে। এইরূপে এক রমণীর গর্ভেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি বিবিধ জাতি উৎপন্ন হইতে পারে।

প্রাপ্ত হওয়া যায়। তদ্ব্যতীত নানা প্রকার মৃগ, বরাহ এবং ব্যাঘ্র এই অরণ্যে দৃষ্টি গোচর হইয়া থাকে। গৃহপালিত পশুর মধ্যে অশ্ব, মহিষ ও গবয়ই প্রধান। মণিপুরী ঘোড়া (বা পণি) সর্ব্বত্র সুপরিচিত। কিন্তু অশ্ববংশের ক্রমেই অবনতি হইতেছে। মণিপুরে শৃগাল নাই এবং পক্ষী সমূহের মধ্যে অস্মদ্দেশীয় কবি-কুল-প্রিয় বসন্তের সহচর কোকিলের নিতান্ত অভাব।

মিতাই (মণিপুরিগণ) মধ্যমাকার, সবলশরীর, সমর প্রিয় কিন্তু অপরিণামদর্শী, অহঙ্কারী এবং পরজাতি বিদ্বেষ্টা। শেষোক্ত গুণটি তাহারা তাহাদের ইষ্টদেবতা গোস্বামী মহাশয়দিগের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছে।* বাহ্যাকৃতিতে ইহাদিগকে শান্ত প্রকৃতি বলিয়া বোধ হয়; প্রকৃত পক্ষে ইহারা সেরূপ নহে। মিতাইগণ বাঙ্গালিদিগের ন্যায় গো মহিষাদি দ্বারা হাল চাস করিয়া থাকে। মিতাই ভূমিতে ধান্য, কলাই, মুগ, খেসারি, ইক্ষু প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। সিথং ও নিংরেংল নামক স্থানে লবণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। থারকোল এবং নৈতাং নামক গ্রামে রেশমের কারখানা আছে। মিতাইগণ প্রায়ই স্ব স্ব গৃহ নির্ম্মিত বস্ত্র পরিধান করে। রমণীগণ নানা প্রকার শিল্পকার্য্যে সুপটু। কৃষি

* ইহারা মূর্খ অধিকারী ব্রাহ্মণের প্রসাদ গ্রহণ করিবে, কিন্তু মহাপণ্ডিত শাক্ত ব্রাহ্মণের স্পৃষ্ট জলপান করিবে না।

কার্য্যের অধিকাংশ স্ত্রীলোকদ্বারা সম্পাদিত হয়। পুরুষেরা অতি অল্প কার্য্য করিয়া থাকে, অধিকাংশ সময় ইহারা নানা প্রকার ক্রীড়া কৌতুকে অতিবাহিত করে। মিতাইগণ নিতান্ত অশ্বপ্রিয়। ইহারা কখন কখন অর্থের অভাব হইলে স্ত্রী বিক্রয় করিয়া অশ্ব ক্রয় করিয়া থাকে। ইহাদিগের দাম্পত্য বন্ধন নিতান্ত শিথিল। প্রয়োজন অনুসারে ইহারা স্ত্রী বন্ধক, বিক্রয় এবং দান করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে বাল্য বিবাহ প্রায় নাই। বিধবা বিবাহ প্রচলিত আছে। বিবাহের পূর্ব্বে কোন রমণী কানীন সন্তান প্রসব করিলে সেই সন্তানকে "ধর্ম্মপুত্র" বলে।

পূর্ব্বে উল্লেখ করাহইয়াছে যে, আধুনিক ব্রহ্মদেশের উত্তরাংশে প্রাচীন কালে শ্যানদিগের এক বিস্তৃত রাজ্য ছিল। তাহাদের রাজ্যের নাম পোঁয়াং। তাহার রাজধানী মাওয়াং নগরী। ৬৯৯ শকাব্দে (৭৭৭ খৃষ্টাব্দে) পোয়াং পতির ভ্রাতা শ্যামলুং কোন কার্য্য বশতঃ দূত স্বরূপ ত্রিপুররাজ সভায় প্রেরিত হইয়াছিলেন। ত্রিপুরা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে রাজদূত শ্যামলুং মিতাইভূমির মধ্যদিয়া গমন করেন। তৎকালে উলঙ্গ মিতাইগণ অরণ্যজাত দ্রব্যাদি উপঢৌকন লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছিল। শ্যামলুং মিতাইদিগের অবস্থা দর্শনে বলিলেন, পোয়াং রাজ তোমাদের নিকট হইতে কোন রূপ করগ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন না, এক্ষণ হইতে তোমরা

বস্ত্র পরিধান করিবে, ইহাই তোমাদের জন্য রাজকর ধার্য্য হইল। একাদশ শতাব্দীপূর্ব্বে পোয়াং রাজের ভ্রাতা শ্যামলুং যাহাদিগকে "বনমানুষ" বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন, অস্মদ্দেশীয় অর্ব্বাচীন গোস্বামিগণ তাহাদিগকেই চন্দ্রবংশীয় বভ্রুবাহনের বংশধর বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন।

এস্থানে আমরা মিতাই রাজবংশের সম্পূর্ণ ইতিহাস লিখিতে ইচ্ছা করি না। মিতাই রাজ বংশের বংশাবলী প্রকাশ করা হইয়াছে। উক্ত বংশাবলীর শীর্ষদেশে অর্জ্জুন কিম্বা বভ্রুবাহনের নাম দৃষ্ট হইবে না। উক্ত বংশাবলী মতে পাখংবা মণিপুর রাজ বংশের আদি পিতা। মিতাইগণ বলে "গুরুসিদবা" দেব মানবের অধিপতি তিনি মৃত্যুঞ্জয়। তাঁহার পত্নীর নাম "লাইমেনসিদবি" তাঁহাদের দুই পুত্র জ্যেষ্ঠ "সেনামহি," কনিষ্ঠ "পাখংবা"। পাখংবা নাগকুলের ঈশ্বর, কনিষ্ঠ পুত্র পিতার পরম স্নেহভাজন ছিলেন। এজন্য গুরু-সিদবা জ্যেষ্ঠ পুত্রকে অতিক্রম করিয়া কনিষ্ঠকে মিতাইভূমির আধিপত্য প্রদান করেন। মিতাইদিগের জাতীয় ইতিহাস, ভাষা এবং সামাজিক প্রাচীন আচার ব্যবহার অনুসন্ধান করিলে ইহাদিগকে নাগোপাসক অনার্য্য বংশোদ্ভূত কোন জাতি বলিয়া সুন্দর রূপে বিবেচনা করা যাইতে পারে। শকাব্দের সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী ইতিহাস অনুসন্ধান করা বিড়ম্বনা মাত্র। ১৬২৪ শকাব্দে ৪৭ সংখ্যক নরপতি চেরাইরংবা

সিংহাসন আরোহণ করেন। তাঁহার শাসন কালে সামজুক পতি মিতাই রাজ্য আক্রমণ করিয়া পরাভূত হন। মিতাইগণ সেই বৃত্তান্ত অবলম্বন করিয়া "সামজুকঙবা" (সামজুক বিজয়) নামক ক্ষুদ্র গ্রন্থরচনা করিয়াছিলেন। ১৬৩৬ শকাব্দে চেরাই-রংবার পুত্র পামহেইবা সিংহাসন আরোহণ করেন। ইনি সাধারণতঃ "করিম নওয়াজ" * বা "করিকরিমনওয়াজ" নামে পরিচিত। পামহেইবা ত্রিপুরেশ্বর দ্বিতীয় ধর্ম্মমাণিক্যের সাময়িক। ত্রিপুরেশ্বর যৎকালে মুসলমানদিগের সহিত বিষম সমরে লিপ্ত ছিলেন; সেই সময় পামহেইবা ত্রিপুরার সীমান্তরক্ষক একদল সৈন্য জয় করিয়া "তখলেংঙবা" ("ত্রিপুরা বিজয়ী") উপাধি ধারণ করেন। মিতাইগণ "তখ-লেংঙবা"নামক এক ক্ষুদ্রগ্রন্থে উক্ত বৃত্তান্ত লিখিয়ারাখিয়াছেন।

পামহেইবার শাসন কালে শ্রীহট্ট নিবাসী অধিকারিগণ মিতাইভূমিতে গমন পূর্ব্বক সেই দেশকে মণিপুর, এবং অধি-পতিকে বভ্রুবাহনের বংশধর বলিয়া প্রচার করেন। তদবধি মিতাইগণ "মণিপুরী" আখ্যা ধারণ পূর্ব্বক হিন্দু শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। অধিকারিদিগের কৃপায় ইহারা চৈতন্য সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। বিষ্ণুভাগবত (শ্রীমদ্ভাগবত), চৈতন্যভাগবত ও চৈতন্যচরিতা-

* কোন কোন বঙ্গীয় লেখক ইহাকে পারসী "গরিব নওয়াজ" করিয়া ফেলিয়াছেন।

মৃত ইহাদের প্রধান ধর্ম্মগ্রন্থ। গোস্বামী মহাশয়গণ মিতাই-দিগকে বাঙ্গালিসমাজে স্থাপন করিতে পারিলে আমরা সুখী হইব। কিন্তু নেড়া নেড়ীর ভাব ইহাদিগের মধ্যে সংক্রামিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। পামহেইবার উত্তর পুরুষ চিংতুং খোম্বার শাসনকালে নবদ্বীপের গোস্বামিগণ মিতাই ভূমিতে গমন পুর্ব্বক রাজবংশীয়দিগকে মন্ত্রশিষ্য করিয়াছিলেন। গোস্বামিগণ তাঁহাকে ভাগ্যচন্দ্র আখ্যা প্রদান করেন। এই সময় হইতে তাঁহাদিগের একটি জাতীয় নাম, আর একটি হিন্দু নাম দৃষ্ট হয়। ভাগ্যচন্দ্রের সময়ে মণিপুরে "রাসক্রীয়া" সৃষ্ট হয়।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে মণিপুরিগণ নিতান্ত অপরিনামদর্শী। এজন্য বারংবার স্বত প্রবৃত্ত হইয়া ব্রহ্মরাজের সহিত আহাবেলিপ্ত হইয়াছে; চরমে তাহার ফল এই দাঁড়াইল যে, ১৭৪১ শকাব্দে ব্রহ্মরাজ মণিপুর রাজ্য উচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। মণিপুরপতি মারজিত পুর্ব্বেই কাছাড়পতি গোবিন্দচন্দ্র নারায়ণ কে রাজ্যচ্যুত করিয়া কাছাড় অধিকার করিয়াছিলেন। এক্ষণ স্বরাজ্য চ্যুত হইয়া কাছাড়ে গমন করত স্বীয় ভ্রাতা চৌরজীত, গম্ভীর সিংহ এবং বিশ্বনাথ সিংহের সহিত ভাগাভাগিতে কাছাড় ভোগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু ব্রহ্মরাজ শীঘ্রই তাঁহাদের সুখের বাসা ভাঙ্গিয়া দিলেন। ব্রহ্মসৈন্য আসিয়া কাছাড় জয় করিল। গম্ভীর সিংহ

প্রভৃতি ভ্রাতৃগণ কাছাড়পতি গোবিন্দচন্দ্রের ন্যায় ব্রিটীস গবর্ণমেণ্টের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ১৭৪৬ শকাব্দে গবর্ণমেণ্ট প্রথম ব্রহ্মযুদ্ধ ঘোষণা করেন। গম্ভীর সিংহ পঞ্চশত সহচর সহ শ্রীহট্টে উপনীত হইয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে অস্ত্রশস্ত্রদ্বারা সুশিক্ষিত করিয়া "গম্ভীরসিংহসলেবী"* নামক সৈন্যদল সৃষ্টি করেন। ক্রমে এইদলের সৈন্য সংখ্যা পঞ্চদশ শত হইয়াছিল। প্রথমতঃ কাপ্তান গ্রাণ্ট এই সৈন্যদলের অধিনায়ক হইয়াছিলেন। তৎপর কাপ্তান পেম্বার্টন তাঁহার সহচর নিযুক্ত হন। গম্ভীর সিংহ ছায়ার ন্যায় সেই সৈন্যদল লইয়া কাপ্তান গ্রাণ্টের সঙ্গে প্রায় দেড় বৎসরকাল ভ্রমণ করিয়াছিলেন। কাপ্তান গ্রাণ্ট গম্ভীরসিংহের অসাধারণ সাহস, বল, যুদ্ধ-কৌশল এবং অলৌকিক বীরত্ব প্রভৃতি গুণরাশি দর্শনে বারংবার তাঁহার অনুকূলে গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট করিয়াছিলেন। সেই ভীষণ ব্রহ্মসমরের প্রায়-অবসানকালে কাপ্তানগ্রাণ্ট ব্রহ্মরাজ্যের উত্তরদিকস্থ কাইবো পরগণায় উপনীত হইয়া বিজয়বৃত্তান্ত বর্ণন পূর্ব্বক (১৮২৬ খৃঃ অঃ ২৬ জানুয়ারি) টামু হইতে কমিশনর টকার সাহেব নিকট যে রিপোর্ট করেন, তাহার উপসংহারে

* মণিপুরী ও কাছাড়ী জাতি দ্বারা এই সেনাদল গঠিত হয়। মনিপুরবাসী কাছাড়িগণ "কালাছা" আখ্যা দ্বারা পরিচিত হইয়া থাকে।

গম্ভীর সিংহের সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন তদ্‌পাঠে তাঁহাকে একজন অসাধারণ বীরপুরুষ বলিয়া অনুমিত হয়। * ইহার অল্পকাল পরে (১৮২৬ খৃঃ অঃ ২৪ ফেব্রুয়ারি) গবর্ণমেণ্টের সহিত ব্রহ্মরাজের যান্দবোনগরে সন্ধি হইয়াছিল। সেই সন্ধি পত্রের দ্বিতীয় প্রকরণের শেষাংশে ইহা লিখিত হইয়াছে যে, "যদি গম্ভীর সিংহ মণিপুরে প্রত্যাবর্ত্তণ করেন, তাহা হইলে ব্রহ্মরাজ তাঁহাকে মণিপুরপতি বলিয়া স্বীকার করিবেন।" †

উক্ত সন্ধিপত্রের মর্ম্মানুসারে গবর্ণমেণ্ট গম্ভীর সিংহকে মণিপুর সিংহাসনে স্থাপন করেন। গম্ভীর সিংহের সৈন্যদল দুইজন ইংরেজ সেনাপতির অধীনে রক্ষিত হইয়াছিল। গবর্ণমেণ্ট সেই সকল সৈন্যের অস্ত্রাদি যোগাইতেন। ইংরেজ সেনাপতিগণের যত্নে ও গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ে মণিপুরে প্রায় পঞ্চ সহস্র সৈন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। বাঙ্গালা দেশের পূর্ব্ব সীমান্ত বাসী অসভ্যদিগকে দমন করা এবং প্রয়োজন অনুসারে ব্রহ্মরাজ্যে উপস্থিত রাখিবার জন্য এই সকল সৈন্য প্রস্তুত করা হয়। এই সৈন্যদল "মণিপুর লেবী' নামে ইতিহাসে পরিচিত হইয়াছে। এই সৈন্যদলই মণিপুরের উন্নতি এবং অবনতির মূল কারণ। এই সৈন্যদলের সাহায্যে মিতাইগণ সপ্ত সহস্র বর্গমাইল ব্যাপী রাজ্যসীমা বিস্তার করিতে

* Wilson's Burmese War. p. 207.

† A collection of Treaties. &c &c. Vol. I. p. 213.

সক্ষম হইয়াছিল। এই সৈন্যদলের সাহায্যে দুর্দ্দান্ত টীকেন্দ্রজিতের নির্দ্দয় সহচর থঙ্গাল জেনারল, কুইন্টন, গ্রিমউড প্রভৃতি ইংরেজ রাজপুরুষদিগকে বলিদান করিতে সক্ষম হইয়াছিল।

১৭৫২ শকাব্দে মণিপুরিগণ কাছাড়পতি গোবিন্দ চন্দ্র নারায়ণের উপাংশু হত্যা সম্পাদন করে।

ব্রহ্মযুদ্ধের পর হইতে মণিপুরের পূর্ব্বদিগস্থ কাইবো পরগণা মণিপুরের রাজদণ্ডের অধীন হয়। ব্রহ্মরাজ ইহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া উহা প্রত্যর্পণ করিবার জন্য ব্রিটীস্ গবর্ণমেণ্টকে বারংবার অনুরোধ করেন। গবর্ণমেণ্ট বাধ্য হইয়া উক্ত পরগণা ব্রহ্মরাজকে প্রদান করেন। এবং ক্ষতিপূরণ স্বরূপ মণিপুরপতিকে বার্ষিক ছয়সহস্র টাকা প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হন। (১৮৩৪ খৃঃ অঃ ২৫ জানুয়ারী।)

১৭৫৬ শকাব্দে গম্ভীরসিংহ মানবলীলা সম্বরণ করেন। তাঁহার পুত্র চন্দ্রকীর্ত্তি তৎকালে একবৎসরের শিশু। সেনাপতি নরসিংহ সেই শিশুকে সিংহাসনে স্থাপন পূর্ব্বক স্বয়ং অভিভাবক স্বরূপ রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। ১৭৫৭ শকাব্দে গবর্ণমেণ্ট "মণিপুর লেবী" নামক সৈন্যদল সম্পূর্ণ ভাবে মণিপুরপতির হস্তে সমর্পণ পূর্ব্বক মণিপুরে একজন পলিটিকেল এজেণ্ট নিযুক্ত করেন। ১৭৬৬ শকাব্দে শিশু নরপতি চন্দ্রকীর্ত্তির জননী স্বীয় উপপতি নবীন সিংহের কুম-

রণায় নরসিংহকে হত্যা করিয়া স্বয়ং রাজ্যভার গ্রহণ করিবার জন্য লোলুপ হইলেন।* একদা সন্ধ্যাকালে রাজপ্রতিনিধি নরসিংহ দেবতা প্রণাম করিতেছিলেন, সেই সময় নবীন সিংহ তাঁহাকে আক্রমণ করেন, নরসিংহ বাহুমূলে তরবারীর আঘাত ধারণ করিয়া মস্তক রক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার সহচরগণ দ্বারা নবীন সিংহ ধৃত হন। অন্যান্য চক্রান্তকারিগণ এই সংবাদ রাণীকে জ্ঞাপন করিলে, তিনি দশমবর্ষীয় পুত্র চন্দ্রকীর্ত্তিকে লইয়া কাছাড়ে পলায়ন করিলেন। নরসিংহ রাজভবনে গমন পূর্ব্বক রাজ্যীয় কার্য্য কলাপ শ্রবণ করত স্বয়ং সিংহাসনে উপবেশন ও রাজদণ্ড ধারণ করিলেন। নবীন সিংহের প্রাণদণ্ড হইল। তৎপর ৬ বৎসর কাল সুনিয়ম ও প্রবল বিক্রমে রাজ্য শাসন করিয়া ১৭৭২ শকাব্দে রাজা নরসিংহ পরলোক গমন করেন। তদনন্তর তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা দেবেন্দ্র সিংহ সিংহাসন আরোহণ করেন। কিন্তু তিনি তিন মাসের অধিক রাজ্য ভোগ করিতে পারেন নাই। গম্ভীর সিংহের একমাত্র পুত্র চন্দ্রকীর্ত্তি সিংহ সপ্তদশ বৎসর বয়ঃক্রমে বাহুবলে পৈত্রিক আসন অধিকার করেন। তাঁহাকে সিংহাসন চ্যুত করিবার জন্য রাজবংশীয় অনেকেই চেষ্টা করিয়া অবশেষে অকৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। ১৮৬১ খৃঃ

* Brown's Munnipure. pp. 66, 67.

অব্দে গবর্ণমেন্ট মণিপুরের পলিটিকেল এজেন্টের পদ এবালিস করিতে প্রস্তাব করেন। মণিপুরপতি চন্দ্রকীর্ত্তি সিংহ এই সংবাদ শ্রবণে উক্ত প্রস্তাব যাহাতে কার্য্যে পরিণত না হয়, তজ্জন্য ইণ্ডিয়া গবর্ণমেন্ট সমীপে (১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ১৮আগষ্ট) এক আবেদন পত্র প্রেরণ করেন। তৎপর স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষগণের মত গ্রহণান্তর ইণ্ডিয়া গবর্ণমেন্ট মহারাজ চন্দ্রকীর্ত্তির মতানুসারে কার্য্য করিতে সম্মত হইলেন। ৩৫ বৎসর রাজ্য শাসন করিয়া ১৮০৭ শকাব্দে চন্দ্রকীর্ত্তি পরলোক গমন করেন। তদনন্তর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শূরচন্দ্র সিংহাসনে আরোহণ করেন।

মহারাজ শূরচন্দ্রের অভিষেক কালে তাঁহার কনিষ্ঠ বৈমাত্রেয় ভ্রাতা কুলচন্দ্র যৌবরাজ্যে ও তৎকনিষ্ঠ সেনাপতির পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কিছুকাল পরে সেনাপতির মৃত্যু হওয়ায় চতুর্থ ভ্রাতা দুর্দ্দান্ত টীকেন্দ্রজিৎ উক্ত পদে নিযুক্ত হন। এইরূপে প্রায় ৫ বৎসর গত হইল, দুর্দ্দান্ত টীকেন্দ্রজিৎ নানা প্রকার কৌশলে পলিটিকেল এজেন্ট গ্রিমউড সাহেবকে বাধ্য করিয়াছিলেন। অবশেষে টীকেন্দ্রজিতের চক্রান্তে শূরচন্দ্র রাজ্যপরিত্যাগ পূর্ব্বক বৃন্দাবন যাত্রা করিতে বাধ্য হন। (১৮৯০ খৃঃ অঃ সেপ্টেম্বর) টীকেন্দ্রজিৎ কুলচন্দ্রকে সিংহাসনে স্থাপন পূর্ব্বক স্বয়ং যুবরাজ হইলেন। শূরচন্দ্র কলিকাতায় উপনীত হইয়া প্রকৃত অবস্থা গবর্ণর

জেনারল সমীপে জ্ঞাপন করিলেন। ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট এসম্বন্ধে আসামের শাসন কর্ত্তার অভিপ্রায় জ্ঞাত হইতে ইচ্ছা করেন। পলিটিকেল এজেণ্ট কুলচন্দ্রকে রাজা ও টীকেন্দ্রজিতকে যুবরাজ স্বীকার করিবার জন্য জেদ করিতে লাগিলেন; আসামের চিফকমিসনর সাহেব সেই তালে তাল বাজাইবেন। ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট বাধ্য হইয়া টীকেন্দ্রজিতের কুকার্য্য অনুমোদন করেন (অর্থাৎ কুলচন্দ্রকে মণিপুর পতি বলিয়া স্বীকার করিলেন); কিন্তু টীকেন্দ্রজিৎ এই অন্যায় রাষ্ট্রবিপ্লবের নায়ক বলিয়া তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া আনিবার জন্য চিফকমিসনরের প্রতি আদেশ করিলেন। কুইণ্টন সাহেব সেই আদেশানুসারে কার্য্য করিবার জন্য মণিপুরে গমন নকরে। কুইণ্টন সাহেব দরবার গৃহে টীকেন্দ্রজিতকে গ্রেপ্তার করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন(!!)। টীকেন্দ্রজিৎ অসুস্থতা বশতঃই হউক কিম্বা অন্য কারণেই হউক, দরবারে অনুপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে ধৃত করিয়া আনিবার জন্য গোপনে সৈন্য প্রেরিত হইল (!!)। তৎকালে টীকেন্দ্রজিতের অধীনে ৪৪০০পদাতি, ৫০০গোলোন্দাজ ও ৪০০অশ্বারোহী সৈন্যছিল। সুতরাং মুষ্টিমেয় সৈন্যলইয়া ইংরেজ কর্ত্তৃপক্ষগণ টীকেন্দ্রজিতের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎকালে মণিপুরে পঞ্চশতের অধিক গবর্ণমেণ্টের সৈন্য ছিল না। সমস্ত দিন অনন্ত ক্রিয়ার পর কুইন্টন সাহেব যুদ্ধ স্থগিত করিবার জন্য

আদেশ করেন। তদনন্তর কুইণ্টন, গ্রিমউড, কর্ণেল. স্কীন, লেপ্টেনেণ্ট সিমসন ও কসিন্স সাহেব টীকেন্দ্র জিতের সহিত আলাপ করিবার জন্য রাজপ্রাসাদে গমন করেন। তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার মানসে তাঁহারা যখন প্রাসাদ হইতে বহির্গত হইলেন এমনি সাধারণ লোক দ্বারা লেপ্টেনেণ্ট সিমসন ও পলিটিকেল এজেণ্ট গ্রিমউড সাংঘাতিক রূপে আহত হন। সেই মূহূর্ত্তেই গ্রিমউড প্রাণ ত্যাগ করেন। তৎপর নির্দ্দয় থঙ্গাল জেনারলের আদেশানুসারে কুইণ্টন, স্কীন, কসিন্‌স সাহেবকে বলিদান করা হইয়াছিল। * সেই পঞ্চ ইংরেজ রাজ-পুরুষের মুণ্ড একগর্ত্তে সমাহিত করিয়া অপরিণামদর্শী মণিপুরিগণ বিশেষ প্রীতিলাভ করিল।

এই লোমহর্ষণ ঘটনার সংবাদ ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের শ্রুতিগোচর হইলে, দলে দলে ব্রিটীস সৈন্য মণিপুরে প্রেরিত হইল। নিরস্ত্র সাহেবদিগকে বলিদান করিবার সময় মণিপুরিগণ যে বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিল, এক্ষণ তাহাদের সেই বীরত্ব তিরোহিত হইল, এই সকল অপরিণামদর্শী কাপুরুষগণ স্ব স্ব পরিবার বর্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিল। কিন্তু যথা সময়ে সকলেই ধৃত হইয়া ইংরেজ কর্তৃপক্ষগণ নিকট

* Mano Mohan Ghose's Appeals of the Manipur Princes. pp. 7, 8.

উপস্থিত হইল। বিচারে কুলচন্দ্র নির্ব্বাসিত. টীকেন্দ্রজিৎ ও থঙ্গাল জেনেরেল ফাঁসিকাষ্টে বিলম্বিত হইলেন। ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে কুলচন্দ্র, টীকেন্দ্রজিৎ প্রভৃতি ব্যক্তি-গণ স্ব স্ব পাপের প্রায়শ্চিত্ত ভোগ করিয়াছেন; কিন্তু সুরচন্দ্র ও তাঁহার উত্তর পুরুষগণ কোন পাপে চিরকালের জন্য তাঁহাদের পৈতৃক রাজ্যটী হারাইলেন, গবর্ণমেণ্টের এবিচার রহস্য আমরা বুঝিতে পারিলাম না। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে নরসিংহের প্রপৌত্র পঞ্চম বর্ষীয় বালক চূড়াচাঁদকে গবর্ণমেণ্ট মণিপুরের রাজাসনে স্থাপন করিয়াছেন। তিনি বয়োপ্রাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত জনৈক ইংরেজ রাজপুরুষ মণিপুরের রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন। ইংরেজ রাজপুরুষগণের সুশাসনে মণিপুরের উন্নতি এবং মণিপুরীদিগের চরিত্র সংশোধিত হইবে বলিয়া আমরা বিবেচনা করিতে পারি।

ক্ষুদ্র ও নগণ্য মণিপুরকে ইংরেজ বাড়াইয়াছিলেন, আবার ইংরেজের দ্বারাই সেই মণিপুরের গর্ব্ব খর্ব্ব হইল। চূড়াচাঁদকে মণিপুরের রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গবর্ণমেণ্ট অনুজ্ঞা করিয়াছেন যে, চূড়াচাঁদ ও তাঁহার উত্তর পুরুষগণ "রাজা" উপাধিধারণ করিবেন। মণিপুরের "রাজা" ব্রিটীস অধিকারে আসিলে তাঁহার সম্মানার্থে ১১টি তোপধ্বনি হইবে। রাজার জেষ্ঠ্য পুত্রই রাজপদ প্রাপ্ত হইবেন। অনপত্যতা নিবন্ধন ব্যতিত রাজার ভ্রাতা কিম্বা অন্য কোন ব্যক্তি সেই

পদ প্রাপ্ত হইবেন না। গবর্ণমেন্টের অনুমোদন ভিন্ন কেহই রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবেন না। মণিপুরের রাজাকে নিয়মিতরূপে করপ্রদান করিতে হইবে; গবর্ণমেন্ট পশ্চাৎ সেই করের প্রকার ও পরিমাণ স্থির করিবেন। মণিপুরের শান্তিরক্ষার জন্য ১৩০০ শত ব্রিটীস সৈন্য তথায় থাকিবে।

ইংরেজ কর্ত্তৃপক্ষগণের সুশাসনে অল্পকাল মধ্যে মণিপুরের রাজস্ব আশাতীত রূপে বর্দ্ধিত হইয়াছে। তাঁহারা কর্ম্মচারি ও ভৃত্যবর্গের জায়গীর (চাকরাণ নানকার বা "লাল্লুপ") প্রথা রহিত করিয়া রাজস্ববৃদ্ধির পন্থা পরিষ্কার করিয়াছেন। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে মণিপুরের যে লোক সংখ্যা গৃহীত হয়, তদ্দ্বারা মণিপুরের অধিবাসী সংখ্যা কিঞ্চিদূন সওয়া দুই লক্ষ নির্ণীত হইয়াছিল।

---

## তৃতীয় অধ্যায়।

# শ্রীহট্টের প্রাচীন ও আধুনিক বিবরণ।

সংস্কৃত গ্রন্থ সমূহে এই প্রদেশ "শিলহট্ট"এবং শ্রীহট্ট উভয় আখ্যায় পরিচিত হইয়াছে। শিলহট্ট শব্দ হইতে শিলট, শিলট হইতে ইংরেজি "ছিলেট" নামের উৎপত্তি।

চীনপরিব্রাজক হিয়োন সাঙ বলেন, সমতট (বঙ্গ) রাজ্যের উত্তর পূর্ব্বদিকে শিলহট্ট রাজ্য অবস্থিত। এইরাজ্য সমুদ্র (হ্রদ) তীরবর্ত্তী। শ্রীহট্ট জেলার দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ,

ময়মনসিংহের পূর্ব্বাংশে ত্রিপুরাজেলার উত্তর-পশ্চিমাংশ দর্শনে বোধ হয় এই স্থানে পূর্ব্বে একটি বৃহৎ হ্রদ ছিল। ব্রহ্মপুত্র নদে প্রবাহিত কর্দ্দম দ্বারা ঢাকা, ময়মনসিংহ ও ত্রিপুরার সন্ধিস্থল সমতল ক্ষেত্রে পরিণত হইলে, এই হ্রদ বিশেষ রূপে মানব মণ্ডলির দৃষ্টি পথে পতিত হইয়াছিল। এজন্যই দ্বাদশ শতাব্দী পূর্ব্বে হিয়োনসাঙ শিলহট্ট রাজ্যটি সমুদ্র তীরবর্ত্তী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বড়বক্র প্রভৃতি নদী সমূহ এই হ্রদের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইত। নদী প্রবাহে আনীত কর্দ্দম-রাশি দ্বারা সেই হ্রদ ক্রমে ক্রমে শুষ্ক হইয়া অসংখ্য বিল সৃষ্ট হইয়াছে। এই সকল বিলের কান্দি বা উচ্চস্থানস্থিত গ্রামগুলি অদ্যাপি বর্ষাকালে সমুদ্র মধ্যস্থিত দ্বীপ বলিয়া বোধ হয়। আধুনিক শ্রীহট্ট জেলার প্রায় চতুর্থাংশ বিল, ও নিম্নভূমি ইহার সহিত ময়মনসিংহ জেলার পূর্ব্ব প্রান্তস্থিত নিম্নভূমি ও ত্রিপুরা জেলার উত্তর-পশ্চিম প্রান্তস্থিত নিম্নভূমি সংযুক্ত করিলে বোধ হয় উল্লিখিত হ্রদের পরিমাণ ফল দুই সহস্র বর্গ মাইল হইতেও অধিক ছিল।

আধুনিক শ্রীহট্ট জেলার দক্ষিণ পশ্চিমাংশ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ত্রিপুর-রাজছত্রের অধীন ছিল এবং পূর্ব্বাংশ কাছাড়ের অধিকারভুক্ত ছিল। সুতরাং এক্ষণে যে বিস্তৃত প্রদেশকে জেলা শ্রীহট্ট বলা যায়, তাহার প্রায় অর্দ্ধাংশ প্রাচীন কালে ত্রিপুরা ও কাছাড় নরপতিবৃন্দের দণ্ডাধীন ছিল। ক্রমে ক্রমে

মুসলমান শাসনকর্ত্তাদিগদ্বারা সেই সেই অংশ শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্ভূক্ত হইয়াছে। প্রাচীন কালে শ্রীহট্ট তিনটি ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। ১—গৌড় বা শ্রীহট্ট। ২—লাউর ৩—জয়ন্তীয়াপুর। এই তিনটি রাজ্যের মধ্যে গৌড় বা শ্রীহট্টের অধিপতি অধিক বলশালী ছিলেন। কিন্তু সকলকেই ত্রিপুররাজদণ্ডের নিকট মস্তক অবনত করিতে হইত। ত্রিপুরেশ্বর এই তিনটি রাজ্যের অধিপতিগণকে আপনাদিগের সামন্ত শ্রেণীতে স্থান প্রদান করিতেন। কালবশে মুসলমানগণ বাঙ্গালার পূর্ব্ব প্রান্তে উপনীত হইয়া, ত্রিপুরার সেই গর্ব্ব খর্ব্ব করিল। মুসলমানদিগের বাঙ্গালায় প্রবেশ কালে যাঁহারা শ্রীহট্টের সিংহাসনে বিরাজ করিতেছিলেন সেই সকল নরপতিগণ আপনাদিগকে চন্দ্রবংশজ বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। শকাব্দের ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে গোবিন্দদেব নামক নরপতি শ্রীহট্টের রাজদণ্ড পরিচালন করিতেছিলেন। * রাজা গোবিন্দদেব বোরাহেনদ্দিন নামক জনৈক মুসলমান পীরকে গোহত্যা অপরাধে অপমানিত করিয়াছিলেন। সেই সূত্রে

* গোবিন্দদেবের তাম্রশাসন পাঠে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, ইনি নারায়ণদেবের পুত্র,গোকুলদেবের পৌত্র ও খরবাণদেবের প্রপৌত্র। রাজা গোবিন্দদেব ভট্টপাঠক (ভাটপাড়া) গ্রামে একটি মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে শ্রীহট্টনাথ শিব স্থাপন করেন। সেই দেবতার সেবা পূজার ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য ৩৭৫ হল ভূমি ও ২৯৬ খানা বাস্তু দান করিয়াছিলেন।

বাঙ্গালার মুসলমান শাসনকর্ত্তার সহিত তাঁহার বিরোধ উপস্থিত হয়। মুসলমান ইতিহাস লেখকগণ, গোবিন্দদেবকে "যদুকর" অর্থাৎ ঐন্দ্রজালিক বিদ্যা-বিশারদ লিখিয়াছেন। সমস-উদ্দিন ইলিয়স সাহার পুত্র সুলতান সেকেন্দর গোবিন্দদেবের বিরুদ্ধে প্রেরিত হন। কিন্তু যাদুবিদ্যার প্রভাবে গোবিন্দদেব প্রথমবার সেকেন্দরকে পরাজিত করেন। দ্বিতীয়বার সেকেন্দর সাহাজালাল নামক "দরবেশের" সাহায্যে গোবিন্দদেবকে জয় করিয়া শ্রীহট্ট অধিকার করেন। গোবিন্দদেব রাজ্যচ্যুত হইয়া পর্ব্বতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু গোবিন্দদেবের পুত্র ঈশানদেবের তাম্রশাসন পাঠে অনুমতি হয় যে, পিতার মৃত্যুর পর, তিনি শ্রীহট্টের রাজদণ্ড ধারণ করিয়াছিলেন। † সুতরাং মুসলমানদিগের শ্রীহট্ট অধিকারের সময় সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ গণ্ডগোল দৃষ্ট হইতেছে। সুবিখ্যাত মুর পরিব্রাজক ইবন বতোতা ১২৭৩-৭৪ শকাব্দে কামরূপের পার্ব্বত্য প্রদেশে (শ্রীহট্টে) গমন করত পীর সাহ জালালকে দর্শন করিয়াছিলেন। ঐতিহাসিক গণনা অনুসারে ১২৭৩-১৩০৬ শকাব্দের মধ্যবর্ত্তী কালে মুসলমানগণ শ্রীহট্ট অধিক

† ঈশানদেবের তাম্রশাসনে লিখিত আছে যে, রাজা ঈশানদেব একটি উচ্চশীর্ষ মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে মধুসূদন মূর্ত্তি স্থাপন করেন। সেই দেবতার সেবা পূজা ব্যয় নির্ব্বাহ ক...

করেন। কিন্তু দৃঢ়ভাবে তথায় রাজদণ্ড সংস্থাপন করিতে দীর্ঘকাল অতিবাহিত হইয়াছিল। কারণ মুসলমান কৃত অত্যাচারের প্রতিশোধ লইবার মানসে আসাম ও ত্রিপুরা-পতিগণ বারংবার শ্রীহট্ট প্রদেশ আক্রমণ ও লুণ্ঠন করিতে বিরত হন নাই। লাউরপতিগণ অবশেষে মহম্মদীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করত মুসলমানদিগের অত্যাচার হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু মুসলমানদিগের সৌভাগ্য-সূর্য্য অস্তমিত হইবার সময়েও জয়ন্তীয়াপতিগণ আপনাদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

প্রাচীনকালে শ্রীহট্ট প্রদেশ হইতে ভারতের সর্ব্বত্র দাস, দাসী ও খোজা প্রেরিত হইত। বিনীস দেশীয় বিখ্যাত ভ্রমণ-কারী মার্ক পোলোর ভ্রমণ বৃত্তান্ত,* আইন আকবরী † ও তজক-জাহাংগিরী গ্রন্থে খোজা ব্যবসায়ের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। আবুল ফজল বলেন, খোজাদিগকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়া থাকে, যথা—ছান্দলী, বাদামী ও কাফুরী। শৈশবে যাহাদের উপস্থ ও মুষ্ক আমূল ছেদিত হয়, তাহাদিগকে ছান্দলী বা আকল্‌ছি বলে। কেবলমাত্র যাহাদের মুষ্ক ছেদিত হয় তাহাদের নাম বাদামী এবং যাহাদের উপস্থ মাত্র ছেদন

* Wright's Marco Polo. p. 280.,
Yule's Marco Polo. Vol. 11. p. 79.

† ব্লকমান প্রকাশিত মুল আইন আকবরী ৩৮৯ পৃষ্ঠা।

করা হয় তাহাদিগকে কাফুরী বলে। সম্রাট জাহাংগীর ঘোষণা পত্র দ্বারা বালকদিগের মুষ্ক ও উপস্থ ছেদন করিতে দৃঢ়রূপে নিষেধআজ্ঞা প্রচার করিয়াছিলেন; কিন্তু দাসদাসীক্রয় বিক্রয়ের প্রথা দীর্ঘকাল প্রচলিত ছিল. ২৫। ৩০ বৎসর পূর্ব্বেও শ্রীহট্ট প্রদেশে দাস দাসী ক্রয় বিক্রয় হইত; কিন্তু অস্মদ্দেশীয় দাসত্ব প্রথা পাশ্চাত্য দাসত্ব প্রথার ন্যায় ভীষণ ছিল না। কারণ আমাদের দাস দাসীগণ পরিবারের লোক বলিয়া গণ্য হইত। যাহা হউক এই প্রথাও ব্রিটীস গবর্ণমেণ্ট দ্বারা তিরোহিত হইয়াছে।

আবুল ফজল বলেনঃ—

শ্রীহট্ট সকার পর্ব্বত দ্বারা বেষ্টিত। এখানে সোমতারা (কমলা লেবু) নামক সুবর্ণ, সুমিষ্ট ও সুখাদ্য ফল প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এবং চোবচিনী নামক ঔষধ উৎপন্ন হইয়া থাকে। "বিহঙ্গরাজ" পক্ষী এই সরকারে পাওয়া যায়।

এই সরকারে সৈন্যসংখ্যা—১১০০ অশ্বারোহী, ১৯০টি হস্তী এবং ৪২৯২০ পদাতি। রাজস্ব ১৬৭০৩২ টাকা ১৮ দাম।* ৮টি মহাল যথা।

১। প্রতাপগড় ও পঞ্চখণ্ড। রাজস্ব ৩৭০০০০ দাম। দুইটি স্বতন্ত্র পরগণা। প্রতাপগড়ের পরিমাণ ১৩১॥০ বর্গ মাইল।

* দাম, আধুনিক ডবল পয়সার ন্যায় একপ্রকার তাম্র মুদ্রা। ৪০ দামে সেরসাহি এক টাকা। তুড়র মল্লের ওয়াশীল তোমরজমাসেরসাহের রাজস্ব হিসাবের নকল মাত্র।

পঞ্চখণ্ডের অন্তর্গত দীঘির পার গ্রামবাসী বৈদিকব্রাহ্মণকুলেই প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্য দেবের আবির্ভাব হয়।

২। বানিয়াচুং। রাজস্ব ১৬৭২০৮০ দাম। এই বৃহৎ মহাল অধুনা বহুখণ্ডে বিভক্ত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু যে অংশ "বানিয়াচুং" নামে পরিচিত হইয়া থাকে, তাহার পরিমাণ ৫৩৫ বর্গ মাইল। এই মহাল লাউরের রাজাদিগের অধিকারভুক্ত ছিল। লাউরের যে হিন্দু নরপতি মুসলমান ধর্ম্মগ্রহণ করেন তাঁহার পৌত্র আবিদরেজা লাউর পরিত্যাগ পূর্ব্বক এই মহালের অন্তর্গত কসবা-বানিয়াচুং নামক গ্রামে বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই গ্রামের আধুনিক লোক সংখ্যা প্রায় পঞ্চবিংশতি সহস্র। নদীয়ার অন্তর্গত শান্তিপুর ব্যতীত বাঙ্গালায় অন্য কোন গ্রামের লোক সংখ্যা এতাধিক নহে।

৩। জয়ন্তীয়া। রাজস্ব ২৭২০০ দাম। জয়ন্তীয়া রাজ্যের কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। রাজা তোড়রমল্ল যে কিরূপে ইহাকে একটি মহাল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। প্রায় এক শতাব্দী পূর্ব্বে ডাক্তর বকনন লিখিয়াছেন যে, বিস্তৃত আধিপত্য ও ক্ষমতা অনুসারে জয়ন্তীয়াপতি রাজা * উপাধি ধারণ করিবার উপযুক্ত পাত্র বটেন। মুসলমানগণ জয়ন্তীয়ারাজের প্রতি অত্যাচার করিতে

* এস্থলে রাজা অর্থ King বুঝিতে হইবে।

ত্রুটী করেন নাই, কিন্তু তাঁহারা কখনও জয়ন্তীয়ার স্বাধীনতারত্ন হরণ করিতে সক্ষম হন নাই। চড়াপুঞ্জির এসিষ্টাণ্ট কমিশনর মৃত হেরি ইংলিশ সাহেবের যত্নে জয়ন্তীয়া রাজবংশ হৃতসর্ব্বস্ব হইয়াছেন। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে জয়ন্তীয়া রাজ্য ব্রিটনীয়ার লোহিত রেখায় রঞ্জিত হইয়াছে। * জয়ন্তীয়াপতিগণ খসবংশ সম্ভূত হইলেও ব্রাহ্মণগণ তাহাদিগকে বিশুদ্ধ আর্য্য বংশজ করিয়া লইবার জন্য বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছিলেন। তজ্জ্ন্য জয়ন্তীপুর একটি পীঠস্থান বলিয়া প্রচার করা হইয়াছে। এক সময় এই জয়ন্তীয়ারাজ্য উত্তর দক্ষিণে ৮০ মাইল দীর্ঘ ও পূর্ব্ব পশ্চিমে ৪০ মাইল পরিসর ছিল। জয়ন্তীয়াপতি রাজেন্দ্র সিংহকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া ব্রিটীস গবর্ণমেণ্ট ৩৮৫০ বর্গ-মাইল বিস্তৃত একটি রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন।

* In 1832, four subjects of the British Government were seized by Chutter Sing, the Raja of Goba, one of the petty chieftains dependant on Jynteeah, to whom the order was conveyed from the heir apparent ( the present Raja ) by the chief of Nurtung ; they were carried to a temple within the boundaries of Goba, where three were barbarously immolated at the shrine of Kali ; the fourth providentially effected his escape into the British territories, and gave intimation of the horrible sacrifice which had been accomplished.

*(Mackenzie's North East Frontiers of Bengal. P.210.)*

৪। বাণিয়া ব্যাজু। রাজস্ব ৮০৪০৮০ দাম। অধুনা একটি ক্ষুদ্র মহাল, পরিমাণ ৪॥ বর্গ মাইল।

৫। হাবিলশ্রীহট্ট। রাজস্ব ২২৯০৭১৭ দাম। আধুনিক কসবা-শ্রীহট্ট ও তদন্তর্গত মহাল। পীর সাহাজালালের সমাধি মন্দির শ্রীহট্টনগরে একটি কীর্ত্তি চিহ্ন স্বরূপ অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। কিন্তু সেই সাহাজালাল এবং আমাদের পূর্ব্বো-ল্লিখিত সাহাজালাল এক ব্যক্তি কিনা তৎপক্ষে বিলক্ষণ সন্দেহ রহিয়াছে। ৯১১ হিঃ অব্দের (১৪২৭ শকাব্দের) একটি মসজিদের দ্বারস্থ প্রস্তর লিপি পাঠে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, যাঁহার সমাধি মন্দির অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে, সেই পীর সেখ জালাল আরবের অন্তর্গত কনয়া নামক স্থানে জন্ম-গ্রহণ করেন। কিন্তু মুর পরিব্রাজক ইবন বতোতা যাঁহাকে দর্শন করিয়াছিলেন, তিনি তাব্রিজ দেশ জাত। খানবালিক (পিকিন) নিবাসী পীর বোরাহেন-উদ্দিনকে উপহার প্রদান

এই নরবলির অপরাধেই জয়ন্তীয়ারাজ ব্রিটীস গবর্ণমেণ্টের দ্বারা রাজচ্যুত হইয়াছিলেন। এই ঘটনাটি সত্য হইলে জয়ন্তীয়া পতির উপযুক্ত দণ্ডই হইয়াছিল। কিন্তু ইতিহাস লেখকের পিতৃস্বসাপতি বাবু রামশরণদত্ত চড়াপুঞ্জির এসিষ্টেণ্ট কমিসনর হেরি ইংলিস সাহেবের আফিসে সেরেস্তাদার ও পিতৃব্য বাবু কালীনাথ সিংহ তাহার অধীনে "জেইলার" ছিলেন; তাঁহাদের দ্বারা যেরূপ অবগত হইয়াছি তদ্দ্বারা এই ঘটনার সত্যতা সম্বন্ধে আমরা বিশেষ সন্দিহান রহিয়াছি।

জন্য পীর জালাল উদ্দিন, ইবন বতোতাকে একটি খিলকা প্রদান করিয়াছিলেন। যদিচ শ্রীহট্টের সাহাজালাল বিখ্যাত মুসলমান পীরদিগের তালিকাভুক্ত নহেন; তথাপি শ্রীহট্ট প্রদেশে তাঁহার অসাধারণ প্রভুত্ব ও সম্মান রহিয়াছে। তথায় তিনি "তিনলাখ পীরের" শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন। *

৬। সতরখণ্ডল। রাজস্ব ৩৯০৪৭২ দাম। ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত সরাইল পরগণার কিয়দংশ অদ্যাপি সতরখণ্ডল নামে পরিচিত রহিয়াছে। ব্রাহ্মণবাড়ীয়া নগর এই অংশ মধ্যে অবস্থিত। এতদ্দ্বারা অনুমিত হয় যে, জেলা ত্রিপুরার অন্তর্গতসর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ পরগণা সরাইলের কিয়দংশ তৎকালে শ্রীহট্টের মুসলমান শাসন কর্ত্তাদিগের অধিকারভুক্ত ও অবশিষ্টাংশ ত্রিপুরেশ্বরদিগের করতলস্থ ছিল। শ্রীহট্টের শাসনকর্ত্তাগণ ক্রমে২ সমগ্র সরাইল ও ময়মনসিংহের অন্তর্গত জোয়ানসাহি পরগণা

* পারসিভাষায় সাহাজালালের একখানা ইতিহাস আছে। শ্রীহট্ট নিবাসী মৌলবি নছরউল্লা সেই গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া বাঙ্গালা (মুসলমানী) ভাষায় "তওারিখে জালালি" নামক ইতিহাস রচনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থের ৫পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে,

"সাহাজালাল নামে ছিল চারিজন অলি।
জারজে লকব আছে জানিবে সকলি॥"

"প্রথম সাহাজালাল বোখারা দেশে জন্মগ্রহণ করেন। দ্বিতীয় সাহাজালাল তাব্রিজ দেশবাসী ছিলেন। তৃতীয় সাহাজালাল কোরেসি নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম

অধিকার করেন। মুরশিদ কুলিখাঁর শাসন কালে সরাইল (সতরখণ্ডল সহ) ও জোয়ানসাহি শ্রীহট্ট হইতে খারিজ হইয়া ঢাকা নেয়াবতের "নাউয়া" সেরেস্তার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল।

৭। লাউর। রাজস্ব ২৪৬২০২ দাম। লাউর নগরী অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। এই নগর খস পর্ব্বতের মূলদেশে অবস্থিত। খস পর্ব্বতের কিয়দংশ ও আধুনিক সুনামগঞ্জ উপবিভাগের অধিকাংশ এবং হবিগঞ্জ উপবিভাগের কিয়দংশ লাউর রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। লাউরের অধিপতিগণ ব্রাহ্মণ বংশজ ছিলেন। লাউরের রাজা গোবিন্দ দেব একজন বিখ্যাত নরপতি। তিনি মুসলমানদিগের সহিত অবিরত যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। তদন্তে তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করত আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম এবং রাজার পরিবর্ত্তে "রেজা" উপাধি প্রাপ্ত হন। অদ্যাপি এই রেজাবংশ বানিয়াচুং গ্রামে বাস করিতেছেন। কিন্তু সৌভাগ্য লক্ষ্মী তাঁহাদের

মহাম্মদ, পিতামহের নাম এব্রাহিম. ইনিই শ্রীহট্ট জয় করেন। চতুর্থসাহাজালাল গজেরয়াবাসী ছিলেন। সুতরাং দেখা যাই-তেছে ইবন বাতোতা দ্বিতীয় সাহাজালের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। যাঁহার সমাধি মন্দির শ্রীহট্ট নগরীর গৌরব স্তম্ভ স্বরূপ অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে, "তওারিখে জালালি" লেখক কনয়া নিবাসী সেই সাহাজালের উল্লেখ করেন নাই। বোধ হয় কনয়া ও কোরেসি অভিন্ন নগরী।

প্রতি বিমুখ হইয়াছেন। আধুনিক লাউর পরগণার পরিমাণ ১০৬ বর্গ মাইল।

৮। হরিনগর রাজস্ব ১০১৮৫৭ দাম। অধুনা ক্ষুদ্র একটি পরগণা, পরিমাণ ১২ বর্গ মাইল।

মোগল শাসনকালে শ্রীহট্টের শাসনকর্ত্তাগণ পশ্চিমে ময়মনসিংহের অধীন নেত্রকোণা মহকুমার অন্তর্গত অধিকাংশ ভূমি এবং জোয়ানসাহি পরগণা; দক্ষিণদিকে ত্রিপুরার অন্তর্গত সরাইল, বেজোরা, তরপ, প্রভৃতি অনেকগুলি পরগণা অধিকার ভুক্ত করিয়াছিলেন। পূর্ব্বদিকে শ্রীহট্টের সীমারেখা বদরপুরের নিকটবর্ত্তী হইয়াছিল।

১৬৪৪ শকাব্দে (১৭২২ খৃ অঃ) নবাব মুরশিদকুলি খাঁ "জমা কমালে তুমারি" নামক যে রাজস্বের হিসাব প্রস্তুত করেন তাহাতে সুবে বাঙ্গালা ত্রয়োদশ চাকলায় বিভক্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে চাকলে শিলহট ১৪৮টী মহাল ও পরগণায় বিভক্ত হইয়াছে এবং তাহার রাজস্ব ৫৩১৪৫৫ টাকা লিখিত হইয়াছে। ইহার সতরবৎসর অন্তে (১১৩৫ বঙ্গাব্দে) নবাব শুজাউদ্দিন "জমা তুমারি তকছিছি" নামক যে রাজস্বের হিসাব প্রস্তুত করেন, তাহাতে শিলহট ফৌজদারির অন্তর্গত কেবল মাত্র ৩৬টী পরগণা খালিসা ও তাহার রাজস্ব ৭০০১৬ টাকা লিখিত আছে, অবশিষ্ট সমস্তই জায়গীর ও নানা প্রকার বৃত্তিতে বিভক্ত দৃষ্ট হয়।

মোগল সম্রাট আওরংজেবের শাসনকালে মগ ও পর্ত্তুগিজ দস্যু দিগের আক্রমণ হইতে বাঙ্গালা দেশ রক্ষা করিবার জন্য ঢাকায় "নাওরা" বিভাগ * সংস্থাপিত হয়। উক্ত বিভাগের ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য পূর্ব্ববঙ্গের অনেকগুলি পরগণা ক্রমে ক্রমে ঢাকার নেজামত সেরেস্তায় অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। ১১৬৯ বঙ্গাব্দে সরাইল, জোয়ানসাহি ও তরপ নামক তিনটী বৃহৎ পরগণায় চাকলে শ্রীহট্ট হইতে খারিজ হইয়া ঢাকার নাওরা বিভাগ ভুক্ত হইয়াছিল। তৎকালে এই তিনটী পরগণার রাজস্ব ১৫৬৭৪০ টাকা শ্রীহট্ট হইতে খারিজ হইয়া ঢাকার নেজামত সেরেস্তায় দাখিল হইয়াছিল। †

বানিয়ারচুং মহাল যদিচ তৎকালে শ্রীহট্ট হইতে খারিজ হয়নাই কিন্তু বানিয়াচুংয়ের অধিপতি ৪৮ খানা কোষ নৌকা যুদ্ধকালে নবাবের আদেশানুসারে উপস্থিত রাখিতে বাধ্য ছিলেন এবং তাহার রাজস্ব ৬১৯৪১ টাকা নাওরা জায়গীর উল্লেখে বাদ পাইতেন। দীল্লির রাজদরবারে শীতল

---

* Naval Establishment.

† চাকলে শ্রীহট্ট হইতে খারিজ :—

| | |
|---|---|
| সরাইল সতরখণ্ডল (অধুনা ত্রিপুরাজেলার অধীন) | ১১১০৮৪৲ |
| জোয়ানসাহি (অধুনা ময়মনসিংহের অধীন) | ৩৩৮২০৲ |
| তরপ (অধুনা শ্রীহট্টের অধীন) ১৬২১৭ টাকার মধ্যে | ১১৮৩৬৲ |
| | ১৫৬৭৪০৲ |

পাটী ও মোগা তসর প্রেরণ জন্য (৩১টি মহালের রাজস্ব) ২৮৯৬৪ টাকা। হস্তী ধৃত করার খরচ (এগারশতী প্রভৃতি ১৫ পরগণার রাজস্ব) ২৮৯৮৮ টাকা এবং হস্তীর খোরাকী (৩০টি পরগণার রাজস্ব) ১৮০৪৪ টাকা জায়গীর স্বরূপ নির্দ্দিষ্ট ছিল। সুশং ও কাছাড়ের বার্ষিক বৃত্তি ৪৮৪৫ টাকা লিখিত আছে। এইরূপ চাকলে শ্রীহট্টের অধিকাংশ রাজস্ব জায়গীর ও বৃত্তিতে ব্যয়িত হইত।

১৭৬৫ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাঙ্গালা বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী পদ প্রাপ্ত হন। সেই সূত্রে শ্রীহট্ট ব্রিটনীয়ার লোহিত রেখায় রঞ্জিত হইয়াছে। তৎকালে শ্রীহট্ট জেলার পরিমাণ ২৮৬১ বর্গমাইল ছিল। টেকৃরী সাহেব শ্রীহট্টের প্রথম ইংরেজ শাসন কর্ত্তা। ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে রবার্ট লেণ্ড্ছে সাহেব জেলা শ্রীহট্টের কালেক্টরের পদে নিযুক্ত হন। তিনি লিখিয়াছেন :—

"আমি শ্রীহট্টে উপনীত হইয়া নিয়মানুসারে প্রথমেই সাহা জালালের দরগায় গমন করি। ৫টী স্বর্ণ মোহর দরগায় "নজর" প্রদান পূর্ব্বক স্বীয় বাস বভনে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে শ্রীহট্টবাসিগণ দলে দলে উপস্থিত হইয়া আমাকে "নজর" প্রদান করেন। সেই নজরের টাকায় আমার টেবল পরিপূর্ণ হইয়া গেল। রাজস্ব আদায় করাই আমার কার্য্য ছিল। দেওয়ানী কার্য্যের প্রতিও দৃষ্টি রাখিতাম। ফৌজদারী

নবাবের কর্ত্তৃত্বাধীনে ছিল। এখানকার রাজস্ব অধিকাংশ কড়ি দ্বারা আদায় হইয়া থাকে।

"এই জেলায় অতি উত্তম চুণ প্রস্তুত হইয়া বিদেশে প্রেরিত হয়। গ্রীক ও আরমানীগণ চূণের ব্যবসায় করিয়া থাকে।

"এক বৎসর মহরমের সময় হিন্দু মুসলমানের মধ্যে কলহ উপস্থিত হয়। শান্তিরক্ষার জন্য আমি ৫০ জন সৈন্য লইয়া বিবাদ স্থলে গমন করি আমি মুসলমানদিগকে অনেক বুঝাইলাম, তাহাদের খলিফা উত্তর করিল, অদ্য আমাদের মরিবার এবং মারিবার দিন, এই সময়ে একজন মুসলমান আমাকে আক্রমণ করে, তাহার আঘাতে আমার তরবারী দ্বিখণ্ড হইল কিন্তু আমি শীঘ্র হস্তে পিস্তল দ্বারা খলিফাকে বধ করিলাম এবং আমার সঙ্গীয় সৈন্যগণকে বন্দুক চালাইতে অনুমতি দিলাম, বন্দুকের গুলিতে খলিফার দুই ভাই হত ও অনেকগুলি মুসলমান আহত হইলে তাহারা পলায়ন করিল। আমাদের পক্ষে একজন সৈন্য হত ও ৬ জন আহত হইয়াছিল। আমি এই সংবাদ গবর্ণমেণ্টে প্রেরণ করিলাম।

"১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে এবং তৎপূর্ব্ব বৎসর শ্রীহট্ট জেলায় প্রচুর পরিমাণে ধান্য উৎপন্ন হয়। তদ্দ্বারা ধান্য ও চাউলের মূল্য অত্যন্ত হ্রাস হইয়া যায়। রাজস্ব আদায় সুকঠিন হইয়া উঠে। খাজানা মাপের জন্য আমি গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট করি,

সরকারি গুদামে ধান্য মজুদ রাখিয়া গবর্ণমেণ্ট কিছুকালের জন্য রাজস্ব আদায় বন্ধ রাখিতে আদেশ করেন। নদীতীরে গুদাম প্রস্তুত করিয়া তাহাতে ধান্য মজুদ রাখা হইল। কিছু কাল অন্তে বৃষ্টি হইয়া নদীর জল ২০ হস্ত বৃদ্ধি হইল। গুদামের সমস্ত ধান্য নদী স্রোতে ভাসিয়া গেল, সহস্রাধিক মনুষ্য ও পশু পক্ষী জল প্লাবনে বিনষ্ট হইয়াছিল। ভীষণ দুর্ভিক্ষের সূচনা দর্শনেচাউল প্রেরণ করিবারজন্যগবর্ণমেণ্টেরিপোর্ট করিলাম। গবর্ণমেণ্ট চাউল পাঠাইলেন বটে কিন্তু ইহার তত্বানুসন্ধান জন্য গবর্ণমেণ্ট অন্য একজন অফিসার প্রেরণ করিয়াছিলেন। দুর্ভিক্ষ ও তৎসহচর নানা প্রকার পীড়ায় তৎকালে শ্রীহট্টের তৃতীয়াংশ অধিবাসী বিনষ্ট হয়।"

১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালীস বাঙ্গালার জমিদারগণ সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করেন। তদনুসারে শ্রীহট্ট জেলার ভূম্যধিকারিগণ সহিতও "দশশালা" বা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইয়াছিল। শ্রীহট্টের মঙ্গল ও উন্নতির প্রধান কারণ এই যে, এই জেলার ভূম্যধিকারিগণ সকলেই রাজকীয় ধনাগারে স্ব স্ব অধিকৃত ভূমির রাজস্ব পরিশোধ করিয়া থাকেন। শ্রীহট্ট জেলায় "মারফতদার" বৃহৎ জমিদার নাই বলিলে নিতান্ত অত্যুক্তি হয় না। লর্ড কর্ণওয়ালীসের ১৭৯০ খৃষ্টাব্দের ৩ফেব্রুয়ারির মন্তব্য লিপির মঙ্গলময় ফল শ্রীহট্ট প্রদেশে সম্পূর্ণরূপে ফলবতী হইয়াছে। বাঙ্গালার অন্য কোন জেলার

তদ্রূপ হয় নাই। এখানে জমিদার ও তালুকদার এক শ্রেণীতে দণ্ডায়মান, সকলেই গৌরবের সহিত আত্মসম্মান রক্ষা করিতে সক্ষম। শ্রীহট্টের ভূম্যধিকারিগণ সাধারণতঃ "মিরাসদার" আখ্যায় আখ্যাত হইয়া থাকেন।

গবর্ণমেণ্টের বন্দোবস্ত অনুসারে জেলা শ্রীহট্টের অন্তর্গত মহালগুলি নিম্নলিখিত আখ্যায় পরিচিত হইয়া থাকে।

১। দশশালা বা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তী মহাল। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালীসের বিধি অনুসারে যে সকল মহাল বন্দোবস্ত হইয়াছিল।

২। হালাবাদী মুদামী। ১৮১২ খৃষ্টাব্দে যে সকল নূতন আবাদী মহাল চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইয়াছে।

৩। খাস হালাবাদী। যে সকল হালাবাদী মুদামী মহাল বাকী খাজানার জন্য নীলাম হইলে গবর্ণমেণ্ট ক্রয় করিয়া পুনর্ব্বার অন্যের নিকট বিক্রয় করিয়াছেন।

৪। খাস মুদামী। দশশালা বা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তী মহাল বাকী খাজানার জন্য নীলাম হইলে গবর্ণমেণ্ট ক্রয় করিয়া সাবেক জমায় অন্যের নিকট বিক্রয় করিয়াছেন।

৫। জৈন্তা মুদামী। জয়ন্তীয়ার রাজার দত্ত ভূমি বাজেয়াপ্ত হইয়া যাহা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইয়াছে।

৬। এলাম মুদামী। গবর্ণমেণ্টের ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের

৩৭১ নং চিঠির মর্ম্মানুসারে ৫ বৎসরের রাজস্ব গ্রহণ পূর্ব্বক যে সকল মহাল চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইয়াছে।

৭। বাজেয়াপ্তি মুদামী মহাল। দেবোত্তর, ব্রহ্মোত্তর, চেরাগী, শিন্নি, রুজিনা, মদ্‌দমাস দরস্‌সফা, তন্‌খামুজরাই, নান্‌কার, খানেবাড়ী, তোপখানা, হুড়মহাল, ইস্তাত, সাফি, খুসবাস ও অন্যান্য বিবিধ প্রকার নিষ্কর ও জায়গীর ১৮১৯ খৃষ্টাব্দের ২ আইন মতে বাজেয়াপ্ত হইয়া চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইয়াছে।

২। মেয়াদী বন্দোবস্ত মহাল। এই সকল মহাল এলাম, ওয়েষ্টলেণ্ড, চড়ভরট, বিলভরট, জলকর, নান্‌কার পাটওয়ারী। জৈন্তা-রায়তওয়ারি ও খাস মেয়াদি প্রভৃতি শ্রেণীতে বিভক্ত তন্মধ্যে ওয়েষ্টলেণ্ড সমস্তই চাকর কোম্পানীর সহিত ২৩ এবং ৩০ বৎসর মেয়াদে বন্দোবস্ত হইয়াছে। এলাম মহাল পূর্ব্ব মালিক সহিত ২০ বৎসর মেয়াদে বন্দোবস্ত হইয়াছে।

অধুনা শ্রীহট্ট জেলার পরিমাণ ৫৩৮৩ বর্গমাইল। অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় বিশ লক্ষ। এই জেলা ৫টি মহকুমায় বিভক্ত যথা— সদর, মৌলবি বাজার, করিমগঞ্জ, হবিগঞ্জ ও সুনামগঞ্জ। শ্রীহট্ট জেলা সর্ব্বদা ঢাকা বিভাগের অধীন ছিল। ১৭৯৪ শকাব্দে আসামের চিফ কমিসনরের অধীন হইয়াছে।

শ্রীহট্টের হিন্দুগণ মধ্যে কায়েস্থ জাতীয় দাসবংশীয় "দস্তি-

দারগণ” বিশেষ সম্মানিত। মোগল শাসনকালে এই বংশের স্থাপনকর্ত্তা হরেকৃষ্ণ দাস শ্রীহট্টের শাসন কর্ত্তৃত্বে (আমিলের পদে) নিযুক্ত হইয়াছিলেন। প্রবাদ অনুসারে “মজুমদার” উপাধি প্রাপ্ত সম্মানিত মুসলমান পরিবার উল্লিখিত দস্তিদারবংশ হইতে উদ্ভূত। এই প্রবাদ বাক্য সত্য হউক আর না হউক, প্রোক্ত মুসলমান বংশের স্থাপনকর্ত্তা চাকলে শ্রীহট্টের কাননগুই পদ লাভ করত “মজুমদার” উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মুসলমান শাসনকালে প্রত্যেক চাকলায় রাজস্ব সংক্রান্ত প্রধান কর্ম্মচারী “কাননগুই” উপাধি প্রাপ্ত হইতেন। কাননগুইদিগের সাধারণ উপাধি মজুমদার। এই পদটি মুসলমান শাসনকালেও হিন্দুগণের একচেটিয়া ছিল। সুতরাং উল্লিখিত প্রবাদ বাক্য সত্য বলিয়া বোধ হইতেছে।

ভূম্যধিকারিগণ মধ্যে বানিয়াচুংয়ের জমিদার বংশ সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ও সম্মানিত। পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, লাউরের রাজবংশ হইতে এই জমিদার বংশ উদ্ভূত। লাউর রাজগণ কাত্যায়ণ গোত্রজ ব্রাহ্মণ ছিলেন। পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে লাউরপতি মুসলমানদিগের অত্যাচারে মহম্মদীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করত “রাজার” পরিবর্ত্তে “রেজা” আখ্যা ধারণ করেন। তদ্বংশধরগণ অদ্যাপি নামের সহিত সেই “রেজা” শব্দ সংযুক্ত করিয়া থাকেন।

শ্রীহট্টের ব্রাহ্মণগণ মধ্যে বৈদিক সম্প্রদায় বিশেষ

সম্মানিত। শ্রীহট্টের বৈদিককুলে প্রেমাবতার চৈতন্য দেব জন্মগ্রহণ করেন। এই বৈদিককুলে বিখ্যাত পণ্ডিত গদাধর ন্যায়সিদ্ধান্তবাগীশ আবির্ভূত হন। অদ্যাপি সংস্কৃত ব্যবসায়ী পণ্ডিতগণ ঘোষণা করিয়া থাকেন যে, "ছিলটিয়া গদা সোণার গদা।" যে রঘুনাথ শিরোমণি বাঙ্গালার ন্যায়শাস্ত্রের প্রাধান্য সংস্থাপন পূর্ব্বক অমরত্ব লাভ করিয়াছেন; গদাধর সেই মহাত্মার প্রিয়তম ছাত্র এবং জগদীশ তর্কালঙ্কারের গুরু। গদাধর স্বীয় গুরুর নিকট পাঠ সমাপন পূর্ব্বক নবদ্বীপে টোল করিয়া তথায় শেষ জীবন অতিবাহিত করেন। শিরোমণির মৃত্যুর পর গদাধরই বঙ্গীয় নৈয়ায়িক পণ্ডিত সমাজের শিরোভূষণ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছিলেন। তিনি "চিন্তামণি আলোক" ও "দীধিতির" যে টীকা রচনা করেন তাহা অদ্যাপি "গাদাধরী" বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত রহিয়াছে। তাঁহার সর্ব্বপ্রধান ছাত্র জগদীশ তর্কালঙ্কার ন্যায় শাস্ত্রের বিখ্যাত ভাষ্যকার। পণ্ডিত শ্রেষ্ঠ জগদীশ "শব্দশক্তিপ্রকাশিকা" (বাদার্থ) ও "তর্কামৃত" (বৈশেষিক) নামক দুই খানি গ্রন্থ রচনা করিয়া স্বীয় অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গদাধরের মৃত্যুর পর অন্যান্য পণ্ডিতগণ শ্রীহট্টের ব্রাহ্মণ সমাজের মুখোজ্জল করিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে রাধাকান্ত সিদ্ধান্ত-বাগীশ নবদ্বীপে পাঠ সমাপন পূর্ব্বক নবদ্বীপেই অধ্যাপনা

করিয়াছিলেন। সম্প্রতি সংস্কৃত কালেজের উপাধি পরীক্ষায় শ্রীহট্টের দুইটী ব্রাহ্মণ ছাত্র ন্যায় ও সাঙ্খ্যদর্শনের পরীক্ষায় বিশেষ সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া নানা প্রকার পুরস্কার লাভ করিয়াছেন।

শ্রীহট্টের "সাহাগণ" স্বজাতীয় সমাজে বিশেষ সম্মানিত।

শ্রীহট্টের উচ্চশ্রেণীর হিন্দুগণ অধিকাংশ শাক্ত এবং নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুগণ অধিকাংশ বৈষ্ণব। শ্রীহট্ট প্রদেশে শাক্ত অপেক্ষা বৈষ্ণবের সংখ্যা অধিক। বৈষ্ণবদিগের অনেকগুলি আখড়া আছে, তন্মধ্যে বিথঙ্গলের আখড়াই সর্ব্বপ্রধান।

শ্রীহট্টবাসিগণ শিল্পকার্য্যে সুনিপুণ। শ্রীহট্টের কারুগণ গজদন্তদ্বারা পাটি, পাখা, চুড়ি ও চেইন প্রস্তুত করিতে পারে। চুয়াল্লিশ পরগণার শীতল পাটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট; তরপ পরগণার কোপ্তের কার্য্য ও ইটা পরগণায় উৎকৃষ্ট লৌহ কার্য্য হইয়া থাকে। পাথারিয়া পরগণায় আগর দ্বারা আতর প্রস্তুত হয়। আরব ও শ্যাম দেশীয়গণ এই আতর বিশেষ আগ্রহের সহিত গ্রহণ করে। নাগেশ্বর ফুল হইতেও আতর প্রস্তুত হইয়া থাকে।

শ্রীহট্ট প্রদেশে নানা প্রকার উৎকৃষ্ট ফল জন্মিয়া থাকে। খসিয়া পর্ব্বত জাত কমলালেবু শ্রীহট্ট হইতে সর্ব্বত্র প্রেরিত হয়। বাহাদুরপুর পরগণার অন্তর্গত জলচুপ নামক স্থানে অতি উৎকৃষ্ট আনারস উৎপন্ন হয়। ইতিহাস লেখক

বিবিধ স্থান ভ্রমণ করিয়াছেন, কিন্তু এইরূপ আনারস অন্য কোন স্থানে তিনি প্রাপ্ত হন নাই। জনৈক গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, "ইহার তুল্য ফল ভারতবর্ষের আর কোন স্থানে নাই।" লঙ্গলা পরগণায় এলাচি-সুবাসিত উৎকৃষ্ট লেবু প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। কলা সমূহের মধ্যে "অমৃত সাগর" বা "ডিঙ্গমাণিক" অতি বৃহৎ, সুখাদ্য ও সুমিষ্ট। "থৈফল" (অম্লবেতস) নামক এক প্রকার অম্ল রসাত্মক ফল কেবল শ্রীহট্টের পার্ব্বত্য প্রদেশে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

অল্পকাল মধ্যে শ্রীহট্ট জেলায় অনেকগুলি চাবাগান হইয়াছে। তন্মধ্যে পাঁচটি মাত্র দেশীয় লোকের, অন্যগুলি ইউরোপীয় ভিন্ন ভিন্ন কোম্পানীর অধিকৃত।

শ্রীহট্টের প্রধান পণ্য দ্রব্য—ধান্য, তণ্ডুল, চুণ, আলু, কমলা, গালা, মম, মধু, কমলা-মধু, চা, হস্তী ও হস্তিদন্ত, এবং তেজপত্র।

শ্রীহট্ট জেলার দক্ষিণদিগে ত্রিপুরা ও ত্রিপুরার দক্ষিণাংশে নওয়াখালী এবং নওয়াখালীর দক্ষিণদিগে চট্টগ্রাম জেলা অবস্থিত। গ্রন্থের শেষভাগে ত্রিপুরা ও নওয়াখালী জিলার বিবরণ লিখিতে ইচ্ছা করি, এজন্য পরবর্ত্তী অধ্যায়ে চট্টগ্রামের বিবরণ লিখিত হইতেছে।

---

## চতুর্থ অধ্যায়।

# চট্টগ্রামের প্রাচীন ও আধুনিক বিবরণ।

কর্ণেল উইল ফোর্ড বলেন, "চট্টগ্রামের প্রাচীন নাম "পুষ্পগ্রাম"। ইহা প্রাচীন ত্রিপুরা রাজ্যের একটী অংশ। যে তিনটি নগরী হইতে ত্রিপুরা, ত্রিপুরা নাম প্রাপ্ত হইয়াছে, চট্টল তাহার অন্যতম নগরী। কমলাঙ্ক (কুমিল্লা) চট্টল এবং বর্দ্মণক (বা রসাং) এই তিনটি "পুর" হইতে ত্রিপুরা নামের উৎপত্তি। এই ত্রিপুরাপতি ত্রিপুরকে ভগবান আশুতোষ ত্রিশূল দ্বারা বিনষ্ট করত সেই ত্রিশূল কমলাঙ্ক প্রদেশে সংস্থাপন করিয়াছিলেন।"

পুরাণ ও তন্ত্র সমূহে চট্টগ্রামের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। কবিতায় চট্টগ্রামের পরিবর্ত্তে "চট্টল" শব্দ লিখিত হইয়াছে। বোধ হয় চট্ট ভট্টজাতি চট্টলের প্রাচীন অধিবাসী, এজন্যই হিন্দু-গণ ইহাকে চট্টগ্রাম আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। কোন কোন লেখক চট্টগ্রাম নামকরণের অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আমাদের বিবেচনায় তাহা সমীচীন নহে।

আরব দেশীয় বিখ্যাত ভূগোলবেত্তা এদ্রিসি ১১৫৩ খৃষ্টাব্দে চট্টগ্রামকে "কর্ণবুল"* লিখিয়াছেন। ইউরোপীয় প্রাচীন

* চট্টগ্রাম কর্ণফুলী নদীর তীরে অবস্থিত। প্রাচীন প্রবাদ অনুসারে চট্টলাধিপতির কর্ণের কুণ্ডল পতিত হইয়াছিল

ভ্রমণকারিগণ ইহাকে "পোর্টগ্রেণ্ডো" আখ্যা দ্বারা পরিচিত করিয়াছেন।

৮৭৫ শকাব্দে আরাকাণের ইতিহাসে চট্টগ্রামের প্রথম উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ঐ অব্দে আরাকাণপতি সোলসিংহচন্দ্র চট্টগ্রাম জয় করত, প্রস্তর দ্বারা তথায় একটি জয়স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

১১৬৫ শকাব্দের একখণ্ড তাম্রশাসন পাঠে অনুমিত হয় যে, তৎকালে চন্দ্রবংশীয় দামোদর দেব নামক নরপতি চট্টগ্রামের রাজদণ্ড পরিচালন করিতেছিলেন। তিনি যজুর্ব্বেদীয় ব্রাহ্মণ শ্রীপৃথ্বীধর শর্ম্মাকে কামনপৌণ্ডিয়া ও কেতঙ্গপাল গ্রামস্থিত পঞ্চ দ্রোণ ভূমি দান করিয়াছিলেন। শ্রীমৎদত্ত নামক এক ব্যক্তি দামোদর দেবের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। তাঁহার আদেশ অনুসারে প্রোক্ত অনুশাসন-পত্র লিখিত হইয়াছিল। দামোদরদেবের পিতৃপুরুষগণের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে। দামোদর দেব কিম্বা তাঁহার উত্তরাধিকারী হইতে বর্ত্তমান ত্রিপুর রাজবংশীয়গণ চট্টলের রাজদণ্ড বলক্রমে গ্রহণ করেন।

সুবিখ্যাত মুর পরিব্রাজক ইবন বতোতা ১২৭২ শকাব্দে বাণিজ্যোন্নত চট্টগ্রামে উপনীত হন। সুবিখ্যাত

---

বলিয়া এই নদী "কর্ণফুলী" নামে পরিচিত হইয়াছে। সম্ভবতঃ এদৃসির লিখিত "কর্ণবুল" শব্দটি কর্ণফুলী হইতে উদ্ভূত।

মুসলমান পীরদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য মহাত্মা ইবন বতোতা স্বীয় জন্মভূমি আফ্রিকার উত্তর প্রান্তস্থিত টেঞ্জিয়ার হইতে খানবালিক (পিকিন) নগরী পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়াছিলেন। চট্টগ্রাম নিবাসী সুবিখ্যাত পীর বদরুদ্দিন ১৩৮২ শকাব্দে পরলোক গমন করেন। ইহার ৯০ বৎসর পূর্ব্বে ইবন বতোতা চট্টগ্রামে উপনীত হন। সুতরাং বদরের সহিত ইবনের সাক্ষাৎ হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। পরিব্রাজক ইবন বতোতা বলেন, বাঙ্গালার সুলতান ফকি-রোদ্দিন (আবুলমোজাফর মৌবারক সাহ) সে সময়ে চট্টলা-ধিকারী ছিলেন, ঐ অব্দের অন্তভাগে আরাকাণ রাজ মেঙ্গদি চট্টালধিকার করেন।

১৪৩৪ শকাব্দে চট্টলের আধিপত্য লইয়া এক তুমুল কাণ্ড হইয়াছিল। যবন ও মগদিগের ভুজগর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া ত্রিপুরসেনানী রায় চয়চাগ কিরূপে বিজয়-বৈজয়ন্তীতে পরিশোভিত হইয়াছিলেন, তাহা যথাস্থানে বর্ণিত হইয়াছে। ত্রিপুরেশ্বর মহারাজ ধন্যমাণিক্য এবং তাহার বিখ্যাত সেনা-পতি বীরবর চয়চাগের মৃত্যুর পর মহারাজ দেবমাণিক্যকে জয় করিয়া হুসনসাহার পুত্র নছরদ্দিন নছরৎ সাহ চট্টলা-ধিকার করেন।

রাস্তি খাঁর পুত্র পরাগল খাঁ সুলতান নছরদ্দিন নছরৎ সাহ কর্ত্তৃক চট্টগ্রামের শাসন কর্ত্তৃত্বে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। প্রকৃত

পক্ষে পরাগল খাঁ ও তৎপুত্র ছুটি খাঁর বাহুবলে চট্টগ্রাম হুসনি বংশের করায়ত্ত হইয়াছিল। লস্কর পরাগলের আশ্রয়ে থাকিয়া ব্রাহ্মণকুলজ কবীন্দ্র পরমেশ্বর জৈমিনির ভারত-সংহিতা অবলম্বন পূর্ব্বক বাঙ্গালা মহাভারত রচনা করেন। সেনাপতি ছুটি খাঁর সহচর কবিবর শ্রীকরনন্দী মহাভারতের অন্তর্গত অশ্বমেধ পর্ব্ব বাঙ্গালা পয়ারাদি ছন্দে রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের গ্রন্থে পরাগল ও ছুটিখাঁর বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। ফণী নদীর তীরে পরাগল খাঁ স্বীয় বাস ভবন নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, অদ্যাপি "পরাগলপুরে" তাহার ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হইয়া থাকে। পরাগল যে বৃহৎ জলাশয় খনন করিয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপি "পরাগলের দীঘি" বলিয়া পরিচিত হইতেছে।

সুবিখ্যাত পর্ত্তুগিজ লেখক ডি বরোস বলেন, পর্ত্তুগিজ-দিগের চট্টগ্রামে পঁহুছিবার শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে, আরবদেশস্থ জনৈক ভদ্রলোক দুইশত অনুচরের সহিত চট্টগ্রামে উপনীত হন। রাজ্যের তদানীন্তন অবস্থা দর্শনে তাঁহার হৃদয়ে একটি দুরাশা জন্মে। তিনি সেই আশায় মুগ্ধ হইয়া একটি কুঠি খুলিয়া বাণিজ্য আরম্ভ করিলেন। ক্রমে তাঁহার সৈন্য সংখ্যা দুই হইতে পঞ্চশত হইল। বণিক গৌড়েশ্বর নিকট পরিচিত হইয়া একবার উড়িষ্যাপতির বিরুদ্ধে প্রেরিত হইয়াছিলেন। তৎপর তিনি বঙ্গেশ্বরের শরীর রক্ষক সেনাদলের অধ্যক্ষ

পদে নিযুক্ত হন। তদনন্তর রাজার প্রাণবধ করিয়া সিংহাসন অধিকার করেন।" বাঙ্গালার স্বাধীন মুসলমান নরপতিগণের ইতিহাস পর্য্যালোচনা দ্বারা অনুমিত হয় যে, ডি বরোস, হয় হাব্‌সি রাজ-শ্রেণীর ফিরোজ, নয় হুসন সাহকে লক্ষ্য করিয়াছেন। যদিচ আমরা হুসন সাহের উন্নতির ইতিহাস অন্যরূপ অবগত আছি,* কিন্তু চট্টগ্রামের প্রতি হুসনি-বংশের প্রবল অনুরাগ দর্শনে ডি বরোসের বর্ণনা সত্যের অতি নিকটবর্ত্তী বলিয়া অনুমান করিবার জন্য আমাদের হৃদয় নিতান্ত আগ্রহান্বিত হইয়াছে। বোধ হয় চট্টগ্রাম হইতেই হুসন সাহের উন্নতির সূত্রপাত হইয়াছিল। এজন্য তিনি বারংবার ত্রিপুর ও মগসৈন্য জয় করিয়া চট্টগ্রাম অধিকার করিবার জন্য বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন, তাঁহার যত্ন সফল হয় নাই। কিন্তু তাঁহার উপযুক্তপুত্র নছরৎ সাহ চট্টগ্রামে বিজয়পতাকা উড্ডীন করিয়া স্বীয় পিতার প্রেতাত্মার পরিতোষ সাধন করিয়াছিলেন। চট্টগ্রামের ইতিহাস লেখক মৌলবি হামিদউল্লা খাঁ বাহাদুর বলেন যে, সুলতান নছরুদ্দিন নছরৎ সাহা চট্টগ্রাম জয় করিয়া কিছুকাল তথায় বাস করিয়াছিলেন। তৎকালে পশ্চিম বঙ্গ নিবাসী ভদ্রবংশীয় কতকগুলি হিন্দু ও মুসলমান রাজকার্য্যানুরোধে চট্টগ্রামে উপনিবেশ স্থাপন করেন। নছরৎ-

* মল্লিখিত "কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও শ্রীকরনন্দীর মহাভারত" শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। (সাহিত্য, ৫ম বর্ষ, ৮০০ পৃষ্ঠা।)

সাহের অত্যাচারে চট্টগ্রাম ও তৎসন্নিহিত দেশবাসী নিম্ন-শ্রেণীর হিন্দুগণ মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

সুলতান নছরৎসাহ যেস্থানে স্কন্ধাবার সংস্থাপন করেন সেইস্থান "ফতেয়াবাদ" আখ্যা প্রাপ্ত হয়। চট্টগ্রামের অপভ্রংস ভাষায় অধুনা তাহা "কইত্যাবাজ" নামে পরিচিত হইয়া থাকে। ফতেয়াবাদ মধ্যে নছরৎসাহা যে প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা খনন করিয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপি "নছরৎ সাহার দীঘি" বলিয়া আখ্যাত হইয়া থাকে। নছরৎসাহের নির্ম্মিত ফতেয়াবাদের মসজিদ কালের করালগ্রাসে ধূলিস্মাৎ হইয়া-গিয়াছে।

হুসনিবংশের নিযুক্ত শাসনকর্ত্তা লস্কর পরাগল খাঁর পিতৃপুরুষগণ বহুকাল পূর্ব্ব হইতে চট্টগ্রামে বাস করিতেছিলেন। কবিবর শ্রীকরনন্দী, পরাগল খাঁ ও তৎপুত্র ছুটি খাঁ এবং তাঁহাদের বাসস্থানের সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন। *

* আমরা সেই প্রাচীন কবির সুললিত পদাবলী ইতিহাসে রক্ষা করা আমাদের কর্ত্তব্য কার্য্য বলিয়া বিবেচনা করিতেছি। এই কবিশ্রেষ্ঠের গ্রন্থ খানা যে মুদ্রিত হইবে এরূপ আশা দুরাশা মাত্র। সুতরাং তাহাতে যে ঐতিহাসিক তত্ত্বপ্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে, তাহা রক্ষা করা ইতিহাস লেখকের কর্ত্তব্য। যে হস্ত লিখিত পুস্তক হইতে নিম্নলিখিত অংশ উদ্ধৃত হইল, তাহা ১৫৭৬ শকাব্দের লিখিত, সুতরাং ইহার বয়ক্রম ২৪০ বৎসর হইয়াছে।

গোয়ার পর্ত্তুগিজ গবর্ণর মুনো, ডা, চোনা চট্টগ্রামে বাণিজ্যাগার সংস্থাপন করিতে অভিলাষী হইলেন, তিনি পাঁচ খানি জাহাজ, দুইশত সৈন্য এবং ডি, মেল্লোকে তাহার অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করিয়া (১৪৫৭ শকাব্দে ১৫৩৫ খৃষ্টাব্দে) চট্টলে প্রেরণ করেন। তৎকালে গৌড়েশ্বর মহাম্মদ সাহ চট্টলাধিকারী ছিলেন। ডি, মেল্লো চট্টগ্রামে উপনীত হইয়া

নসরতসাহা তাত অতি মহারাজা।
রামবৎ নিত্য পালে সব প্রজা॥
নৃপতি হুসনসাহ হয় ক্ষিতিপতি।
সাম দান দণ্ড ভেদে পালে বসুমতী॥
তান এক সেনাপতি লস্কর ছুটিখান।
ত্রিপুরার উপরে করিল সন্নিধান॥
চাটিগ্রাম নগরের নিকট উত্তরে।
চন্দ্রশেখর পর্ব্বত কন্দরে॥
চারলোল গিরিতার পৈতৃক বসতি।
বিধিএ নির্ম্মিল তাকে কি কহিব অতি॥
চারি বর্ণ বসে লোক সেনা সন্নিহিত।
নানা গুণে প্রজা সব বসয়ে তথাত॥
ফেণী নামে নদীএ বেষ্টিত চারি ধার।
পূর্ব্বদিকে মহাগিরি পার নাহি তার॥
লস্কর পরাগল খানের তনয়।
সমরে নির্ভয় ছুটিখান মহাশয়॥
আজানুলম্বিত বাহু কমললোচন।
বিলাস হৃদয়ে মত্ত গজেন্দ্র গমন॥

সুলতান মহম্মদ সমীপে উপঢৌকন প্রেরণ পূর্ব্বক তাঁহার অনুমত্যানুসারে তথায় বাণিজ্যাগার সংস্থাপন করেন।

ত্রিপুর কুলতিলক বিজয়মাণিক্য চট্টগ্রাম অধিকার করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর পুনর্ব্বার মগ নরপতি বৃষভ চিহ্ন-লাঞ্ছিত পতাকা চট্টগ্রামে সংস্থাপন করেন। তৎকালে চট্টলের আধিপত্য লইয়া ত্রিপুরেশ্বর ও আরাকাণ পতির

---

চতুঃষষ্টি কলা বসতি গুণের নিধি।
পৃথিবী বিখ্যাত সে যে নির্ম্মাইল বিধি॥
দৈত্য বলি, কর্ণ সম অপার মহিমা।
শৌর্য্যে বীর্য্যে গাম্ভীর্য্যে নাহিক উপমা॥
কপট নাহিক যে তার প্রসন্ন হৃদয়।
রাম সম পিতৃভক্ত খান মহাশয়॥
তাহার যতগুণ শুনিয়া নরপতি।
সম্বাদিয়া আনিলেক কুতূহল মতি॥
নৃপতি অগ্রেতে তার বহুল সম্মান।
ঘোটক প্রসাদ পাইল ছুটিখান॥
লস্করী বিষয় পাইয়া মহামতি।
সাম দণ্ড ভেদে পালে বসুমতী॥
ত্রিপুরনৃপতি যার ডরে এড়ে দেশ।
পর্ব্বতে গহ্বরে গিয়া করিল প্রবেশ॥
গজবাজী কর দিয়া করিল সম্মান।
মহাবন মধ্যে তার পুরীর নির্ম্মাণ॥
অদ্যাপি ভয় না দিল মহামতি।
তথাপি আতঙ্কে বৈসে ত্রিপুর নৃপতি॥

মধ্যে কিরূপ অবিরত কলহ চলিতেছিল তাহা বিখ্যাত ইংরেজ ভ্রমণকারী রল্‌ফ ফিছ বর্ণনা করিয়াছেন। সেই বর্ণনা পূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে।

মোগল সম্রাট আকবরের সুবিখ্যাত মন্ত্রী আবুলফজল স্বীয় আইন আকবরী গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, "চট্টগ্রাম সমুদ্র তীরবর্ত্তী ও পর্ব্বত মধ্যস্থিত একটি বৃহৎ বন্দর, ইহা খৃষ্টান ও অন্যান্য বৈদেশিক বণিকদিগের একটি প্রধান বাণিজ্য স্থান। এই বন্দর মগরাজের অধিকার ভুক্ত"। যে সময় আবুল ফাজেল চট্টল, আরাকাণের শাসনাধীন

আপন নৃপতি সন্তর্পিয়া বিশেষে।
সুখে বসে লস্কর আপনার দেশে॥
দিনে দিনে বাড়ে তার রাজসম্মান।
যাবত পৃথিবী থাকে সন্ততি তাহান॥
পণ্ডিতে পণ্ডিতে সভা খণ্ড মহামতি।
একদিন বসিলেক বান্ধব সংহতি॥
শুনন্ত ভারত তবে অতি পুণ্য কথা।
মহামুনি জৈমিনি কহিল সংহিতা॥
অশ্বমেধ কথা শুনি প্রসন্ন হৃদয়।
সভাখণ্ডে আদেশিল খান মহাশয়॥
দেশ ভাষায় এই কথা রচিল পয়ার।
সঞ্চারৌক কীর্ত্তি মোর জগত সংসার।
তাহান আদেশ মান্য মস্তকে ধরিয়া।
শ্রীকরনন্দী কহিলেক পয়ার রচিয়া॥

লিখিয়াছেন, ঠিক সেই সময়ে আকবরের সুবিখ্যাত রাজস্ব-মন্ত্রী রাজা তুড়রমল্ল কুটিল রাজনীতি শাস্ত্রের উপদেশ অনুসারে সরকার চট্টগ্রাম স্বীয় জমাবন্দী ভুক্ত করিয়াছেন। রাজা তুড়রমল্লের কৃত "ওয়াশীল তুমার জমাতে" সরকার চট্ট-গ্রামের যেরূপ বর্ণনা দৃষ্ট হয়, তাহা অবিকল এস্থানে উদ্ধৃত হইল।

সরকার চট্টগ্রাম—ইহার সৈন্য সংখ্যা—১০০ অশ্বারোহী ও ১৫০০ পদাতি। রাজস্ব ২৮৫৬০৭ টাকা ৩০ দাম। এই সরকারে ৭টি মাত্র মহাল। (চট্টগ্রামে পরগণা বিভাগ নাই।)

১। মালগাঁও বা তালগাঁও রাজস্ব ৫০৬০০০ দাম। (বোধ হয় মিরেশ্বরী থানার অন্তর্গত তালবাড়ীয়া হইবে।)

২। চাটগাঁও। রাজস্ব ৬৬৪৯৪১০ দাম।

৩। দেওগাঁও। রাজস্ব ৭৭৫৫৪০ দাম। আনওয়াড়া থানার অধীন দেবগ্রাম বা দেওয়াং।

৪। সুলেমান ওরাক সেখপুর। রাজস্ব ১৫৭২৪০০ দাম।

৫। লবণের মাশুল। ৭৩৭৫২০ দাম।

৬। সহুরা। রাজস্ব ৫০৭৯৩৪০ দাম। বোধ হয় পটিয়া থানার অধীন সারুয়াথলি হইবে।

৭। নওয়াপাড়া। রাজস্ব ১০৩৩০০ দাম। রাওজান থানার অধীন একখানি গণ্ডগ্রাম।

পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, সুবিখ্যাত পাঠান

সম্রাট সেরসাহ আধুনিক ডবল পয়সার ন্যায় এক প্রকার তাম্র মুদ্রা প্রচার করেন, তাহার নাম দাম, ৪০ দামে (সেরসাহী) ১৲ টাকা হইত। রাজস্ব সেই নিয়মে লিখিত হইয়াছে, এজন্যই বোধ হয়, রাজা তুড়রমল্ল সের সাহের জমাবন্দী নকল করিয়া স্বীয় ওয়াশীল তোমরজমা প্রস্তুত করিয়াছেন।

১৫০৫ শকাব্দে সুবর্ণগ্রামের ভৌমিক ঈশা খাঁ মছনদে আলি আকবরের সেনাপতি সাহাবাজ খাঁ কর্ত্তৃক অধিকার-চ্যুত হইয়া চট্টলে গমন করেন। তথায় তিনি একদল সৈন্য সংগ্রহ করত সুবর্ণগ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। সেই সৈন্য দলের সাহায্যে তিনি মোগল সৈন্য ও কোচবিহারের রাজাকে জয় করিয়াছিলেন। আমাদের বোধ হয়, রাজমালা গ্রন্থে অমর মাণিক্যের সেনাপতি ঈশা খাঁ কর্ত্তৃক মোগল সৈন্য জয় (৭১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) ও উল্লিখিত বর্ণনা একই ঘটনামূলক। ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় ইতিহাসে একই ঘটনা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে চিত্রিত হইয়াছে। সময় সম্বন্ধীয় অসামঞ্জস্য এস্থলে ধর্ত্তব্য নহে। *

১৫৩২ শকাব্দে আরাকাণ রাজ পর্ত্তুগিজদিগের সাহায্যে ত্রিপুর সৈন্য জয় করিয়া চট্টগ্রাম অধিকার করেন। অমর

* *Long's Analysis of the Rajmala.* ( J. A. S. B. Vol. XIX. p. 549.) *and Wise's Bara Bhuyas of Eastern Bengal.* ( J. A. S. B. Vol. XLIII. part I p. 213. )

মাণিক্যের মৃত্যুর পর অন্য কোন ত্রিপুর নরপতি চট্টগ্রাম অধিকার করিতে পারেন নাই। প্রকৃত পক্ষে এই সময় হইতে ত্রিপুরার অধঃপতনের সূত্রপাত হয়। অমর মাণিক্যের দুর্ভাগ্যের সহিত ত্রিপুরার সৌভাগ্য ভাস্কর চিরকালের তরে অদৃষ্টাকাশের পশ্চিম প্রান্তে ঝুলিয়া পড়িল। চট্টগ্রাম রঙ্গ-ভূমির এক অভিনেতার অভিনয় ক্রিয়া শেষ হইল।

চট্টগ্রাম স্থায়ীরূপে মগরাজের কুক্ষিগত হইল। তাহার শাসন জন্য এক জন মগ শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইলেন। আরাকানপতি পর্ত্তুগিজদিগকে তথায় সংস্থাপন পূর্ব্বক তাহাদিগকে স্বীয় রাজ্যের সীমান্ত রক্ষণে নিযুক্ত করিলেন। কোন কোন ব্যক্তি রাজ সরকার হইতে বেতন ও জায়গীর প্রাপ্ত হইলেন। তাহারা বলপ্রয়োগদ্বারা নিঃস্ব প্রজা ও ইতর লোকদিগকে খৃষ্ট মন্ত্রে দীক্ষিত করিতে লাগিল। অনেকে দেশীয় রমণী সংযোগে এক নূতন জাতীয় জীবের সৃষ্টি করিল। সেই মন্ত্র দীক্ষিত ও মিশ্র পর্ত্তুগিজ সন্তানগণই "চাটগাঁয়ে ফেরেঙ্গি" নামে সর্ব্বত্র পরিচিত হইয়াছে। মগগণ নিম্ন-শ্রেণীর বাঙ্গালি সংযোগে একটি নূতন জাতি সৃষ্টি করিল। ইহারাই "দেশী মগ" বা "রাজবংশী"। কিছুকাল মগদিগের অধীনে থাকিয়া চট্টলবাসী হিন্দু সন্তানদিগের একটি সংস্কার জন্মে; সেই সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া অদ্যাপি তাহারা পার্শ্ববর্ত্তী অন্যান্য জেলা বাসীদিগকে "বংদেই" (বঙ্গদেশী)

বলিয়া থাকেন। এই সময় হইতে চট্টগ্রামে, "মগী" অব্দের ব্যবহার আরম্ভ হয়।

মগ ও পর্ত্তুগিজগণ সময় সময় ত্রিপুরা ও পূর্ব্ববঙ্গ আক্রমণ ও লুণ্ঠন করিয়া, দেশবাসীদিগকে জ্বালাতন করিতেছিল। বঙ্গীয় শাসনকর্ত্তা ইশলাম খাঁ মসহৌদি মগদিগের দণ্ড বিধান জন্য চট্টগ্রাম আক্রমণ করেন। পরাক্রান্তশত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া মগ শাসনকর্ত্তা মুকুট রায় ১৫৬০ শকাব্দে মোগল সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করেন। কিন্তু অল্পকাল অন্তে আরাকান রাজ চট্টলোদ্ধার করিয়াছিলেন।

সুলতান সুজার নিধন বার্ত্তা শ্রবণ করত দুর্দ্দান্ত আওরংজেব মির জুম্লাকে অতি সত্বর আরাকাণ রাজ্য আক্রমণ করিবার জন্য আদেশ করেন। প্রতিকূল ঘটনা বশত জুম্লা সম্রাটের আজ্ঞা অবহেলা করত কোচ ও আসাম রাজ্য আক্রমণ করেন। জুম্লার মৃত্যুর পর আওরংজেবের মাতুল সায়েস্তা খাঁ বাঙ্গালার শাসন কর্ত্তৃত্বে নিযুক্ত হন। তিনি বাঙ্গালায় পদার্পণ করিয়াই মগদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। সায়েস্তা খাঁ পর্ত্তুগিজদিগের জল-রণনৈপুন্য দর্শনে ওলন্দাজদিগেরনিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। কিন্তু বেটেবিয়া হইতে ওলন্দাজদিগের রণতরী সমূহ বাঙ্গালা পহুঁছিবার পূর্ব্বেই সায়েস্তা খাঁ উৎকোচ ও প্রলোভন দ্বারা পর্ত্তুগিজদিগকে বাধ্য করত চট্টগ্রাম অধিকার করেন। কার্য্যোদ্ধার

পূর্ব্বক সায়েস্তা খাঁ আত্মপ্রতিশ্রুতি প্রতিপালনে পরাঙমুখ হইলেন।* ১৫৮৮ শকাব্দে (১৬৬৬ খৃষ্টাব্দের) চট্টগ্রাম রঙ্গভূমির দ্বিতীয় অভিনেতার অভিনয় ক্রিয়া শেষ হইল। আরাকাণপতি চট্টগ্রাম হারাইলেন। ক্রমে তাঁহার সৌভাগ্য ভাস্কর পশ্চিম গগনাঙ্গনে ঝুলিয়া পড়িল। ব্রহ্মসাম্রাজ্যের স্থাপন কর্ত্তা মহাবীর আলংক্রার তৃতীয় পুত্র হদোফায়া ১৭০৪ শকাব্দে আরাকাণ রাজ্য বিনষ্ট ও অধিকার করেন।

তোড়রমল্লের ওয়াশিল তোমরজমার ন্যায় সুজার জমা তোমরিতে সরকার চট্টগ্রামের রাজস্ব ২৮৫৬০৭ টাকা লিখিত আছে। প্রকৃত পক্ষে আকবরের ন্যায় সাহজেহান ও চট্টলের রাজস্ব ভোগ করিতে পারেন নাই। আওরংজেবের রাজদণ্ডই সর্ব্বপ্রথম চট্টগ্রামে স্থায়িভাবে সংরোপিত হইয়াছিল। নবাব সায়েস্তা খাঁ চট্টগ্রাম অধিকার পূর্ব্বক ইহাকে "ইসলামাবাদ" আখ্যা প্রদাণ করেন। ১১২৮ বঙ্গাব্দে (১৭২২ খৃষ্টাব্দে) নবাব মুরশিদকুলি খাঁ "জমা কামেল তোমরি" নামক বাঙ্গালার রাজস্বের হিসাব প্রস্তুত করেন। তিনি বাঙ্গালা ত্রয়োদশ চাকলায় বিভক্ত করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে সরকার চট্টগ্রাম "চাকলে ইসলামাবাদ" আখ্যা দ্বারা পরিচিত হইয়াছে। এই চাকলায় ১৪৪টি মহাল ও তাহার রাজস্ব ১৭৬৭৯৫ টাকা লিখিত হইয়াছে। যথাঃ—

* Bernier's Travels in the Magul Empire. Vol. I. p. 203.

## চাকলে ইসলামাবাদ, সরকার চাটিগাঁ।

| | | | |
|---|---|---|---|
| হাবিলি চাটিগাঁ | ... | ... | ২১৮৫৬ |
| জুগদা (জুগীদিয়া ?) | ... | ... | ৩৫১৩৫ |
| দক্ষিণকুল | ... | ... | ২১২৩৫ |
| বন্দর আলমগীর নগর | ... | ... | ১৮৮২৫ |
| ফতেয়াবাদ | ... | ... | ৫৯২৩ |
| সহনা | ... | ... | ৪০৫০ |
| আরঙ্গা নগর | ... | ... | ২২৬৪ |
| খর্দাখাঁ জাহানাবাদ | ... | ... | ২৪১৯ |
| তরাঘোড়া | ... | ... | ৩০৯১ |
| দেবং (দেয়াং) | ... | ... | ৪৪০১ |
| সারুয়াথলি | .. | ... | ২১৯৭ |
| সায়রাতমহাল | ... | ... | ১৩১৭৭ |
| নরসিংহআবাদ, সেনাবাদ প্রভৃতি ৮টি নিমক মহল | | | ১৩২৯৮ |
| ১২৬টি ক্ষুদ্র মহল | ... | ... | ৩২৫১১ |
| | | | ১৭৬৭৯৫ |

নবাব মুরশিদ কুলি খাঁ যে টাকা চট্টগ্রামের রাজস্ব অবধারণ করেন, তৎসমস্তই চট্টগ্রামে ব্যয় হইত। একটি কপর্দ্দকও তৎকালে চট্টগ্রাম হইতে মুরশিদাবাদের রাজকোষে প্রেরিত হইত না। ব্যয়ের তালিকা এস্থানে প্রদত্ত হইল।

৩৫৩২ জন পদাতি সৈন্যের ব্যয় ১৫০২৫১
ফৌজদার ও সেনাপতি গণের বেতনের পরিবর্ত্তে জায়গীর
২৪০০০
রণতরীর ব্যয় ও দুইজন গোলান্দাজ দারোগার জায়গীর
২৫৪৪
১৭৬৭৯৫

নবাব মুরশিদ কুলি খাঁর উত্তরাধিকারী নবাব সুজাউদ্দিনের সংশোধিত রাজস্বের হিসাবে চট্টগ্রামের অতিরিক্ত রাজস্ব ১৫৮৩৪০ টাকা দৃষ্ট হইতেছে। ১৭১৩ খৃষ্টাব্দ হইতে চট্টগ্রামের ফৌজদার "থানাদারি" মহালের জায়গীরদারগণ হইতে একটি নূতন কর সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করেন, তদ্দ্বারা বার্ষিক ৬৮৪২২ টাকা লাভ হইত।

কালবশে মোগলেরা সৌভাগ্যের উন্নত শিখর হইতে অধঃপতিত হইলেন। প্রবল প্রতাপ বঙ্গেশ্বরগণ ব্রিটনবাসী বণিকদিগের ক্রীড়া পুত্তল হইলেন। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্ম্মচারিগণ মিরজাফরকে পদচ্যুত করিয়া মির কাশেমকে বাঙ্গালার সিংহাসনে স্থাপন করেন। নবাব কাশেমালি খাঁ সৈন্যের ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে চট্টগ্রাম, বর্দ্ধমান ও মেদিনীপুর দান করেন। এই সময়ে চট্টগ্রামের বার্ষিক রাজস্ব (৩৩৫১৩৫ টাকা, "সেবন্দি-খরচ" ১২০০০ টাকা বাদে) ৩২৩১৩৫ টাকা ছিল। কিন্তু

অল্পকাল মধ্যেই কোম্পানির কর্ম্মচারিগণ চট্টগ্রামের রাজস্ব ৪৬৬৪২৮ টাকা স্থির করিয়াছিলেন। বারলেষ্ট সাহেব প্রথমতঃ চট্টগ্রামের শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত হন, তাঁহার সরদার (Chief) উপাধি ছিল।

১৬৮৪ শকাব্দে (১৭৬২ খৃষ্টাব্দে) চট্টগ্রামে একটি ভূমিকম্প হয়। অনেক স্থানে ভূগর্ভ বিদীর্ণ হইয়া জল ও কর্দ্দম নিঃসৃত হইয়াছিল। সেই নিঃসৃত দ্রব্যের সহিত গন্ধকের গন্ধ পাওয়া যাইত। বান্দরবন নামক স্থানে একটি বৃহৎ নদী শুকাইয়া যায়। বাথরচং নামক সমুদ্র নিকটবর্ত্তী স্থানটি দুই শত লোক ও তাহাদের গবাদি পশুর সহিত সমুদ্র গর্ভে প্রবিষ্ট হইয়াছিল।

এই সময় আরাকাণে রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত হয়। প্রাচীন রাজবংশকে বিনষ্ট করিয়া ব্রহ্মরাজ হদোফায়া আরাকাণ অধিকার করেন। মগগণ ক্রমে ক্রমে আরাকাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিতেছিল।

১৬৯৮ শকাব্দে (১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে) পর্ব্বতবাসী চাকমা সরদার শ্রীদৌলত খাঁ এবং রামথাওন নামক অন্য একজন মগ সদাগর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন. তাহাদের দমন জন্য একটি যুদ্ধযাত্রার প্রয়োজন হইয়াছিল।

১৬৯৯ শকাব্দে কোম্পানিবাহাদুর প্রথমতঃ চট্টগ্রামের পর্ব্বত মধ্যে "খেদা" করিয়া হস্তীধৃত করেন। সেই বৎসর

প্রায় দশসহস্র মগ আরাকাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

১৭০৪ শকাব্দে (১৭৮২ খৃঃ অঃ) আরাকাণ ব্রহ্মরাজ কর্ত্তৃক সম্পূর্ণরূপে বিজিত হয়। রাষ্ট্রবিপ্লবের সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া আরাকাণবাসী দস্যুগণ নিরীহ প্রজাবৃন্দের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন পূর্ব্বক চট্টগ্রামে আশ্রয় গ্রহণ করেন। আরাকাণের শাসন-কর্ত্তা সেই সকল দুষ্ট লোকদিগকে প্রত্যর্পণ করিবার জন্য চট্টগ্রামের "সরদার" সাহেবকে বন্ধু ভাবে পত্র লিখিয়াছিলেন। ইংরেজ কর্ত্তৃপক্ষ সেই অনুরোধ রক্ষা করেন নাই। এই সকল ঘটনা হইতে ক্রমে একটি লোমহর্ষণ ঘটনার সূত্রপাত হইতে লাগিল। একদিবসের সঞ্চিত মেঘে যে বৃষ্টি হয়, তাহাতে কখনই দেশ প্লাবিত হইতে পারে না।

১৭০৬ শকাব্দে ব্রহ্মরাজ তরফুমার স্বাক্ষরিত একখানি পত্র চট্টগ্রামের শাসনকর্ত্তার হস্তগত হয়। উভয় রাজ্য মধ্যে অবাধ বাণিজ্য সংস্থাপন জন্যেই ব্রহ্মরাজ এই পত্র লিখিয়াছেন। উপসংহারে ব্রহ্মরাজ লিখিয়াছিলেন যে, "ইংরেজদিগের সহিত বন্ধুত্ব সংস্থাপনোদ্দেশে আমি ৩০ জন লোকদ্বারা ৪টি গজদন্ত প্রেরণ করিতেছি।"

ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের ১৮২৪ খৃষ্টাব্দের ২৮ ফেব্রুয়ারির বিজ্ঞাপনী * পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, চট্টগ্রামের

* Despach from the Governor General in

সীমান্ত স্থান হইতেও ব্রহ্মযুদ্ধের সূচনা হইয়াছিল। গবর্ণমেণ্টের বিজ্ঞাপনী সমূহে আরাকাণের শাসনকর্ত্তার অত্যাচারকাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু "১১৮৬ মগি" অব্দের "৮ই জৈষ্ঠ" তারিখে—আরাকাণের শাসনকর্ত্তার লিখিত পত্রে কোম্পানির কর্ম্মচারী ও চট্টগ্রামের বাঙ্গালি প্রজাবৃন্দের প্রতি দোষারোপ করা হইয়াছে। যাহা হউক এস্থানে আমরা ব্রহ্মযুদ্ধের ইতিহাস লিখিতে ইচ্ছা করি না। চট্টগ্রামের সীমান্ত স্থান হইতে যে, এই ভীষণ অনলক্রিয়ার সূত্রপাত হইয়াছিল, তাহাই এস্থলে উল্লেখ করা হইল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারত রঙ্গাঙ্গনে যে লোমহর্ষণ নাটকাভিনয় হইয়াছিল, তাহা অনন্তকাল ইতিহাস পাঠকগণ স্মৃতিনয়নে দর্শন করিয়া বিস্মিত হইবেন। ১৮৫৭-৫৮ খৃষ্টাব্দে ভারত বক্ষে যে অনল প্রজ্বলিত হয় চট্টগ্রাম তাহা হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারে নাই। সীমান্ত প্রদেশ রক্ষা করিবার জন্য চট্টগ্রামে গবর্ণমেণ্টের তিন শত সৈন্য ছিল। * তাহারা বিদ্রোহী হইয়া কারাগারের দ্বার ভঙ্গ করিয়া বন্দিগণকে মুক্ত ও

Council to the Secret Committee of the Court of Directors ; dated the 23rd February, 1824.

* 2nd, 3rd and 4th Companies of the 34th Regiment Native Infantry.

রাজকীয় ধনাগার লুণ্ঠন করে। ধনাগার লুণ্ঠন করিয়া তাহারা ২৭৮২৬৭৴৫ টাকা প্রাপ্ত হইয়াছিল। তৎপর সরকারি ফিলখানা হইতে তিনটি হস্তী লইয়া ত্রিপুরাভিমুখে যাত্রা করে। এই সংবাদ শ্রবণ করত কুমিল্লাবাসী কর্ত্তৃপক্ষগণ ভয়ে ম্রিয়মাণ হইলেন। কিন্তু সৌভাগ্য বশত তাহারা কুমিল্লার পথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলার পথাবলম্বন করিয়াছিল। তাহারা মহারাজের আদেশ শ্রবণে ত্রিপুরা রাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক কাছাড়াভিমুখে গমন করে। গমনকালে বিদ্রোহিগণ পথি পার্শ্বস্থ জমিদারদিগের গৃহে উপস্থিত হইয়া খাদ্য যাচ্ঞা করিত। দুর্ব্বল ও নিরস্ত্র ভূস্বামিগণ তাহাদিগকে এক বেলার খাদ্য প্রদান পূর্ব্বক স্বস্বপরিবারের প্রাণরক্ষা করিত। এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া শ্রীহট্টের পদাতিদলের নায়ক মেজর বিং বলিয়াছিলেন, "হারামজাদা লোককে ( সেই সকল জমিদারগণকে ) ফাঁসী দেনে হোগা"।

লাতু নামক স্থানে শ্রীহট্টের পদাতিদলের সহিত বিদ্রোহীদিগের একটি যুদ্ধ হয়। বিদ্রোহীদিগের বন্দুকের গুলিতে প্রথমেই মেজর বিং পরলোক গমন করেন। মেজর সাহেবের মৃত্যুর পর সুবাদার অযোধ্যা সিংহ জয়লাভ করিয়াছিলেন। লাতুর যুদ্ধের পর বিদ্রোহিগণ পূর্ব্বাভিমুখে গমন করে। মোহনপুর ও বিননকান্দী নামক স্থানে দ্বিতীয়

সৈন্যের সহিত বিদ্রোহীদিগের দুইটি যুদ্ধ হয়। উভয় যুদ্ধে বিদ্রোহিগণ পরাজিত হইয়াছিল। মণিপুরের রাজকুমার চাইহম (নরেন্দ্রজিৎ) * এইসময়ে কাছাড়ে বাস করিতে ছিলেন। তিনি দুরাশায় মুগ্ধ হইয়া, স্বীয় সহচরবর্গকে লইয়া, হতাবশিষ্ট বিদ্রোহিদলের অঙ্গপুষ্টি করিলেন। তখন মণিপুরের রাজাসন তাহাদের প্রধান লক্ষ্য হইল। মহারাজ চন্দ্রকীর্ত্তি এই সংবাদ শ্রবণ মাত্র চারিশত সৈন্য তাহাদিগের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। ঘোর সংগ্রামে বিদ্রোহিগণ পরাজিত হইয়াছিল। হতাবশিষ্ট অল্প সংখ্যক বিদ্রোহী কুকিদিগের আশ্রয় গ্রহণ করে। এইরূপে চট্টগ্রামের বিদ্রোহী সেনাদলের বিনাশ সাধিত হয়।

চট্টগ্রাম মধ্যে একমাত্র নেজামপুর ব্যতীত অন্য কোন পরগণা নাই। বাঙ্গালার অন্যান্য জেলার ন্যায় এখানে জমিদারী বিভাগও নাই। চট্টগ্রামের অন্তর্গত স্থান সমূহকে অধুনা তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে, যথা—তরফ, নওয়াবাদ তালুক এবং লাখেরাজ।

১। তরফ—চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্ব্বে গবর্ণমেন্ট তিনবার চট্টগ্রামের অন্তর্গত সমস্ত ভূমি জরিপ করেন। (১৭৬৪, ১৭৮২, এবং ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে) সেই জরিপ অনুসারে নির্দ্দিষ্ট

* চাইহম অর্থ তিন বৎসর। প্রবাদ অনুসারে নরেন্দ্রজিৎ তিন বৎসর মাতৃগর্ভে বাস করিয়াছিলেন।

পরিমাণ ভূমি এক একটী তরফ আখ্যা দ্বারা আখ্যাত হইয়াছিল। এক কিম্বা ততোধিক পরিমাণ তরফ এক এক জন ভূম্যধিকারীর সহিত বন্দোবস্ত করা হইত। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দ্বারা সেই সকল তরফদারবর্গ বঙ্গদেশীয় জমিদারগণের ন্যায় নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ ভূমি নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ জমার চিরকালের নিমিত্ত ভোগাধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে ৩৩৮১টী তরফের দশশালা বন্দোবস্ত হয়। লর্ড-কর্ণওয়ালিসের কৃপায় ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে এই সকল তরফ চিরস্থায়ী হইয়াছিল। অধুনা কালেক্টরির তৌজিতে ৩৩৭৮টী তরফ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

২। নওয়াবাদ তালুক।—নওয়াবাদ শব্দের সরল অর্থ নূতন আবাদী ভূমি, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর এবং নূতন প্রজা স্বত্ববিষয়ক আইন (১৮৮৫ সালের ৮ আইন) বিধিবদ্ধ হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্ট চারিবার চট্টগ্রামের ভূমির পরিমাপ করিয়াছেন। (৮০০, ১৮১৫, ১৮১৭-১৯, ১৮৩৫-৪৮, খৃষ্টাব্দে) এই সকল জরিপ দ্বারা গবর্ণমেণ্ট দেখিলেন যে, তরফদারগণ জঙ্গল এবং অন্যান্য প্রকার ভূমি আবাদ করিয়া তরফের ভূমির পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া লইয়াছেন। সুতরাং গবর্ণমেণ্ট সেই সমস্ত অতিরিক্ত ভূমির আবাদকারিগণের সহিত মেয়াদি তালুক স্বরূপে বন্দোবস্ত করেন। ইহাই নওয়াবাদ তালুক। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে ৩২২৫৮টী নওয়াবাদ তালুক বন্দোবস্ত

হইয়াছিল। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে লর্ড ডেলহাউসি বারংবার জরিপ জমাবন্দী প্রভৃতির যন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভ করিবার অভিপ্রায়ে নওয়াবাদী তালুকগুলিকে মকররি জমায় বন্দোবস্ত করিতে অভিলাষ করেন। কিন্তু ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে ১১ই জুলাইর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত একজন তালুকদারও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের জন্য প্রার্থী হন নাই। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে যৎকালে লর্ড ডেলহাউসির আদেশ লিপি প্রত্যাহার করা হইল, তৎকালে দৃষ্ট হইল যে, ২৯৭৪৩টী নওয়াবাদি তালুকের মধ্যে কেবল মাত্র ৩৬০টী তালুকের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইয়াছে। ভূকৈলাসের রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষ জয়নারাণ ঘোষালের নামে জয়নগর জমিদারী সৃষ্টি হইয়াছিল। তাহাও নওয়াবাদের অন্তর্গত।

৩। লাখেরাজ—লাখেরাজ দুই প্রকার বহালী ও বাজেয়াপ্ত। বহালী লাখেরাজের অতিরিক্ত ভূমি বাজেয়াপ্ত হইয়া নওয়াবাদ তালুকের রাজস্বের হার অনুসারে বন্দোবস্ত হইয়াছে।

প্রোক্ত ভূম্যধিকারিগণের অধীনে প্রধানতঃ পত্তনি, তালুক এবং এৎমাম নামক মধ্যবর্ত্তী স্বত্ব দৃষ্ট হয়।

বাণিজ্য। চট্টগ্রাম চিরবাণিজ্যোন্নত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যবণিকগণ প্রাচীনকাল হইতে বাণিজ্যার্থ এস্থানে উপস্থিত হইতেন। খৃষ্টাব্দের দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে চট্টগ্রামের বাণিজ্য খ্যাতি ইউরোপে প্রচারিত হইয়াছিল। খৃষ্টাব্দের

চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে তথায় চিন ও আরবদেশীয় বণিকগণের সমাগম হইত। পাশ্চাত্য বণিকগণ ইহাকে "পোর্ট গ্রেণ্ডা" আখ্যা দ্বারা পরিচিত করিয়াছেন। বিনীসদেশীয় বণিক সিজার ক্রেডি্রক খৃষ্টাব্দের ষোড়শ শতাব্দীতে আমাদের দেশে আসিয়াছিলেন. তিনি বলেন পিও হইতে প্রচুর পরিমাণে রৌপ্য চট্টগ্রামে আমদানী হইয়া থাকে। তৎকালে চট্টগ্রামই বাঙ্গালা দেশ মধ্যে রৌপ্যের প্রধান বন্দর ছিল। ১৫৫২ শকাব্দে হার্বার্ট সাহেব চট্টগ্রামকে বাঙ্গালার বাণিজ্যোন্নত ও সমৃদ্ধি সম্পন্ন অন্যতম প্রধান নগরী বলিয়া উল্লেখ করিয়া-গিয়াছেন। ১৫৬১ শকাব্দে মণ্ডলেস লুই রাজমহল, ঢাকা, ফিলিপাটাম ও চট্টগ্রাম বাঙ্গালার সর্ব্বপ্রধান নগর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

প্রাচীন কাল হইতে চট্টগ্রামে এক প্রকার অর্ণবতরি প্রস্তুত হইয়া আসিতেছে। সুতরাং অন্তর্বাণিজ্য অপেক্ষা চট্টগ্রামের বহির্বাণিজ্য ন্যূন ছিল বলিয়া বোধ হয় না

অদ্যাপি বাণিজ্য বিষয়ে চট্টগ্রাম পূর্ব্ববঙ্গে অদ্বিতীয়। অধুনা ইহার প্রধান পণ্য দ্রব্য তণ্ডুল। কিন্তু চট্টগ্রামে যে পরিমাণ ধান্য জন্মে, তদ্দ্বারা চট্টগ্রাম কেবল আত্মরক্ষা করিতেই সক্ষম। তাহার ভগিনী ত্রিপুরা ও নওয়াখালী তাহাকে প্রচুর পরিমাণে তণ্ডুল যোগাইতেছেন। চট্টগ্রামের ভূতপূর্ব্ব কমিসনর হেঙ্কি সাহেব লিখিয়াছেন যে, তণ্ডুলের

প্রধান বাণিজ্য স্থানের বাণিজ্য কেবল ইউরোপীয় বণিকদিগের হস্তে ন্যস্ত রহিয়াছে। চট্টগ্রাম হইতে গড়ে প্রায় ৩০ লক্ষ মণ চাউল প্রতি বৎসর বিদেশে রপ্তানি হইয়া থাকে। ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা, এবং আসিয়ার অন্তর্গত এডেন, সিংহল ও মালদ্বীপ প্রভৃতি স্থান সমূহে চট্টগ্রাম হইতে তণ্ডুল প্রেরিত হইয়া থাকে।

চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য প্রদেশে দুই প্রকার কার্পাস জন্মে। ফুলসুতা ও বেণীসুতা। ফুলসুতা শ্বেতবর্ণ ও উৎকৃষ্ট। জুম প্রণালিতে ইহারই চাষ হইয়া থাকে। বেণীসুতা ধূসরবর্ণ ইহার চাষ হয় না। ফুলের বিচির সহিত ইহার বিচি মিশ্রিত থাকায় অল্প পরিমাণ জন্মে। কাষ্টাম হাউসের বিজ্ঞাপনী পাঠে অনুমিত হয় যে, চট্টগ্রাম হইতে গড়ে ১৬ হাজার মণ কার্পাস প্রতি বৎসর বিদেশে প্রেরিত হইয়া থাকে।

চট্টগ্রামের পর্ব্বত হইতে প্রায় ৪৭ প্রকার কাষ্ঠ রপ্তানি হয়। তন্মধ্যে জারুলই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইহা দ্বারা জাহাজ ও নৌকা প্রস্তুত হইয়া থাকে।

প্রতি বৎসর প্রায় ৩০ লক্ষ মণ লবণ বিদেশ হইতে চট্টগ্রামে আইসে। যে চট্টগ্রাম চিরকাল পূর্ব্ববঙ্গকে লবণ দান করিয়াছে, অদ্য তাহাকে লিবারপুলের নিকট লবণ ভিক্ষা করিতে হয়। অদৃষ্টদেব তোমাকে নমস্কার !!

"লবণাম্বুরাশি বেষ্টিত যে স্থান,
জন্মে লিবারপুলে লবণ তাহার !"

এই জেলার উত্তর সীমায় ফেণী, ইহাকে ত্রিপুরা ও নওয়াখালী হইতে পৃথক করিতেছে। দক্ষিণ সীমান্তে নাভী নদী আরাকাণ ও চট্টগ্রামের সাধারণ সীমা রক্ষা করিতেছে। মধ্য দিয়া কর্ণফুলী ও শঙ্খ অনন্ত ভ্রূকুটী বিস্তার পূর্ব্বক সমুদ্রে গমন করিতেছে।

চট্টগ্রাম প্রদেশ কি সুন্দর! একবার ইহার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিলে আর ভুলিতে পারা যায় না। কেমন সুন্দর প্রকৃতির প্রাচীর স্বরূপ মেঘমালা সদৃশ শিখরমালা উত্তর দক্ষিণে ধাবিত। চট্টগ্রামের পূর্ব্ব দিকে অভ্রংলিহ শিখর শ্রেণী আর পশ্চিমদিকে বঙ্গোপসাগরের সুনীল ফেনীল অসীম অনন্ত জলরাশি।

পর্ব্বত মধ্যে নানা প্রকার নির্ঝর, সুনির্ম্মল জলোৎস। ও লবণ-কূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

চন্দ্রনাথ পাহাড় নামক উচ্চ পর্ব্বতের সানুদেশে ভগবান শশাঙ্ক শেখর কৈলাস নাথ অবস্থান পূর্ব্বক প্রাচীন ত্রিপুরেশ্বর দিগের অনন্তকীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। অনতিদূরে কলুষ নাশিনী পাতাল গঙ্গা ভোগবতী চন্দ্রশেখরের পরিচর্য্যার্থ আবির্ভূত হইয়াছেন। তাহার প্রায় ৫ মাইল দূরে "বাড়ব" নামক কুণ্ড মধ্যে হুতাশন জলের সহিত ক্রীড়া করিতেছেন। সীতাকুণ্ড পর্ব্বত মধ্যে এক সময়ে দুইটী জ্বালামুখী দৃষ্ট হইয়াছিল।

অধুনা চট্টগ্রাম জেলার পরিমাণ ২৫৬৭ বর্গমাইল। ইহার অধিবাসী সংখ্যা ১২৯০১৬৭।

---

## পঞ্চম অধ্যায়।

# পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের বিবরণ।

কাপ্তান লেউইন পার্ব্বত্য চট্টগ্রামবাসী মানবদিগকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। যথা— "খউংতা (নদীবংশজ) ও তউংতা (পর্ব্বতা বংশজ)।" আমরা খউংতাগণকে মগ বংশজ ও তউংতদিগকে কিরাতবংশজ বলিতে পারি। তউংতা-গণ এই পার্ব্বত্য প্রদেশের প্রাচীন অধিবাসী। তউংতাদিগের মধ্যে রিয়াংগণ বিশেষ পরাক্রমশালী ছিল। এজন্যই পূর্ব্ব-কালে ইহাকে রিয়াং রাজ্য বলা হইত। তৎপরে আরাকাণ-বাসী খউংতাগণ এই প্রদেশে প্রবেশ করত তউংতাদিগকে নির্য্যাতন ও উত্তরবাহিনী করিয়াছিল। অধুনা খউংতা এবং তউংতা বংশীয়গণ ভিন্ন ভিন্ন সরদারের অধীনে বাস করিতেছে। খউংতা বংশের একটী শাখা "চাকমা" নামে পরিচিত। চাকমা সরদারগণ প্রথমত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে কার্পাসকর দান করিত। ১৬৯৯ শকাব্দে চাকমারাজ শ্রীদৌলত খাঁ কোম্পানীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। ১৭০৪ শকাব্দে তাঁহার উত্তরাধিকারী রাজা জানবক্স খাঁ

বার্ষিক পাঁচশত মণ কার্পাসের পরিবর্ত্তে মুদ্রা কর দান করেন। এইরূপ সামান্য কর প্রাপ্ত হইয়া গবর্ণমেণ্ট দীর্ঘকাল পার্ব্বত্য প্রদেশে পূর্ণ রাজশক্তি পরিচালন করিতে বিরত ছিলেন। তৎপরে কুকিদিগের অত্যাচারে বাধ্য হইয়া ১৭৮২ শকাব্দে পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম জেলা সৃষ্টি করেন। তদবধি ক্রমে ক্রমে চাক্‌মা সরদারদিগের রাজশক্তি হরণ পূর্ব্বক তাহাদিগকে সাধারণ জমিদার শ্রেণীতে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। যদিচ গবর্ণমেণ্ট পর্ব্বতবাসী মানবদিগকে শাসনযন্ত্রের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া নিষ্পেষিত করিতেছেন, তথাপি তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে বশীভূত করিতে পারেন নাই। পর্ব্বতবাসীদিগকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

১। যাহারা গবর্ণমেণ্টকে নিয়মিতরূপে কর প্রদান করিয়া থাকে তাহারাই প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত। যথা, (১) ত্রিপুরা বা মুরং, (২) কুইমি, (৩) মুরু, (৪) খেয়াং জাতি।

২। যাহারা গবর্ণমেণ্টের অধীনতা স্বীকার করে, কিন্তু কোন প্রকার কর দান করে না তাহারাই দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত। যথা, (১) বঞ্জুগী, (২) পাঙ্খু জাতি।

৩। স্বাধীন জাতি সমূহ, কর প্রদান দূরে থাকুক, ইহারা গবর্ণমেণ্টের মৌখিক বশ্যতাও স্বীকার করে না, যথা কুকি (লুছাই) এবং সিন্দু। কুকি বা লুছাইদিগের বিবরণ বিশেষ

ভাবে পরবর্ত্তী অধ্যায়ে লিখিত হইবে। সিন্ধুশ
নীল পর্ব্বতের পূর্ব্বদিকে বাস করে। বোধ হয় প্রাচ
ইহারা আরাকাণের নগররাজার দণ্ডাধীন ছিল। ইহারা
পরাক্রমশালী জাতি। আরাকাণ রাজ্য ব্রহ্মরাজের কুক্ষিগত হইলে যে রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত হয়, সম্ভবতঃ তদ্দ্বারা ইহারা ইহাদের পিতৃভূমি পরিত্যাগ পূর্ব্বক উত্তর বাহিনীহইয়াছিল। কুকি অধ্যায়ে ইহাদিগের বিবরণ সংক্ষিপ্ত ভাবে লিখিত হইবে।

প্রথম শ্রেণীর জাতি সমূহকে প্রধানত চারিটি শাখায় বিভক্ত করা হইয়াছে। এক একটী শাখার অনেকগুলি প্রশাখা আছে। পার্ব্বত্য চট্টগ্রামবাসী এক ত্রিপুরাজাতিই পাঁচটি প্রশাখায় বিভক্ত। যথা—পুরাণ, নোয়াতিয়া, ওস্মি, রিয়াং, এবং মুরুং। প্রথমোক্ত চারিটী প্রশাখার বিবরণ প্রথম ভাগে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এস্থলে কেবল মুরুংদিগের কথা লিখিত হইল। আরাকাণবাসিগণ সমগ্র ত্রিপুরাজাতিকে মুরুং আখ্যায় আখ্যাত করিয়া থাকে। কর্ণেল ফেয়ার মুরুংদিগের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে "আরাকাণের জনৈক প্রাচীন নরপতি ত্রিপুরা রাজ্য জয় করিয়া কতকগুলি ত্রিপুরাকে বন্দী স্বরূপ স্বরাজ্যে লইয়া যান। আধুনিক মুরুংগণ সেই সকল বন্দী ত্রিপুরার সন্তান সন্ততি। ইহারা প্রথমতঃ আরাকাণ জেলার অন্তর্গত লেমোই নদীর তীরে বাস করিত, কিন্তু ইহারা সেই

...গ করিয়া ক্রমে উত্তর দিকে অগ্রসর হইতেছে।" ...মের আকর্ষণ এমনই বটে। মুরুংগণ অধুনা প্রধানতঃ ...তামুড়ি নদীর তীরে বাস করিয়াছে। *

কুইমি ও মুরুজাতি আরাকাণের মগ বংশজাত। খেয়াং, ব্রহ্মদেশের পশ্চিম প্রান্তে পরাক্রমশালী খেয়াং জাতি বাস করে। ইহারা সম্পূর্ণ স্বাধীন। স্বাধীন খেয়াংবংশ সম্ভূত কতকগুলি লোক চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য প্রদেশে বাসা করিয়াছে। ইহাদের সংখ্যা নিতান্ত অল্প।

বঙ্গুগী ও পংখুজাতি এক মূল হইতে উৎপন্ন। ইহারা প্রাচীনকালে কুকি প্রদেশে বাস করিতেছিল। বোধ হয়, কুকিদিগের উৎপীড়নে ইহারা দক্ষিণবাহিনী হইয়াছে। তাহারা বলে "তলন্দরোক-পা" নামক জনৈক পরাক্রান্ত সরদার তাহাদের আদি পিতা। ইনি ঈশ্বরের কন্যা বিবাহ করেন। তাহাদের দুই পুত্র হইতে উল্লিখিত জাতিদ্বয়ের উৎপত্তি।

---

* কর্ণেল কেয়ার মুরুংদিগের ইতিহাস তাহাদিগের নিকট যেরূপ শ্রুত হইয়াছিলেন তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়া বলিয়াছেন, "আমি পরিশিষ্টে মরুং ভাষায় কয়েকটি শব্দ লিখিয়া দিলাম। যাহারা ত্রিপুরা ভাষা অবগত আছেন, তাঁহারা ইহার পরীক্ষা করিয়া বুঝিতে পারিবেন যে, মুরুংদিগের কথিত, তাহাদের উৎপত্তি বৃত্তান্ত সত্য কিনা। (those acquainted with

তাহাদের মতে দুইটি দেবতা আছেন, এক জনের নাম "পটৈন" ইনিই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ইনি পশ্চিমদিগে বাস করেন। রজনীতে দিবাকর তাহার আশ্রমে যাইয়া বিশ্রাম করিয়া থাকেন। দ্বিতীয় দেবতার নাম "খোজিং"। ব্যাঘ্রজাতি খোজিংদেবের পালিত কুকুর। এজন্যই ব্যাঘ্র জাতি তাহাদের প্রভু সন্তান (বঞ্জুগী ও পংখু) বর্গের কোন অনিষ্ট কামনা করে না। এই দুই জাতির বিশ্বাস অনুসারে মনুষ্যগণ মৃত্যুর পর একটি বৃহৎ পর্ব্বতে গমণ করে। সেই বৃহৎ পর্ব্বতই মানবজাতির সূতিকা গৃহ।

বিবাহের পূর্ব্বে বঞ্জুগী ও পংখুজাতি স্ত্রী পুরুষগণ নিতান্ত সেচ্ছা বিহার করিয়া থাকে। বিবাহের পর কোন রমণী পরপুরুষ উপগত হইলে, তাহার কর্ণ ছেদন করিয়া দেওয়া হয়; কিন্তু পরপত্নীগামী পুরুষের কোনরূপ দণ্ড হয়না। আচার ব্যবহার দ্বারা এই দুইটী জাতি কুকিদিগের নিকট সম্পর্কীত বলিয়া বোধ হয়। বঞ্জুগী পংখুজাতির লোক সংখ্যা বোধ হয় ৩।৪ সহস্রের অধিক হইবেনা।

ত্রউংতা অর্থাৎ কিরাতবংশের ইতিহাস বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করাই আমাদের প্রধান অভিপ্রায়। সুতরাং ত্রউংতাদিগের

---

the language of the Tipperah tribes will be able to decide whether the tale the **Mroongs** tell of **their descent** is correct or not.

সমন্ধে বিশেষ ভাবে কিছুই লিখিত হইলনা। আমাদের বিবেচনায় বঙ্গুগী ও পংখুজাতি তউংতা বংশসম্ভূত। পরবর্ত্তী অধ্যায়ে তউংতা বংশের প্রধান শাখা কুকিদিগের বিবরণ লিখিত হইবে।

পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের সীমান্ত প্রদেশে সিন্দু নামক একটী পরাক্রামশালী জাতি বাস করে। তাহাদের সহিত এই গ্রন্থের বিশেষ কোনরূপ সংশ্রব নাই।

আমাদের গবর্ণমেণ্ট ক্রমে পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের সীমা রেখা প্রসারিত করিতেছেন, তদনুসারে এই জেলার আধুনিক পরিমাণ ৬ সহস্র বর্গমাইল হইতে অধিক লিখিত হইতেছে।

---

## ষষ্ঠ অধ্যায়।

# কুকিজাতির বিবরণ।

বাঙ্গালার সীমাস্থিত পার্ব্বত্য প্রদেশ সমূহে যে সকল অনার্য্যজাতি বাস করে, তন্মধ্যে কুকিগণের ন্যায় হিংস্র মানব অতি বিরল। বঙ্গবাসীগণ ইহাদিগকে নরখাদক বলিয়া অবগত আছেন। যদিচ অধুনা ইহারা নর মাংশ ভক্ষণ করে না, কিন্তু ইহাদের নরহত্যা প্রবৃত্তি এরূপ প্রবল যে

ইহাদিগকে রাক্ষস আখ্যা প্রদান করিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না।

আমাদের পার্শি ভ্রাতাগণ যেরূপ আমাদিগকে "হিন্দু" আখ্যা প্রদান করিয়াছেন, সেরূপ পূর্ব্ববঙ্গবাসী বাঙ্গালিগণ এই রাক্ষশ বৃত্তি পরায়ণ জাতিকে "কুকি" আখ্যা দ্বারা আখ্যাত করিয়াছেন। কাছাড়বাসীগণ ইহাদিগকে "লুছাই" বলিত। ইংরেজ কর্ত্তৃপক্ষগণ কাচাড়ীদিগের নিকট "লুছাই" শব্দটি গ্রহণ করত তাহাকে "লুসাই" করিয়া ফেলিয়াছেন। প্রাচীন ইংরেজ কর্ত্তৃপক্ষগণের রিপোর্ট সমুহে "লুসাই বা "লুছাই" শব্দ দৃষ্ট হয় না।* কাছাড়বাসীগণ যে কুকি সম্প্রদায়কে লুছাই বলিত তাহাদের জাতীয় সাধারণ নাম "খছাক।"

পূর্ব্বে ব্রহ্মরাজ্য, পশ্চিমে ত্রিপুরা, ও চট্টগ্রাম উত্তরে প্রাচীন কাছাড় ও মিতাই ভূমি, দক্ষিণে আরাকাণ। ইহার মধ্যবর্ত্তী পার্ব্বত্য প্রদেশই এই দুর্দ্দান্ত জাতির নিবাস ভূমি। ইহার পরিমাণ দশ সহস্র বর্গমাইলেরও অধিক। প্রাচীনকালে সমগ্র কুকিজাতি প্রবল বিক্রম ত্রিপুরেশ্বরদিগের অধীনতা নিগড়ে বদ্ধ ছিল। মুসলমান ও মগদিগের সহিত অবিশ্রান্ত কলহ করিয়া, বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগে যখন ত্রিপুরেশ্বগণ দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন, তখনই এই দুর্দ্দান্তজাতি মস্তকোত্তলনের

* Asiatic Researches. Vol II. p. 187. and Vol VII p. 183.

সুযোগ প্রাপ্ত হইল। অধুনা কুকিগণ মধ্যে কতকগুলি স্বাধীন, কতকগুলি ত্রিপুরা ও মণিপুরপতির অধীন, অবশিষ্ট কুকিগণ ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের অধীনতা নিগড়ে বদ্ধ রহিয়াছে।

কুকিজাতি অনেকগুলি শ্রেণীতে বিভক্ত। শ্রেণী সমূহের সংখ্যা ও তাহার নাম অদ্যাপি বিশুদ্ধ ভাবে কোন লেখক সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। আমরা শ্রেণী সমূহের নাম যাহা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহার তালিকা প্রকাশ করিলাম যথা,—

পইতু, পাইতে, ফুন, ফুনতেই, লেনতেই, রাংচন, রাংচিয়ে, বুরদইয়া, হ্লানতেই, জংতেই, সওয়ালই, পওয়াকৃতু, ধুন, অমডই, চোটলং, চন্‌লেল, পাট্‌লই, বেত্‌লু, বাল্‌তে, বলতে, বিয়েতে, থরেং, হাইকেই—ইত্যাদি। শ্রেণীসমূহের ভাষা মূলত এক। ত্রিপুরার ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী ঠাকুর ধনঞ্জয় দেববর্ম্মণ লিখিয়াছেন “মণিপুরী ভাষার সহিত কুকি ভাষার ও শব্দের বিস্তর পার্থক্য থাকিলেও মণিপুরী ভাষার স্বর ও গঠনের কথঞ্চিৎ সৌসাদৃশ্য রহিয়াছে। কুকিদিগের উচ্চারিত ভাষাও কণ্ঠ, তালু, দন্ত্যোষ্ঠ ও মূর্দ্ধাভিঘাত জনিত সমস্ত বর্ণের উচ্চারণ আবশ্যক হয়, কিন্তু অধিকাংশস্থলেই মূর্দ্ধণ্যবর্ণ উচ্চারণের ন্যায় উচ্চারণ হইয়া থাকে। কুকিদিগের ভাষায় মাধুর্য্য কোমলতা এবং ওজস্বিতা প্রভৃতির পারিপাট্য আছে।” মিতাই জাতির সহিত যে কুকিদিগের নৈকট্য সম্পর্ক রহিয়াছে, তাহা পূর্ব্বে

উল্লেখ করা হইয়াছে। সুতরাং এই দুই জাতির ভাষায় শব্দ ও উচ্চারণের সাদৃশ্য বিচিত্র নহে। কুকি ভাষা নিরক্ষর, কিন্তু ইহা বিস্তৃত এবং শ্রবণ মনোহর।* ভারতবর্ষীয় ভাষা সমূহের মধ্যে যেরূপ হিন্দী প্রধান, ইয়োরোপে যেরূপ ফরাসী ভাষার প্রাধান্য, বাঙ্গালার পূর্ব্বদিকস্থ পার্ব্বত্য প্রদেশে তদ্রূপ ত্রিপুরা ভাষার প্রাধান্য পরিলক্ষীত হইয়া থাকে। কাপ্তান লেউইন সাহেবও ইহা স্বীকার করিয়াছেন।†

কুকিগণ কিরাত বা লৌহিত্য বংশজ। কিন্তু অন্যান্য পার্ব্বত্য জাতি হইতে ইহাদের আকৃতি কিয়ৎ পরিমাণে পৃথক দৃষ্ট হইতেছে। অন্যান্য পার্ব্বত্যজাতি হইতে ইহাদের বর্ণ কিঞ্চিৎ মলিন, কিন্তু ইহাদের নাসিকা উন্নত, ওষ্ঠ পাতল। তাতার বা মোঙ্গলীয়ান জাতি সাধারণের ন্যায় ইহাদের মুখ মণ্ডল চাপা নহে। ইহার কারণ আমরা এরূপ স্থির করিয়াছি যে, বাঙ্গালী রমণীগণের সংযোগে এই জাতির আকৃতি ক্রমে পরিবর্ত্তন হইয়া আসিতেছে।‡ ইহাদিগের মধ্যে ঘন কৃষ্ণ শ্মশ্রু গুম্ফ বিরাজিত সুন্দর মুখ মণ্ডল দৃষ্ট হইয়া থাকে; তাহাদের প্রতিবেশী অন্য কোন জাতিতে তদ্রূপ পরিলক্ষীত হয় না।

---

* ত্রিপুরা যুবরাজ রাধাকিশোর দেব বাহাদুর ১২৮৭ ত্রিপুরাব্দে ত্রিপুরা রাজ্যবাসী পইতু কুকিদিগকে বঙ্গীয় বর্ণমালা ও ভাষা শিক্ষা দেওয়ার জন্য প্রথম যত্নবান হন।

† Lewin's Hill Tracts of Chittagong. p. 99.

‡ কাপ্তান লেউইন লিখিয়াছেন যে, They differ

"কুকিদিগের একতা এবং সমাজ বন্ধন অতীব প্রশংসনীয়। কোন ব্যক্তি সমাজিক নিয়মের কোন অংশ উপেক্ষা করিলে, সমাজ তাহার উপর কঠিন শাসন প্রয়োগ করিয়া থাকে এবং সমাজের নিয়ম উল্লঙ্ঘনকারী সেই শাসন সহ্য না করিয়া পারে না। প্রতি সম্প্রদায়ের রাজা; অথবা প্রত্যেক বাড়ীর প্রধান লোকই (সরদার) সেই সেই সমাজের অধিপতি, কিন্তু অধিপতি হইলেও সমাজের অপরাপর প্রধান প্রধান লোকের অজ্ঞাতে ও অমতে কোন লোকের কি সমাজের

---

entirely from the other hill tribes of Burman or Arracanese origin, in that their faces bear no marks of Tartar or Mongolian descent. They are swarthy in complexion and their cheeks are generally smooth among the Howlong tribe. However, one meets many men having long bushy beards. I should be inclined to attribute this to a mixture of Bengali blood, from the many captives they have from time to time carried away কিন্তু উপসংহারে লেউইন ভ্রমে পতিত হইয়া লিখিয়াছেন, but I have seen old men, white bearded, and we possess no record of any Lhossai raids so long as even 30 or 40 years ago. আমরা গবেষণা দ্বারা নির্ণয় করিয়াছি যে ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দে হইতে কুকিজাতির অত্যাচারের সূত্রপাত হয়। তদাবধি বাঙ্গালি রমণীসংযোগ কুকিবংশ বৃদ্ধি হইতেছে।

কোন নিয়মের উপর নূতন নিয়ম প্রবর্ত্তন বা পরিবর্ত্তন করিতে পারে না। এজন্য কুকিদিগের সামাজিক বন্ধন নিতান্ত দৃঢ় রহিয়াছে। বস্তুতঃ সমাজ সম্পর্কীয় কোন বিষয়ের পরিবর্ত্তন কি সামাজিক কোন ব্যক্তির উপর সমাজ সম্পর্কীয় কোন শাসন প্রয়োগ করিতে হইলেও সেই সমাজের মতামত ও অভিপ্রায় গ্রহণ করিবার প্রয়োজন হয়।"

সুসভ্য দেশ সমূহের প্রজাতন্ত্র রাজ্যের সভাপতির ন্যায় কুকি রাজগণের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। কিন্তু সমর কার্য্যে তাঁহার ক্ষমতা অসীম।

"কুকিদিগের গৃহ নির্ম্মাণ কৌশলও অবশ্য প্রশংসনীয়। বাস্তবিক ইহাদিগের গৃহ নির্ম্মাণ প্রণালী সামান্য ব্যয় সাধ্য ও অতীব সুন্দর, কিন্তু উহা দীর্ঘকাল স্থায়ী নহে। কুকিগণ কেবল পর্ব্বতস্থ স্বভাবজাত বাঁশ ও সেই বাঁশেরই বেত দ্বারা এবং সেই বাঁশেরই পাতা দ্বারা তাহার ছাউনী দিয়া বাস গৃহ নির্ম্মাণ করে। প্রায় প্রত্যেকের গৃহই সুদীর্ঘ ও বিস্তৃতরূপে প্রস্তুত হয়; কিন্তু গৃহের ভিটাগুলি মৃণ্ময় নহে, এবং তাহাও সেই অরণ্যজাত বাঁশ দ্বারাই অতি উচ্চরূপে মাচা নির্ম্মাণ হইয়া থাকে। চিত্র বিচিত্র বংশ শলাকা দ্বারা ঐ সমস্ত গৃহের সৌন্দর্য্য সম্পাদিত হয়! কোন কোন গৃহের অভ্যন্তরে অনেক প্রকোষ্ঠ থাকে এবং উহারই মধ্যে একটী অভ্যাগতের অবস্থান জন্য নির্দ্ধারিত হয়। গৃহগুলি দীর্ঘকাল স্থায়ী না হইলেও

নিরন্তর বাস করিবার পক্ষে নিতান্ত অনুপযুক্ত বলিয়া বোধ হয় না, এবং এক এক গৃহে বিস্তর লোক বাস করে। কোন গৃহস্থেরই একখানার অতিরিক্ত গৃহ থাকে না এবং এক এক গৃহে ৩০।৪০ জন পর্য্যন্ত নির্ব্বিবাদে বাস করে।

"কুকিগণ অধিকাংশ স্থলেই বহু লোক একত্র হইয়া গভীর বংশ বনাবৃত অরণ্যাণী পরিষ্কার করিয়া বাস করে। বাস্তবিক উহাদের এক একটী বাড়িই গ্রাম বিশেষের ন্যায় লক্ষিত হইয়া থাকে। এতগুলি লোক যে একস্থানে একই অবস্থায় পরস্পর প্রেম প্রণয়ে ও নির্ব্বিবাদে বাস করিতেছে, ইহা বিশেষ প্রশংসার বিষয়।

"কুকিগণ গভীর অরণ্যাণী কাটিয়া কিছুকাল নিপতিতাবস্থায় রাখে, এবং উহার সমস্ত শুষ্কতা প্রাপ্ত হইলে অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া উহাতেই নানাবিধ শস্য বীজ একত্র করতঃ পর্যায়ক্রমে বপন করিয়া দেয়। কিছুকাল পর ঐ সমস্ত বীজের অঙ্কুর উদ্গম হইলে উহার রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া যথাকালে শস্য সংগ্রহ করে। এইরূপে উৎপন্ন শস্য মধ্যে ধান্য, তিল ও কার্পাসই প্রধান। এতদ্ভিন্ন আরও অন্যান্য অনেক প্রকার শস্য উৎপন্ন করিয়া থাকে।" ইহারা প্রকৃত পক্ষে মাংসাশী, সুতরাং ইহাদের শস্যের প্রয়োজন অতি অল্প।

"যে সমস্ত প্রাণী বা উদ্ভিজ্জাদি ভক্ষণ করিলে মৃত্যু বা শরীরের কষ্ট ও আকাস্মিক কোন রোগাদি উপস্থিত হয় না,

প্রায় উহার সমস্তই কুকিদিগের আহার্য্য। কেবল অগ্নিতে ঝলসাইয়া কিম্বা আবশ্যক হইলে জলযোগে সিদ্ধ করিয়া উদরাগ্নির আহুতি প্রদান করে। ইহাদিগের মধ্যে দধি, দুগ্ধ বা ঘৃতের ব্যবহার নাই। কদাচিত কেহ কেহ দধি দুগ্ধ ব্যবহার করিয়া থাকে, কিন্তু সমাজে উহার আদর অতি অল্প।

"ইহাদিগের আহার্য্য প্রস্তুত করিতে কোন মসলার প্রয়োজন হয় না। কেবল খাদ্যোপযোগী দগ্ধ বা সুসিদ্ধ হইলেই লবণ সংযোগে উদরসাৎ করিয়া ফেলে। আহার্য্য মধ্যে টাটকা বা সোরা (শুষ্ক) মাংসই সমধিক আদরণীয় এবং প্রথম শ্রেণীর খাদ্য। মৎস্যাদি দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যে পরিগণিত। তদ্ভিন্ন আর সমস্তই নিকৃষ্ট আহার্য্য। প্রথম শ্রেণীর আহার্য্য চতুষ্পদি প্রাণি মধ্যে মৃগ, শশক, হস্তী, অশ্ব, বানর বিড়াল এবং সরীসৃপ জাতি মধ্যে অজাগর, সাপ, গোসাপ, ভেক ইত্যাদি শ্রেষ্ঠ আহার্য্য মধ্যে গণ্য। এই সমস্ত মাংস ভিন্ন ইহারা প্রায়শঃ অন্নাদি আহার করে না। কুকিজাতি মদিরাপানে নিতান্তই আশক্ত।"

ইহাদের গৃহপালিত পশু গবয় ও ছাগ বৃহৎ ভোজ উপলক্ষে বধ করিয়া তাহার মাংস ভোজন করে। ইহারা কুকুরকে তণ্ডুল ভোজন করাইয়া তখনই সেই কুকুর বধ করত তাহাকে অগ্নিতে বিশেষ রূপে দগ্ধ করিয়া তাহার উদরস্থিত সুসিদ্ধ তণ্ডুল মিষ্টান্নের ন্যায় ভোজন করিয়া

থাকে এবং ইহা তাহাদের মধ্যে একটি উপাদেয় খাদ্য। অধুনা কুকিগণ নরমাংশ আহারী নহে কিন্তু তাহারা প্রথম যে মনুষ্যকে বধ করে তাহার যকৃতের কিয়দংশ ভোজন করিয়া থাকে।

"কুকিজাতির স্ত্রীলোক অনেকাংশেই স্বামী অপেক্ষা স্বাধীন। পুরুষগণ প্রায় সর্ব্বদাই স্ত্রীলোকের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকে। কুকিরমণীগণ শরীরের সাজসজ্জা করিতে ভালবাসে। বস্তুতঃ সর্ব্বদাই কেশবিন্যাস, গলদেশে নানাবর্ণ বিরঞ্জিত প্রস্তরমালা দোদুল্যমান থাকে। তাহারা হস্তে গজদন্ত বা মহিষাদির শৃঙ্গ বিনির্ম্মিত চুড়ি ব্যবহার করে; কিন্তু তাহাদের পরিধেয় বস্ত্রের আড়ম্বর নাই। স্বজাতিরমণীগণ নির্ম্মিত নাতি দীর্ঘ ও অপ্রশস্ত বস্ত্রখণ্ড দ্বারা কটিদেশ আবৃত ও কখন কখন বক্ষ আবরক বস্ত্রখণ্ড দ্বারা বক্ষদেশ আবরণ করিয়া রাখে। কিন্তু অধিক সময়েই সেই আবরণ বস্ত্রখণ্ডের প্রয়োজনীয়তায় বিষয় তাহারা বিস্মৃত হইয়া থাকে।

"কুকীরমণীগণ অধিকাংশই গম্ভীর প্রকৃতি। যাহারা সুন্দরী তাহাদের বর্ণ সুকোমল। কিন্তু তাহাদিগেরও কর্ণলতিকা বিস্তৃত রন্ধ্র সমন্বিত হওয়ায় দেখিতে তত প্রীতিকর বোধ হয় না। ব্যভিচার দোষ তাহাদের মধ্যে প্রায় দেখা যায় না।" কুকিজাতি যদিচ কখন কখন সামান্য আকারে বস্ত্রখণ্ড দ্বারা শরীরের কোন কোন অংশ আচ্ছাদন করে বটে কিন্ত

প্রকৃত পক্ষে ইহারা উলঙ্গ জাতি আখ্যা দ্বারা বিশেষ রূপে পরিচিত হইতে পারে।

"কুকিগণ মধ্যে অতি অল্পই ব্যভিচার দোষ ঘটিয়া থাকে। সামাজিক নিয়মের কাঠিন্য বশতঃই কেহ ব্যভিচার দোষে লিপ্ত হইতে সাহস পায় না। অবিবাহিত স্ত্রী পুরুষের মধ্যে ব্যভিচার বিশেষ দোষাবহ নহে। বিবাহিত পুরুষ কিম্বা বিবাহিতা স্ত্রী, অন্যের সহিত ব্যভিচার দোষে লিপ্ত হওয়ার কথা প্রকাশ হইলে সমাজে কঠিন দণ্ডে দণ্ডিত হইয়া থাকে। তজ্জন্যই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ কোন স্ত্রী কি পুরুষ সহজে পরস্পরের পরিত্যক্ত ও উপেক্ষিত কিম্বা বিবাহ বন্ধন বিচ্ছিন্ন না হইলে ব্যভিচার দোষে সন্নিবিষ্ট হইতে সমর্থ হয় না। অবিবাহিত পুরুষ কি অবিবাহিতা স্ত্রী এই উভয় মধ্যে প্রণয় উপস্থিত হইলে প্রায়ই তাহারা বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হয়, এবং পরে সমাজের নিয়মানুসারে বৈবাহিক আচার ব্যবহার সম্পন্ন করিয়া লয়। কিন্তু পরস্পর মধ্যে সম্বন্ধের নৈকট্য প্রতিবন্ধক থাকিলে ঐরূপ প্রণয়েও বিবাহ সম্পন্ন হইতে পারে না, এবং উহা অসিদ্ধ বিবাহ মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে। বিবাহ কোনরূপ ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান হয় না। বৃহৎ ভোজ ও অপরিমিত মদিরা পানই বিবাহোৎসবের প্রধান অঙ্গ। কুকিগণ মধ্যে বিবাহ সম্পন্ন হইলে সহজে কেহই কাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারে না, কিন্তু অনিবার্য্য

কারণে একজন অন্যজনকে পরিত্যাগ করিতে কি নিজেই পরিত্যক্ত হইতে ইচ্ছা করিলে, সমাজে সেই বিষয় উত্থাপিত হয় এবং সামান্য কারণ ঐ পরিত্যাগের বা পরিত্যক্ত হওয়ার মূল হইলে সমাজ তাহার প্রতিরোধ করিয়া দেয়। তাহাতেও পরস্পার মধ্যে অসামঞ্জস্য হইয়া উঠিলে তন্মধ্যে যাহারই পরিত্যাগ পাইবার ইচ্ছা প্রবল, তাহাকেই সামাজিকগণকে একবার ভোজ এবং বিরুদ্ধ পক্ষের ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য হইতে হয় এবং তদ্দ্বারা তাহা সম্পান্ন হইলেই ঐ বিবাহবন্ধন বিচ্ছেদ ও পুনরায় অন্যের সহিত বিবাহ সম্পন্ন হইতে পারে। অধিকাংশ স্থলেই স্ত্রী পুরুষ মধ্যে পরস্পরের প্রণয় জন্মিলে বিবাহ সম্পন্ন হয়। কখন কখন পরস্পরের অভিভাবক ও সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া বিবাহ সম্পন্ন করিয়া দেয়।

"কুকিগণ নিরীশ্বরবাদী নহে। অথচ কোনও নির্দ্দিষ্ট দেব দেবীর বা ঈশ্বরের উপাসনা করাও তাহাদের কুলাগত রীতি নাই, কিন্তু তাহারা মানে যে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে দেবদেবী ও জগৎস্রষ্টা একজন ঈশ্বর আছেন। তাহারা বলে যে, ঈশ্বর অনিমা, লঘিমাদি ষড়ৈশ্বর্য্য মহিমায় আবশ্যকানুসারে এই বিশ্বসংসারের সমস্ত স্থানেই বিচরণ ও প্রাণীদিগের হিতাহিত ও শুভাশুভ সাধনকরিয়া থাকেন, এবংসেই ঈশ্বরব।দেবদেবীকেই কুকীগণ "পাতিঅন্" * বলিয়া উচ্চারণ করে, ও মানিয়া থাকে।

* বঙ্গুগী ও পংথুজ্যাতের ঈশ্বর "পটেন"।

"নিরন্তর সুখস্বচ্ছন্দের কামনায় সংবৎসর মধ্যে বিশেষ বিশেষ পর্ব্বোপলক্ষে এবং কোনও পীড়াদি প্রশমনার্থ সময়ে সময়ে ছাগ, কুক্কুট, বরাহ ও মহিষাদির বলিবিধান দ্বারা কোনও সুবৃহৎ বৃক্ষ বা পর্ব্বত কিম্বা নদনদী অথবা বংশ-রিনির্ম্মিত চিত্রিত শলাকা সংযোজিত আসন নির্ম্মাণ করিয়া স্ত্রী পুরুষ ভেদে সংজ্ঞা বিশেষে দেবদেবী কল্পনায় ও উদ্দেশ্যে "পাতিএনের" পূজা বিধান ও অর্চ্চনা করিয়া থাকে এবং তদ্দ্বারা শুভাশুভ ও হিতাহিত কল্পনা করে। সুতরাং ইহাই কুকিদিগের উপাসনা বা অর্চ্চনার পদ্ধতি, তদ্ভিন্ন আর অন্যরূপ উপাসনার পদ্ধতি ও নিয়ম নির্দ্ধারিত নাই।

"কুকিগণ মধ্যে কেহ মৃত্যুমুখে পতিত হইলে তাহার আত্মীয় স্বজাতিগণ তাহাকে অগ্নিসাৎ করিয়া সংস্কার করে এবং তাহার স্বর্গার্থ তদুদ্দেশে সামাজিক সকলকে প্রচুর মাংস মদি-রাদি দ্বারা ভোজ প্রদান করিয়া থাকে। কিন্তু রাজগণ মধ্যে কেহ পরলোক গমন করিলে তৎক্ষণাৎ উহার অগ্নিসংস্কার না করিয়া প্রকাণ্ড অগ্নি প্রজ্বলিত করত মৃতদেহ শুষ্ক করিয়া যত্নের সহিত দীর্ঘকাল রক্ষা করিয়া থাকে, কিন্তু রক্ষার অযোগ্য হইয়া উঠিলে মহাসমারোহে অগ্নিসাৎ করিয়া ফেলে, অথচ পর্ব্বে পর্ব্বে সেই মৃতব্যক্তির উদ্দেশে মাংস মদিরাদি উৎসর্গ করিয়া উদরসাৎ করিবার নিয়ম প্রচলিত আছে।"

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, মুসলমান ও মগদিগের সহিত

অবিরাম কলহ করিয়া যখন ত্রিপুরেশ্বরগণ দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন, তৎকালে ত্রিপুর রাজবংশধরগণ আত্ম-কলহ দ্বারা রণ দুর্ম্মদ কুকিদিগকে অধীনতা শৃঙ্খল ছিন্ন করিবার পন্থা পরিষ্কার করিয়া দিয়াছিলেন। বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগে ইহার সূত্রপাত হয়। ১১৪৭ ত্রিপুরাব্দে (১৭৩৭ খৃষ্টাব্দে) যৎকালে যুবা রুদ্রমণি ঠাকুর, মহারাজ মুকুন্দ মাণিক্য ও মুসলমান ফৌজদারকে কারারুদ্ধ করিয়া, জয়মাণিক্য নাম গ্রহণ পূর্ব্বক সিংহাসন অধিকার করেন, তৎকালে রণদুর্ম্মদ কুকিগণ তাহার সহায় হইয়াছিল। তদবধি ইহাদের অত্যাচারের সূত্রপাত হয়। সেই সময় হইতে যখনই ইহারা কোনরূপ সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছে, তখনই পার্ব্বত্য-প্রদেশ অতিক্রম করিয়া সমতল ক্ষেত্রে প্রবেশ করত তাহাদের রাক্ষসপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিয়াছে।

মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্যের পক্ষ অবলম্বন পূর্ব্বক কুকিগণ বারংবার সমসেরগাজির সহিত আহবে লিপ্ত হইয়াছে। যদিচ সমতল ক্ষেত্রে সম্মুখ যুদ্ধে কুকিজাতি তাহাদের বিক্রম প্রকাশ করিতে পারে না; কিন্তু এই সময় হইতে ইহারা পর্ব্বত মধ্যে আপনাদের বল বিক্রম প্রকাশ করত বিশেষ প্রবল হইয়া উঠে।

বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে কুকিগণ এরূপ প্রবল হইয়াছিল যে, ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট সাহায্য না করিলে মহারাজ

রামগঙ্গা মাণিক্য সপরিবারে তাহাদের দ্বারা নিহত হইতেন। ত্রিপুর বংশের যে শাখা এক্ষণ ত্রিপুর সিংহাসনের প্রকৃত অধিকারী বলিয়া নির্ণীত হইয়াছেন, গবর্ণমেণ্ট উপযুক্ত রূপ সাহায্য না করিলে এই শাখার চিহ্ন ও বিলুপ্ত হইত, তাহা হইলে ত্রিপুর সিংহাসনের উত্তরাধিকারীত্বের অন্যরূপ মীমাংসা হইত।*

১২৩৪-৩৮ ত্রিপুরাব্দের মধ্যবর্ত্তী কালে শম্ভুচন্দ্র ঠাকুরের প্ররোচনায় কুকিগণ ত্রিপুরেশ্বরের বিরুদ্ধে বারংবার অস্ত্র ধারণ করিয়াছিল।

১২৩৮ ত্রিপুরাব্দে ত্রিপুরেশ্বর উত্তর-পুর্ব্বসীমান্তে তাঁহাদের সীমান্ত প্রদেশ সুদৃঢ় করিতে যত্নবান হইয়াছিলেন। আধুনিক কাছাড় জেলার অন্তর্গত হাইলাকান্দী ও মণিপুর রাজ্যের অন্তর্গত থাঙ্গম নামক কুকিগ্রাম ত্রিপুরা রাজ্যের অন্তর্গত বলিয়া তিনি দাবি করিয়াছিলেন। সেই সূত্রে মণিপুরপতির সহিত ত্রিপুরেশ্বরের কলহের উপক্রম হইলে গবর্ণমেণ্ট মধ্যস্থ হইয়া ইহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন।অনুসন্ধান দ্বারা নির্ণীত হইয়াছিল যে, থাঙ্গম, থচাক কুকিদিগের প্রাচীন বাসভূমি, ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলা হইতে সমসূত্ররেখায় ১৬০ মাইল দূরে, পূর্ব্ব-উত্তর কোণে অবস্থিত. এই গ্রাম মণিপুরের অতি নিকটবর্ত্তী হইলেও পূর্ব্বে ইহা ত্রিপুররাজছত্রের

* *Mackenzie's North-East Frontier. P. 274.*

অধীন ছিল। কিন্তু ৪।৫ বৎসর যাবৎ মণিপুরপতি সেই গ্রামে একটি থানা স্থাপন করিয়াছেন। এইজন্য গবর্ণমেণ্ট "দখল কারের দখল" স্থির রাখিয়া থাঙ্গম নামক স্থানে সৈন্য প্রেরণ করিতে ত্রিপুরেশ্বরকে নিষেধ করিলেন। * হাইলাকান্দী পরগণা লইয়া বিগত শতাব্দীর অন্ত্যভাগেও কাছাড়পতির সহিত ত্রিপুরেশ্বরের বিরোধ চলিতেছিল। † কিন্তু ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে হাইলাকান্দীর দক্ষিণদিকস্থ সমগ্র পার্ব্বত্য প্রদেশ ত্রিপুররাজ্যের অন্তর্গত বলিয়া ইংরেজ কর্ত্তৃপক্ষগণ স্বীকার করিয়াছেন ‡ তদনুসারে আধুনিক কাছাড় জেলার অধীন বর্ণারপুর প্রভৃতি অনেকগুলি চাক্লেত্র ত্রিপুরা রাজ্যের অন্তর্গত হইতেছে।

---

* *Mackenzie's North-East Forntier. P. 277.*

† *Wilson's Burmese War. Appendix P. XXVII.*

‡ From the sources of the Jeeree River along the western bank, to its confluence with the Borak; thence south on the western bank of the latter river to the mouth of the Chikoo (or Tipai) nullah, which *marks the triple boundary of Manipur, Cachar and Tripurah.* On the south the limits have never been accurately defined, and we only know that on this side the line is formed

আমাদের দেশে একটি প্রচলিত কথা আছে "সাঁতার না জানিলে বাপের পুকুরে ডুবিয়া মরিতে হয়।" রাজ্য এক সময় বৃহৎ ছিল সত্য, কিন্তু রক্ষা করিতে না পারিলে রাজ্য বৃহৎ থাকে না, ক্রমে সীমারেখা সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। যে দিবস লক্ষ লক্ষ বীর পুরুষ ধন্যমাণিক্য ও বিজয় মাণিক্যের বিজয়ী পতাকা আকাশ মার্গে উড্ডীন করিয়া রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইত, বহুকাল হইল সেই দিবস গত হইয়াছে। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে যখন খচাকদিগের বাসভূমি

---

by the northern foot of lofty mountains inhabited by the Poitoo Kookies and by *wild and unexplored tracts of territory subject to Tripurah.* This densely wooded and mountainous region appears to commence at a distance of between 40 and 50 miles from the southern bank of the Soormah.

(*Pemberton's Report. 1835.*)

এসম্বন্ধে সার আলেকজেণ্ডার মেকেঞ্জি লিখিয়াছেন:—

The southern extremity of the Suddhashur-Hills was the south-east corner of Cachar. It would appear from this that the narrow hilly tract running down betwen Hill Tipperah and Manipur, and represented in our most recent maps as part of Cachar, was in Pemberton's time considered to be part of Hill Tipperah.

লইয়া মণিপুর পতির সহিত বিরোধ উপস্থিত হয় তৎকালেও চারিসহস্র সৈন্য হনুমানমূর্ত্তিলাঞ্ছিত ত্রিপুরপতাকা লইয়া অগ্রসর হইয়াছিল। মহারাজ কাশীচন্দ্র এবং মহারাজ কৃষ্ণকিশোর বিলাস সাগরে অঙ্গ ভাসাইয়া মণিপুরী "লাইছাবী" দ্বারা রাজঅন্তঃপুর পরিপূর্ণ করিলেন। উপযুক্ত অর্থব্যয় করিয়া সৈন্য রক্ষা নিষ্প্রয়োজনীয় জ্ঞান হইল। চাকলে রোসনাবাদ ঋণজালে বদ্ধ করিয়া কৃষ্ণকিশোর মাণিক্য বিলাস সাগরে অর্থরাশি ঢালিলেন। সুশিক্ষিত সৈন্যের অভাবে রাজ্যসীমা সঙ্কুচিত হইতে চলিল।

ত্রিপুরা রাজ্যের পূর্ব্ব ও উত্তর দিকস্থ পার্ব্বত্য প্রদেশে পইতু কুকিগণের বাস। যে সকল লোমহর্ষণ ঘটনা স্মরণ করিলে আমাদের হৃদয়ের শোণিত অদ্যাপি শুষ্ক হইয়া উঠে, তাহার অধিকাংশই পইতু কুকি দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছে। আমরা এস্থলে তাহাদের একটি প্রধান শাখার বংশাবলী প্রদান করিতেছি। বিগত শতাব্দীর অন্ত্যভাগে মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্যের শাসনকালে, পইতু কুকির প্রধান সরদার শিবুত পঞ্চবিংশতিসহস্র কুকি পরিবার লইয়া স্বীয় স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। কিন্তু তাহার উত্তর পুরুষগণ মধ্যে কেহ কেহ স্বাধীন রহিয়াছে। অন্যেরা ত্রিপুরেশ্বরের অধীনতা স্বীকার পূর্ব্বক তাহাদের জাতীয় প্রথা অনুসারে কর প্রদান করিতেছে। যাহারা স্বাধীন রহিয়াছে, তাহাদের কৃত অত্যাচারে জালাতন

হইয়া গবর্ণমেণ্ট কৌশল পূর্ব্বক তাহাদের স্বাধীনতা-রত্নহরণ মানসে নানা প্রকার উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন।

* ইংরেজ কর্ত্তৃপক্ষগণ ইহাকে Gnoor-shai-lon, এবং Mischoey Looee প্রভৃতি আখ্যা দ্বারা পরিচিত করিয়াছেন। বোধ হয় এজন্য তাঁহারা ত্রিপুরার রাজদরবার হইতে ইহার সম্বন্ধে বিশুদ্ধ উত্তর প্রাপ্ত হন নাই। ইতিহাস লেখক স্বয়ং মুরছুই লালকে দর্শন করিয়াছেন। ইনি ত্রিপুরেশ্বরের অধীনস্থ সামন্ত নরপতি।

আমরা আরও কতকগুলি বিখ্যাত কুকি সরদারের বংশাবলী সংগ্রহ করিয়াছি। কিন্তু তাহা নিতান্ত সংক্ষিপ্ত এজন্য উল্লেখ করা হইল না।

১৮২৬ খৃষ্টাব্দে (১২৩৬ ত্রিপুরাব্দে) কুজাশিরের পুত্র রাজা বুন্তাই শ্রীহট্টবাসী কতকগুলি কাঠুরিয়াকে পর্ব্বত মধ্যে বধ করিয়াছিলেন।

১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে রাজবংশজ রামকান্তঠাকুর ৩।৪ শত ত্রিপুরা কুকি লইয়া খণ্ডল নিবাসী মেরকুচৌধুরীর বাড়ী আক্রমণ করেন। তিনি উক্ত চৌধুরীর বাসভবন ভস্মীভূত ও ১৫জন লোককে বধ করিয়া পর্ব্বত মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইংরেজ কর্তৃপক্ষগণ উল্লিখিত ভীষণ হত্যাকাণ্ডের নায়কদিগকে ধৃত করিবার জন্য লিখিলেন, ত্রিপুরেশ্বর তাঁহাদের চিরঅভ্যস্ত "বাঁধাবোলে" উত্তর করিলেন যে "ইহারা তাঁহার প্রজা নহে!" *

১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের (১২৫৩ ত্রিপুরাব্দে) অন্ত্যভাগে বিখ্যাত কুকি সরদার রাজালাক কাল কবলিত হন। তাহার উপযুক্ত পুত্র লালছোকলা পিতার ঔর্দ্ধ দৈহিক কার্য্য উপযুক্ত রূপে সম্পাদন করিতে মনস্থ করিলেন। এরূপ একজন পরাক্রমশালী বীরের শ্রাদ্ধ কার্য্য কখনই নরমুণ্ড ও দাস দাসী ব্যতিত সম্পন্ন হইতে পারেনা। বিশেষত ব্রিটীস রাজ্যের অস্ত্রশস্ত্র

* *Mackenzie's North-East Frontier P. 280.*

বিহীন অধিবাসী না হইলে নরমুণ্ড কিম্বা দাস দাসী সংগ্রহের সুবিধা হয় না। সুতরাং বীরবর লালছোকলা পর্ব্বত হইতে বহির্গত হইয়া ১৮৪৪খৃষ্টাব্দের ১৬এপ্রিল নিশাবসানে শ্রীহট্টের অন্তর্গত প্রতাপগড় পরগণার মধ্যবর্ত্তী কচুবাড়ী নামক গ্রাম আক্রমণ করত ২০টি নরমুণ্ড এবং ৬টি দাস দাসী সংগ্রহ করিলেন। শ্রীহট্টের মাজিষ্ট্রেট এই লোম হর্ষণ ঘটনার সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট করিলেন। গবর্ণমেণ্ট অত্যাচার কারীগণকে ধৃত করিবার জন্য ত্রিপুরার মহারাজাকে লিখিলেন, মহারাজ ত্রিপুরেশ্বর দিগের চিরঅভ্যস্ত প্রথানুসারে তদুত্তরে লিখিলেন যে, "ইহারা তাঁহার অধীন নহে।" কিন্তু গবর্ণমেণ্ট ইহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া অত্যাচারী কুকিগণকে ধৃত করিবার জন্য মহারাজকে লিখিলেন, অগত্যা মহারাজ বাধ্য হইয়া একজন দারগাকে ১০জন বরকান্দাজের সহিত লালছোকলাকে ধৃত করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। ইংরেজ কর্ত্তৃপক্ষগণ তৎসংবাদ শ্রবণে হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না। তাঁহারা ইহাকে একটি প্রহসন বলিয়া বিবেচনা করিলেন।

গবর্ণমেণ্ট ত্রিপুরেশ্বরের আচরণে বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে লিখিলেন যে আগামী ১লা ডিসেম্বরের পূর্ব্বে প্রকৃত অত্যাচারীকে ধৃত করিয়া গবর্ণমেণ্টের হস্তে সমর্পণ না করিলে ব্রিটিস সৈন্যদল তাঁহার রাজ্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া অত্যাচারকারীকে

ধৃত করিবে। এই ঘটনার পর ত্রিপুরেশ্বর ৪জন কুকি অপরা-ধীকে২৭জন সাক্ষীর সহিত শ্রীহট্টের মাজিষ্ট্রেটের নিকট প্রেরণ করিলেন। কিন্তু তাহারা মাজিষ্ট্রেটের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রকাশ করিল যে, তাহারা ইহার কিছুই অবগত নহে। এই ঘটনায় কিছু কাল অতিবাহিত হইল, অবশেষে নিরূপিত ১লা ডিসেম্বরে কাপ্তেন ব্লেকউড একদল পদাতি সৈন্য লইয়া ত্রিপুরা রাজ্যে প্রবেশ করত লাল ছোকলার গ্রাম অবরোধ করিলেন।

ইংরাজ কর্ত্তৃপক্ষগণের রিপোর্টে প্রকাশ যে, ৪ঠা ডিসে-ম্বর লালছোকলা কাপ্তেন ব্লেকউডের হস্তে আত্মসমর্পণ করেন। কিন্তু প্রবন্ধলেখক বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত আছেন যে, ত্রিপুরেশ্বরের জনৈক সেনাপতি (কেলি কেয়িঙ্গী) লালছোক-লাকে ধৃত করিয়া ব্লেকউডের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন। শ্রীহট্টে লাল ছোকলার বিচার হয়। সেই বিচারে লাল ছোকলা দ্বীপান্তরে প্রেরিত হইয়াছিলেন।

১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের মে মাসে রাজবংশজ ভগবানচন্দ্র ঠাকুর একদল কুকি সংগ্রহ করত খণ্ডলের অন্তর্গত একখানি গ্রাম আক্রমণ ও লুণ্ঠন এবং ভস্মীভূত করিয়াছিলেন।

১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে কুকিগণ শ্রীহট্ট ও ত্রিপুরা রাজ্যের সীমান্ত স্থানে ভীষণ অত্যাচার করিয়াছিল, দেড়শতের অধিক প্রজা তাহাতে বিনষ্ট হইয়াছিল। এই সংবাদ গবর্ণমেণ্টের কর্ণ-

গোচর হইলে কর্ত্তৃপক্ষগণ তাহার প্রতিশোধ লইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু মহারাজ গবর্ণমেণ্টকে জানাইলেন যে, এই ভীষণ হত্যাকাণ্ড তাহার রাজ্য মধ্যে হইয়াছে, সুতরাং ইহাতে হস্তক্ষেপ করিবার, গবর্ণমেণ্টের কোন অধিকার নাই; কিছু কাল এই কথা লইয়া গণ্ডগোল চলিয়াছিল। অবশেষে কাপ্তেন ফিসারের মানচিত্র দ্বারা ঘটনা স্থান ত্রিপুরা রাজ্যের অন্তর্গত নির্ণীত হওয়ায় গবর্ণমেণ্টের সৈন্যগণ প্রত্যাবর্ত্তন করিতে আদিষ্ট হইয়াছিল। তৎপর মহারাজ এই দুর্ব্বৃত্ত-দিগের দমন জন্য আর কোন উপায় অবলম্বন করেন নাই।

১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে সিন্দু, থচাক ও লুসাই প্রভৃতি কুকিগণ, চট্টগ্রাম, শ্রীহট্ট ও কাছাড় প্রদেশে প্রবেশ করিয়া অনেক গুলি লোকের প্রাণ সংহার ও কয়েকখানি গ্রাম ভস্মীভূত করিয়াছিল। এই সময় কুকিগণ প্রায় ৪২ জন লোককে ধৃত করিয়া লইয়া যায়।

আমাদের গবর্ণমেণ্ট কুকিদিগের দ্বারা এইরূপ জ্বালাতন হইয়া তাহাদিগের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করিতে মনস্থ করেন। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে যখন কর্ণেল লেষ্টার সৈন্য লইয়া কাছাড় হইতে কুকিদিগের বাসস্থানাভিমুখে যুদ্ধ যাত্রার আয়োজন করিতেছিলেন, সেই সময় পূর্ব্বদিক হইতে প্রায় ৪০০ কুকি চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য প্রদেশে এবং কাছাড়ের দক্ষিণ-দিকস্থ পার্ব্বত্য প্রদেশ হইতে আর একদল কুকি শ্রীহট্টের

অন্তর্গত লাতু থানার নিকটবর্ত্তী স্থানে প্রবেশ করিয়া, তাহাদের চিরঅভ্যস্ত নরহত্যা, গৃহ দাহ প্রভৃতি কার্য্যগুলি সম্পাদন করিয়া পলায়ন করে। লাতুর নিকটবর্ত্তী স্থান ত্রিপুরা-রাজ্যের অন্তর্গত বলিয়া মহারাজ বিশেষতর্ক উত্থাপন করিলেন, এবং আক্রমণকারী কুকিগণ ও ত্রিপুরেশ্বরের অধীনস্থ বলিয়া প্রকাশ হইয়াছিল।

কর্ণেল লেষ্টারের যুদ্ধ যাত্রার ফল মোটের উপর এই হইয়াছিল যে, বিখ্যাত কুকি সরদার সুকপাইলাল গবর্ণমেণ্টের আনুগত্য স্বীকার করত বন্ধুত্ব সংস্থাপন করিতে সম্মত হইয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্ট কুকিদিগের এই সকল স্বীকৃত বাক্যের প্রতি আস্থা প্রদর্শন করিলেও আমরা এই সকল অসভ্য বর্ব্বরদিগকে কিছু মাত্র বিশ্বাস করিতে পারি না। যাহা হউক, ইহার পর প্রায় দশবৎসরকাল কুকিদিগের দ্বারা বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য কোন ঘটনা হয় নাই। কেবল ১৮৫০-৫১ খৃষ্টাব্দে চট্টগ্রামের সীমান্ত স্থানে কতক গুলি কাঠুরিয়া কুকিগণ কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইয়াছিল। যাহা হউক, আমাদের গবর্ণমেণ্ট নিশ্চিন্ত ছিলেন না। সীমান্ত প্রদেশ রক্ষার জন্য এই সময় যে সকল উপায় অবলম্বন করা হয়, তন্মধ্যে চট্টগ্রাম পার্ব্বত্য জেলা সৃষ্টি করিয়া তথায় একজন ইংরাজ সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট সংস্থাপন করাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট কার্য্য বলিয়া গণনা করা যাইতে পারে।

১৮৬০ খৃষ্টাব্দে খণ্ডলের ভীষণ হত্যাকাণ্ড সম্পাদিত হয়। আমরা বাল্য কালে এই লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ডের বিবরণ যাহা শ্রবণ করিয়াছি, অদ্যাপি তাহা স্মরণ করিলে দুঃখে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। পাঠকগণ, সেই দুঃখের কথা কি বলিব। কানপুরের বিদ্রোহী সিপাইগণ যে লোমহর্ষণ কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিল, তাহা অনন্তকাল ইতিহাসপটে শোণিতাক্ষরে লিখিত থাকিবে; কিন্তু খণ্ডলের হত্যাকাণ্ডের বিবরণ কতজন পাঠক অবগত আছেন? আমাদের কর্তৃপক্ষগণের বিজ্ঞাপনীতে এই ঘটনা নিম্নলিখিত রূপ সামান্য আকারে বর্ণিত হইয়াছে। *

এই ভীষণ হত্যাকাণ্ড অবলম্বন করিয়া রাধামোহন নামক জনৈক গ্রাম্য কবি একটি গীতি কবিতা রচনা করিয়াছিলেন,

* "Early in January 1860, reports were received, at Chittagong, of assembling of a body of 400 or 500 Kookies at the head of the River Fenny, and soon the tale of burning villages and slaughtered men gave token of the work they had on hand. On the 31st January, before any intimation of their purpose could reach us, the Kookis, after sweeping down the course of the Fenny, burst into the plains of Tipperah at Chagalneyah, burnt or jlpundered 15 villages, butchered 185 British subj-e cts, and carried off about 100 captives."

আমরা বাল্যকালে ইহা শ্রবণ করিয়াছি। সেই কবিতা সম্পূর্ণ রূপে এক্ষণে আমাদের স্মরণ নাই। তাহার কিয়দংশ মাত্র স্মরণ রহিয়াছে।* তৎকালে যাহারা পলায়ন পূর্ব্বক আত্ম রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিল, তাহাদের নিকট এই ঘটনা যেরূপ শ্রুত হওয়া গিয়াছে, এইস্থলে তাহাই প্রকাশ করা গেল।

খণ্ডল পরগণার অন্তর্গত (ছাগলনাইয়া থানার অধীন) মুনসীরখীল নামক গ্রামস্থ বাজারে ত্রিপুরেশ্বরের জনৈক সেনাপতি—কাপ্তান ধরণীধর সিংহ—কতিপয় সৈন্যের সহিত অবস্থান করিতেছিলেন। ১৬ই মাঘ শনিবার শ্রীপঞ্চমী পূজা ছিল। কাপ্তান তাঁহার সঙ্গীয় অস্ত্রশস্ত্রাদি

* কবি বীণাপাণির পদ বন্দনা করিয়া বলিতেছেন:—
"শুন সর্ব্ব সাধু ইহার নির্ণয়,
যেনমতে খণ্ডলেতে কাটাকাটি হয়।
দেখ, মাঘ মাসে শনিবারে শ্রীপঞ্চমী ছিল।
মুনসীরখীল বাজারে বাবু ধুরন্ধর আছিল।
সে দিন প্রভাত কালে, করেছিল পূজার আয়োজন,
চিনি শর্করা আদি যত লয় মন।
পূজা আরম্ভিল, হেনকালে প্রমাদ ঘটিল।
অকস্মাৎ তিপ্রাকুকি আসি দেখা দিল।
তারা দাও শেল হাতে, বন্দুক কান্দে দেখ্‌তে ভয়ঙ্কর।
দেখে প্রাণ ভয়ে কাঁপে কালা ভুসঙ্গর।
রঙ্গে প্রবেশিল, যারে পায় কাটিয়ে ফেলায়,
অবনিতে কাটা পরি ধুলাতে লুটায়।

ধৌত ও পরিষ্কার করিয়া পূজার জন্য সুসজ্জিত করিয়া রাখিলেন। এই সময় সংবাদ আসিল যে, ৪০০।৫০০ কুকি নিকটবর্ত্তী গ্রাম আক্রমণ করিয়াছে। কাপ্তান মহাশয় এই সংবাদ প্রাপ্ত মাত্র অস্ত্রাদি লইয়া পলায়ন করিলেন। কুকিগণ নির্ব্বিবাদে গৃহে অগ্নি প্রদান পূর্ব্বক গ্রামবাসীদিগকে খণ্ড খণ্ড করিতে লাগিল। যে সকল শিশু মাতার সহিত কুকিদিগের দ্বারা ধৃত হইল, কুকিগণ সেই সকল শিশুকে মাতার বক্ষ হইতে কাড়িয়া লইয়া শূন্যে নিক্ষেপ করত নিম্নে সুতীক্ষ্ণ শেল ধারণ পূর্ব্বক তাহাদিগকে বিদ্ধ

---

রুধির আবেসিল, আকাশেতে উঁড়িছে শকুন,
ঘর জিনিষ লুট করি, চালে দেয় আগুন।
তারা খন্তা নিল, কুড়াল নিল, আর নিল দাও কাঁচি।
সিন্দুক ভাঙ্গি কাপড় নিল ভাল ভাল বাচি।
* * * *
ঠিক দুপর বেলা হ'ল পুড়ে মুনসী বাড়ী।
সে দিন ফিরে যায়; রাত পোহা'ল ছিল রবিবার,
কাটা গ্রামে কাটি আসি দিল পুনর্ব্বার।
* * * *
চৈলেছে কোলা পাড়া।
কোলা পাড়া যেতে তারা করেছে গমন।
বাউনালীর কোনে আসি দিল দরশন।
দেখে গুণাগাজি, গুণাগাজি এল সাজি সিকাই সঙ্গে করি।
তিপ্রা কুকি ফিরাইল বন্দুক আওয়াজ করি।

করিতে লাগিল। হতভাগী জননীগণ এই রূপ নিষ্ঠুরতা সহিত অপত্য নিধন দর্শনে নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। কুকিগণ পুরুষ মাত্রকেই নির্দ্দয়তার সহিত হত্যা করিয়া যুবতী রমণীগণকে পশুর ন্যায় বন্ধন করত আপনাদের সঙ্গে লইয়া চলিল। তাহারা এই রূপে ১৫ খানা গ্রাম লুণ্ঠন ও ভস্মীভূত করিয়া ১৮৫ জন মনুষ্যের প্রাণ সংহার করত প্রায় একশত মনুষ্যকে বন্ধন করিয়া লইয়া যায়। বলা বাহুল্য যে, তন্মধ্যে অধিকাংশ স্ত্রীলোক, বিশেষত যুবতী। এই ১৫ খান গ্রাম লুণ্ঠন করিয়া তাহারা যে সমস্ত স্বর্ণ, রৌপ্য, ও লৌহ প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহাই লইয়া গিয়াছিল।

এই সময় গুণাগাজি নামক গ্রামস্থ এক জন প্রধান ব্যক্তি চতুর্দ্দিকস্থ পল্লি সমূহ অনুসন্ধান পূর্ব্বক প্রায় ২৫। ৩০টি বন্দুক সংগ্রহ করিয়া বাউনালী নদীর তটে কুকিদিগকে আক্রমণ করেন। কুকিদিগের অধিক বন্দুক ছিল না, সুতরাং তাহারা বন্দুকের মুখে নদী পার হইতে সাহসী না হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করে। বিশেষত কুকিগণ প্রায়ই সম্মুখ-যুদ্ধে অগ্রসর হয় না। গুণাগাজি এরূপ সাহস অবলম্বন না করিলে যে আরও কত গ্রাম ভস্মীভূত এবং কত লোক কুকিদিগের দ্বারা বিনষ্ট হইত, তাহা কে বলিতে পারে? গুণাগাজির এই কীর্ত্তি অনন্তকাল ইতিহাস লেখক ঘোষণা করিবেন

জেলা ত্রিপুরার মাজিষ্ট্রেট সাহেব এই সংবাদ শ্রবণ মাত্র কতিপয় সৈন্য খণ্ডলাভিমুখে প্রেরণ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহারা সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া কেবল মাত্র কুকিদিগের অত্যাচারের জলন্ত চিহ্ন প্রত্যক্ষ করিল। কুকিগণ ইহার পূর্ব্বেই জঙ্গলে প্রবেশ করিয়াছিল।

এই ভীষণ হত্যাকাণ্ডের কারণ অনুসন্ধান করিতে যাইয়া আমাদের কর্ত্তৃপক্ষগণ যাহা অবগত হইয়াছিলেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল। *

উল্লেখিত ভীষণ হত্যাকাণ্ডের মূল কারণ আমরা এরূপ অবগত আছি, ত্রিপুরার পার্ব্বত্য প্রদেশে রিয়াং নামক এক সম্প্রদায় আছে, ইহারা কুকিদিগের ন্যায় তত ভীষণ প্রকৃতি না হইলেও, নিতান্ত নিরীহ জাতি নহে।

* It was at first supposed that this extended movement on the part of these tribes was directed by certain near relatives of the Tipperah Raja, and was intended to involve that chief in trouble with the English Government. But it was afterwards ascertained, with considerable certainty, that the main instigators of the invasion were three or four Hill Tipperah refugees, Thakurs who had lived for sometime among the Kookis, and who took advantage of the ill-feeling caused by an attack made by the Raja's subjects upon some Duptung Kookis, to excite a rising, that unfortunately became diverted to British territory.

রিয়াংগণ খণ্ডলের বাঙ্গালী মহাজনগণ হইতে সর্ব্বদা টাকা কর্জ্জ করিত। পার্ব্বত্য প্রদেশে অনাবৃষ্টি নিবন্ধন প্রায় দুই তিন বৎসর শস্য জন্মে নাই। সুদে আসলে অনেক টাকা দাঁড়াইল। মহাজনেরা সর্ব্বদা রিয়াংদিগকে টাকার জন্য তাগাদা করিত। তাহারা ইহা অসহ্য বোধে হুথাং ও অন্যান্য কুকিদিগের সহিত সম্মীলিত হইয়া এই কার্য্য সম্পাদন করে। ইহাতে কৃষ্ণচন্দ্র ঠাকুর প্রভৃতি রাজ বংশীয় কয়েক জন ব্যক্তি সংস্পৃষ্ট ছিলেন। * বিখ্যাত কুকি সরদার রতনপুইয়া ইহাদের সহিত যোগ দান করেন।

কুকিদিগের অত্যাচারে যে সকল খণ্ডলবাসী সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছিল, গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে ১৩০০৭ টাকা ক্ষতি পূরণ স্বরূপ প্রদান করেন। ইহার অর্দ্ধাংশ ত্রিপুরেশ্বর হইতে গৃহীত হয়।

---

Driven by the Raja from his dominions, these men had formed alliances among the various Kooki tribes of the interior, and, year by year villages, supposed to be friendly to the Raja, had been attacked and plundered, vague rumours of which disturbances had reached our ears. Some of the Raja's own subjects, moreover, exasperated by constant exactions, were believed to have invited the Kookis to ravage his territories."

* কুমার নীলকৃষ্ণ দেববর্ম্মণ ইহাতে সংলিপ্ত বলিয়া অবরুদ্ধ হন। কিন্তু পশ্চাৎ তিনি নির্দ্দোষ বলিয়া মুক্তি লাভ করেন।

গবর্ণমেণ্ট উল্লিখিত ভীষণ হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ লইবার মানসে তৎপর বৎসর শীতকালে একটি যুদ্ধ যাত্রার উদ্যোগ করিয়াছিলেন। ইতি মধ্যে ( ১৮৮১ খৃঃ অঃ জানুয়ারিতে ) একদল কুকি ত্রিপুরেশ্বরদিগের প্রাচীন রাজধানী উদয়পুর আক্রমণ করে। উদয়পুরে ত্রিপুরেশ্বরের একটী সেনানিবাস ছিল। তাহাতে একজন হাওলদার ও ২৫ জন সিপাই থাকিত, ইহারা কুকিদিগের নাম শ্রবণ মাত্র, "মেগেজিন" ফেলিয়া পলায়ন করে। কুকিগণ সেই মেগেজিনের বারুদ, গুলি ও গোলা প্রাপ্ত হইয়া প্রবল বিক্রমে উদয়পুর ও তাহার নিকটবর্ত্তী ছুই খানা গ্রাম ও একটি প্রকাণ্ড বাজার ভস্মীভূত ও কতকগুলি লোকের প্রাণবধ করিয়া পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম অভিমুখে যাত্রা করে। তথায় চাকমা সরদার কালিন্দী রাণীর অধিকৃত কয়েক খানা গ্রাম অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিয়াছিল। গবর্ণমেণ্টের একদল পুলিস সৈন্যের সহিত তাহাদের একটি ক্ষুদ্র যুদ্ধ হয়, কুকিগণ তাহাতে বিশেষ রূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পর্ব্বতে পলায়ন করিয়াছিল।

এই সকল ঘটনার পর কুকিদিগকে বিশেষ রূপে নির্য্যাতন করিবার মানসে ত্রিপুরেশ্বরের সহিত উপযুক্ত পরামর্শ করিবার জন্য কাপ্তান গ্রেহাম সাহেব আগড়তলায় প্রেরিত হন। সেই সকল বৃত্তান্ত ইতিপূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে।

তৎপর বৎসর বর্ত্তমান মহারাজ রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন।

(১৮৬২ খৃষ্টাব্দে) চট্টগ্রামের নিকটবর্ত্তী স্থানে কিম্বা ত্রিপুরা রাজ্যের দক্ষিণাংশে কোন গণ্ডগোল হয় নাই, কিন্তু উত্তরাংশে শ্রীহট্ট জেলার সীমান্তবর্ত্তী স্থানে আদমপুরের বিখ্যাত হত্যা-কাণ্ড সম্পাদিত হয়।

লাল ছোকলারপুত্র মুরছুইলাল বিখ্যাত কুকি সরদার সুকপাইলালের ভগিনী ভানুইথাঙ্গীকে বিবাহ করেন।* কোন কারণ বশত মুরছুই লাল স্বীয় পত্নী ভানুইথাঙ্গীকে অপমানিত করেন। উপযুক্ত ভ্রাতার উপযুক্তা ভগিনী সেই অপমান সহ্য করিতে না পারিয়া স্বীয় ভ্রাতা সুকপাইলালকে তৎ সংবাদ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। তাহা-তেই কুকিদিগের মধ্যে একটি গণ্ডগোল উপস্থিত হয়। মতা-ন্তরে—রাজা মুরছুইলালের সহিত কুমারী ভানুইথাঙ্গীর বিবাহ কালে, যৌতুক প্রদান করিবার জন্য আদমপুর আক্রমণ করিয়া কতকগুলি দাস দাসী সংগ্রহ করা হইয়াছিল। প্রকৃত ঘটনা যাহাই হউক না কেন, মুরছুইলাল, সুকপাইলাল, রাংবুং ও লালহুলন নামক ৪ জন কুকিরাজা সম্মীলিত হইয়া ত্রিপুরারাজ্যের অন্তর্গত কতকগুলি গ্রাম ও শ্রীহট্টের অন্তর্গত

* সুকপাইলালের পিতা মংপের কুকিগণ মধ্যে একজন পরাক্রমশালী সরদার ছিলেন। শিববুতের উত্তর পুরুষ লারুর সহিত মংপেরের দীর্ঘকাল কলহ চলিয়াছিল। লারুর মৃত্যুর পর তৎপুত্র লালছোকলা মংপরের সহিত সন্ধিস্থাপন করেন।

আদমপুরের নিকটবর্ত্তী তিন খানা গ্রাম অগ্নিদ্বারা দগ্ধ ও কতকগুলি লোক বন্দী করিয়া লইয়া যায়। ইহাঁদের মধ্যে মুরছুইলাল ও রাংবুং ত্রিপুরেশ্বরের অধীন এবং সুকপাইলাল সম্পূর্ণ স্বাধীন; লালছলন মুরছুইলালের পিতৃব্যপুত্র ইহা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে।

আদমপুরের হত্যাকাণ্ডের পর ১৮৬২-৬৩ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্ট কৌশলে কুকি সরদারদিগকে বাধ্য করিয়া পূর্ব্বসীমান্তে শান্তি সংস্থাপন করিতে যথাসাধ্য যত্নকরিয়াছিলেন।

পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের তদানীন্তন সুপারিনটেণ্ডেণ্ট গ্রেহাম রতন পূঁইয়ার সহিত সন্ধিস্থাপন করিলেন। তৎকালে ইহা অবধারিত হয় যে সীমান্ত প্রদেশে শান্তিরক্ষার জন্য গবর্ণমেণ্ট প্রতি বৎসর রতন পূঁইয়াকে ৪০০ টাকা, হাউলংদিগকে ৮০০ টাকা ও সাইলো গণকে ৮০০ টাকা প্রদান করিবেন।

উত্তরদিকে কাছাড়ের ডিপুটী কমিসনর ষ্টুয়ার্ট সাহেব সুকপাইলাল ও যোয়া সরদার বনপুইলালের সহিত সামান্য প্রকারের সন্ধি সংস্থাপন করিয়াছিলেন। সুকপাইলাল গবর্ণমেণ্টের আনুগত্য স্বীকার করত শান্তি রক্ষা করিলে তাহাকে বার্ষিক ৬০০ টাকা গবর্ণমেণ্ট হইতে প্রদত্ত হইবে, এইরূপ প্রস্তাব হইয়াছিল।

আদমপুরের হত্যাকাণ্ডের সময় কুকিগণ যে সকল স্ত্রীলোককে ধৃত করিয়া লইয়া যায়, তন্মধ্যে কয়েকটি পলায়ন

পূর্ব্বক কাছাড়ে উপস্থিত হইয়াছিল। অন্যান্য স্ত্রীলোকগুলিকে কুকিগণ বিবাহ করে।

১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য প্রদেশে কুকিগণ নানা প্রকার উৎপাত আরম্ভ করে। কিন্তু সুখের বিষয় এই যে, তাহারা বাঙ্গালার সমতল ক্ষেত্রে প্রবেশ করে নাই।

১৮৬৫-৬৬ খৃষ্টাব্দে কুকিগণ বঙ্গীয় সমতলক্ষেত্রে কোনরূপ অত্যাচার করে নাই। কিন্তু তৎকালেও যে তাহারা তাহাদের চিরঅভ্যস্ত কার্য্যে বিরত ছিল, এমত নহে. কারণ সেই সময় তাহারা আত্মকলহে নিযুক্ত ছিল। সৌভাগ্য বশত আমাদের কর্ত্তৃপক্ষগণের সতর্কতায় তাহারা সমতলক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার সুবিধা প্রাপ্ত হয় নাই।

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে মার্চ্চমাসে প্রায় ৫০০ হাউলং তাহাদের রাক্ষস বৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য সমবেত হইয়াছিল। কর্ত্তৃপক্ষগণ রতন পুঁইয়ার দ্বারা এই সংবাদ শ্রবণ মাত্র চট্টগ্রামের পূর্ব্ব সীমান্ত রক্ষার জন্য যত্নবান হইলেন। হাউলংগণ সেই দিকে সুবিধা প্রাপ্ত না হইয়া ত্রিপুররাজ্যাভিমুখে ধাবিত হইল। সৌভাগ্য বশত হাউলংগণ এবার ত্রিপুরা রাজ্যে কোনরূপ উপদ্রব করিতে সক্ষম হয় নাই।

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে সুকপাইলাল এবং বনপুই লালের অধীন কুকিগণ কাছাড়, ত্রিপুরা এবং মণিপুর রাজ্যে সমভাবে অত্যাচার করিয়াছিল। এই সময় মণিপুরের

ভূতপূর্ব্ব নরপতি মারজিতের পুত্র কানাই সিংহ পৈত্রিক সিংহাসন অধিকার করিবার মানসে একটি ক্ষুদ্র সেনাদল সংগ্রহ করিয়া কুকিদিগকে উত্তেজিত করেন। কুমার কানাই সিংহ কুকিগণের সহিত বিশেষরূপ প্রীতি স্থাপন করিয়াছিলেন। ত্রিপুর রাজ-কুমার নীলকৃষ্ণ, কানাই সিংহের ভগিনীপুত্র এবং এজন্যই খণ্ডলের বিখ্যাত হত্যাকাণ্ড নীলকৃষ্ণের চক্রান্তে সম্পাদিত হইয়াছিল বলিয়া ইংরেজ কর্তৃপক্ষগণ তাঁহাকে প্রথমতঃ কারাগারে নিক্ষেপ করেন, কিন্তু ত্রিপুরার ভূতপূর্ব্ব মাজেষ্ট্রেট গর্ডন সাহেবের রিপোর্ট অনু-সারে গবর্ণমেণ্ট নীলকৃষ্ণকে নির্দ্দোষ বলিয়া মুক্তি প্রদান করেন।* খণ্ডলের ভীষণ হত্যাকাণ্ড নীলকৃষ্ণের চক্রান্তে সম্পা-দিত হইয়াছিল কি না, তাহা স্থিরভাবে লিপিবদ্ধ করা সুকঠিন; কিন্তু কোন কোন কুকি সরদারের সহিত যে নীলকৃষ্ণের গুপ্ত প্রণয় ছিল তাহা আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে পারি। বিশেষত কাছাড়ের ভূতপূর্ব্ব ডিপুটী কমিসনর (পশ্চাৎ বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের প্রধান সেক্রেটারী) এডগার সাহেব কুকি প্রদেশে ভ্রমণকালে তাহার বিশ্বস্ত প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ত্রিপুরার মহারাজের ধর্ম্মনিষ্ঠ কর্ম্মচারীগণ কোন কোন সময় বৈরনির্য্যাতন মানসে কোন কোন নির্দ্দোষ ভদ্রলোককে

* *Government letter to the Commissioner of Chittagong. 7th November, 1860, No 5845.*

কুকি অত্যাচারে সংসৃষ্ট বলিয়া কর্ত্তৃপক্ষগণ নিকট প্রচার করিতে কিছুমাত্র লজ্জা বোধ করেন নাই। কুমার নীলকৃষ্ণের প্রিয় সুহৃদ ঢাকা নিবাসী বাবু বংশীলোচন মিত্র এবং উজির বংশধর শিবজয় ঠাকুরকে খণ্ডলের বিখ্যাত হত্যাকাণ্ডে সংলিপ্ত করিবার জন্য রাজসরকার পক্ষে একটি ঘৃণিত চক্রান্ত হইয়াছিল। ইহা নিতান্ত দুঃখের সহিত আমরা উল্লেখ করিতেছি যে, যদিচ বারংবার ত্রিপুরার রাজ পক্ষ হইতে এইরূপ ব্যবহার গবর্ণমেণ্ট অবিশ্বাস করিয়া আসিতেছেন, তথাপি এইরূপ অনুষ্ঠানে মহারাজ কিছুমাত্র লজ্জা বোধ করেন না। বর্ত্তমান মহারাজের কর্ম্মচারীর দোষে জমাতিয়া বিদ্রোহ উপস্থিত হয়, কিন্তু মহারাজের কর্ম্মচারিগণ এই সূত্র অবলম্বন করিয়া ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে রাজপুত্র নীলকৃষ্ণ ও চক্রধ্বজকে কারাগারে নিক্ষেপ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে কুমার নবদ্বীপচন্দ্রকে কারাগারে নিক্ষেপ করিবার জন্য বর্ত্তমান মহারাজের প্রিয় দেওয়ান-ক্ষুদ্র চাণক্য-রামমাণিক্য ও কণিক-শিষ্য-ঈশানচন্দ্র এই ঘৃণিত পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। কিন্তু মাজেষ্ট্রেট কাওয়েলী সাহেব পাপাত্মাগণের পাপ চক্রান্তে আস্থা প্রদর্শন করেন নাই।

১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের আরম্ভে গবর্ণমেণ্ট কুকিদিগের বিরুদ্ধে তিনদল সৈন্য প্রেরণ করেন। এই যুদ্ধ যাত্রার ফল

সন্তোষ জনক হয় নাই। তদনন্তর ঐ বৎসরের শেষভাগে বৃহৎ একদল সৈন্য কুকিদিগের প্রতিকূলে প্রেরণ করিবার জন্য স্যার উইলিয়ম গ্রে, গবর্ণর জেনরল লর্ড মেও বাহাদুর নিকট প্রস্তাব করেন। লর্ড মেও সেই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া সীমান্ত প্রদেশ সুরক্ষিত করিবার জন্য অন্যান্য উপায় অবলম্বন করিতে আদেশ করেন। তৎকালে তিনি পর্ব্বত ত্রিপুরারাজ্যে পলিটিকেল এজেন্ট নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব বিশেষরূপে অনুমোদন করেন। প্রকৃতপক্ষে এই পার্ব্বত্য প্রদেশের আভ্যন্তরিক অবস্থা অবগত না হইয়া বারংবার যুদ্ধ ঘোষণা দ্বারা কেবল গবর্ণমেণ্টের অর্থ নাশ মাত্র হইতেছিল।

প্রায় একবৎসর কাল কর্ত্তৃপক্ষগণ কুকি সরদারদিগকে কৌশলে হস্তগত করিবার জন্য বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন। এই সময় কাছাড়ের ডিপুটী কমিশনর এডগার সাহেব কুকি প্রদেশ স্থিত বেপারি বাজারে গমন পূর্ব্বক বিখ্যাত সরদার সুকপাইলালকে এক আশ্চর্য্য খেলাত প্রদান করিলেন।* কিন্তু আমাদের গবর্ণমেণ্টের সুতীক্ষ্ণ নীতি শাস্ত্র বর্ব্বর কুকি

* Sukpilal was invested with a dress of honour specially made for him,—green *pyjama*, with scarlet and gold flowers, a purple coat with green and gold embroidery, an indescribable hat of green and white silk, a necklace of glass

জাতির হস্তে তোতা হইয়া দাঁড়াইল। কুকিগণ বিবেচনা করিল "আমরা যতই অত্যাচার করিব ততই সাহেবগণ আমাদিগকে নানা প্রকার উপহার প্রদান পূর্ব্বক সন্তুষ্ট করিতে যত্ন করিবেন। সুতরাং সাহেবদিগের নিকট হইতে কিছু আদায় করিতে হইলেই পার্ব্বত্য প্রদেশ হইতে বহির্গত হইতে নরহত্যা গৃহদাহ প্রভৃতি কার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে।" এডগার সাহেব সুকপাইলালকে খেলাত প্রদান পূর্ব্বক শিলচারে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পূর্ব্বেই সংবাদ পাইলেন যে, কুকিগণ তাঁহাদের চির অভ্যস্ত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে। অল্পকাল মধ্যে কুকিগণ কাছাড়, শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা এবং মণিপুর রাজ্যের অন্তর্গত বিবিধ স্থান আক্রমণ করত তাহাদের চির অভ্যস্থ নরহত্যা গৃহদাহ, লুণ্ঠন ইত্যাদি কার্য্য সম্পাদন করে। এই সময় তাহারা অনেকগুলি যুবতী স্ত্রীলোক বন্দী করিয়া লইয়া যায়। স্মরণীয় কাল মধ্যে কোন

---

buttons and gold beads and two glass earrings. (*Observer*, *25-2-71.*) এডগার সাহেব বিবেচনা করিলেন, কতকগুলি মূল্যহীন ঝুটা বস্তুদিয়া এই বর্ব্বরকে গোলাম করিয়া লইলাম। আর সেই বর্ব্বরের অনুচরগণ মণিপুরের রাজ দরবারে যাইয়া প্রকাশ করিল যে, কাছাড়ের বড় সাহেব আসিয়া আমাদের রাজাকে কর প্রদান করিয়া গিয়াছেন।

এক বৎসরে এতগুলি স্থান আক্রান্ত হয় নাই। * কাছাড়ের অন্তর্গত আলেকজেণ্ডারপুর নামক চাক্ষেত্র আক্রমণ করিয়া কুকিগণ কেবল যে কতকগুলি কুলি বধ করিয়াছিল এমত নহে, চাক্ষেত্রের মেনেজার উইনচেষ্টার সাহেবকে বধ করিয়া তাহার শিশু কন্যাকে অপহরণ করিয়াছিল।

এই সকল অত্যাচার কাহিনী বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের কর্ণ গোচর হইলে গবর্ণমেন্ট বুঝিতে পারিলেন যে কেবল বেল-

---

* এই সময়ের কুকি অত্যাচারের বিস্তৃত ইতিহাস লিখিয়া গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি করিতে ইচ্ছা করি না। যে যে স্থান কুকিগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল, তাহার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা এস্থানে প্রদত্ত হইল।

(১) ত্রিপুরা রাজ্য—

১৮৭১ খৃষ্টাব্দের ২১।২২ জানুয়ারী এবং ২ মার্চ্চ ত্রিপুরারাজ্যের অন্তর্গত বিবিধ স্থান আক্রমণ করত কুকিগণ গৃহদাহ লুণ্ঠন ও নরহত্যা প্রভৃতি কার্য্য সম্পাদন করে।

(২) শ্রীহট্ট জেলা—

১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ২৩ জানুয়ারী কাছাড়িয়াপাড়া আক্রমণ করত ২০ জন মনুষ্য বধ ও কতকগুলি যুবতী স্ত্রী লোক বন্দী করিয়া লইয়া যায়। ২৪ জানুয়ারি চারগোলা থানার নিকটবর্ত্তী এক খানা গ্রাম আক্রমণ করত ২ জন মনুষ্য বধকরে। ২৭ ফেব্রুয়ারি আলীনগরের নিকটবর্ত্তী এক খানা গ্রাম আক্রমণ করে। এডগার সাহাবের বন্ধু সুকপাইলালের অনুচরগণ দ্বারা এই কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছিল।

ওয়ারি বুতামের হার দ্বারা এই বর্ব্বর জাতিকে শান্তকরা অসম্ভব। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের ১৮ মেইর সুদীর্ঘ মন্তব্য লিপিতে লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর সারজর্জ্জ কেম্পবল লিখিলেন, যে পূর্ব্ব সীমান্তে শান্তি স্থাপন জন্য একটি সামরিক অভিযান, অনুসন্ধান ও আবিষ্ক্রিয়ার প্রয়োজন। সেই মন্তব্য লিপি ও স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষগণের রিপোর্ট সমূহ পাঠ করিয়া গবর্ণর জেনেরল লর্ড মেও বাহাদুর ১৮৭১ খৃষ্টাব্দ ১১ জুলাই এক

---

(৩) কাছাড় জেলা—
১৮৭১খৃষ্টাব্দের ২৩জানুয়ারি আইনেরথাল গ্রাম এবং আলেকজেণ্ডারপুর ও কাৎলাছড়া চাক্ষেত্র আক্রান্ত হয়। তাহারা ২৪ জানুয়ারি পুনর্ব্বার কাৎলাছড়া চাক্ষেত্র আক্রমণ করে। ২৭ জানুয়ারি মণিয়ারথাল এবং নন্দীগ্রাম চাক্ষেত্র ও রুকণী নদীর তীরস্থিত একদল কাঠুরিয়া তাহাদের দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিল। ২৩ফেব্রুয়ারি তাহরা জালনাছড়া চাক্ষেত্র আক্রমণ করে।

(৪) মণিপুর রাজ্য—
১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ১৫ ফেব্রুয়ারি রাত্রিতে মণিপুরের দক্ষিণদিকস্থ একখানি গ্রাম বিনষ্ট করিয়া ৪০ জন মনুষ্য বধকরে এবং ২০ জনকে বন্দী করিয়া লইয়া যায়।

সাইলো কুকিসরদার সবোঙ্গা, হাউলং কুকিসরদার লালসোবনা ও সেইপয়া, খচাক কুকিসরদার বোনপাইলাল, তাহার মাতা ইম্পায়, বনোলাল তৎপুত্র লালবোরা, ও জোংদঃ এবং সুকপাইলাল, তাহার দুই পুত্র ও তাহার ভগিনী ভানুইখালির অনুচরগণ দ্বারা এই সকল ভীষণ কার্য্য সম্পাদিত হয়।

বিজ্ঞাপনী প্রচার করেন। তাহাতে লিখিত হইয়াছিল যে, পূর্ব্ব সীমান্তে স্থায়ী রূপে শান্তি স্থাপন জন্য আগামী শীত ঋতুতে একটি সামরিক অভিযান হইবে; ত্রিপুরা ও মণিপুর পতি এই অভিযানে আমাদিগকে সাহায্য করিবেন। এই অভিযানের কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে ত্রিপুরা রাজ্যে একজন পলিটিকেল এজেণ্ট নিযুক্ত করিতে হইবে। এই অভিযান দুই ভাগে বিভক্ত হইবে। একদল সৈন্য চট্টগ্রাম হইতে গমন করিবে। পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের ডিপুটী কমিসনার লেউইন সাহেব সেই সেনাদলের সহিত সিবিল অফিসারস্বরূপ গমন করিবেন। হাউলং ও সাইলোদিগকে নির্য্যাতন করা ইহাঁদের প্রধান কার্য্য হইবে। দ্বিতীয় দল কাছাড় হইতে পছাক (লুসাই) কুকিদিগের বিরুদ্ধে গমন করিবে। কাছাড়ের ডিপুটী কমিসনর এডগার সাহেব এই সেনাদলের সহিত সিবিল অফিসার স্বরূপ গমন করিবেন।

বিগত শীতঋতুতে কোন্ কোন্ সরদার দ্বারা উল্লেখিত ভীষণ অত্যাচার সংসাধিত হইয়াছে, তাহা স্থির ভাবে নির্ণীত হয় নাই। অভিযান সময়ে তাহা স্থির করিতে পারিলে প্রকৃত অপরাধীর উপযুক্ত দণ্ড প্রদান করিতে হইবে। বন্দীগণকে মুক্ত করিতে হইবে। যাহাদের নিকট বন্দীগণ আবদ্ধ রহিয়াছে তাহাদিগকে আত্ম সমর্পণ করিবার জন্য আদেশ করা হইবে। সেই আদেশ অগ্রাহ্য করিলে তাহার গ্রাম, শস্যাগার ও শস্য-

ক্ষেত্র অগ্নিদ্বারা দগ্ধ করিতে হইবে। এবং ভবিষ্যতে যাহাতে কুকিগণ দ্বারা কোনরূপ অত্যাচার সংসাধিত না হয়, তজ্জন্য সরদারগণ হইতে জামিন লইতে হইবে। প্রত্যেক সেনাদলের সহিত এক কিম্বা ততোধিক সারবে অফিসার গমন করিবেন। তাহাদিগকে সেই পার্ব্বত্য প্রদেশের মানচিত্র প্রস্তুত করিতে হইবে।—ইহাই অভিযানের অভিপ্রায়।

১৮৭১ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে কাছাড় ও চট্টগ্রামে দুইটি বৃহৎ সেনাদল উপস্থিত হইল। চট্টগ্রামের সেনাদলের নায়ক হইলেন জেনারল ব্রাউনলো. জেনারল বোরসিয়ার কাছাড় সেনাদলের সেনাপতি পদে নিযুক্ত হইলেন। ডিসেম্বর মাসের মধ্যভাগে অভিযান আরম্ভ হয়।

জেনেরল ব্রাউনলো সাইলু ও হাউলং সরদারগণকে এক প্রকার বিনাযুদ্ধে অবনত মস্তক করিয়া মেরি উইনচেষ্টার এবং অন্যান্য বন্দীগণকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। ৯ই ডিসেম্বর ব্রাউনলো দেমাগিরি হইতে যাত্রা করেন। ২৩১ মাইল পার্ব্বত্য পথে জয়ডঙ্কা নিনাদিত করিয়া তিনি স্বীয় অনুচরগণ সহ২৪ ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। বিখ্যাতকুকি সরদার রতনপুঁইয়া জেনেরল ব্রাউনলো ও তাহার অনুচরগণের পথ প্রদর্শক হইয়াছিলেন।

কাছাড়দলের নায়ক বোরসিয়ার স্থানে স্থানে অনলক্রিয়া প্রদর্শন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। অন্যান্য কুকি সরদার-

গণকে নির্য্যাতন করিয়া তিনি অবশেষে সর্ব্বপ্রধান ও পরাক্রমশালী কুকি-রাজা লালবোরা হইতে ১ জোড়া উৎকৃষ্ট গজদন্ত, এক জোড়া ধুং * ১ছরা হার, ১০টী ছাগল, ১০টী শূকর, ২০টী মুরগ ও ২০ মণ ধান্য এবং মণিয়ারখাল ও নন্দীগ্রাম চাক্ষেত্র লুণ্ঠন করিয়া কুকিগণ যে কয়েকটি বন্দুক লইয়াগিয়াছিল তাহার দ্বিগুণ সংখ্যক বন্দুক দণ্ডস্বরূপ গ্রহণ করত ১০ মার্চ্চ কাছাড়ে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তিনি কাছাড় হইতে ১৯৩ মাইল দূরে অবস্থিত লালবুরোর সুদৃঢ় গ্রামে গমন করিয়াছিলেন। এই যুদ্ধ যাত্রায় থছাক, সাইলো ও হাউলং প্রভৃতি কুকি সরদারগণকে ব্রিটীস বৈজয়ন্তীর নিকট মস্তক অবনত করিতে হইয়াছিল।

উল্লেখিত দুইটী সেনাদলের সহিত যে সকল সারবে অফিসার গমন করিয়াছিলেন, তাঁহারা এই অল্পকাল মধ্যে চট্টগ্রাম ও কাছাড়ের মধ্যবর্ত্তী ৬৫০০ বর্গমাইল ভূমির মানচিত্র প্রস্তুত করিতে সক্ষম হন। এই সময়ে ত্রিপুরা রাজ্যের পূর্ব্বসীমা রেখা নির্ণয়ের প্রস্তাব উপস্থিত হইয়াছিল। কুকিগণ কর্তৃক কোনরূপ অত্যাচার কার্য্য সম্পন্ন হইলেই, ত্রিপুরেশ্বরগণ তাঁহাদের চির অভ্যস্ত "বাঁধা বোলে" উত্তর দিয়াছেন যে "ইহারা আমার প্রজা নহে।" পক্ষান্তরে ত্রিপুরা রাজ্যের পূর্ব্বসীমা রেখা নির্দ্দেশ করিতে হইলে তাঁহারা

* একটি বৃহৎ কাশির ন্যায়, কুকিদিগের রণ বাদ্য।

ত্রিপুর কুলতিলক ধন্যমাণিক্য ও বিজয় মাণিক্যের নাম স্মরণ পূর্ব্বক ব্রহ্মরাজ্যের পশ্চিম প্রান্তে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিতে নিতান্ত লালায়িত হইয়াথাকেন। নিতান্ত পক্ষে টেপাই নালা ত্রিপুরা রাজ্যের পূর্ব্বসীমা বলিয়া প্রদর্শন করিতে তাহারা বিশেষরূপে সক্ষম; কিন্তু ত্রিপুরার পলিটিকেল এজেণ্ট পাউয়ার সাহেব ত্রিপুরা রাজ্যের পূর্ব্ব প্রান্তে সারবেয়ারগণ সহিত পরিভ্রমণ করিয়া উক্ত রাজ্যের আধুনিক পূর্ব্বসীমা বিশেষ দক্ষতার সহিত নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। * ইহা দ্বারা সুকপাইলাল ও অন্যান্য থছাক কুকিদিগের বাসভূমি চিরকালের তরে ত্রিপুরা রাজ্য হইতে বিছিন্ন করা হইয়াছে। সারবেয়ারগণ পর্ব্বত শ্রেণী অপেক্ষা নদী দ্বারা সীমা নির্ণয় প্রয়োজনীয় বলিয়া রিপোর্ট করেন, তদনুসারে গবর্ণমেণ্ট জাম্পুই ও

---

* পাউয়ার সাহেব ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ৪ এপ্রিলের পত্রে লিখিয়াছেন:—

"The territory over which the Raja has a *bona fide* nominal control is bounded on the east by a range of hill running southward from Chatter Choora to Sorphul peak, and from thence in a zig-zag line to Surdaing. On the east of this liue, the Lushai land cmmences, and on the west there is much uninhabited and unexplored jungle.

হিচক পর্ব্বত শ্রেণীর মধ্যবর্ত্তী লঙ্গাইনদী (তাহার উৎপত্তি স্থান বেতলংশিব পর্য্যন্ত তৎপর) ধলেশ্বরীর (ডলুজুরীর) জলপ্রপাত সমুৎপন্ন স্রোত রেখা অতিক্রম পূর্ব্বক সার্দ্দিং ও ফেণী নদী দ্বারা ত্রিপুরা রাজ্যের পূর্ব্বসীমা নির্ণয় করিয়া দিয়াছেন।† এই সীমারেখার পূর্ব্বদিকে লুসাই ভূমি। ত্রিপুরেশ্বর সেই দেশবাসীর সহিত কোনরূপ সংশ্রব রাখিতে পারিবেন না, গবর্ণমেণ্ট সেই প্রদেশে রাজনৈতিক কর্ত্তৃত্ব করিবেন।

উল্লেখিত অভিযান সম্বন্ধীয় কার্য্য সম্পন্ন হইলে সার-জর্জ কেম্পবল বলিয়াছিলেন, "কুকি অত্যাচার সম্পূর্ণরূপে নিবারিত হইয়াছে। চা-কর এবং আমাদের প্রজাগণ শান্তভাবে কৃষিক্ষেত্র বিস্তার করিতে পারিবে।"

উল্লেখিত অভিযানের পর কয়েক বৎসর কুকিগণ দ্বারা বিশেষ কোন অত্যাচার সংসাধিত হয় নাই। ১৮৭৭খৃষ্টাব্দে কুকি প্রদেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। তৎকালে কুকিগণ কাছাড়ের ডিপুটী কমিসনর সাহেব নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিল। কুকি প্রদেশ মধ্যে চাংশীল (প্রাচীন বেপারি

† আমাদের বিবেচনায় পর্ব্বত শ্রেণীর পরিবর্ত্তে স্রোতস্বিনীগুলি দ্বারা সীমা নির্ণয় করিয়া গবর্ণমেণ্ট ভ্রমের কার্য্য করিয়াছেন। ইহা দ্বারা ভবিষ্যতে নানারূপ তর্ক উপস্থিত হওয়ার সম্ভব।

বাজার) সোনাই এবং টেপাইমুখ নামক স্থানে তিনটি হাট-বাজার ছিল। কাছাড় ও শ্রীহট্টের বাঙ্গালী বণিকগণ তথায় নানা প্রকার পণ্য দ্রব্য লইয়া গমন করিত এবং সেই দ্রব্য কুকিগণ নিকট বিক্রয় করিয়া তাহারা কুকিগণ হইতে স্বলভ মূল্যে রবার খরিদ করিয়া আনিত। ক্রমে কুকি-রাজ গণ অতিরিক্ত শুল্ক বণিকদিগের নিকট দাবি করিতে লাগিলেন তদ্দ্বারা সেই তিনটী বাজারের অবনতি আরম্ভ হইল। অবশেষে রবারের বাণিজ্য বন্ধ হওয়াতে বাজারগুলি সম্পূর্ণরূপে ভাঙ্গিয়া গেল। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে গবর্ণমেণ্ট ধান্য ও তণ্ডুল প্রেরণ করত বাঙ্গালি বণিক দিগকে উৎসাহিত করিয়া ঐ সকল বাজারে তণ্ডুল প্রেরণ করিয়াছিলেন।

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে সার রিচার্ড টেম্পল পার্ব্বত্য চট্টগ্রামে জনৈক পলিটিকেল অফিসার নিযুক্ত পূর্ব্বক সমগ্র কুকি প্রদেশ ও ত্রিপুরা রাজ্য তাহার শাসনাধীনে সংস্থাপন করিবার প্রস্তাব করেন। আসামের চিফ-কমিসনার কর্ণেল কিটিঞ্জ ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বলেন, "লুসাই কুকিগণ কাছাড়ের নিকটবর্ত্তী স্থানে বাস করিতেছে, চট্টগ্রাম হইতে ইহাদিগকে শাসন করা কঠিন হইবে। সুর্ম্মা নদীর তীরস্থ প্রদেশে শান্তি রক্ষার জন্য আগরতলায় জনৈক পলিটিকেল এজেণ্ট রাখাই আমি সম্পূর্ণ সঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করি।"

কর্ণেল কিটিঞ্জের মন্তব্য অনুসারে ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট স্যার রিচার্ড টেম্পলের প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করেন নাই।

১৮৭৬-৭৭ খৃষ্টাব্দে কুকিগণ ভীষণ আত্ম কলহে নিযুক্ত ছিল। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে ত্রিপুরার পলিটিকেল এজেণ্ট গবর্ণমেণ্টকে জানাইলেন যে, সীমান্ত প্রদেশ রক্ষা করিবার জন্য কমলপুর, কৈলাসহর, ফাক্রয়াধর্ম্মনগর, একছরি, উদয়পুর, ঋষামুখ, খাদলামাদলা এবং আগরতলায় মহারাজের যে আটটী সেনা নিবাস আছে, তাহার অধিকাংশ সৈন্যগণেরই বারুদগুলি প্রভৃতির নিতান্ত অভাব দেখা যাইতেছে এবং সৈন্যগণ নিয়মিতরূপে বেতন পাইতেছে না।" ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট এই সংবাদ শ্রবণ মাত্র আদেশ করিলেন যে, "সীমান্ত প্রদেশের শান্তিরক্ষা করিবার জন্য মহারাজ যেরূপ প্রতিজ্ঞা বদ্ধ আছেন তাহাকে অবশ্যই তাহা প্রতিপালন করিতে হইবে।"

১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে একদল কুকি চাংশীল বাজার লুণ্ঠন করিয়াছিল। বণিকগণ এইরূপে ক্ষতিগ্রস্থ হইয়া কাছাড়ে উপনীত হন। ডিপটী কমিসনার এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া রাজা সুকপাইলালকে বণিকদিগের ক্ষতিপূরণ জন্য এক সহস্র টাকা জরিমানা করেন। উক্ত টাকা প্রদান না করিলে চাংশীলে কোন বাঙ্গালি বণিক গমন করিবে না এইরূপ বলা হইয়াছিল। সুকপাইলাল ইহার অধিকাংশ পরিশোধ করিয়াছিলেন, অবশিষ্ট দণ্ড হইতে চিফ-কমিসনার তাহাকে

মুক্তি প্রদান করেন। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে সুকপাইলালের মৃত্যু হয়।

১৮৮১-৮২ খৃষ্টাব্দে কুকিগণ ভীষণ আত্মকলহে নিযুক্ত ছিল। গবর্ণমেণ্টের কৃপায় নিরীহ বাঙ্গালি হত্যার পন্থা রুদ্ধ হওয়ায় তৎকালে তাহারা স্বজাতীয় নরহত্যা দ্বারা আপনাদের রাক্ষসবৃত্তি চরিতার্থ করিতেছিল। এই সময়ে কুকি প্রদেশে পুনর্ব্বার দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। গবর্ণমেণ্ট তৎকালে প্রচুর পরিমাণে সাহায্য করিয়াছিলেন।

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে একদল স্মুক্তি কুকি টেপাই মুখের কুকি রাজার আক্রমণ ও লুণ্ঠন করিয়া একটী বালককে বন্দী করিয়া লইয়া যায়।

১৮৮৪ হইতে ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কুকিগণ সমতলক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে পারে নাই। পর্ব্বত মধ্যেই সময় সময় তাহাদের রাক্ষসবৃত্তি চরিতার্থ করিয়াছিল। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে লেপ্টেনেন্ট ষ্টুয়ার্ট যৎকালে পার্ব্বত্য প্রদেশে জরিপী কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। সেই সময় (৩ ফেব্রুয়ারি) সিন্ধুগণ বস্ত্রাবাস মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহার ও দুই জন ইংরেজ সৈন্য ও একজন দেশীয় পদাতির প্রাণ বধ করে। তখন গবর্ণমেণ্ট বুঝিতে পারিলেন যে কেবল আত্মরক্ষা নীতি অবলম্বন দ্বারা এই বর্ব্বর জাতিকে পাশবাচার হইতে বিরত রাখা অসম্ভব। সুতরাং তৎপরবর্ত্তী শীত ঋতুতে একটী বৃহদাকার অভিযানের প্রয়োজন হইল।

১৮৮৮-৮৯খৃষ্টাব্দে "চীন-লুসাই" অভিযান হইয়াছিল। ব্রহ্মা হইতে একদল ও চট্টগ্রাম হইতে একদল এবং কাছাড় হইতে একদল সৈন্য কুকিপ্রদেশে প্রেরিত হইয়াছিল। এই অভিযান দ্বারা কুকিদিগকে বিশেষ রূপে শাস্তি প্রদান পূর্ব্বক অনেকগুলি বন্দীকে মুক্ত করা হইয়াছিল। তদনন্তর গবর্ণমেণ্ট কুকি প্রদেশ দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া "উত্তর লুসাই" ও 'দক্ষিণ লুসাই" নামক দুইটী প্রকাণ্ড জেলা সৃষ্টি করিয়াছেন। এই দুই জেলার পরিমাণ বোধ হয় ৮০০০০ বর্গমাইল হইতে ন্যূন হইবে না।

মরে সাহেব প্রথমত দক্ষিণলুসাই জেলার শাসন কর্ত্তৃত্বে নিযুক্ত হন। তদনন্তর তিনি পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের এসিষ্টাণ্ট কমিসনারের পদে নিযুক্ত হইলে ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের ১মে কাপ্তান সেক্সপিয়ার উক্ত পদে নিযুক্ত হন।

১৮৯০ খৃষ্টাব্দের ১৮ মে কাপ্তান ব্রাউন উত্তরলুসাই জেলার পলিটিকেল অফিসার হইয়া আজিয়াল দুর্গে গমন করেন।

১৮৯০ খৃষ্টাব্দের ৯ সেপ্টেম্বর প্রাতে কাপ্তান ব্রাউন সৈরং হইতে চাংশীল গমন করিতেছিলেন। সঙ্গে তাঁহার ক্লার্ক বাবু কামিনীকুমার সেন, ১জন দফাদার ও ২জন পুলীস সৈন্য ও কতকগুলি কুলি মাত্র ছিল। পথি মধ্যে কুকিগণ তাহাদিগকে আক্রমণ করত নিতান্ত নিষ্ঠুরতার সহিত,

কাপ্তান ব্রাউন, কামিনীকুমার সেন ও তাঁহাদের ১৯ জন অনুচরকে বধ করে। মৃত সরদার সুকপাইলালের আত্মীয়-বর্গ দ্বারা এই ভীষণ হত্যাকাণ্ড সম্পাদিত হইয়াছিল। আসামের চিফ্-কমিসনার ও গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর এই সংবাদ অবগত হইয়া উপযুক্তরূপে তাহার প্রতিশোধ লইয়াছিলেন।

অধুনা গবর্ণমেণ্ট এই বর্ব্বরজাতিকে যেরূপ কৌশলের সহিত ব্রিটীস-শাসন-যন্ত্রের মধ্যে আনয়ন করিতেছেন, বোধ হয় কিছুকাল পরে এই রক্ত পিপাসু বর্ব্বরগণ সাওতাল-দিগের অবস্থাপন্ন হইবে। ইহারা শতাধিক বৎসরকাল আমাদিগের প্রতি যেরূপ পাশব অত্যাচার করিয়াছে, সমগ্র কুকিজাতির রুধির ধারা দ্বারা ও তাহার সম্পূর্ণ প্রতিশোধ হইতে পারেনা; কিন্তু ক্ষমাই ধর্ম্মের একটি প্রধান অঙ্গ। আমরা ভরসা করি আমাদের গবর্ণমেণ্ট ইহাদিগকে ভীষণ শাসন যন্ত্রে নিষ্পেষিত না করিয়া সভ্যতার আলোক প্রদর্শন পূর্ব্বক কুকিদিগের উদ্ধারের জন্য একটুকু কটাক্ষ পাত করিবেন। আমরা ইহাদিগকে সভ্যতা শিখরের শীর্ষদেশ বাসী কোন উন্নত জাতির বিকৃত আদর্শ দর্শন করিতে অভিলাষী নহি। কুকিগণের জাতীয় জীবন ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে বিলুপ্ত হউক, ইহা আমাদের অভিপ্রায় নহে। কুকিগণ তাহাদের জাতীয় ভাব ও ধর্ম্ম রক্ষা করত শনৈঃ শনৈঃ পদবিক্ষেপ দ্বারা উন্নতির

তুঙ্গ শৃঙ্গে আপনাদের জাতীয় আসন সংস্থাপন করুক, ইহাই আমদের অভিলাষ। কাপ্তান লেউইন পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীদিগের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিবার জন্য লিখিয়াছেন, আমরা ও এই বর্ব্বর জাতির প্রতি তদ্রূপ ব্যবহার করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টকে বিনীতভাবে অনুরোধ করিতেছি।*

* This I say, then, let us not govern these hills for ourselves, but administer the country for the well-being and happiness of the people dwelling therein. Civilization is the result and not the cause of civilization. What is wanted here is not measures but a man. Place over them an officer gifted with the power of rule ; not a mere cog in the great wheel of Government, but one tolerant of the failings of his fellow-creatures, and yet prompt to see and recognize in them the touch of Nature that makes the whole world kin ;—apt to enter into new trains of thought and to modify and adopt ideas, but cautious in offending national prejudice. Under a guidance like this, let the people by slow degrees civilize themselves. With education open to them, and yet moving under their own laws and customs, they will turn out not debased and miniature epitomes of English-, men, but a new and noble type of God's creatures.

*Lewin's Hill Tracts of Chittagong. p. 118.*

---

# রাজমালা।

চতুর্থ ভাগ।

# রাজমালা।

## চতুর্থভাগ।

### প্রথম অধ্যায়।

### প্রাচীন ভুলুয়া রাজ্য বা জেলা নওয়াখালী।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, সুহ্মদেশ বা প্রাচীন ত্রিপুরা অনেকগুলি ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। ভুলুয়া তাহার অন্যতম। প্রবাদ অনুসারে গৌড়ের প্রাতঃস্মরণীয় নরপতি আদিশূরের বংশধর বিশ্বম্ভর শূর এই রাজ্যের স্থাপন কর্ত্তা। মতান্তরে "আদিশূরের বংশধর বিশ্বম্ভর শূর মিথিলা প্রদেশ শাসন করিতেছিলেন। ৬১০ বঙ্গাব্দে রাজা বিশ্বম্ভর-চন্দ্রনাথ দর্শন মানসে পোতারোহণে গমন করিতেছিলেন। ঘটনাক্রমে পোতারোহিগণের দিগ্‌ভ্রম জন্মে, ক্রমে অষ্টাহ ইতস্ততঃ নৌসঞ্চালনের পর তাঁহারা একটী ক্ষুদ্র দ্বীপ দর্শন করেন।

নৃপতি বারাহী মন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন, দেবী তৎকালে আবির্ভূতা হইয়া তাঁহাকে বলিলেন। বৎস! এই দ্বীপে— তুমি আমাকে স্থাপন কর। এই ক্ষুদ্র দ্বীপ একটি বৃহৎ রাজ্যে পরিণত হইবে এবং তুমি এই রাজ্যের অধিপতি হইবে। এই রজ্য ভুলুয়া নামে খ্যাত হইবে।* তোমা হইতে অধস্তন সাত পুরুষ ক্রমান্বয়ে এই রাজ্যে একাধিপত্য করিবেন। অষ্টম পুরুষে তোমার এই বিস্তৃতরাজ্যের সীমারেখা সঙ্কুচিত হইবে। পঞ্চদশ পুরুষে তোমার বংশধরগণ হৃত রাজ্য হইবেন।”

দেবীর আদেশ অনুসারে বিশ্বম্ভর সেই স্থানে বারাহী দেবীর প্রস্তর মূর্ত্তি সংস্থাপন পূর্ব্বক ৬১০ বঙ্গাব্দের ১০ মাঘ ভুলুয়া রাজ্যের রাজদণ্ড ধারণ করেন।† প্রচলিত ও লিখিত প্রবাদ বাক্য হইতে যে সময় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে

---

* ভুল—হুয়া, হইতে ভুলুয়া শব্দের উৎপত্তি।

† সময় সম্বন্ধে হণ্টার সাহেব ভ্রমাত্মক মত প্রচার করিয়াছেন। (*Statistical Account of Bengal. Vol. VI. p. 247.*) ডাক্তার ওয়াইজ লিখিয়াছেন :—The exact date of this fiction is given as the 10th of Magh, 610 Bengali year or A. D. 1203, the same year in which the first Muhammadan invasion of Bengal under Bakhtyar khilji took place.

(*J. A. S. B. Vol. XLIII. part 1. p. 203.*)

তাহা সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ কি না তৎপক্ষে আমাদের সন্দেহ আছে; কিন্তু বখ্তিয়ার খিল্জী কিম্বা তাঁহার অনুচরগণ দ্বারা তাড়িত হইয়া যে শূর বংশীয় বিশ্বম্ভর ভুলুয়ায় উপনীত হইয়াছিলেন এরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে।

প্রবাদ অনুসারে কল্যাণপুর তাঁহাদের আদি রাজধানী। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় আমিসাপাড়া গ্রামে রাজা বিশ্বম্ভর প্রথমত বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন, কারণ এই স্থানেই বারাহী দেবীর মন্দির ও প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি অদ্যাপি দৃষ্ট হইয়া থাকে।

ভুলুয়াপতি শূরবংশীয়গণ ক্ষত্রিয় কুল হইতে উদ্ভূত; † কিন্তু বিবাহ সম্বন্ধ দ্বারা তাঁহারা—বঙ্গজ কায়স্থ সমাজে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছেন। কোন কুলক্রিয়া উপলক্ষে বঙ্গজ কায়স্থ কুলীনগণ সকলেই ভুলুয়া রাজধানীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন, ভোজনকালে চতুর্গুণের মিত্র, বসুবংশীয় বহরের কৃষ্ণজীবন মজুমদার এবং হংস বসু ও কীর্ত্তি বসু পলায়ন করেন। এই অপরাধে পলায়িত ব্যক্তিগণের কুল নষ্ট হয়। বঙ্গজ কায়স্থ মিত্রগণ মধ্যে তৎকালে কেবল চতুর্গুণের মিত্রগণেরই কুল ছিল। সুতরাং তাহাদের কুল নষ্ট হওয়ায়

† ইহার একটী বিশেষ প্রমাণ এই যে, রঘুনন্দন এই রাজবংশের উপর আধিপত্য স্থাপন করিতে পারেন নাই। বাচস্পতি মিশ্রের ব্যবস্থা অনুসারে তাঁহাদের দশক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে।

বঙ্গজ মিত্রগণ সকলেই অকুলীন হইলেন। প্রবাদ অনুসারে রাজা কবিচন্দ্রের সময় এই ঘটনা হইয়াছিল। *

বিশ্বম্ভরের উত্তর পুরুষগণ ত্রিপুর রাজদণ্ডের অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ত্রিপুরার সামন্ত শ্রেণীতে ভুলুয়ারাজ সর্ব্ব প্রধান বলিয়া আখ্যাত হইয়াছিলেন। প্রাচীন ত্রৈপুর নৃপতিগণের অভিষেক কালে ইহারাই তাঁহাদের ললাটে রাজটীকা প্রদান করিতেন। ত্রিপুরেশ্বর সিংহাসনে উপবেশন করিলে ভুলুয়াপতি সর্ব্ব প্রথম "নজর" প্রদান করিতেন, তদনন্তর অন্যান্য সামন্ত ও অমাত্যবর্গ নজর দান করিতে সক্ষম হইতেন।

রাজা বিশ্বম্ভর হইতে অধস্তন ৭ পুরুষের বংশাবলী এইরূপ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

১। রাজা বিশ্বম্ভর রায়।
|
২। রাজা গণপতি রায়।
|

* এজন্য মিত্র বংশীয়গণ ভুলুয়া রাজবংশের প্রতি জাত-ক্রোধ হইয়াছিলেন। ডাক্তার ওয়াইজ সেই মিত্রবংশীয় বাবু ব্রজসুন্দর মিত্রের সাহায্যে "দ্বাদশ ভৌমিকের ইতিহাস" রচনা করিয়াছিলেন। এজন্য তিনি ভুলুয়া রাজ্যের স্থাপন কর্ত্তার এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন :— "Raja Bishambhar Rai of the low class of Kayastas called Sur," ( *J. A. S B. Vol. XLIII. part. 1. p. 203* )

৩। রাজা সুরানন্দ খাঁ।
|
৪। রাজা দেবানন্দ খাঁ।
|
৫। রাজা রুবিচন্দ্র খাঁ।
|
৬। রাজা রাজবল্লভ রায়।

| উদয় মাণিক্য | রাম মাণিক্য | ৭ লক্ষ্মণ মাণিক্য | গোবিন্দ মাণিক্য | নরসিংহ মাণিক্য, |
|---|---|---|---|---|

রাজা লক্ষ্মণ মাণিক্য এক জন অসাধারণ বীর ও পণ্ডিত ছিলেন। লক্ষ্মণ মাণিক্যের অভিষেকের পূর্ব্বেই জুগীদিয়া ও দাঁদড়া নামক পরগণা ছুইটি ভুলুয়া রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল। রাজা তুড়রমল্লের ওয়াশীলতোমর জমায় সরকার স্বর্ণগ্রামের অন্তর্গত প্রাচীন ভুলুয়ার অধীন মহাল সমূহের এইরূপ তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে।

ভুলুয়া জোয়ার। রাজস্ব ১৩৩১৪৮০ দাম।
জুগীদিয়া। রাজস্ব ৫১২০৮০ দাম।
দাঁদড়া। রাজস্ব ৪২১৩৮০ দাম।

আমরা পুর্ব্বেই বলিয়াছি আকবর সাহের রাজস্ব-মন্ত্রী সের সাহের রাজস্বের হিসাব নকল করিয়া অপূর্ব্ব বাহাদুরী প্রাপ্ত হইয়াছেন। প্রকৃত পক্ষে সম্রাট আকবর এই সকল স্থানের করগ্রাহী ছিলেন না। যাহা হউক এস্থলে ভুলুয়ার রাজস্ব ৩৩২৮৭ টাকা লিখিত হইয়াছে।

বিখ্যাত পাঠান সম্রাট সের সাহ কিম্বা তৎপূর্ব্ববর্ত্তী অন্য কোন নরপতি ভুলুয়া ও অন্য ছুইটী পরগণা হইতে যদিও কোন সময় এইরূপ কর গ্রহণ করিয়া থাকেন, কিন্তু আকবর তাহা করিতে পারেন নাই। ইংরেজ ভ্রমণকারী রলফ ফিছ বলিয়াছেন যে, " এই সকল সামন্ত নরপতিগণ প্রবল নদীস্রোতে আপনাদের বিজয়ী-পতাকা উড্ডীন করিয়া আকবরের অশ্বারোহিগণকে উপহাস করিতেছিলেন" প্রাচীন বঙ্গবাসীদিগের চির অভ্যস্ত জল-রণ-নৈপুণ্য বিনষ্ট করিবার শক্তি তখনও মোগলদিগের করায়ত্ত হয় নাই।

লক্ষ্মণমাণিক্য সংস্কৃত শাস্ত্রে অসাধারণ পণ্ডিত ও কবিছিলেন। তিনি অর্জ্জুনকর্ত্তৃক কর্ণবধ অবলম্বন করিয়া "বিখ্যাত বিজয়" নামক একখানি সংস্কৃত নাটক রচনা করেন। যদিচ তাহার গ্রন্থ "রত্নাবলী" কিম্বা "নাগানন্দের" ন্যায় উৎকৃষ্ট নহে, তথাপি ইহা জনৈক রাজকবির লেখনী-প্রসূত বলিয়া আমরা গৌরবের সহিত উল্লেখ করিতে পারি। নান্দীতে গ্রন্থকার তাঁহাদের প্রাচীন কুলদেবতা বারাহীদেবীর বন্দনা করিয়াছেন। তদনন্তর সূত্রধর প্রস্তাব ও গ্রন্থের যেরূপ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল। * বীররসই এই নাটকের জীবন। ইহা-

প্রেক্ষাবৎ পরিতোষ নিস্তল মহামাণিক্য রত্নাকরঃ
প্রাক্ সৎপুরুষ পৌরুষোৎকর কথা স্রোতস্বতী ভূধরঃ।

দের দ্বারা গ্রন্থকারের প্রকৃত পরিচয় প্রাপ্ত হওয়ায়ায়।

প্রবাদ অনুসারে রাজা লক্ষ্মণমাণিক্য একজন অসাধারণ বীরপুরুষ ছিলেন। সংগ্রামকালে তিনি যে কবচ পরিধান করিতেন, তাহার কিয়দংশ অদ্যাপি দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই কবচটি সম্পূর্ণ অবস্থায় দর্শন করিয়াছেন, এরূপ লোক অদ্যাপি নিতান্ত বিরল নহে। এরূপ শ্রুত হওয়া গিয়াছে যে, ইহার ওজন প্রায় ১ মণ ছিল, অর্দ্ধ মণ ওজনের একটি কবচ পরিধান পূর্ব্বক সংগ্রাম করা একজন অসাধারণ বীরের কার্য্য। আধুনিক জগতের বীর জাতি সমুহের মধ্যে বোধ হয় এরূপ বীর নিতান্ত বিরল।

চন্দ্রদ্বীপপতি রাজা কন্দর্পনারায়ণ রায় লক্ষ্মণমাণিক্যের সমসাময়িক, তাঁহাদের মধ্যে সদ্ভাব ছিল বলিয়া বোধ হয় না। ভুলুয়াপতিগণ বারংবার চন্দ্রদ্বীপে বিজয়ীপতাকা উড্ডীন করিয়াছেন। কন্দর্পনারায়ণের মৃত্যুর পর তৎপুত্র রাজা রামচন্দ্র নিতান্ত বিড়াল তপস্বীর ন্যায় ভুলুয়ায় আগমন করেন। উদার-হৃদয় লক্ষ্মণমাণিক্য স্বজাতীয় বালক নরপতির বিনীত ব্যবহারে নিতান্ত প্রীতি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি একদা

দুষ্প্যচ্চারণ চাতুরী মধুকরী প্রাগল্‌ভ্য পুষ্পাকরঃ
শ্রীমল্লক্ষ্মণ ভূপতে রভিনবস্তাদৃক্ প্রবন্ধোত্তরঃ।
আশ্রয়ো যস্য রাজানস্তস্য বীররসস্য চেৎ।
প্রবন্ধা ভুভুজা বদ্ধস্তস্মিন্নৌপয়িক শ্রমঃ॥

সরল ভাবে রাজা রামচন্দ্রের সহিত তাঁহার কোষনৌকায় গমন করত আমোদ প্রমোদ করিতেছিলেন। বিশ্বাস-ঘাতক পামর রামচন্দ্র সেই সময় স্বীয় প্রধান সেনাপতি রামমোহন সিংহ (প্রকাশ্য রামাই মাল)* ও অন্যান্য বীর পুরুষ দ্বারা নিরস্ত্র বীর লক্ষ্মণমাণিক্যকে বন্ধন করিয়া চন্দ্র-দ্বীপে লইয়া গেলেন। তথায় নিতান্ত নিষ্ঠুরতার সহিত তাঁহাকে বধ করা হইয়াছিল। †

চন্দ্রদ্বীপের ইতিহাস লেখক বাবু ব্রজসুন্দর মিত্র বলেন, শৃঙ্খলাবদ্ধ লক্ষ্মণমাণিক্য পৃষ্ঠের আঘাতে একটি প্রকাণ্ড তাল-বৃক্ষ ধরাশায়ী করিয়াছিলেন।

---

*সেনাপতি রামমোহন সিংহ (রামাই মাল) কায়স্থ বংশজ। উজীরপুরার সিংহ (রায়) মহাশয়গণ তাঁহার সন্তান সন্ততি।

† চন্দ্রদ্বীপের ইতিহাস লেখকগণ এই ঘটনাটি কিঞ্চিৎ বিকৃত আকারে চিত্রিত করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারাও রাম-চন্দ্রের বিশ্বাস ঘাতকতা ও কাপুরুষোচিত ব্যবহার গোপন করিতে পারেন নাই। ডাক্তার ওয়াইজ ইহা এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন :—

"He (Ram Chandra) immediately ordered his war-boats to be got ready and his followers to be armed. The fleet crossed Megna and anchored off Bhaluah. Lakhan Manik, not suspecting any treachery, went on board to welcome his neighbour without any guard. He was at once seized and carried off to Chandradip.

(*J. A. S. B. Vol. XLIII. part 1. p. 204.*)

লক্ষণমাণিক্যের মৃত্যুর পর তৎপুত্র বলরাম রায় ভুলুয়ার রাজদণ্ড ধারণ করেন। ত্রিপুরেশ্বর মহারাজ অমরমাণিক্য ১৫৯৭ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনারোহণ করেন। রাজা বলরাম তৎকালে চির প্রচলিত প্রথা অনুসারে তাঁহাকে রাজটীকা প্রদান করত নজর ও করদান করিতে অসম্মত হইয়াছিলেন; এজন্য অমরমাণিক্য ভুলুয়া আক্রমণ ও জয় করিয়া বলরাম হইতে কর গ্রহণ করেন।

১৬৬১খৃষ্টাব্দে "টেরছেলিং" নামক ওলন্দাজদিগের একখানি অর্ণবপোত ভুলুয়ার নিকটবর্ত্তী সমুদ্রতটে ঝড়ের দ্বারা বারংবার আঘাত প্রাপ্ত হইয়া বিনষ্ট হইয়াছিল। চার্লস ডোবেল প্রভৃতি আট জন নাবিক তৎকালে বহুকষ্টে প্রাণ রক্ষা করিয়াছিল। তাহারা ভুলুয়াপতির নিকট উপনীত হইলে, তিনি উৎকৃষ্ট আহার্য্য প্রদান পূর্ব্বক একখানি নৌকা দ্বারায় তাহাদিগকে ঢাকায় প্রেরণ করেন।* ইহা নিতান্ত

* They were at length brought to their lodging, and, by the prince's order, served with an excellent kind of meat called *brensie*, which is only seen here at great men's tables. This was such a nourishing food, that in three or four days they recovered their full strength. In a day or two after, the prince sent them word that they might go where they pleased, the barques being ready. This being their desire they parted an hour after, and happily arrived at Decka. (*Tales of Shipwrecks and Adventures at Sea. p. 705.*)

দুঃখের বিষয় যে নাবিকগণ ভুলুয়াপতির নাম উল্লেখ করেন নাই। কেবল মাত্র "বোলোয়ার প্রিন্স" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

বংশ বিস্তৃতির সহিত ভুলুয়া রাজ্য খণ্ড খণ্ড হওয়ার সূত্রপাত হইয়াছিল। আকবরের পূর্ব্বেই এই রাজ্য তিনঅংশে বিভক্ত হয়; তাহা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। ১৭২৮ খৃষ্টাব্দে (১১৩৫ বঙ্গাব্দে) ভুলুয়া রাজ্য ১৪টী জমিদারীতে বিভক্ত হইয়াছিল, তাহার তালিকা যথাস্থানে প্রদত্ত হইবে। এরূপ বিভক্ত হইবার কারণ আমরা এবম্প্রকার স্থির করিতে সক্ষম হইয়াছি।

১। মগ ও মুসলমানদিগের সহিত কলহ করিয়া ত্রিপুরেশ্বর দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন, সুতরাং ভুলুয়াপতি হইতে কর গ্রহণ করিতে তাঁহারা অপারগ হইলেন। তৎপরিবর্ত্তে ভুলুয়াপতিগণ সম্পূর্ণরূপে মোগলদিগের অধীনস্থ জমিদার হইলেন।

২। মগ ও পর্ত্তুগিজ বোম্বাটীয়াদিগের হস্ত হইতে সীমান্ত প্রদেশ রক্ষা করিবার জন্য মোগলগণ ভুলুয়ায় কয়েক জন মুসলমান জমিদার নিযুক্ত করিলেন। তদতিরিক্ত ভুলুয়ায় একটি সেনানিবাস (বা "থানা") স্থাপিত হইল। তাহার ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য রাজস্ব ও ভূমি দ্বারা জায়গীর নির্দ্ধারিত হইয়াছিল।

১১৩৫ সালের ওয়াশীল তুমর জমা হইতে ভুলুয়ার নিম্ন লিখিত তালিকা উদ্ধৃত হইল :—

| মহালের নাম। | জমিদারের নাম। | জমিদারির সংখ্যা। | মহালের সংখ্যা। | খালীসা জমা। | জায়গীর জমা। | মোট রাজস্ব। |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ভুলুয়া। | রাজা কীর্ত্তিনারায়ণ। | ৩ | ১ | ১৪২৭১ | ২৬৮৯১ | ৪১১৬২ |
| জুগীদিয়া। | রঘুরাম প্রভৃতি। | ৩ | ১ | —— | ১৬৯৮৪ | ১৬৯৮৪ |
| দাঁদরা ও এলাহাবাদ | মহাম্মদ আরিয়ত প্রভৃতি। | ২ | ২ | ২৩৪৮ | ৫১৩৮ | ৭৪৮৬ |
| বাবুপুর। | উদয়নারায়ণ চৌধুরী। | ১ | ১ | ৩৫০ | —— | ৩৫০ |
| গোপালপুর। | সফিলদ্দিন। | ২ | ২ | ৩১১৬ | —— | ৩১১৬ |
| ওমরাবাদ। | ... ... | ১ | ১ | ২৮৯ | —— | ২৮৯ |
| গোপালপুর মির্জানগর | ... ... | ১ | ১ | ১৪৩ | —— | ১৪৩ |
| সাইস্তানগর | ... ... | ১ | ১ | ৯৯৩ | —— | ৯৯৩ |
| কাঞ্চনপুর। | ... ... | ১ | ১ | ২০৯০ | —— | ২০৯০ |
| | | ১৫ | ১১ | ২৩৬০০ | —— | ৭২৬১৩ |

রাজা রুদ্ররায়ের পত্নী রাণী শশীমুখীর শাসন কালে নিজ ভুলুয়া রাজ্য তিন ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল। শুর বংশের দুইটি কনিষ্ঠ শাখা দুই অংশ ও রাজ বংশের কর্ম্মচারী খিল-পাড়া নিবাসী সিংহ বংশীয় নারায়ণ চৌধুরীগণ একাংশ গ্রহণ করেন। শুর বংশের সেই দুইটি শাখা দত্তপাড়া ও মাইজদীর চৌধুরী বলিয়া অদ্যাপি পরিচিত হইয়া থাকেন। দত্ত-পাড়ার চৌধুরীগণ অধুনা সামান্য তালুকদার মাত্র। কিন্তু তাহাদের গুহ বংশীয় দেওয়ানের বংশধরগণ অধুনা অতুল সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছেন। ইহা নিতান্ত সুখের বিষয় যে চন্দ্রদ্বীপের রাজলক্ষীর ন্যায় ভুলুয়া রাজলক্ষী মুদি বংশের আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া আংশিক ভাবে দেওয়ান বংশের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। গুহবংশীয়গণ অধুনা দত্তপাড়ার দেওয়ানজী বলিয়া আখ্যাত হইয়া থাকেন। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে, দেওয়ান মহাশয়গণ দরিদ্র প্রভু বংশের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকেন; ইহা আধুনিক বাঙ্গালি চরিত্রের বিপরীত এবং তাঁহাদের মহত্বের পরিচায়ক। মাইজদীর চৌধুরী ও খিলপাড়ার সিংহ নারায়ণ চৌধুরীগণের উত্তর পুরুষগণও হৃতসর্ব্বস্ব হইয়াছেন। বিক্রমপুর তারপাসা নিবাসী ভট্টাচার্য্য মহাশয়গণের পূর্ব্ব-পুরুষ রাণী শশীমুখীর অধীনে কার্য্য করিয়া প্রচুর সম্পত্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

ভুলুয়ার নিকট সমুদ্রগর্ভে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ অনেকগুলি "চর" বা দ্বীপ দৃষ্ট হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য যে গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনাদের স্রোত প্রবাহিত কর্দ্দমরাশি দ্বারা এই সকল দ্বীপ গঠিত হইয়াছে। ব্লেব ও বানডিন ব্রোকের মানচিত্রের সহিত মেজর রেনল কৃত এবং আধুনিক মানচিত্র যুগপৎ দৃষ্টি করিলে প্রতীত হইবে যে, এই সকল দ্বীপ অতি আশ্চর্য্যভাবে আয়তন বৃদ্ধি করিতেছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেকগুলি দ্বীপ স্রোত প্রবাহিতকর্দ্দমরাশী দ্বারা সংযুক্ত হইয়া এক একটি প্রকাণ্ড দ্বীপ গঠিত হইয়াছে। প্রবল স্রোত বেগে কোন দ্বীপের একদিক ভাঙ্গিয়া গেলেও অন্যদিকে তাহার আয়তন আশ্চর্য্য রূপে বর্দ্ধিত হইতে থাকে। বর্ত্তমান হাতীয়া দ্বীপ তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। ইহার একদিক ভাঙ্গিয়া গিয়া বিপরীত দিকে নল চিরার সহিত সংযুক্ত হইয়া সমুদ্রের দিকে আয়তন বৃদ্ধি করিতেছে। জেলা নওয়াখালীর অন্তর্গত দ্বীপ সমূহের মধ্যে সন্দ্বীপ, সিদ্ধি এবং হাতিয়াই প্রধান। তদ্ব্যতীত আরও ৪৮টি দ্বীপ আছে। তন্মধ্যে কতকগুলি ভুলুয়ার সমতল ক্ষেত্রের সহিত সংযুক্ত হইয়া গিয়াছে।

টুডরমল্লের ওয়াশীল তোমর জমাতে কেবলমাত্র সন্দ্বীপের নাম দৃষ্ট হইতেছে। কিন্তু ভুলুয়া ও তদন্তর্গত অন্যান্য মহালের ন্যায় ইহা সরকার সুবর্ণগ্রামের অন্তর্ভুক্ত হয় নাই। তাহাতে উক্ত দ্বীপ সরকার ফতেয়াবাদের অধীন

বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। এবং তাহার রাজস্ব ২৯০৮১।০ আনা লিখিত আছে। আধুনিক দুর্দ্দান্ত জমিদারগণের দুশ্চরিত্র নায়েবগণের ন্যায় রাজা তুড়রমল্ল কাগজপত্রে আকবরের রাজস্ব বৃদ্ধি করিতে যথা সাধ্য প্রয়াস পাইয়াছেন, কৃতপক্ষে আওরংজেবের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে মোগল সম্রাটগণ সনদ্বীপের রাজস্ব এক কপর্দ্দকও ভোগ করিতে পারেন নাই। এই দ্বীপের আধিপত্য লইয়া হিন্দু, মগ, পর্ত্তুগিজ ও মুসলমানগণ নররুধিরে বঙ্গোপসাগরের নীল জলরাশি অবিশ্রান্ত রঞ্জিত করিয়াছেন। আমরা এস্থলে তাহার বিস্তৃত ইতিহাস লিখিতে ইচ্ছা করি না। বাঙ্গালী জাতির জল-রণ-নৈপুন্য খ্যাতি প্রাচীন জগতে সর্ব্বত্র বিঘোষিত হইয়াছিল। ১৫২৪ শকাব্দে শ্রীপুরপতি কায়স্থ কুলতিলক বীরচূড়ামণি কেদার রায় দ্বারা নির্ব্বাণোন্মুখ দীপশিখার ন্যায় সেই প্রাচীন গৌরবজ্যোতি শেষবার বিকীর্ণ হইয়াছিল। মগদিগের ভুজ গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া—বঙ্গোপসাগরে বিজয়ীপতাকা উড্ডীন করিয়া—সেই প্রাতঃস্মরণীয় বঙ্গকুল-চূড় কেদার রায় ১৫২৪ শকাব্দে সনদ্বীপ অধিকার করেন। জগতের ইতিহাসে আমরা জীবন্মৃত, এজন্যই আমরা আমাদের শেষ নেলসনের নামটীও বিস্মৃতি সাগরে ডুবাইতে প্রস্তুত হইয়াছি।

১৫৮৮ শকাব্দে (১১জুমদা ১০৭৬হিঃ সালে) সনদ্বীপ স্থায়িরূপে মোগল সম্রাটদিগের করতলস্থ হইয়াছিল। ১১৩৫ সালের

রাজস্বের হিসাবে সনদ্বীপের রাজস্ব ৫৪৬৯৬ টাকা লিখিত।

১১৭০ সালের জমাবন্দীতে ভুলুয়া ও তদন্তর্গত মহাল সমুহের রাজস্ব নিম্নলিখিতরূপে লিখিত আছেঃ—

| | |
|---|---|
| ভুলুয়া ... ... ... | ১৩৫৯৮২ |
| জুগীদিয়া ... ... ... | ১৭৭৩৭ |
| দাঁদরা ও এলাহাবাদ | ৪৮৬৩৮ |
| বাবুপুর ... ... | ১২৯৮৪ |
| গোপালপুর ... ... | ১৫৮৮৯ |
| সনদ্বীপ ... ... ... | ১০৮৪৭০ |

অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মহালগুলির রাজস্ব এবম্প্রকার অতিরিক্ত রূপে বর্দ্ধিত হইয়াছিল।

১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণ দেশীয় বস্ত্রের বানিজ্য জন্য জুগীদিয়া কল্যামদী এবং লক্ষ্মীপুরে তিনটি কুঠি নির্ম্মাণ করেন। কোম্পানীর দেওয়ানী প্রাপ্তির পর ভুলুয়া, ঢাকা-জেলালপুরের অধীন ছিল। তদনন্তর ত্রিপুরা জেলা সৃষ্টি হইলে সমগ্র ভুলুয়া তাহার অধীন হইয়াছিল, কেবল মাত্র সনদ্বীপ প্রভৃতি চরগুলি চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্ভূক্ত হয়। ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে লবণ প্রস্তুত জন্য ভুলুয়ায় একজন এজেণ্ট নিযুক্ত হন। ভুলুয়ার প্রস্তুতি লবণ চট্টগ্রামে প্রেরিত হইত।

এই সময় ভুলুয়া বাসীগণ ডাকাইত দিগের অত্যাচারে হৃত সর্ব্বস্ব হইতেছিল। সেই উপদ্রব নিবারণের জন্য ১৮২২ খৃষ্টাব্দে চট্টগ্রামের অন্তর্গত সনদ্বীপ, হাতীয়া প্রভৃতি দ্বীপ এবং ত্রিপুরা জেলার অধীন থানে সুধারাম ও বেগমগঞ্জ, বামনী ফাঁরি দ্বারা নওয়াখালী নামক একটি ক্ষুদ্র জেলা সৃষ্ট হয়। এই জেলার ফৌজদারী সংক্রান্ত শাসন কার্য্য নির্ব্বাহ জন্য জনৈক ইংরেজ জয়েন্ট মাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হইয়াছিলেন। অল্প কাল অন্তে জেলা ত্রিপুরার অন্তর্গত রামগঞ্জ ও আমিরগাঁও এবং বাখরগঞ্জের অধীন (থানা চানদীয়া ও ধনিয়ামনিয়া ফাঁরি) দক্ষিনসাবাজপুর-দ্বারা এই ক্ষুদ্র জেলার অঙ্গ পুষ্টি করা হইয়াছিল। কিন্তু দ্বীপ সমূহ ব্যতীত সমগ্র নওয়াখালীর রাজস্ব ও দেওয়ানী বিভাগ তখনও ত্রিপুরা জেলার অধীনে ছিল। ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে লবণের এজেন্টকে কালেক্টরের ক্ষমতা প্রদত্ত হয়। সম্ভবত ১৮৩০ সালে নওয়াখালীর জন্য একজন স্বতন্ত্র কালেক্টর নিযুক্ত হন। তদনন্তর যৎকালে মাজেষ্ট্রেট ও কালেক্টরের ক্ষমতা একজন রাজপুরুষের হস্তে সমর্পিত হয়, তৎকালে নওয়াখালীজেলা অপেক্ষাকৃত উন্নতি প্রাপ্ত হয়, কিন্তু দেওয়ানী ও ছেসন সম্বন্ধে সেই সময়েও ইহা ত্রিপুরার অধীন ছিল। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে নওয়াখালীতে স্বতন্ত্র সিবিল ও ছেসন জজ নিযুক্ত হয়। তৎকালে ত্রিপুরার অন্তর্গত ছাগল-

নাইরা ও চট্টগ্রামের অন্তর্গত মীরেশ্বরী থানা এই জেলার সহিত সংযুক্ত হয়। কিন্তু ইহার পূর্ব্বে (১৮৭৫) খৃষ্টাব্দে চাঁদনীয়া ও ধনিয়া মনিয়া পুনর্ব্বার বাখরগঞ্জের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। কিছুকাল অন্তে মীরেশ্বরী থানা চট্টগ্রাম জেলা ভূক্ত হইল। সুতরাং এক্ষণ আমরা দেখিতেছি যে, একটী জেলাকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া দুইটী জেলা সৃষ্টি করা হইয়াছে। একটী ত্রিপুরা অন্যটী নওয়াখালী। কারণ নওয়াখালীর অঙ্গপুষ্টির জন্য বাখরগঞ্জ ও চট্টগ্রাম হইতে যে সকল স্থান গৃহীত হইয়াছিল, তৎসমস্তই পুনর্ব্বার সেই সেই জেলার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। কেবল মাত্র রাজ কর্ম্মচারিগণের বিষম যন্ত্রনাদায়ক উপসর্গস্বরূপ কয়টী দ্বীপ জেলা নওয়াখালীর অঙ্গে গ্রথিত রহিয়াছে।

অধুনা নওয়াখালী জেলার পরিমাণ ১৬৪৪ বর্গমাইল। এই জেলায় ১০০৯৬৯৩ জন লোকের বাস। এই জেলা দুইটী মহকুমায় বিভক্ত যথা সদর ও ফেণী। বলা বাহুল্য যে ফেণী নামক নদীর তীরে অবস্থিত বলিয়া শেষোক্ত মহকুমাটী ফেণী আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে।

জেলা নওয়াখালীর অন্তর্গত ভূমি, গবর্ণমেন্টের খাস মহাল ব্যতীত, নিম্ন লিখিত শ্রেষ্ঠ, মধ্যে ও অধীন স্বত্বে বিভক্ত।

(ক) শ্রেষ্ঠ স্বত্ব:— (খেরাজ বা সকর ভূমি)

১। জমিদারী। ১০শালা বা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দ্বারা দৃঢ় হইয়াছে

২। খারিজা তালুক। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্ব্বে জমিদার-গণ বিবিধ উপায়ে এই সকল তালুকের সূত্রপাত করেন। (১) সেলামী কিম্বা অন্যরূপ উপকার প্রত্যাশায় জমিদার গণ পাট্টাদ্বারা যে সকল তালুক সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহাকে পাট্টাই তালুক বলিত। (২) রাজস্বের জন্য একটী নির্দ্ধারিত জমা অবধারণ পূর্ব্বক জমিদারগণ তাঁহাদের বৃহৎ জমিদারীর ক্ষুদ্র অংশ বিক্রয় করিয়া প্রকৃত খারিজা তালুকের মূল ভিত্তি সংস্থাপন করেন। যদিচ রাজকর পরিশোধ জন্য জমিদারগণ তালুকদারবর্গের মারফতদার মাত্র ছিলেন। তত্রাচ তাঁহাদের প্রতি জমিদারগণ নানা প্রকার অত্যাচার করিতে বিরত ছিলেন না। পরম কারুণিক লর্ড কর্ণয়ালিসের মন্তব্য লিপি * প্রচারিত হইলে ইঁহারা সকলেই জমিদারের অধীনতা শৃঙ্খল ছেদন করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহাদের আবেদন অনুসারে এই শ্রেণীর তালুক সমস্তই খারিজ হইয়া গেল। তালুকদারগণ জমিদারদিগের ন্যায় তাঁহাদের তালুকের রাজস্ব রাজকীয় ধনাগারে অর্পণ করিতে অধিকার প্রাপ্ত হইলেন। তদবধি এই সকল তালুক খারিজ বা স্বাধীন তালুক আখ্যাদ্বারা আখ্যাত হইতেছে। নওয়াখালী জেলার মধ্যে এইরূপ অবিভক্ত তালুকের সংখ্যা ৭৪০ এবং বিভক্ত তালুকের সংখ্যা ৭১৪ হইবে।

* এই মন্তব্য লিপির বিবরণ পশ্চাৎ প্রদত্ত হইবে।

(খ) শ্রেষ্ঠস্বত্ব :—লাখেরাজ বা নিষ্কর।

এই সকল নিষ্কর চারি শ্রেণীতে বিভক্ত।

১। গবর্ণমেণ্টের প্রদত্ত লাখেরাজ। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দেওয়ানী প্রাপ্তির পর এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্ব্বে এই লাখেরাজ প্রদত্ত হইয়াছিল। ইহার সংখ্যা ১টী মাত্র।

২। বাদসাহি লাখেরাজ। (১) আয়মা, (২) মদদমাস। ইহার বিবরণ পশ্চাৎ প্রদত্ত হইবে।

৩। সিদ্ধনিকর। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্ব্বে জমিদারগণের প্রদত্ত নানা প্রকার নিষ্কর।

৪। খোসবাস। মগদিগের অত্যাচার নিবারণ জন্য ১৪০০ মোগল সৈন্য ভুলুয়াতে স্থাপিত হয়। ইহারা প্রথমত ভুলুয়ার ওয়াদাদার হইতে বেতন প্রাপ্ত হইত। পশ্চাৎ বাঙ্গালার নবাব তাহাদিগকে বেতনের পরিবর্ত্তে ৪০ দ্রোণ ভূমি জায়গীর স্বরূপ দান করেন। সৈন্যগণ খরিদ করিয়া ভূমির পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়াছিল। নবাবী সনন্দ দ্বারা সেই সকল ভূমি খোসবাস ভুক্ত হইয়াছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় এই সকল ভূমির কোনরূপ কর ধার্য্য হয় নাই। বোর্ডের অনুমতিমতে ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে কালেক্টর এই ভূমি বাজেয়াপ্ত করিতে প্রবৃত্ত হন। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে তাহার জরিপ জমাবন্দী হইয়াছিল। তন্মধ্যে ৩৬টি খোসবাস মহালের মালিক দশ বৎসরের রাজস্ব গবর্ণমেণ্টকে

সেলামী প্রদান পূর্ব্বক লাখেরাজ স্বত্ব স্থির রাখিয়াছিলেন।

মধ্যস্বত্ব :—

(ক) খেরাজ বা সকর।

১। অধীন তালুক —যাহার খাজানা জমিদারকে প্রদান করিতে হয়। এই তালুক দুই শ্রেণীতে বিভক্ত যথা—(ক)চির-স্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্ব্ববর্ত্তী। লিখিত চুক্তি পত্রদ্বারা এই সকল তালুকের মালিকগণ খারিজের অধিকার প্রাপ্ত হয় নাই। অথচ জমিদারগণও এই সকল তালুকদার হইতে নির্দ্ধারিত কর ব্যতীত অতিরিক্ত গ্রহণ করিতে পারেন না। (খ) পত্তনী তালুক, ১৮১৯ খৃষ্টাব্দের ৮ আইনের মর্ম্মানুসারে নির্দ্ধারিত করে এই সকল তালুক সৃষ্টি হইয়াছে।

২। পরিবর্ত্তনশীল জমার তালুক। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্ব্বে কিম্বা পরে প্রধানত পতিত ভূমি আবাদ দ্বারা এই সকল তালুক সৃষ্ট হইয়াছিল। জমিদারগণ এক পাট্টা প্রদান পূর্ব্বক আপন গৃহে সুখে নিদ্রা গিয়াছেন, আর তালুকদারগণ আপন আপন শরীরের রক্ত জল ও বহু অর্থ ব্যয় করিয়া এই সকল তালুকের আবাদ ও উন্নতি করিয়াছেন। প্রথম অবস্থায় তালুক-দারগণের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শিত হইয়াছিল। [illegible] নল দ্বারা অধীন স্বত্বাধিকারীদিগের ভূমির পরিমাপ করা হয়, এই সকল তালুকের ভূমি তদপেক্ষা বৃহৎ নলে পরিমাপ হইত এবং আবাদি ভূমির পঞ্চমাংশ তালুকদারগণ "জীবিকা" বা

'মথন' বলিয়া বাদ পাইতেন।"* কিন্তু আধুনিক জমিদারগণ তাঁহাদের হৃদয়ের মহত্ব ও কর্ত্তব্যপরায়ণতা কর্ম্মনাশার জলে বিসর্জ্জন পূর্ব্বক এই সকল তালুকদারের প্রতি নানা প্রকার অত্যাচার করিতে বিরত হইতেছেন না। এই শ্রেণীর তালুকের বিবরণ পশ্চাৎ বিস্তৃত ভাবে লিখিত হইবে।

৩। তপা। ইহা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্ব্ববর্ত্তী অধীন তালুকের ন্যায়। নওয়াখালী জেলার মধ্যে ৩০টির অধিক তপা হইবে না।

৪। নম্বরীয়ান। গবর্ণমেণ্টের খাস মহালের অন্তর্গত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্ব্বে নির্দ্ধারিত জমায় তালুকের সৃষ্টি হইয়াছিল। সেই সকল জমিদারী গবর্ণমেণ্টের খাস হইলে নম্বর অর্থাৎ সংখ্যা দ্বারা এই সকল মহালের তালিকা প্রস্তুত হয়, এজন্য ইহা নম্বরীয়ান আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। নওয়াখালী জেলার মধ্যে এই রূপ নম্বরী মহালের সংখ্যা ২৫টির অধিক হইবে না।

৫। দর-পত্তনি। পত্তনি তালুকের মালিকগণ নির্দ্ধারিত জমায় অন্যকে বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন।

৬। ওসত-তালুক। খারিজা বা স্বাধীন তালুকদার

* *Hunter's Statistical Account of Bengal, Vol. VI. page 308.*

এবং অধীন তালুকদারগণ দরপত্তনির ন্যায় বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন। পত্তনি তালুকের বিধি অনুসারে এই সকল তালুক রাজস্বের জন্য সরাসরিতে নিলাম হইতে পারে। এই তালুকের সংখ্যা ১০০০ সহস্র হইবে।

৭। সিকিমি-তালুক। এইগুলি প্রায় ওসত-তালুকের ন্যায় ইহার সংখ্যা প্রায় ৩০০০ সহস্র হইবে।

৮। দরসিকিমি। সিকিমি তালুকদার তাঁহাদের অধীনে এই সকল তালুক সৃষ্টি করিয়াছেন।

৯। জঙ্গলবুরি-তালুক। চর ভুমিতে আবাদের জন্য এই সকল তালুক সৃষ্টি হইয়াছে।

১০। হাওলা। পতিত ভূমি আবাদ করিবার জন্য ভূম্যধিকারিগণ দ্বারা ব্যক্তি বিশেষকে যে অধিকার প্রদত্ত হইত তাহাকে হাওলা বলিত। হাওলাদার স্বয়ং এবং প্রজার সাহায্যে ভূমি আবাদ করিয়া কমিসন স্বরূপ লভ্যের অধিকারী হইতেন। প্রথম অবস্থায় হাওলা, রায়তী স্বত্বের ন্যায় সৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু ক্রমে ইহা তালুকের শ্রেণীতে পরিগণিত হইতেছে। হাওলার অধীনে ক্রমে নিমহাওলা, ওসতহাওলা প্রভৃতি সৃষ্টি হইয়া ইহাকে মধ্য স্বত্বে সংস্থাপন করিয়াছে। হণ্টার সাহেব চট্টগ্রামের নওয়াবাদ তালুকের সহিত নওয়াখালীর হাওলা মহালের তুলনায় সমালোচনা করিয়াছেন।

১১। জিম্বা। ইহার সাধারণ অর্থ এইরূপ যে, নিব্যূঢ় স্বত্ব বিহীন ভূমি। কোন জমিদারী কিম্বা তালুক বাকী রাজস্বের জন্য নিলাম হইলে নূতন ক্রেতা তাঁহার অধীন ভূম্যধিকারীকে কোনরূপ তালুকদার বর্ণনা না করিয়া তাহা হইতে কর গ্রহণ পূর্ব্বক ভবিষ্যতে বিরোধের পন্থা পরিষ্কার রাখিবার জন্য "জিম্বা" উল্লেখে দাখিলা প্রদান করেন। ইহা একটি আশ্চর্য্য কৌশল বটে। এইরূপে নওয়াখালীতে জিম্বা ও জিম্বাদার শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে।

(খ) মধ্যস্বত্ব :—লাখেরাজ বা নিষ্কর।

১। দেবোত্তর।
২। ব্রহ্মোত্তর।
৩। মহত্তরান।
৪। খয়রাতী।
৫। চাকরান।

} এই সকল ভূমির বিবরণ পশ্চাৎ বিশেষ ভাবে লিখিত হইবে।

অধীনস্বত্ব :—

১। মসকসী রায়তী। ইহাকে কায়েমী রায়তী বলা যাইতে পারে। যথেচ্ছা ভোগ ও বিনিয়োগের অধিকার রায়তগণ মধ্যবর্ত্তী স্বত্বাধিকারী হইতে প্রাপ্ত হইয়াছে।

২। রায়তী খোদকাস্ত,—এই সকল রায়তী ভূমির খাজানা বৃদ্ধির অধিকার ভূম্যধিকারীর আছে। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ৮ আইন প্রচারের পূর্ব্ব হইতেই খোদকাস্ত রায়তগণ রায়তী স্বত্বের ভূমি খরিদ বিক্রী করিয়া আসিতেছে।

৩। ওসত-রায়তী—রায়তের অধীন খোদকাস্ত রায়তী।

৪। নিম-ওসত-রায়তী—ওসত-রায়তের অধীন তদ্রূপ স্বত্ব বিশিষ্ট রায়তী ভূমি।

৫। চান্দীয়া-রায়তী—হাট বাজারের ভিটী ভূমি।

৬। ওসত-চান্দীয়া-রায়তী—চান্দীয়া-রায়তীর অধীন তদ্রূপ স্বত্ব বিশিষ্ট রায়তী ভূমি।

৭। জোত—প্রকৃত কৃষক সম্প্রদায়ের কৃষির ভূমিকেই জোত বলে।

বাস্ত ভূমি ব্যতীত কর নির্ণয় জন্য নওয়াখালী জেলার ভূমিকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

১—ধানী। ২—বাগান। ধানী জমির নিরেখ কাণী প্রতি ৪।৵ টাকার ন্যূন নহে। বাগান কাণী প্রতি ৮।১০ টাকা জমা।

নওয়াখালী জেলার প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য ধান্য, সুপারি ও নারিকেল। *

* সম্প্রতি সুপারি বৃক্ষের যেরূপ মরক উপস্থিত হইয়াছে, ইহার কোনরূপ প্রতিকার না হইলে নওয়াখালী বাসীগণ নিতান্ত কষ্টে পতিত হইবে। নিতান্ত দরিদ্র ব্যক্তিরা বৎসর অন্যূন শতাবধি টাকার সুপারি বিক্রয় করিয়া থাকে। বার্ষিক ৪।৫ হাজার টাকার সুপারি বিক্রয় করিয়া থাকেন, এরূপ লোক নিতান্ত বিরল নহে।

১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে ছাগলনাইয়া থানার অন্তর্গত চাকলে রোসনাবাদের কিয়দংশ জেলা নওয়াখালীর অধীন হইয়াছে। এই জেলা নিম্নলিখিত পরগণা ও মহালে বিভক্ত।

| পরগণা বা মহালের নাম। | ভূমির পরিমাণ | | মহালের সংখ্যা | রাজস্ব। |
|---|---|---|---|---|
| | একর | বর্গমাইল | | |
| ১ এলাহাবাদ | ৫২৩০ | ৮·১৭ | ২ | ২০৮২ |
| ২ আমিরাবাদ | ১০৮৯৭ | ১৭·০৩ | ১০ | ৭৬১৯ |
| ৩ অশ্বদিয়া চাকলা | ৪৬৬৪ | ৭·২৮ | ১০৬ | ৩০০৬ |
| ৪ বাবুপুর | ২৩৮৯৩ | ৩৭·৩৩ | ৯ | ১৫০৩৭ |
| ৫ বাঞ্চানগরচাকলা | ২৩৩৭ | ৩·৬৫ | ৩ | ৪৪৫৮ |
| ৬ ভুলুয়া | ২৪৫৮৩৩ | ৩৮৪·১২ | ১৮১ | ১১৩৩০৯ |
| ৭ দান্দরা | ২১৮৩৬ | ৩৪·১২ | ৩১ | ১৫৬৮৮ |
| ৮ ঘোষবাগ চাকলা | ১৯৬১ | ৩·০৬ | ১৮ | ১৫১৮ |
| ৯ গোপালপুর মির্জ্জানগর | ২৭২৭৯ | ৪২·৬১ | ৪ | ২৩২৭৬ |
| ১০ জয়নগর তপা | ২৯৮০৫ | ৪৬·৫৭ | ২ | ১০১৫৩ |
| ১১ জুগীদিয়া | ৪৩১১৭ | ৬৭·৩৭ | ৫ | ২৯৪৬১ |
| ১২ কাদবা, বেদরাবাদ, আমিরাবাদ | ৬৫১৩০ | ১০১·৭৭ | ৫ | ৪৬১৭০ |
| ১৩ কাঞ্চনপুর | ৯৪৮৭ | ১৪·৮২ | ৯০ | ৬৩৫৭ |
| ১৪ লক্ষ্মীপুর মৌজা | ১৩৩৩৯ | ২০·৮৪ | ৪ | ১০৮৫৯ |
| ১৫ অমরাবাদ | ৭৯৬১৭ | ১২৪·৪০ | ৯৬৪ | ৭৯১২০ |
| ১৬ রামচন্দ্রপুর তপা | ৪৮০৬ | ৭·৫১ | ৪৪ | ৪৮০৩ |

| পরগণা বা মহালের নাম। | ভূমির পরিমাণ | | মহালের সংখ্যা | রাজস্ব। |
|---|---|---|---|---|
| | একর | বর্গমাইল | | |
| ১৭ সনদ্বীপ | ২৬৭৩০৪ | ৪১৭·৬৬ | ৭৩ | ১০৫৩১৫ |
| ১৮ সাইস্থানগর | ২০৮৬৯ | ৩২·৫০ | ৬ | ৬২৭৫ |
| ১৯ সমশেরাবাদ | ৫৩২ | ০·৮৩ | ৪ | ৫১৭ |
| ২০ দ্বীপ সমূহ (জজিরা) | ১০৭২৪২ | ১৬৭·৫৬ | ৫৮ | ৮৮৩৩২ |
| ২১ হাতিয়া চাকলা | ৪৭৩৬৬ | ৭৪·০১ | ১১ | ২৯৯৭৮ |
| ২২ পং জজিরা (জমিদারি) | ১০৭০৪ | ১৬·৭২ | ৬ | ১২২২৬ |
| ২৩ বামনি চাকলা | ৩৮৭৫৮ | ৬০·৫৫ | ১৩ | ২২৩২৮ |
| ২৪ টোরা | ৪৭১ | ০·৭৩ | ৯ | ৫৮৭ |
| ২৫ জোয়ারলক্ষ্মণপুর | ৪৪৬ | ০·৬৯ | ১ | ১১৭ |
| ২৬ ভাটিয়া জোয়ার | ১০৫২ | ১·৬৪ | ১ | ৩৮২ |
| ২৭ মহবতপুর | ১৯০ | ০·২৯ | ৩ | ৮১ |
| ২৮ হোমনাবাদ | ৪০৭ | ০·৬৩ | ৫ | ১৩৬ |
| ২৯ ফরকাবাদ তপা | ৪৯৭ | ০·৭৭ | ১ | ২০৩ |
| ৩০ সিংহের গাঁও | ১২৮ | ০·২ | ১১ | ১১০ |
| ৩১ চাকলে রোসনাবাদ (দক্ষীনাংশ) | ৭৯৫০১ | ১২৩·২৬ | — | — |
| ৩২ দক্ষিণশিক | ৭১ | ০·১১ | ১ | ৯২ |

## দ্বিতীয় অধ্যায়।

### জেলা ত্রিপুরা।

জেলা ত্রিপুরার সৃষ্টি কাল হইতে ইহার পরিমাণ ও সীমা অবিশ্রান্ত পরিবর্ত্তন হইতেছে। বিধাতা যেরূপ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড লইয়া ক্রীড়া করিতেছেন, আমাদের বিধাতৃ-পুরুষ ইংরেজ কর্তৃপক্ষও এ বিষয় লইয়া তদ্রূপ অবিশ্রান্ত ক্রীড়া করিতেছেন; সেই সকল প্রাচীন কাহিনী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

অধুনা ত্রিপুরা জেলা ২৩°০′ এবং ২৪°১৬′ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯০°৩৬′ এবং ৯১°৩৯′ পূর্ব্ব দ্রাঘিমা মধ্যে অবস্থিত। ইহার পরিমাণ ২৪৯১ বর্গ মাইল। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের গণনা অনুসারে ইহার অধিবাসী সংখ্যা ১৭৮২৯৩৫ নির্ণীত হইয়াছে।

এই জেলার পূর্ব্বদিকে ত্রিপুরা (পার্ব্বত্য) রাজ্য। উত্তরে জেলা শ্রীহট্ট ও ময়মনসিংহ। পশ্চিমে মেঘনাদ নদ এই জেলাকে ময়মনসিংহ, ঢাকা, ফরিদপুর, ও বাখরগঞ্জ হইতে বিচ্ছিন্ন করিতেছে। দক্ষিণে নওয়াখালী জেলা। কিন্তু নওয়াখালীকে ত্রিপুরা জেলার একাংশ মনে করিলে এই জেলার দক্ষিণ সীমা বঙ্গোপসাগর এবং এই জন্য কবি চূড়ামণি কালিদাস ত্রিপুরাকে "তালীবন শ্যামমুপকণ্ঠঃ মহোদধেঃ" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তাল, খর্জ্জুর, নারিকেল,

গুবাক জাতীয় পাদপ শ্রেণী অদ্যাপি সেই প্রাচীন কবির বর্ণনার সত্যতা ঘোষণা করিতেছে।

জেলা ত্রিপুরা একটি সমতল ক্ষেত্র। ত্রিপুরা পর্ব্বতের পদমূল হইতে মৃত্তিকা ক্রমে পশ্চিমদিকে ঢালু হইয়া গিয়াছে। এক মাত্র লালময়ী ময়নামতী ব্যতীত ইহাতে কোন পর্ব্বত বা উচ্চ ভূমি নাই। জেলার পূর্ব্ব প্রান্তে পর্ব্বতের প্রকৃতি বিশিষ্ট শ্বেত, রক্ত প্রভৃতি বিবিধ বর্ণ রঞ্জিত উচ্চ ভূমি এবং পশ্চিমে মেঘনাদনদের স্রোত প্রবাহিত কর্দ্দমরাশি দ্বারা গঠিত নবীন "চর"সকল, নবাগত ব্যক্তি দিগের নয়নে দুইটি প্রাকৃত দৃশ্যরূপে পরিলক্ষিত হয়। ত্রিপুরার সমতল ক্ষেত্রের দক্ষিণ হইতে উত্তর দিকের ভূমি, নিম্ন ও স্বতন্ত্র প্রকৃতি বিশিষ্ট। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি শ্রীহট্ট জেলার দক্ষিণ পশ্চিমাংশ, ময়মনসিংহের পূর্ব্বাংশ এবং ত্রিপুরা জেলার উত্তর পশ্চিমাংশ দর্শনে বোধ হয় এইস্থানে পূর্ব্বে একটি বৃহৎ হ্রদ ছিল।* নদী স্রোতে প্রবাহিত কর্দ্দমরাশি দ্বারা সেই হ্রদ ক্রমে শুষ্ক হইয়া অসংখ্য বিল সৃষ্টি করিয়াছে। বিলের কান্দী গুলিতে মনুষ্যের বাস হইয়াছে। বর্ষার জল প্লাবনে যখন সরাইল, নুরনগর প্রভৃতি পরগণা ভাসিয়া যায়, তৎকালে গ্রামগুলিকে তরুরাজি শোভিত এক একটি দ্বীপ বলিয়া বোধ হয়। বর্ষার সময় ( আষাঢ়ের শেষ ভাগ হইতে আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত )

* ২৮৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

সরাইল ও নুরনগর পরগণার অধিকাংশ ভূমি জলে নিমজ্জিত থাকে।

ত্রিপুরার পশ্চিম প্রান্ত দিয়া মেঘনাদ (মেঘনা) নদ প্রবাহিত হইতেছে। ইহার একটি প্রধান শাখা তিতাস নামে পরিচিত। তিতাস নদী গোয়ালনগরের নিকট মেঘনাদ হইতে বহির্গত হইয়া সরাইল পরগণা প্রদক্ষিণ করত লালপুরের নিকট মেঘনাদে পতিত হইতেছে। ত্রিপুরার পর্ব্বতজাত হাওড়া, লোহর প্রভৃতি অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী তিতাসকে করদান করিতেছে। তিতাসের দৈর্ঘ্য প্রায় ৯২ মাইল হইবে। ত্রিপুরা পর্ব্বত জাত গোমতী, ডাকাতীয়া প্রভৃতি নদীগুলি মেঘনাদে পতিত হইতেছে। তদ্ব্যতীত আরও অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী এই জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। এই সকল নদ নদীর মধ্যে ডাকাতীয়ার দৈর্ঘ্য সর্ব্বাধিক, তাহা ১৫০ মাইলের ন্যূন হইবে না। এই নদী সুয়াগাজির নিকট ত্রিপুরা জেলায় প্রবেশ করিয়াছে এবং চাঁদপুরের নিকট মেঘনাদের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে।

ত্রিপুরার প্রধান নগরী কুমিল্লার ৫ মাইল পশ্চিমে লালমাই-ময়নামতী পর্ব্বত অবস্থিত। উত্তর দক্ষিণে ইহার দৈর্ঘ্য ১০ মাইল। ইহার পরিধি ২১ মাইল। এই পর্ব্বত সমতল ক্ষেত্র হইতে গড়ে ৪০ ফিট উচ্চ। কিন্তু ইহার সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ প্রায় ১০০ ফিট উচ্চ হইবে। অধুনা এই পর্ব্বতটি জঙ্গলাবৃত,

কিন্তু প্রাচীনকালে এই পর্ব্বতে মনুষ্যের বাস ছিল। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে "কালীর বাজার রাস্তা" প্রস্তুত কালে পর্ব্বত শিখরে একটি সুন্দর দুর্গ আবিষ্কৃত হইয়াছে। সেই দুর্গের পার্শ্বে প্রস্তর নির্ম্মিত সুন্দর দেবমূর্ত্তিসকল প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। আমরা পূর্ব্বে রণবঙ্কমল্লের তাম্র শাসনের কথা উল্লেখ করিয়াছি, ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে তাহাও এই পর্ব্বত মধ্যে পাওয়া গিয়াছিল ত্রিপুরার তদানীন্তন জজ-মেজেষ্ট্রেট ইলিয়ট সাহেব তৎকালে সেই তাম্র শাসন কলিকাতার এসিয়াটিক সুসাইটীতে প্রেরণ করেন।

এই পর্ব্বতটি ত্রিপুরার মহারাজ তাঁহার স্বাধীন রাজ্যের একাংশ বলিয়া জ্ঞান করিতেন। কোন কোন ইংরেজ কর্ত্তৃপক্ষও এরূপ লিখিয়াছেন।* অল্পকাল হইল গবর্ণমেণ্টের সহিত এই পর্ব্বত লইয়া মহারাজের একটী বিরোধ উপস্থিত হয়। অবশেষে গবর্ণমেণ্ট ২১০০ হাজার টাকা সেলামী গ্রহণে লালময়ী পর্ব্বতটি লাখেরাজ স্বরূপ মহারাজকে দান করেন কিন্তু ময়নামতী শৃঙ্গটী ত্রিপুরা রাজ্যের একাংশ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

প্রবাদ অনুসারে গোপীচাঁদ নামে জনৈক নরপতি এই পর্ব্বতে বাস করিতেন। তাহার পত্নীর নাম ময়নামতী

* *Sutherland's "Tipperah."*

এবং কন্যার নাম লালমতী ছিল, তদনুসারে এই পর্ব্বত লালমতী ময়নামতী আখ্যা প্রাপ্ত হয়।*

প্রাচীন কালে ত্রিপুরা রাজ্য পশ্চিম দিকে ব্রহ্মপুত্র দ্বারা সীমাবদ্ধ ছিল। সুতরাং আধুনিক ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলার কিয়দংশ তৎকালে ত্রিপুরা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। মুসলমান ইতিহাস লেখকগণ বলেন লক্ষ্মণাবতী (গৌড়ের) বিদ্রোহী "মালীক" (গবর্ণর) সুলতান মগিসুদ্দিন তুগ্রল সর্ব্বপ্রথম ত্রিপুরা আক্রমণ করেন। পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, এই বর্ণনা সম্পূর্ণ সত্য নহে।† প্রকৃত পক্ষে বাঙ্গালার স্বাধীন পাঠান নরপতিগণের রাজপাট সুবর্ণগ্রামে স্থাপিত হওয়ার পর তাহারা ত্রিপুরা আক্রমণ ও লুণ্ঠন করিতে প্রবৃত্ত হন। আমাদিগের বিবেচনায় সুলতান মগিসুদ্দিন আবুল মোজাফর ইলিয়াসাহ সর্ব্বপ্রথম (১৩৪৭ খৃষ্টাব্দে) ত্রিপুরা আক্রমণ করেন। সে সময় হইতে সমতলক্ষেত্র মুসলমান রাজ্য ভুক্ত হওয়ার সূত্রপাত হয়। ক্রমে পাঠান সুলতানগণ ত্রিপুরার সমতল ক্ষেত্র অধিকারের জন্য যত্ন-করিতে লাগিলেন। ত্রিপুরেশ্বরগণ লক্ষ্মণসেনের ন্যায় কাপুরুষোচিত ব্যবহার করেন নাই। তাহারা যে কেবল ক্ষুদ্র

* রাজাগোপী চাঁদের গীত আমরা বাল্য কালে বৃদ্ধদিগের নিকট শ্রবণ করিয়াছি।

† ৩৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

অংশ পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করিয়াছেন এমত নহে, সুযোগ মতে তাঁহারাও পূর্ব্ববঙ্গ আক্রমণ করত পাঠানদিগের কৃত অত্যাচারের প্রতিশোধ লইয়াছেন।

রাজা তুড়রমল্লের কৃত ওয়াশীল তুমরজমাতে ত্রিপুরার সমতল ক্ষেত্রের অধিকাংশ ভুক্ত হইয়াছে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি ওয়াশীল তুমরজমায় সীমান্তস্থিত যেসমস্ত মহালের তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে সম্রাট আকবর তাহার করগ্রাহী ছিলেন না। কিন্তু বিখ্যাত পাঠান সম্রাট সেরসাহ যে এই সকল স্থান কিছুকালের জন্য করতলস্থ করিয়াছিলেন এরূপ অনুমান নিতান্ত অসঙ্গত নহে, কারণ সীমান্তস্থিত মহাল সমূহের জন্য তুড়রমল্ল সেরসাহের ওয়াশীল তুমরজমার নকল নবিস মাত্র। মুসলমানগণ তিন দিক হইতে ত্রিপুরার সমতল ক্ষেত্র আক্রমণ ও অধিকার করিয়াছেন। এজন্যই ওয়াশীল তুমর-জমায় সরকার সুবর্ণগ্রাম, সরকার শিলহট্ট (শ্রীহট্ট) ও সরকার চট্টগ্রামের অন্তর্গত মহাল সমূহের তালিকার মধ্যে ত্রিপুরার কোন কোন অংশ সংযোজিত দৃষ্ট হইতেছে। ইতি পূর্ব্বে সরকার শিলহট্ট ও সরকার চট্টগ্রাম ও ভুলুয়ার অন্তর্গত মহাল সমূহের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে, তদ্ব্যতীত অন্যান্য মহালের নামের তালিকা নিম্নে লিখিত হইল।

সরকার সুবর্ণগ্রাম :—

১। উত্তর সাহাপুর। রাজস্ব ৯৬১ টাকা ২ দাম।

২। বলদাখাল। রাজস্ব ১৭৩৫২।• টাকা। এই পরগণার আধুনিক সংশোধিত নাম "বরদাখ্যাত"। রাজা তুড়রমল্ল যৎকালে ওয়াশীল তুমরজমা প্রস্তুত করেন সেই সময় বলদাখাল খিজিরপুরের (সুবর্ণগ্রামের) সুবিখ্যাত ভৌমিক ইশা খাঁ মছনদে আলীর অধিকার ভুক্ত ছিল।*

---

* অযোধ্যা প্রদেশবাসী কালিদাস গজদানি নামক রাজপুত যুবা হুসনসাহের রাজত্বকালে তাহার এক যুবতী কন্যার পাণি গ্রহণ করেন। তৎকালে কালিদাস "সুলেমান খাঁ" আখ্যা প্রাপ্ত হন। সেই রাজকুমারীর গর্ভে কালিদাসের দুই পুত্র ও এক কন্যা জন্মে। পুত্র দ্বয়ের নাম ইশা, ইসমাইল এবং কন্যার নাম সাহেনসা বিবি। ছলিম খাঁ ও তাঁজখাঁর সহিত যুদ্ধে কালিদাস নিহত হন। তাঁহার শিশু পুত্রদ্বয় শত্রু হস্তে অবরুদ্ধ হইয়াছিলেন। অবশেষে শত্রুগণ দাস স্বরূপ তাঁহাদিগকে বিক্রয় করে। তাঁহাদের মাতুল কুতুবদ্দিন বিশেষ কষ্ট ও যত্ন করত তুরাণ হইতে কালিদাসের পুত্রদ্বয়কে উদ্ধার করেন। ইশা খাঁ স্বীয় মাতুল কন্যা ফতেমা খাতুনের পাণি গ্রহণ করেন।

গৌড়েশ্বর দাউদ আকবরের সৈন্য কর্ত্তৃক পরাজিত হইলে তাঁহার ছিন্ন ভিন্ন সৈন্যগণ তিন দলে বিভক্ত হইয়া করিমদাদ, ইব্রাহিম ও ইশা খাঁর আশ্রয় গ্রহণ করে। তাঁহারা বঙ্গীয় বিখ্যাত সামন্ত নরপতি (জমিদার) গণের সাহায্যে আকবর সাহের সেনাপতিগণকে দীর্ঘকাল বাঙ্গালায় বিজয়ী পতাকা সংরোপিত করিতে দেন নাই। ইশা খাঁ সুবর্ণগ্রামের নিকটবর্ত্তী খিজির পুরে বাস করিয়া মোগল সৈন্যের সহিত অবিশ্রান্ত

৩। বোয়ালীয়া। রাজস্ব ৫৯৩৩ টাকা।

৪। পুরচণ্ডী। রাজস্ব ৩০০২৷৹ টাকা। *

৫। পাইটকাড়া। রাজস্ব ১০২ টাকা। এই পাইটকাড়ার কথা আমরা গ্রন্থের প্রারম্ভে বিশেষরূপে উল্লেখ করিয়াছি।

---

আহবেলিপ্ত ছিলেন। ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত ইংরেজ বণিক ও ভ্রমণকারী রল্‌ফ ফিছ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া লিখিয়াছিলেন (the Chief king of all these countries is called Isacan, and he is the Chief of all the other kings, and is a great friend of the Christians.) "এই সকল দেশের প্রধান রাজার নাম ইশা খাঁ, তিনি অন্যান্য নরপতিগণ মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং খৃষ্টানদিগের পরম বন্ধু।" ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ বণিক যাহাঁকে স্বাধীন রাজা বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। ১৫৮২ খৃষ্টাব্দে তুড়রমল্ল কিরূপে সেই রাজার অধিকৃত প্রদেশ আকবরের রাজস্বের হিসাবে ভুক্ত করিলেন পাঠকগণ তাহার বিচার করিবেন।

* কায়স্থ কুল জাত দে বংশীয় পুরন্দর রায় ইহার আদি জমিদার। চণ্ডীপ্রসাদ রায় তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা। এই দুই ভ্রাতার নামে এই পরগণা পুরচণ্ডী আখ্যা প্রাপ্ত হয় শ্রীপুরপতি কেদার রায় পুরন্দরের কন্যা বিবাহ করিবার জন্য যত্নবান হন। এজন্য পুরন্দর ও চণ্ডীপ্রসাদ শ্রীপুর পরিত্যাগ পূর্ব্বক মেঘনাদের পূর্ব্ব তীরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই পরগণা উত্তরকালে দুই ভাগে বিভক্ত হয়। পুরন্দরের সন্তানগণ ৷৶ ও চণ্ডীপ্রসাদের সন্তানগণ ।৶ আনা প্রাপ্ত হন।

৬। বরদীয়া। রাজস্ব ৯০৭৸০ টাকা ২ দাম।

৭। টুরা। রাজস্ব ২৬২২৸০ টাকা।

৮। চাঁদপুর। রাজস্ব ৩০০০ টাকা। *

৯। দক্ষিণ সাহাপুর। রাজস্ব ৫৯৯৭৸০ টাকা।

১০। রায়পুর। রাজস্ব ১১৩।৶০ আনা।

১১। সিংহেরগাঁও। রাজস্ব ৮৫০৯৶ আনা। †

---

* তৎকালে চাঁদপুর একটি বৃহৎ বন্দর ছিল। দিক্-দেশীয় বণিকগণ এস্থানে বাণিজ্যার্থে সম্মীলিত হইতেন। সেই চাঁদপুর এক্ষণে মেঘনাদের গর্ভে শায়িত রহিয়াছে।

† সিংহ বংশীয়দিগের স্থাপিত একটি ক্ষুদ্র রাজ্য। প্রাচীন কালে সিংহেরগাঁও পরগণার পরিমাণ বর্ত্তমান সময় হইতে অধিক ছিল। আধুনিক মহবৎপুর প্রভৃতি পরগণার অধিকাংশ এই পরগণা হইতে পরিগৃহীত। রাজা মান সিংহ এই ক্ষুদ্র রাজ্যের স্থাপন কর্ত্তা। ইনি সম্রাট আকবরের বহু কাল পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন। (ইহাকে কেহ বাঙ্গালার শাসন-কর্ত্তা মান সিংহ বিবেচনা করিবেন না) সিংহেরগাঁও রাজ্যের স্থাপনকর্ত্তা মানসিংহের একমাত্র পুত্র, "রাজা শ্রীনাথ লস্কর"। শ্রীনাথের চারি পুত্র; জ্যেষ্ঠ কুমার মহেশচন্দ্র, পিতা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত ও নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন। কনিষ্ঠ রাজা রামচন্দ্র খাঁ, রাজা নিশ্চিন্তচন্দ্র মৌলিক এবং রাজা প্রসন্নচন্দ্র মৌলিক পৈত্রিক রাজ তুল্য তিন অংশে বিভাগ করিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহাদের উত্তর পুরুষগণ ক্রমে ক্রমে হৃত রাজ্য হইয়াছেন। কিন্তু সাধারণে অদ্যাপি তাঁহারা রাজা আখ্যা দ্বারা আখ্যাত হইয়া থাকেন।

১২। শকদি (শকড়ি)। রাজস্ব ৪৬১৯।৹ আনা।

১৩। শিরচাল। রাজস্ব ৩২৫ টাকা।

১৪। করদী। রাজস্ব ২২৩৯৸৹ টাকা। অধুনা এই পরগণা মহবৎপুরের কুক্ষি প্রবিষ্ট হইয়াছে। *

১৫। মেহেরকুল। রাজস্ব ২৫৯৮৬৸৹ আনা।

১৬। মেহার। রাজস্ব ১৫২০ টাকা। †

১৭। মহীচাল। রাজস্ব ৬২৫ টাকা।

---

* কর বংশীয় কায়স্থগণ ইহার আদি জমিদার ছিলেন। কর বংশ হইতে ব্রাহ্মণ চৌধুরীগণ এই পরগণা অধিকার করেন। ক্রমে ইহারাও হৃত সর্ব্বস্ব হইয়াছেন। অধুনা করদী মহবৎপুর পরগণার অন্তর্গত একটি তপা মাত্র।

† কায়স্থ জাতীয় দাস বংশীয়গণ মেহারের প্রাচীন জমিদার। ইহারা "রাজা" উপাধি ধারণ করিতেন। দাস রাজগণের গুরুবংশে প্রাতঃস্মরণীয় ৺সর্ব্ববিদ্যা ঠাকুর জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার সিদ্ধ পিঠ অদ্যাপি প্রদর্শিত হইয়া থাকে। যে স্থানে বসিয়া তিনি পূর্ণানন্দ নামক সেবকের সাহায্যে দশ মহাবিদ্যার দর্শন লাভ করেন, সেই স্থানে অদ্যাপি ভগবতীর পূজা হইয়া থাকে। পৌষ সংক্রান্তি দিবস ছাগ রুধিরে তথায় স্রোত প্রবাহিত হয়। নানা স্থান হইতে তীর্থযাত্রিগণ সর্ব্বদা এস্থানে আগমন করিয়া থাকেন সর্ব্ববিদ্যার সিদ্ধ পীঠ বলিয়া মেহার শাক্ত সম্প্রদায়ের তীর্থ মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। মুসলমানেরাও দেবীর পূজার জন্য নানাবিধ দ্রব্য ও ছাগাদি উপহার দিয়াথাকে।

১৮। নারায়ণপুর। রাজস্ব ২৩৫১৯ টাকা। *

১৯। হুমনাবাজু। (হুমনাবাদ) রাজস্ব ৭০৩২ টাকা। †

* কায়স্থ দে বংশীয় রামদেব ও কামদেব নামক দুই ভ্রাতা বোয়ালীয়া ও নারায়ণপুর পরগণার আদি জমিদার। তাহাদের উত্তর পুরুষগণ দীর্ঘকাল এই দুইটি পরগণা উপভোগ করিয়াছেন। বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগে জনৈক মুসলমান জমিদার এই পরগণার কিয়দংশ অধিকার করেন। তাঁহার উত্তর পুরুষ সেখ দাড়া নামক এক দুর্দ্দান্ত ব্যক্তি, প্রাচীন জমিদার বংশীয় রামেশ্বর চৌধুরীর কন্যার পাণিগ্রহণ করিবার জন্য লোলুপ হইলেন। রামেশ্বর জাতিপাত ভয়ে নারায়ণপুর পরিত্যাগ করত বোয়ালীয়া আসিয়া জ্ঞাতিবর্গের আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই সুযোগে দুর্দ্দান্ত দাড়া সমগ্র নারায়ণপুর পরগণা অধিকার করিলেন। দাড়ার অনেকগুলি পুত্র কন্যা ছিল। তাঁহাদের সন্তান সন্ততিগণ এই পরগণাটি বহু অংশে বিভক্ত করিয়া লয়। বিখ্যাত শক্তি উপাসক মৃর্জা হসন আলী মুসলমানদিগের উত্তরাধিকারীত্ব আইনের বিধান অনুসারে এই পরগণার কিয়দংশ প্রাপ্ত হন। তাঁহার স্থাপিত কালী দেবী মূর্ত্তি অদ্যাপি নারায়ণপুরে পূজিত হইয়া থাকেন। পরগণাটি বহু অংশে বিভক্ত হওয়ায় ক্রমে ক্রমে অনেক হিন্দু ও মুসলমান সেই সেই অংশ ক্রয় করিয়াছেন।

† প্রাচীন কালে কায়স্থ জাতীয় দে বংশীয়গণ এই পরগণার অধিপতি ছিলেন। তাঁহারা "রাজা" উপাধি ধারণ করিতেন। দে বংশীয় শেষ নরপতির এক মাত্র কন্যা ছিল। দাস বংশীয় এক ব্যক্তি তাঁহার পাণি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের একটি পুত্র জন্মে, তাঁহার নাম জানকী

এই সকল মহালের মধ্যে কতকগুলি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ত্রিপুরেশ্বরের করতলস্থ ছিল। অবশিষ্টগুলি সামন্ত নরপতি-ও জমিদারগণের অধিকারভুক্ত ছিল। জমিদারগণ নিয়মিত রূপে ত্রিপুরাপতিকে কর দান করিতেন এবং সামন্ত নরপতি-গণ ত্রিপুরেশ্বরের অধীনতা স্বীকার করিতেন। বলদাখালের অধিপতি ঈশা খাঁ কিয়ৎ পরিমাণে ত্রিপুরেশ্বরের অধীন ছিলেন। তুড়রমল্ল যৎকালে রাজস্বের হিসাব প্রস্তুত করেন, তৎকালে আবুল ফজল ত্রিপুরাকে স্বাধীন রাজ্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।* ইংরেজ বণিক ও ভ্রমণকারী রল্‌ফ ফিছের বর্ণনা দ্বারা আবুল ফজলের লিখিত বিবরণ সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে।†

মোগল সম্রাট জাহাঁগীরের আদেশ অনুসারে বাঙ্গালার নবাব ত্রিপুরা আক্রমণ করেন। এই সময় ত্রিপুরার সমতল

---

নাথ দাস। জানকীনাথের এক বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ছিল, তাঁহার নাম সীতানাথ দাস। উভয় ভ্রাতাকে তাঁহাদের পিতা পরগণাটি দুই অংশে ভাগ করিয়া দিয়াছিলেন। জানকীনাথ ।/ আনা ও সীতানাথ ।৶ আনা প্রাপ্ত হন। বহু কাল হইল জানকীনাথ ও সীতানাথের বংশধরগণ হৃত সর্ব্বস্ব হইয়াছেন। তদনন্তর এই পরগণা একটি মুসলমান পরিবারের হস্তগত হয়। তাঁহাদের ইতিহাস পরে বলিব।

* ৬০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

† ৪২ এবং ৬২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

ক্ষেত্র প্রকৃত পক্ষে মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল। যেসকল পরগণা সামন্ত নরপতি কিম্বা জমিদারগণের অধিকারে ছিল, তাহা চিরকালের তরে ত্রিপুরেশ্বরদিগের করচ্যুত হইল। যাহা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ত্রিপুরেশ্বরের করতলস্থ ছিল, তাহা মোগলগণ অধিকার করিয়া লইলেন। সেই অংশ "সরকার উদয়পুর" আখ্যা প্রাপ্ত হয়। এই সরকার ৪টি পরগণায় বিভক্ত হইয়াছিল। নুরনগর, মেহেরকুল ব্যতীত অন্য দুইটি পরগণার নাম আমরা নির্ণয় করিতে পারি নাই। তৎকালে এই সরকারের রাজস্ব ৯৯৮৬০ টাকা অবধারিত হয়।

ধর চৌধুরী বংশের বংশাবলীর মতে ১০০৯ ত্রিপুরাব্দে (১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে) ত্রিপুরার সমতল ক্ষেত্র মোগল সাম্রাজ্য-ভুক্ত হইয়াছিল। মতান্তরে ১০২৩ কিম্বা ১০৩০ ত্রিপুরাব্দে এই ঘটনা হইয়াছিল। ত্রিপুরা একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে অর্থাৎ ১০০৯ এবং ১০৩৫ ত্রিপুরাব্দের মধ্যকালে এই ঘটনা হইয়াছিল। এই সময় সরাইল পরগণাটি মহা-রাজের হস্তচ্যুত হয়। সরাইলের পূর্ব্ব ও দক্ষিণ এবং লৌহ-গড়ের উত্তর দিকস্থ ভূভাগ মোগলাধিকারের পূর্ব্বে হিউং, বিউং ও কৈলারগড় নামক তিন ভাগে বিভক্ত ছিল। সরকার উদয়পুরের প্রথম শাসন কর্ত্তা নুরুল্লা খাঁ (বা নুরুল্লাবেগ) সেই তিন ভাগ একত্র করিয়া স্বীয় নাম অনুসারে তাহাকে নুরনগর আখ্যা প্রদান করেন।* এইরূপে নুরনগর পরগণা সৃষ্টি

হইয়াছিল। ত্রিপুরার তদানীন্তন প্রধান নগরী নুরনগর আখ্যা প্রাপ্ত হয়। অধুনা সেই স্থান কসবা নামে পরিচিত। মোগল শাসন কর্ত্তা নুরুল্লা খাঁ স্বীয় সহচর কায়স্থ জাতীয় রামধর (প্রকাশ্য কায়েত রামধর) কে নুরনগরের চৌধুরীর পদে নিযুক্ত করেন। † চৌধুরী রামধর নুরনগরে তালুকদারি প্রথা প্রবর্ত্তিত করেন।

এই সময় মোগলগণ ত্রিপুরার সমতল ক্ষেত্রে কতকগুলি মুসলমান জমিদার নিযুক্ত করেন।

১০৩৫ ত্রিপুরাব্দে মহারাজ কল্যাণ মাণিক্য সিংহাসনে আরোহণ পূর্ব্বক মোগলদিগের হস্ত হইতে সরকার উদয়পুরের উদ্ধার সাধন করেন। কিন্তু অন্যান্য পরগণাগুলি উদ্ধার করিতে পারেন নাই।

মোগল সম্রাট সাহ জাহানের শাসনকালে, বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা সুলতান সুজা মহারাজ কল্যাণ মাণিক্য হইতে কর

---

* "ছিউং বিউং কৈলারগড়।
এই তিনে নুরনগর।" (প্রবাদ বাক্য)
১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে ২৮ জানুয়ারির এক খণ্ড নিষ্পত্তি পত্রেও নুরনগর নামাকরনের এইরূপ ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

† Chowdrie—The constable of a small District.

*Glossary to the Appendix to the History of Hindoostan. By Col. Dow.*

গ্রহণ করিয়াছেন। ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে সুজা যে জমা তুমারি প্রস্তুত করেন, তাহাতে সরকার উদয়পুরের অন্তর্গত ৪টি পরগণার রাজস্ব ৯৯৮৬০ টাকা লিখিত আছে।

কল্যাণ মাণিক্যের জ্যেষ্ঠপুত্র গোবিন্দ মাণিক্য মোগল দিগের করতলস্থ ছিলেন। কিন্তু তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছত্র মাণিক্য স্বাধীন ভাবে সিংহাসনে আরোহণ করত করদান করিতে বিরত হইলেন। মহারাজ গোবিন্দ মাণিক্যের পুত্র রাম মাণিক্য কিম্বা তৎপুত্র রত্ন মাণিক্য কখন স্বাধীন ও কখন অধীন ভাবে রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। "সরকার উদয়পুরের" রাজস্ব উল্লেখে তাঁহারা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক এক কপর্দ্দকও বাঙ্গালার নবাবকে প্রদান করেন নাই। মহারাজ রত্ন মাণিক্য বাঙ্গালার নবাব মুরশিদ্ কুলি খাঁকে প্রতিবৎসর নানা প্রকার উপঢৌকন প্রদান করিয়াছেন।

১৭২৪ খৃষ্টাব্দে ধর্ম্মমাণিক্য সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইহার অল্পকাল অন্তে মোগল সৈন্য ত্রিপুরার সমতল ক্ষেত্র লুণ্ঠন পূর্ব্বক তদানীন্তন রাজধানী উদয়পুরে উপনীত হইল। মহারাজ প্রথমত তাহাদের সহিত সন্ধি সংস্থাপনে যত্নবান হইয়াছিলেন। পশ্চাৎ তাহাদের অত্যাচারে জ্বালাতন হইয়া একটি আশ্চর্য্য কৌশল অবলম্বন করেন। একদা পান ভোজন জন্য মোগলদিগেকে রাজ ভবনে আহ্বান করা হয়। যথাকালে তাহারা মদিরা পানে উন্মত্ত হইলে দ্বার বন্ধ করিয়া

ত্রিপুর সৈন্যগণ তাহাদের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পাদন করিয়াছিল। যাঁহারা মদিরা পান করেন নাই কেবল তাঁহারাই প্রাচীর উলঙ্ঘন পূর্ব্বক প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন। যদিচ ধর্ম্মমাণিক্য এবম্প্রকার কৌশলে জয় লাভ করত স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন, কিন্তু এই সময় কয়েকটী পরগণা তাহার হস্ত চ্যুত হয়। সেই সকল স্থানে মোগল জমিদার নিযুক্ত করা হইয়াছিল।

উল্লেখিত ঘটনার অল্পকাল পরে বাঙ্গালার নবাব ধর্ম্মমাণিক্যের সহিত যে সন্ধি করেন, তাহাতে কেবলমাত্র পরগণা নুরনগরের জন্য বার্ষিক ২৫ হাজার টাকা কর ধার্য্য হয়। সম্রাট তাহাও সামরিক জায়গীর উল্লেখে বাদ দিয়াছিলেন। *

১৭৩২ খৃষ্টাব্দে ঢাকা নেয়াবতের দেওয়ান মীর হবিব ছত্রমাণিক্যের প্রপৌত্র জগৎ রাম ঠাকুরের সাহায্যে ধর্ম্মমাণিক্যকে জয় করিয়া ত্রিপুরার সমতল ক্ষেত্র অধিকার করেন। নবাব এই সংবাদ শ্রবণ পূর্ব্বক বিজিত প্রদেশকে "রোসনাবাদ" আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন এবং রোসনাবাদ বাঙ্গালার রাজস্বের হিসাবে একটি অতিরিক্ত চাকলা বলিয়া গৃহীত হয়। জগৎরাম "রাজা জগৎ মাণিক্য" আখ্যা ধারণ পূর্ব্বক রোসনাবাদের প্রথম জমিদার হইলেন। তৎকালে

* ১৬০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

চাকলে রোসনাবাদের রাজস্ব নিম্নলিখিতরূপ ধার্য্য হইয়াছিল।

| মহাল | | রাজস্ব |
|---|---|---|
| রোসনাবাদ ... ... ... | | ৯২৯৯৩ |
| বাদ ঃ— | | |
| সামরিক জায়গীর নুরনগরের রাজস্ব ... ... | ২৫০০০ | |
| পর্ব্বত হইতে হস্তী ধৃত করিবার খরচ ... ... | ২০০০০ | |
| | | ৪৫০০০ |
| | | ৪৭৯৯৩ |

মহারাজ ধর্ম্মমাণিক্য মুরশিদাবাদ গমন করত নবাব সমক্ষে অধীনতা স্বীকার পূর্ব্বক অল্প জমায় চাকলে রোসনাবাদ জমিদারি স্বরূপ পাওয়ার প্রার্থনা করেন। নবাব সুজাউদ্দিন তদনুসারে রোসনাবাদের বার্ষিক রাজস্ব পঞ্চ সহস্র মুদ্রা অবধারণ করত ধর্ম্মমাণিক্যকে প্রদান করিবার জন্য ঢাকার নবাবের প্রতি আদেশ করেন। প্রকৃত পক্ষে তৎকালে রোসনাবাদের রাজস্ব ৫০০০০ টাকা ধার্য্য হয়; তন্মধ্যে উল্লেখিত ৪৫০০০ টাকা বাদে অবশিষ্ট ৫০০০ টাকা প্রদান করা হইত।

রোসনাবাদ ব্যতীত ত্রিপুরার অন্তর্গত পরগণা সমূহ অন্যান্য জমিদারের অধিকার ভুক্ত ছিল, তাহার তালিকা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

জমা তুমারি তকছিছি (বা তসখিসি) মোতালকে চাক্লে জাহাঁগীর নগর। সন ১১৩৫ ফসলি (বঙ্গাব্দ)।

রাজস্ব বিভাগ।

১। উত্তর সাহাপুর। রাজস্ব ৮৬৮৩ টাকা। কায়স্থ কুলজ শ্যাম বংশীয় চৌধুরীগণ এই পরগণার প্রাচীন জমিদার।

২। ছুল্লাই। রাজস্ব ৪৭২৩ টাকা।

৩। দক্ষিণ সাহাপুর। রাজস্ব ৩৪১৭ টাকা।

৪। গঙ্গামণ্ডল। রাজস্ব ১৬৩৮৯ টাকা।

৫। লৌহগড়। রাজস্ব ৪৬৯০ টাকা।

এই দুইটি পরগণা বলদাখালের জমিদার আকা সাদেককে প্রদত্ত হইয়াছিল। ১১৭০ সালে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র মির্জা মাহাম্মদ জাফর এই দুইটি পরগণার অধিকারী ছিলেন। তিনি লৌহগড় পরগণাকে জাফরাবাদ আখ্যা প্রদান করেন। ১১৯৮ বঙ্গাব্দে এই দুইটি পরগণা শোভা বাজারের রাজা নবকৃষ্ণ বাহাদুর ক্রয় করেন।

৬। গুণানন্দী। রাজস্ব ১১৮১০ টাকা। ভরদ্বাজ গোত্রজ গুণার্ণব নামক জনৈক ব্রাহ্মণ এই পরগণার আদি জমিদার। মোগলদিগের অত্যাচারে গুণার্ণবের উত্তর পুরুষগণ

উহার জমিদারি স্বত্ব পরিত্যাগ করেন। তদনন্তর বিষ্ণু-বংশীয় কায়স্থ রামচন্দ্র চৌধুরী এই জমিদারী প্রাপ্ত হন। তাঁহার উত্তরপুরুষগণের জমিদারী ব্রিটীসাধিকার কালে নিলামে বিক্রয় হইয়াছে। হরিণা গ্রামে তাঁহাদের বাসভবনের চিহ্ন ও কীর্ত্তি কলাপের ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি দৃষ্ট হইয়া থাকে।

৭। গোপালনগর। ৯১৫ টাকা।

৮। হোমনাবাদ। রাজস্ব ২৬৮:১ টাকা। পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, প্রথমত দে তদনন্তর দাসবংশীয়গণ এই পরগণার জমিদার ছিলেন। তৎপর মোগল সম্রাট সাহা আলমের (বাহ[illegible] সাহার) শাসন কালে কোরেসী বংশীয় সাহা জাদা জাহ[illegible]রের (অন্য নাম আমির মির্জা আগোয়ান খাঁ) পুত্র আমি[illegible] মির্জা আক্র খাঁ এই পরগণার জমিদারী প্রাপ্ত হন। তাঁহার উত্তরপুরুষগণ মধ্যে এই পরগণা বহু অংশে বিভক্ত হইয়াছিল। ১১৭০ সালে এই পরগণার মালিকের স্থলে তাঁহার উত্তরপুরুষ "দৌলত, জালাল, বক্স" এই তিনটি নাম লিখিত আছে। তাঁহাদের পুরুষ সন্তান মধ্যে চৌধুরী ইউছফ আলী অদ্যাপি এই পরগণার কিয়দংশ ভোগ করিতেছেন। উক্ত চৌধুরী সাহেবের দানশীলা ভগিনী "নবাব সাহেবা" ফয়েজন্নেছা স্বীয় পিতা, মাতা এবং স্বামীর উত্তরাধিকারিণী বলিয়া এই পরগণার বিশিষ্ট অংশ

প্রাপ্ত হইয়াছেন। * সাহাপুরের বিখ্যাত সৈয়দ বংশীয় † চৌধুরী বসরত আলী দৌহিত্র সূত্রে এই পরগণার কিয়দংশ প্রাপ্ত হইয়াছেন। অন্যান্য অংশ ক্রমে বিক্রীত হইয়া অন্যান্যের হস্তগত হইয়াছে। ‡

* নবাব ফয়জন্নেছা সাহেবার স্বামী চৌধুরী মাহাম্মদগাজি একজন প্রকৃত মিতব্যয়ী জমিদার ছিলেন। তিনি দানের উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করিয়া গোপনে প্রচুর অর্থ দান করিয়া গিয়াছেন। একটি জমিদারির উপস্বত্ব সৎকার্য্যে দান করিবার জন্য তিনি নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। তিনি অপব্যয়ী ছিলেন না, এজন্যই তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পত্নী, কন্যা প্রভৃতি উত্তরাধিকারিণীগণ প্রচুর অর্থ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

† ৪৯ পৃষ্ঠার টীকা দ্রষ্টব্য।

‡ হোমনাবাদের নবীন জমিদারদিগের মধ্যে আমরা দুইটি বংশের কথা উল্লেখ করিতে পারি :—

১। চৌহান ক্ষত্রিয় বংশীয় চতুরসিংহ নামে এক ব্যক্তি আজমির হইতে ত্রিপুরায় আগমন করেন। প্রথমত সামান্য ব্যবসা দ্বারা চতুরসিংহ কিঞ্চিৎ অর্থ সঞ্চয় করিয়া টাকা লগ্নির কারবার আরম্ভ করেন। তাঁহার পুত্র তিলকচন্দ্র সিংহ পিতার ব্যবসায়ের উন্নতি করিয়াছিলেন। অবশেষে তিনি হোমনাবাদের কিয়দংশ ক্রয় করেন। তাঁহার পুত্র বাবু রামদুলাল রায় ও বাবু গোপালকৃষ্ণ রায় এক্ষণ জীবিত আছেন। ক্রমেই তাঁহাদের অবস্থার উন্নতি হইতেছে। হোমনাবাদ ব্যতীত মহব্বৎপুর, সিংহেরগাঁও ও চৌদ্দগাঁও প্রভৃতি পরগণায় তাঁহারা জমিদারী অংশ ক্রয় করিয়াছেন।

৮। করদী। রাজস্ব ৩০৫৮ টাকা।

১০। কাশিমপুর } রাজস্ব ২৯৪৮৲ টাকা।
১১। মাছুয়াখাল }

১২। একতাদপুর। রাজস্ব ২৭৩৭ টাকা।

কায়স্থ নাগ চৌধুরীগণ এই তিনটি পরগণার প্রাচীন জমিদার ছিলেন। ১১৭০ সালের তুমর জমাতে উক্ত বংশজাত [illegible] চৌধুরীর নাম লিখিত রহিয়াছে। তাঁহার উত্তর-পুরুষগণ অদ্যাপি ইহার কিয়দংশ ভোগ করিতেছেন। কাশিম-পুরের চৌধুরী বাটী দর্শন করিলে বোধ হয় ইহারা বিশেষ পরাক্রমশালী ছিলেন, ইঁহাদের বাস ভবন একটী সুদৃঢ় দুর্গের ন্যায় পরিলক্ষিত হয়। ইহার চতুর্দ্দিকস্থ ১৬টী পরিখার চিহ্ন অদ্যাপি দৃষ্ট হইয়া থাকে।

১৩। কাদবা } রাজস্ব ৯৯২৬ টাকা। সংস্কৃত
১৪। আমিরাবাদ } রাজমালা গ্রন্থে লিখিত
১৫। বেদরাবাদ } আছে যে, বাঙ্গালার শাসন-

কর্ত্তা—দিল্লীর সম্রাট পুত্র (আজিম ওশ্মান ?) ছত্র মাণিক্যের পুত্র উৎসব রায়কে (বৃত্তি স্বরূপ) এই জমিদারী দান করিয়া-ছিলেন। ১১৭০ সালের জমা তুমারিতে এই জমিদারীর মালিকি

২। [illegible] সাহাবংশীয় ভজকৃষ্ণ চৌধুরী বাণিজ্য ব্যবসায় দ্বারা অর্থ [illegible] করিয়া হোমনাবাদের কিয়দংশ ক্রয় করিয়া-ছিলেন। তাঁহার পুত্র বাবু কালীকৃষ্ণ চৌধুরী ও বাবু অমরকৃষ্ণ চৌধুরী এক্ষণ জীবিত আছেন।

স্থলে উৎসব রায়ের পুত্র রাজা বিজয়নারায়ণ রায়ের নাম লিখিত আছে। ক্রমে বিজয় নারায়ণের বংশধরগণ এই পরগণা ত্রয়ের অধিকার চ্যুত হইয়াছেন। কেবল অল্প কয়েকজনের কিঞ্চিৎ মালিকি উপস্বত্ব মাত্র রহিয়াছে। জমিদারিটি প্রথমত মহারাজ কাশিচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুরের মেনেজার কোরজান সাহেবের হস্তগত হয়। অধুনা ইহা কলিকাতা নিবাসী মহারাজ দুর্গাচরণ লাহা ক্রয় করিয়াছেন।

১৬। মহবৎপুর। রাজস্ব ৬৪৫৬ টাকা। সিংহের [illegible] ও পরগণার কিয়দংশ এবং বরদীয়া ও বোয়ালীয়া পরগণা [illegible] এই পরগণা নূতন গঠিত হয়। ঢাকা নিবাসী "সেখ [illegible]হেব" নামে পরিচিত জনৈক মুসলমান নবাব হইতে এই [illegible]গণা প্রাপ্ত হন। তাঁহার উত্তরপুরুষগণ তাঁহাদের প্র[illegible]ধান কর্মচারিগণকে বেতনের পরিবর্ত্তে এক একটী বৃহৎ তা[illegible] প্রদান করেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় এই সকল তালুক খারিজ হইয়া ছিল।* মূল জমিদারি ও সেই সকল তালুক ক্রমে নিলাম হইয়া যাইতেছে।

---

* আঁধারমাণিকের ব্রাহ্মণবংশীয় হরিনারায়ণ চৌধুরী, বরদীয়ার দাস মজুমদার, মহবৎপুরের রায় মজুমদার, বোয়ালীয়ার দে চৌধুরী, করদীর কর চৌ[illegible], আষ্টার বর্দ্ধন মজুমদার, খেরুদিয়ার দে চৌধুরী, কাঞ্চনপুরের গুপ্তগণ ও গোবিন্দদীয়ার বসুগণ প্রধান তালুকদার ছিলেন।

১৭। মহীচাল। রাজস্ব ৩৩২২ টাকা। এই পরগণার আদি জমিদারবংশের বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। আমাদের বিবেচনায় দত্ত চৌধুরীগণ ইহার প্রাচীন জমিদার ছিলেন। প্রায় দুই শতাব্দী অতীত হইল ব্রাহ্মণবংশীয় জয়দেব রায় চৌধুরী নবাব সরকার হইতে এই পরগণার জমিদারী প্রাপ্ত হন। ১১৩৫ সালের তুমার জমাতে জয়দেবের পুত্র নরসিংহ রায় চৌধুরীর নাম লিখিত আছে। নরসিংহ রায়ের অধস্তন ষষ্ঠ, সপ্তম, ও অষ্টম পুরুষ এক্ষণ জীবিত আছেন। এই পরগণার অতি সামান্য অংশ এক্ষণ ইঁহাদের হস্তে আছে। অধিকাংশ নীলাম ও বিক্রয় হইয়া অন্যের হস্তগত হইয়াছে।

১৮। মেহার। রাজস্ব ৭৮৯৪ টাকা। দাস রাজবংশের পর একটী মুসলমান বংশ এই পরগণাটি প্রাপ্ত হন। ১১৩৫ সালের তুমার জমাতে সেই মুসলমান বংশজাত "হিংরাজ দুনা" নামক ব্যক্তিগণের নাম লিখিত আছে। ক্রমে তাঁহারাও হৃতসর্ব্বস্ব হইয়াছেন। অধুনা এই পরগণা বহু অংশে বিভক্ত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির হস্তগত হইয়াছে। কলিকাতার ঠাকুর বংশের কোন ব্যক্তি ইহার একটী বৃহৎ অংশ খরিদ করিয়াছেন।

১৯। নারায়ণপুর। রাজস্ব ৩২৮৪ টাকা।

২০। নয়ারাদ। রাজস্ব ৩০৪১ টাকা। কায়স্থ শ্যাম

চৌধুরীগণ ইহার আদি জমিদার। চাঁদ ও গজেন্দ্র নামে দুই ভ্রাতা ছিল। চাঁদেরচর গ্রামে ইঁহারা বাস করিতেন। চাঁদের বংশধরগণ উত্তর-সাহাপুর প্রাপ্ত হন। গজেন্দ্রের বংশধরগণ নয়াবাদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। চাঁদের বংশধরগণ অদ্যাপি উত্তর সাহাপুরের কিয়দংশ ভোগ করিতেছেন, কিন্তু গজেন্দ্রের বংশধরগণ নয়াবাদটী হারাইয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে কাশিমপুর মাছুয়াখাল প্রভৃতি মহালের প্রাচীন জমিদার নাগ বংশের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। সেই বংশের একটি কনিষ্ঠ শাখা বারদী গ্রামে বাস করিতেছেন, তদ্বংশজাত এক ব্যক্তি এই পরগণাটি ক্রয় করেন। এক্ষণ তাঁহার উত্তর পুরুষগণ এই পরগণা ভোগ করিতেছেন।*

২১। পাইটকাড়া। রাজস্ব ২২০৭৭ টাকা। সিরহবিবের ত্রিপুরা বিজয় কালে মোগলগণ এই পরগণাটি অধিকার করত বলদাখালের জমিদার আকা সাদেককে প্রদান করেন। ১১৭০ সালের বন্দোবস্তী কাগজে উক্ত পরগণার মালিকিস্থলে জমিদার (আকা সাদেকের পুত্র) মির্জা আবদুল হসন (প্রকাশ্য আকা নবি) নাম লিখিত আছে। সেই জমিদার

* মতান্তরে বারদীর নাগবংশীয়গণই এই পরগণার প্রাচীন জমিদার। তাঁহাদের আদিপুরুষ নয়ানন্দ নাগ নবাব হইতে এই পরগণাটি প্রাপ্ত হন এবং তাঁহার নাম অনুসারে ইহার নাম "নয়াবাদ" হইয়াছে।

বংশ স্বতসর্ব্বস্ব হইয়াছেন। কলিকাতা নিবাসী বিখ্যাত "প্রিন্‌স" দ্বারকানাথ ঠাকুর এই পরগণাটি ক্রয় করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর ভূকৈলাসের ঘোষাল রাজগণ এই পরগণা ক্রয় করিয়াছেন।

২২। রায়পুর। রাজস্ব ৮৬৪ টাকা।

২৩। সিংহেরগাঁও। রাজস্ব ১৪৩৯৭ টাকা। সিংহ বংশের একটি শাখা রূপ্‌সা গ্রামে বাস করিতেন। ইঁহারা ৶১১ গণ্ডা হিস্যার মালিক ছিলেন। কোন কারণে তাঁহারা মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। রূপ্‌সার বর্ত্তমান মুসলমান জমিদারগণ সেই বংশের দৌহিত্র। ক্রমে ইঁহারা সিংহেরগাঁও পরগণার আরও কতকগুলি অংশ খরিদ করিয়াছিলেন। সিংহেরগাঁও পরগণার মধ্যে ইঁহারাই এক্ষণ প্রধান জমিদার। কবৈতলীর বক্সু জমিদারগণ সিংহ বংশের একটি দৌহিত্র শাখা হইতে উদ্ভূত। মুল জমিদার সিংহ বংশের অবস্থা এক্ষণ শোচনীয়।

২৪। শ্যামপুর। রাজস্ব ২২৪৯ টাকা।

২৫। শ্রীচাল ( সিরচাইল ) রাজস্ব ১৩২১ টাকা।

২৬। সিঙ্গাইর। রাজস্ব ৩৫১৬ টাকা।

২৭। শকদী। রাজস্ব ২৯৪২ টাকা।

২৮। টোরা। রাজস্ব ১৪৩৮১ টাকা। *

---

* এব্রাহিমপুর নামক আরও একটি পরগণা ইহার অন্তর্ভুক্ত দৃষ্ট হয়।

২৯। চৌদ্দগাঁও। রাজস্ব ১৬০২ টাকা। রোসনাবাদ মধ্যে চৌদ্দগাঁও নামে অন্য একটি পরগণা আছে। এই জন্য ইহাকে "কলম চৌদ্দগাঁও" বলে। ১১৭০ সালে "মধু" নামক এক ব্যক্তি এই পরগণার জমিদার ছিলেন। ক্রমে ইহা বহু অংশে বিভক্ত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির হস্তগত হইয়াছে।

সামরিক ( নেজামত ) বিভাগ।*

১। বলদাখাল। খালিসা জমা ৮৮৯৩ টাকা। জায়গীর ৭৪৯৫০ টাকা। মোট ৮৩৮৪৩ টাকা।

পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, মোগল সম্রাট আকবরের শাসন কালে এই পরগণা ইশা খাঁ মছনদে আলীর অধিকার ভুক্ত ছিল। আলমগীর (আওরংজেব) পাদসাহের ৪৪ জুলুসের (১৭০০ খৃষ্টাব্দের), বাঙ্গালার নবাব নাজেম সাহাজাদা মাহাম্মদ আজিনের (প্রকাশ্য আজিম ওশ্মানের) এক খণ্ড "পরওয়ানা" পাঠে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, তৎকালে বলদাখাল ( ইশা খাঁ মছনদে আলীর উত্তর পুরুষ ) দেওয়ান হয়বৎ মাহাম্মদ খাঁর

* বলদাখাল ও সরাইল নামক বৃহৎ পরগণা দুইটি মোগলদিগের নাওরা মহাল। এই দুই পরগণার জমিদার যে কেবল নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ কোস নৌকা যোগাইতে বাধ্য ছিলেন এমত নহে। এই দুইটি পরগণার সমস্ত রাজস্ব সমর-তরী বিভাগে ব্যয় হইত। এজন্য এই দুইটি পরগণা নেজামত সেরেস্তার অধীন হইয়াছিল।

অধিকার ভুক্ত ছিল। * ইহার অল্পকাল পরে আকা সাদেক এই পরগণাটি প্রাপ্ত হন। বোধ হয় তিনি দেওয়ানবংশীয় কন্যা বিবাহ করিয়া এই পরগণাটি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মির হবিবের ত্রিপুরা আক্রমণ কালে আকা সাদেক ইহার অধিকারী ছিলেন। আকা সাদেকের তিন পুত্র, জ্যেষ্ঠ মির্জা মাহাম্মদ এব্রাহিম, দ্বিতীয় মির্জা আবদুল হসন (আকা নবি), কনিষ্ঠ মির্জা মাহাম্মদ জাফর। জ্যেষ্ঠ মির্জা মাহাম্মদ এব্রাহিম পরগণে বলদাখাল ও তদন্তর্গত তপে কুড়িখাই প্রভৃতি প্রাপ্ত হন। দ্বিতীয় আবদুল হসন পাইটকাড়া ও অন্যান্য কয়েকটি মহাল প্রাপ্ত হন। সর্ব্ব কনিষ্ঠ মাহাম্মদ জাফর গঙ্গামণ্ডল ও লৌহগড় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

মির্জা মাহাম্মদ এব্রাহিমের কোন পুত্র সন্তান জন্মে নাই। কেবল তিনটি কন্যা মাত্র ছিল। তাঁহারা তুল্যাংশে পৈত্রিক সম্পত্তি ভাগ করিয়া লইয়াছিলেন, যথা :—

মির্জা মাহাম্মদ এব্রাহিম (প্রকাশ্য মির্জা ভেলা)

| | | |
|---|---|---|
| আজিওন্নেছা খানম<br>পতি মির আসরফ<br>আলী হিং।/৬॥/ | রোসন্‌আরা খানম<br>পতি মির্জা মাহাম্মদ<br>বাথর হিং।/৬॥/ | ——— †<br>পতি মির্জা হসন<br>আলী হিং।/৬॥/ |

* *J. A. S. B. Vol. XLIII. part I. page 214.*

† মাহাম্মদ এব্রাহিমের তৃতীয় কন্যার নাম দুষ্প্রাপ্য।

কনিষ্ঠা কন্যার পতি মির্জা হুসন আলি কালী-উপাসক ছিলেন। তাঁহার হৃদয়ে সংসার বৈরাগ্য উপস্থিত হইলে তিনি তাঁহার প্রাপ্য অংশের অর্দ্ধাংশ (৴১৩৷/ ক্রান্ত) মির আসরফ আলীকে দান করেন। তদনুসারে মির আসরফ আলী ও তাঁহার পত্নী বলদাখালের অর্দ্ধাংশের মালিক হন। তাঁহাদের এই অংশ বাকীরাজস্বের জন্য ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে নীলাম হইলে, গবর্ণমেণ্ট তাহা ১৯৫০০০ টাকা মূল্যে ক্রয় করেন। তদনন্তর মির্জা হুসন আলীর ৴১৩৷/ ক্রান্ত অংশ বাকী রাজস্বের জন্য ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে নিলাম হইলে গবর্ণমেণ্ট ৬৫০৬৬ টাকা মূল্যে ক্রয় করেন।

অবশিষ্ট ।/৬৷৷// ক্রান্ত অংশের অধিকারী মাহাম্মদ ইব্রাহিমের দ্বিতীয় কন্যার বংশাবলী (বেগার) পাটনার নবাববংশের সহিত এক সূত্রে গ্রথিত; যথাঃ—

রোসেন-আরাখানম।
পতি মির্জা মাহাম্মদ বাথর।
|
মির্জা মাহাম্মদ কাজেম।
পত্নী সাহাজাদা বেগম (পাটনার নবাব কন্যা)
(১ পুত্র ৪কন্যা।)
|
মির্জা মাহাম্মদ খাঁ
পত্নী বর্ণিওখানম (ইংরেজ কন্যা)
২ পুত্র ২ কন্যা। *
|

মির্জা মাহাম্মদ জাফর খাঁ

শ্রীমির্জামাহাম্মদ বাছেত খাঁ　　৺মির্জা আলী খাঁ　　শ্রীমির্জাছাদতালী খাঁ

---

মির্জা মাহাম্মদ কাজেমের কন্যাগণ :—

জ্যেষ্ঠ কন্যা—

ফতে বেগম
পতি নবাব হয়বৎজং (পাটনা)

নবাব আহম্মদ কুলি খাঁ　　নবাব আলী হুসন খাঁ　　নবাব আমির হুসন খাঁ

---

দ্বিতীয় কন্যা—

জিন্নতন্নেছা বেগম
পতি আকা মাহাম্মদ মেহেদী

দুইটি কন্যা।

---

তৃতীয় কন্যা—

খতিজা সুলতান বেগম
একটি কন্যা :—
মাহাম্মদী বেগম
পতি ইউছফ আলী চৌধুরী
হোমনাবাদের জমিদার।

---

চতুর্থ কন্যা—

নুরজাহা বেগম
পতি নবাব ছোরাপ জং (পাটনা)
(২ দুই পুত্র।)

নবাব ফরজন্দ আলী খাঁ নবাব মাহাম্মদ আলী খাঁ

রৌসন-আরা খানম স্বাধীন প্রকৃতি সম্পন্না রমণী ছিলেন। তাঁহার স্বামী মির্জা মাহাম্মদ বাখর, তাঁহার আচরণে নিতান্ত বিরক্ত হইয়া একদিবস তাঁহাকে "বাইজী" বলিয়া উপহাস করেন। খানম স্বামীর উপহাস বাক্য শ্রবণে ক্রোধে অন্ধ হইয়া বলিলেন, "আমার পিতার ভবনে * বসিয়া আমাকে অপমানিত করিতেছ! এখনই আমার বাস ভবন হইতে বাহির হইয়া যাও।" মাহাম্মদ বাখর সেই বাক্য শ্রবণে তৎক্ষণাৎ স্বীয় শিশু পুত্রটিকে লইয়া পাটনায় গমন করিলেন। তদনন্তর তিনি গবর্ণমেণ্টের অধীনে সৈন্য বিভাগে কার্য্য করিয়া জীবন যাপন করিয়াছিলেন। পুত্র মাহাম্মদ কাজেম আপনাকে মাতৃহীন বলিয়া জানিতেন। তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া যৎকালে বিষয় কর্ম্মের অনুসন্ধান করিতেছিলেন সেই সময় জনৈক প্রাচীন ভৃত্যের নিকট শ্রুত হইলেন

* খুল্লা গ্রামে ইঁহাদের বাস ভবন ছিল। ১০২ পৃষ্ঠার টীকা দ্রষ্টব্য।

যে, তাঁহার মাতা জীবিত আছেন এবং তিনি অতুল সম্পত্তির অধিকারিণী, মাহাম্মদ কাজেমই তাঁহার একমাত্র পুত্র ও সম্পত্তির উত্তরাধিকারী। এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া তিনি মাতার নিকট গমন করিবার জন্য ব্যাকুল হইলেন। একদা পিতার সমক্ষে স্বীয় অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। তৎশ্রবণে পিতা বলিলেন, "বৎস তুমি কখনও সেই পাপীয়সীর নিকট গমন করিওনা।" পুত্র পিতার বাক্য অগ্রাহ্য করত পলায়ন পূর্ব্বক মাতার নিকট উপস্থিত হইলেন। মাতা পুত্রকে স্নেহের সহিত ক্রোড়ে গ্রহণ করিলেন, কিন্তু যে সম্পত্তির লোভে পুত্র পিতার বাক্য অবহেলন পূর্ব্বক মাতার নিকট আসিয়াছিলেন, মাতা পূর্ণাবস্থায় পুত্রকে সেই সম্পত্তি প্রদান করিতে পারিলেন না। যে সম্পত্তি প্রাপ্ত হইলে অদ্য তাঁহার পৌত্র এবং দৌহিত্র (পাটনার নবাব) গণ বার্ষিক ৪।৫ লক্ষ টাকা উপস্বত্বলাভ করিতেন, মাতা তাঁহার অধিকাংশ বিনষ্ট করিয়া ফেলিয়াছেন; তিনি তাঁহার দুশ্চরিত্র কর্ম্মচারি গণের সাহায্যে পরগণার ।০ অংশ বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছেন।* অবশিষ্ট

* রৌসন-আরা খানম প্রথমত ⁄০ আনা অংশ শ্যামগ্রাম নিবাসী ব্রাহ্মণবংশীয় মহেশনারায়ণ রায়ের নিকট বিক্রয় করেন। তদনন্তর খানম সাহেবের পোদ্দার ভৃত্য সীতারাম সাহা ৷২৷৷ গণ্ডা অংশ ক্রয় করেন। নবীনগরের চৌধুরীগণ

/৬৷/৪ দন্তী অংশ মাত্র রৌসন-আরা খানম পুত্রকে প্রদান করিলেন। তাহাও ক্রমে ক্রমে সেই পুত্রের উত্তরাধিকারিগণের হস্তচ্যুত হইতেছে। চঞ্চলার ক্রিয়া এরূপই বটে।

গবর্ণমেণ্ট বলদাখালের ৷৴১৩৷/ ক্রান্ত অংশ খরিদ করেন, ইহা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। তাহার অধিকাংশ খণ্ড খণ্ড করিয়া ১৮৬২-৬৩ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্ট বিক্রয় করিয়াছেন। অধুনা নবাব খাজে আবদুলগণি বাহাদুর এই বৃহৎ পরগণার প্রায় তৃতীয়াংশের অধিকারী হইয়াছেন।

২। সরাইল-সতরখণ্ডল। খালীসা ও জায়গীর জমা ১১১০৮৪ টাকা।

পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, সম্রাট আকবরের পূর্ব্বে সরাইল

---

সেই সীতারাম পোদ্দারের সন্তান সন্ততি। তদনন্তর ঢাকা নিবাসী আমিরদ্দি দারোগা ৴৷গণ্ডা অংশ ক্রয় করেন। দারোগা সাহেবের পুত্র গোলামৌলা সাহেব অধুনা বলদাখালের জনৈক খ্যাতনামা জমিদার। তৎপর বলদাখালের বাটোয়ারার মোকদ্দমার খরচের জন্য ৴৫ তিন কড়া অংশ নিলাম হইলে ঢাকা নিবাসী খাজে আলী মিঞা ( নবাব সাহেবের পিতা ) তাহা ক্রয় করেন। তদনন্তর মহারাজা কাশীচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুরের মেনেজার কোরজন সাহেব /০ এক আনা ক্রয় করেন। অবশিষ্ট অংশ পশ্চাৎ ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি ক্রয় করিয়াছিলেন। সীতারাম পোদ্দার ও আমিরদ্দি দারোগারঅংশ ব্যতীত অন্যান্যের প্রায় সমস্তই নিলাম ও বিক্রয় হইয়া ঢাকার নবীন নবাব পরিবারের হস্তগত হইয়াছে।

পরগণার কিয়দংশমাত্র শ্রীহট্ট সরকারের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল।* ১০০৯ হইতে ১০৩৫ ত্রিপুরাব্দের মধ্যবর্ত্তীকালে সমগ্র সরাইল পরগণা মোগল সম্রাটের কুক্ষি প্রবিষ্ট হয়। তৎকালে ইশা খাঁ মছনদে আলীর জনৈক বংশধর—দেওয়ান মজলিস গাজি এই পরগণা জমিদারি স্বরূপ প্রাপ্ত হন। তাঁহার বংশাবলী ৪৫০ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা গেল।

প্রথম অবস্থায় সরাইল পরগণা শ্রীহট্ট চাকলার অধীন ছিল। দেওয়ান সাহেবগণ তাঁহাদের দেয় রাজস্ব শ্রীহট্টের আমিল নিকট প্রেরণ করিতেন। সম্রাট আওরংজেবের শাসন-কালে বাঙ্গালার নবাব সায়েস্থা খাঁ পর্ত্তুগীজ ও মগ বোম্বাটীয়াদিগের অত্যাচার নিবারণ জন্য খিজিরপুরে † "নাউরা" (সমরতরী) বিভাগ সংস্থাপন করেন। এই বিভাগের ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য ক্ষুদ্র ও বৃহৎ ১১২টী মহালের রাজস্ব ৮৪৩৪৫২ টাকা "উমলে নাউরা" নামে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। এই সময় সরাইল-সতরখণ্ডল, চাকলে শ্রীহট্ট হইতে খারিজ হইয়া ঢাকা নেয়াবতের নেজামত সেরেস্তা ভুক্ত হয়। সরাইলের জমিদার খালিসা অংশের রাজস্ব নেজামত সেরে-স্তায় দাখিল করিতেন। কিন্তু জায়গীর অংশের রাজস্বদারা

(৪৫১ পৃষ্ঠা পঠিতব্য।)

* ২৯৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

† আধুনিক নারায়ণগঞ্জের উত্তরাংশ খিজিরপুর নামে পরিচিত ছিল।

দেওয়ান মজলিসগাজি।

দেওয়ান মজলিস সাহাবাজ।

দেওয়ান নুর মাহাম্মদ।

দেওয়ান নাছির মাহাম্মদ।

দেওয়ান সাহা মাহাম্মদ।

দেওয়ান লতিফ মাহাম্মদ।

দেওয়ান নজর মাহাম্মদ।

দেওয়ান নজমদ্দিন আলী হিং ॥/ আনা (২৩কোসা)

- পুত্র দেওয়ান জাফরআলী হিং ।/১২গণ্ডা (১৪॥ কোসা)
  - দেওয়ান নবাবআলী
    - দেওয়ান নাগর আলী
- জামাতা দেওয়ান সুলতান মাহাম্মদ হিং ৶৮ গণ্ডা (৮॥ কোসা
  - দেওয়ান মাহাম্মদহন্দি
    - দেওয়ান মেন্দী আলী
      - দেওয়ান মছলন্দ আলী
        - দেওয়ান মনহর আলী। হিং ৸৹আনা
        - দেওয়ান ছমদদ আলী। হিং ।৹ আনা।

দেওয়ান বক্সআলী হিং ।৶৹আনা (১৭কোসা)

- দেওয়ান ফতে আলী
  - দেওয়ান খাজেআলী
  - দেওয়ান সাহাবাজআলী
    - দেওয়ান নুর আলী
      - দেওয়ান আবুল হাকিম।
    - দেওয়ান জোহর আলী

৪০ খানা কোস নৌকা সংগ্রামকালে নবাবের আদেশানুসারে উপস্থিত রাখিতে বাধ্য ছিলেন।

পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, আকবরের পূর্ব্বে সরাইল পরগণার একটি ক্ষুদ্র অংশ (সতরখণ্ডল) মুসলমানদিগের কুক্ষি প্রবিষ্ট হয়। ১০০৯ ত্রিপুরাব্দের পর সমগ্র সরাইল মোগলদিগের অধিকৃত হইয়াছিল, কিন্তু তিতাস নদীর পূর্ব্ব-দিকস্থিত ভূখণ্ড তৎকালে সরাইলের সীমা রেখার অন্তর্ভুক্ত হয় নাই। দেওয়ান নুরমাহাম্মদের পুত্র দেওয়ান নাছির মাহাম্মদ সেই অংশ ত্রিপুরেশ্বর মহারাজ (দ্বিতীয়) ধর্ম্মমাণিক্য হইতে দান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তৎসম্বন্ধে সরাইলে একটি আশ্চর্য্য প্রবাদ প্রচলিত আছে।

একদা নাছির মাহাম্মদ মৃগয়া করিবার জন্য ত্রিপুরা পর্ব্বতে গমন করেন। জনৈক ত্রিপুর রাজকুমারও সেই স্থানে শীকার করিতে আসিয়াছিলেন, তাহা নাছির মাহাম্মদ জ্ঞাত ছিলেন না। ঘটনাক্রমে ও অজ্ঞাতসারে নাছির মাহাম্মদের নিক্ষিপ্ত গুলিতে রাজকুমার হত হন। রাজপুত্রের অনুচরগণ উল্লেখিত আকস্মিক ঘটনার বিবরণ অবগত হইয়া নাছির মাহাম্মদকে বধ করিতে উদ্যত হইল। নাছির নিরুপায় হইয়া পলায়ন পূর্ব্বক পিতার নিকট উপস্থিত হইলেন। দেওয়ান নুর মাহাম্মদ সমস্ত বিবরণ অবগত হইয়া পুত্রকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করত ত্রিপুরেশ্বর সমক্ষে প্রেরণ

করিলেন। শৃঙ্খলাবদ্ধ নাছির মহারাজ ধর্ম্ম মাণিক্যের সমীপে সরলভাবে সত্য ঘটনা প্রকাশ করিয়াছিলেন। ধর্ম্ম পরায়ণ ধর্ম্ম মাণিক্য তৎক্ষণাৎ শৃঙ্খল ছেদন পূর্ব্বক জমিদার পুত্রকে মুক্তি প্রদান করিলেন। নাছির মাহাম্মদ মুক্তিলাভ করত করজোরে বলিলেন, "মহারাজ! এজগতে আমার স্থান নাই, যে পিতা আমাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া আপনার নিকট পাঠাইয়াছিলেন, আমি সেই পিতার নিকট আর যাইব না। হয় মহারাজ আমাকে বধ করুন, না হয় মহারাজ আমাকে আশ্রয় দান করুন!" সেই করুণ বাক্য শ্রবণে ত্রিপুরেশ্বর তাঁহাকে হর্ষপুর ডিহি দান করেন। নাছির মাহাম্মদ যে স্থানে স্বীয় বাস ভবন নির্ম্মাণ করেন তাহা "নাছিরাবাদ" আখ্যা প্রাপ্ত হয়। ইহার আধুনিক অপভ্রংশ নাম "নিদারাবাদ"। অদ্যাপি সেই স্থানে প্রাচীন অট্টালিকা ও মসজিদের ভগ্নাবশেষ পরিলক্ষিত হয়। *

দেওয়ান নজর মাহাম্মদের দুই পুত্র। জ্যেষ্ঠ দেওয়ান মজমদ্দিন হিঃ ।৷/০ আনা এবং কনিষ্ঠ দেওয়ান বক্সআলী

* নাছির মাহাম্মদের গৃহ নির্ম্মাণ জন্য যে সকল লোক (ঘরামি) নিযুক্ত হইয়াছিল, তাহারা বৃহৎ কাষ্ঠের থাম (ঠুনি) পুঁতিবার কালে পরিশ্রান্ত হইয়া বলিয়াছিলঃ—

"রাজারে পাইল ভূতে।
ঠুনি বহাইয়া মারে।
নজর মাহাম্মদের পুতে।"

হিং ।৶০ আনা প্রাপ্ত হন। এইরূপে প্রথমত সরাইল পরগণা দুই অংশে বিভক্ত হইয়াছিল। তৎকালে কোস নৌকার ও বিভাগ হইয়াছিল, তদনুসারে ॥৴০আনার জমিদারি ২৩ কোসা ও।৶০ আনা জমিদারি ১৭কোসা আখ্যা প্রাপ্ত হয়

দেওয়ান নজমদ্দিনের এক পুত্র ও এক কন্যা জন্মে। সেই ॥৴০আনা অংশ তাঁহাদের মধ্যে দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছিল। পুত্র দেওয়ান জাফরআলী হিং ।৴১২ গণ্ডা ও ১৪॥সারে চৌদ্দ কোসার জমিদার হইলেন এবং সেই কন্যার স্বামী দেওয়ান সুলতান মাহাম্মদ হিং ৶৮ গণ্ডা ও সারে আট কোসার জমিদার হইলেন। দেওয়ান সুলতান মাহাম্মদের পুত্র ( দেওয়ান নজমদ্দিনের দৌহিত্র ) দেওয়ান মাহাম্মদ হদ্দির নাম ১১৭০ সালের বন্দোবস্তী কাগজে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। সুতরাং দেখাযাইতেছে, যে সময় সরাইল শ্রীহট্ট হইতে খারিজ হইয়া ঢাকা নেয়াবতের অন্তর্ভুক্ত হয়। তৎকালে এই পরগণা উল্লেখিত তিনটি অংশে বিভক্ত হইয়াছিল।

ব্রিটসাধিকারের আরম্ভে সরাইল পরগণা ময়মনসিংহ জেলা ভুক্ত হইয়াছিল। প্রচলিত শতাব্দী আরম্ভে মুরশিদাবাদ কাশিমবাজার নিবাসী বাবু জগবন্ধু রায় ময়মনসিংহ কালেক্টরিতে সেরেস্তাদারের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। ১৮০২ খৃষ্টাব্দে দেওয়ান নাগরআলীর হিং।৴১২ গণ্ডা অংশ বাকী

রাজস্বের জন্য নিলাম হয়, তৎকালে সেরেস্তাদার মহাশয় কৌশলক্রমে যোগীরাম চৌধুরী নামক জনৈক মোক্তার দ্বারা অল্প মূল্যে তাহা ক্রয় করিয়াছিলেন। তাহার তিন বৎসর অন্তে তিনি স্বীয়পুত্র রামবাবু ও জয়বাবুর নাম আশ্চর্য্য উপায়ে সংযুক্ত করত "রামজয় রায়" নামে সেই মোক্তার হইতে একটি কবালা করিয়া লইয়াছিলেন। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে পূর্ব্বতন জমিদার সেই নিলাম রদের নালিস করিয়া জেলাকোর্টে জয় লাভ করেন। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে সদরঃ দেওয়ানী আদালত বাদীর মোকদ্দমা ডিসমিস করেন।

১৮৩১ খৃষ্টাব্দে সরাইল পরগণা ত্রিপুরাজেলা ভুক্ত হয়। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে হিঃ।৶ আনী বাকী রাজস্বের জন্য নিলাম হইলে জগবন্ধু বাবুর পৌত্র বাবু নরসিংহ রায় তাহা ক্রয় করেন।

১৮৪১ খৃষ্টাব্দে দেওয়ান মছলন্দ আলী পরলোক গমন করেন। ৶৮ গণ্ডা অংশ তাঁহার দুই পুত্র বিভাগ করিয়া লইয়া ছিলেন। জ্যেষ্ঠ দেওয়ান মনহরআলী ৮৹ আনা ও কনিষ্ঠ দেওয়ান ছমদদ্‌আলী ।৹ আনা প্রাপ্ত হন। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে দেওয়ান ছমদদ্‌আলীর ।৹ আনা হিস্যা তাঁহার স্ত্রীর কাবিনের দাবিতে বিক্রয় হইলে মুনসী নাছিরদ্দীন ক্রয় করেন। তদনন্তর তাহা বাবু মোহিনীমোহন বর্দ্ধন প্রভৃতির হস্তগত হইয়াছে। দেওয়ান মনহর আলীর মৃত্যুর পর

তাঁহার স্ত্রীর কাবিনের দাবিতে ⅟৹ আনা অংশ বিক্রয় হইলে বাবু আশুতোষ নাথ রায় নাবালকের পক্ষে কোর্ট অব ওয়ার্ড্রের মেনেজার ক্রয় করিয়াছেন। সুতরাং খারিজা তালুক ও নিষ্কর ভূমি ব্যতীত বাবু জগবন্ধু রায়েব বংশধর বাবু আশুতোষনাথ রায় এক্ষণ এই পরগণার ৮৶৩ গণ্ডা হিস্যার অধিকারী হইয়াছেন। অবশিষ্ট ১৭ গণ্ডার মালীক বাবু মোহিনীমোহন বর্দ্ধন প্রভৃতি ব্যক্তিগণ বটেন।

সতরখণ্ডল, সরাইলের অন্তর্গত হইলেও তাহা এক্ষণ একটি খারিজা মহাল হইয়াছে।

মির হবিব ধর্ম্মমাণিক্যকে জয় করিয়া যৎকালে জগৎ মাণিক্যকে চাকলে রোসনাবাদের আধিপত্য প্রদান কর[illegible] সেই সময় বলদাখালের জমিদার আকা সাদেক তি[illegible] ফৌজদারের পদে নিযুক্ত হন। আধুনিক মেজেষ্ট্রেট কালেক্‌টরের ন্যায় রাজস্ব ও শান্তিরক্ষা উভয় কার্য্যভার তাঁহার হস্তে সমর্পিত হইয়াছিল।

মহারাজ মুকুন্দ মাণিক্যের শাসন কালে (১১৪৬ বঙ্গাব্দে) সামরিক জায়গীর ও হস্তী ধৃত করার খরচ ৪৫০২০৲ টাকা বাদে ৩৩৩০৫৲ টাকা রোসনাবাদের রাজস্ব ধার্য্য হয়। উক্ত রাজস্ব ব্যতীত মহারাষ্ট্রা চৌহত ও খাসনবিসী আবওয়াব উল্লেখে ৮৯০০৲ টাকা অতিরিক্ত কর অবধারিত হইয়াছিল।

১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ম্মচারীগণ কাদবা

ও চরপাতা নামক স্থানে দুইটি বাণিজ্যাগার সংস্থাপন করেন। ত্রিপুরা পর্ব্বতজাত কার্পাস নির্ম্মিত বাপ্তা বস্ত্রের বাণিজ্যই উল্লেখিত কুঠি স্থাপনের অভিপ্রায়। অনুন ১২ লক্ষ টাকার বাপ্তা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী দ্বারা প্রতি বৎসর বিদেশে প্রেরিত হইত। * এই বাপ্তা বস্ত্রের দালালী দ্বারা লৌহা-গাড়ার সাহা পরিবার অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়াছিলেন। পূর্ব্ববঙ্গে ইঁহারা দ্বিতীয় জগৎশেঠ বলিয়া পরিচিত হন। † বিলাতী শিল্পিগণ আমাদের বাপ্তা বাণিজ্যের শিরে কুঠারাঘাত করিয়াছেন। ১৮২৭ খৃষ্টাব্দের পর হইতে বাপ্তার বহির্ব্বাণিজ্য বিলুপ্ত হইয়াছে। আমরা ২৫।৩০ বৎসর

---

* *Hunter's Statistical Account of Bengal. VI. p. 288.*

† লৌহাগাড়া চাঁদপুর হইতে প্রায় ৬ মাইল দূরে অবস্থিত। যিনি বঙ্গে দ্বিতীয় জগৎশেঠ বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন; তাঁহার বাসভবন দর্শন করিবার জন্য আমরা ১৩০২ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে তথায় গমন করিয়াছিলাম। বাঙ্গালা দেশে এরূপ একটি প্রকাণ্ড বাড়ী বোধ হয় আমরা অন্য কুত্রাপি দর্শন করি নাই। অট্টালিকার পতনাবস্থা আরম্ভ হইয়াছে। সেই বিনাশোন্মুখ অট্টালিকার মধ্যে তাঁহাদের ধনাগার স্থান দর্শন করিয়া আমরা অবাক হইয়াছি। ধান্য তণ্ডুলাদির গোলার ন্যায় এক সময় যাঁহাদের টাকার গোলা ছিল, সেই পরিবারের একটি স্ত্রীলোক এক্ষণ পরের অন্নে প্রতিপালিত হইতেছেন। বিধাতার কি অপূর্ব্ব লীলা।

পূর্ব্বেও বাপ্তা বস্ত্র দর্শন করিয়াছি; কিন্তু অল্পকাল মধ্যে বাপ্তা বস্ত্র বয়ন কার্য্য প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

১৭৬১ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে ত্রিপুরায় ব্রিটিশপতাকা উড্ডীন হইয়াছিল। * ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণ প্রথমত ত্রিপুরাকে নবাবের অধিকার হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া তাঁহাদের প্রাপ্ত প্রদেশ চট্টগ্রামের অন্তর্ভুক্ত করিতে যত্নবান্ হইয়াছিলেন। তাঁহারা প্রথম বৎসর চাকলে রোসনাবাদের বার্ষিক রাজস্ব ১০০০০১ টাকা নির্ণয় করেন।

১১৭০ বঙ্গাব্দের (১৭৬৩ খৃষ্টাব্দের) বন্দোবস্তে বাঙ্গালার অন্যান্য অংশের ন্যায় ত্রিপুরার সমতল ক্ষেত্রের অন্তর্গত মহাল সমূহের রাজঁস্ব অতিরিক্ত মাত্রায় বর্দ্ধিত হইয়াছিল। মাহাম্মদ রেজা খাঁর বন্দোবস্তে (১১৭২ বঙ্গাব্দে) রোসনাবাদের রাজস্ব ১০৫০০০ টাকা নির্ণীত হয়। ১১৭৬ বঙ্গাব্দে ১৩৩০০১ টাকা এবং ১১৮৮ বঙ্গাব্দে ১৬৮০০১ টাকা রোসনাবাদের রাজস্ব অবধারিত হইয়াছিল।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দেওয়ানী প্রাপ্তির পর ত্রিপুরা দুই অংশে বিভক্ত হইয়াছিল। ত্রিপুরার রেসিডেণ্ট সাহেবের হস্তে রোসনাবাদের শাসনভার অর্পিত হয়; কিন্তু ত্রিপুরা ও নওয়াখালীর অন্তর্গত অন্যান্য মহাল ঢাকার (জালালপুরের) রাজস্ব কর্ম্মচারী রাজা হেমাৎ সিংহ ও যশরৎ খাঁর

* ১২৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

শাসনাধীনে ছিল (১৭৬৫ হইতে ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দ)। ১৭৬৯ হইতে ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে কেলসেল হেরিস, ও লেম্বার্ট রোসনাবাদ ব্যতীত অন্যান্য অংশের শাসন কর্ত্তা ছিলেন। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে রাজস্ব আদায় ও সর্ব্বপ্রকার শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ জন্য কালেক্টর উপাধিধারী জনৈক ইংরেজ রাজপুরুষ নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে রাজস্ব আদায় জন্য দেশীয় নায়েব নিযুক্ত হয় এবং সাধারণ শাসন কার্য্য ইংরেজ রাজপুরুষ নির্ব্বাহ করিতেন।

১৭৮১ খৃষ্টাব্দে (সরাইল পরগণা ব্যতীত) ত্রিপুরা ও নওয়াখালীর সমতলক্ষেত্র দ্বারা একটি জেলা গঠিত হয়। এই জেলা প্রথমত "রোসনাবাদ ত্রিপুরা" আখ্যা প্রাপ্ত হয়। ইংরেজ রাজপুরুষগণ এই জেলাকে দুই অংশে বিভক্ত করিতেন; এক্ষণ যেমন বাঙ্গালা বলিতে গেলে বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যা ও চুটিয়ানাগপুর বুঝায় এবং "বাঙ্গালা প্রপার" খাস বাঙ্গালাকে বুঝায়, তদ্রূপ প্রথম অবস্থায় জেলা ত্রিপুরা বলিলে সমগ্র ত্রিপুরা ও ভুলুয়াকে বুঝাইত। কিন্তু "টিপারা-প্রপার" বলিলে কেবল চাকলে রোসনাবাদকে বুঝাইত। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে ত্রিপুরা জেলা গঠিত হইলে, রেসিডেন্ট লিক্ সাহেবের হস্তে ইহার শাসনভার সমর্পিত হয়। কিন্তু ফৌজদারি সংক্রান্ত কার্য্য তাঁহার হস্তে অর্পিত না হওয়ায় দেশে সম্পূর্ণ অরাজকতা বিরাজ করিতেছিল। ডাকাইতেরা দলবদ্ধ হইয়া

দিবা দ্বিপ্রহরেও নরহত্যা, গৃহদাহ, পরস্বাপহরণ প্রভৃতি কার্য্য অবাধে সম্পাদন করিত। তদানীন্তন জমিদারগণ মধ্যে কোন কোন ব্যক্তি ডাকাইতের আশ্রয় দাতা ছিলেন। ডাকাইত দলের সাহায্যে তাঁহারা আত্মরক্ষা ও পরস্বাপহরণ প্রভৃতি কার্য্য সম্পাদন করিতেন। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ রাজ-পুরুষগণ ডাকাইতি অত্যাচার নিবারণ জন্য বিশেষ যত্নবান হইয়াছিলেন। তদবধি শান্তিময় ব্রিটিস শাসনে দেশের উন্নতি সংসাধিত হইতেছে। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যে ব্রিটিস্ পলিটিকেল এজেণ্ট সংস্থাপিত হওয়ার পূর্ব্বে কুকিগণ ত্রিপুরার সমতলক্ষেত্রে আপতিত হইয়া সময় সময় কিরূপ অত্যাচার করিয়াছিল, তাহার বিবরণ যথা স্থানে বর্ণিত হইয়াছে।

পশ্চাৎ ক্রমে ক্রমে জজ মাজেষ্ট্রট প্রভৃতি কর্ম্মচারী নিয়োগদ্বারা গবর্ণমেণ্ট এই জেলার উন্নতি বিধান করিয়াছেন। পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সেই সকল বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। ত্রিপুরা জেলা হইতে নওয়াখালীকে কিরূপে কোন সময়ে বিচ্ছিন্ন করা হইয়াছিল, তাহা যথা স্থানে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু ত্রিপুরার অন্তর্গত অধিকাংশ ভূমি অদ্যাপি ঢাকা ময়মনসিংহ ও শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্ভূত রহিয়াছে।

---

## তৃতীয় অধ্যায়।

### জেলা ত্রিপুরা ( পূর্ব্বের অনুবৃত্তি। )

অধিবাসী :—ত্রিপুরার সমতলক্ষেত্র মনুষ্যের বাসোপযোগী হইলে কোন্ জাতীয় মানব সর্ব্বপ্রথম এস্থানে বাসভবন নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা এক্ষণ নির্ণয় করা সুকঠিন। অনুসন্ধান দ্বারা এরূপ অনুমিত হইয়াছে যে, কোচগণ এপ্রদেশের আদিম নিবাসী। এজেলার কোন কোন স্থানের প্রাচীন পরিত্যক্ত বাস্তু-ভূমি ও পুষ্করিণীকে অদ্যাপি লোকে "কোচের বাটী ও কোচের পুকুর" বলিয়া থাকে। আমাদের বিবেচনায় চণ্ডালগণ কোচদিগকে উত্তরবাহিনী করিয়াছিল। * বলা বাহুল্য যে, কোচ এবং চণ্ডাল উভয়ই লৌহিত্য বংশের এক শাখা হইতে উদ্ভূত। মুসলমানদিগকে পরিত্যাগ করিয়া "আদম সুমারি" দৃষ্টি করিলে প্রতীতি হইবে যে ত্রিপুরাবাসী হিন্দুদিগের মধ্যে চণ্ডালজাতির সংখ্যা সর্ব্বাধিক। দ্রাবিড় বংশীয় কৈবর্ত্তগণ চণ্ডালদিগকে উত্তরবাহিনী করিয়াছিল। "আদম সুমারি দৃষ্টি করিলে প্রতীতি হইবে যে, চণ্ডালদিগের সংখ্যা চট্টগ্রাম হইতে নওয়াখালী জেলাতে অধিক এবং ত্রিপুরা

* ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের আদম-সুমারিতে দৃষ্ট হইবে যে, অদ্যাপি প্রায় ৩০০ কোচ এই জেলায় বাস করিতেছে।

জেলাতে সর্ব্বাধিক। এজন্যই বলিতেছিলাম যে, জলবিহারী কৈবর্ত্তগণ, চণ্ডালদিগকে দক্ষিণ হইতে উত্তরদিকে প্রেরণ করিয়াছিল। উল্লেখিত ঘটনা সমূহের পর, লৌহিত্য বংশের অন্যান্য শাখা উত্তর পূর্ব্ব সীমান্ত হইতে ত্রিপুরায় উপনীত হয়। কিন্তু ইহারা পর্ব্বত শ্রেণী পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমতলক্ষেত্রে বাস ভবন নির্ম্মাণ করিয়াছিল কি না তৎপক্ষে আমাদের বিশেষ সন্দেহ আছে। পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, ত্রিপুর-রাজবংশ শ্যানজাতি হইতে উদ্ভূত এবং ইঁহারা কামরূপের পূর্ব্বপ্রান্ত হইতে ক্রমে ক্রমে দক্ষিণদিকে অগ্রসর হইয়াছিলেন। আরাকানী মগেরা চট্টগ্রামের নিকট তাঁহাদের গতিরোধ না করিলে তাঁহারা যে, দক্ষিণদিকে কতদূর অগ্রসর হইতেন তাহা কে বলিতে পারে। ত্রিপুরাজাতির গতি পরিবর্ত্তন করত মগেরা স্বয়ং উত্তরবাহিনী হইয়াছিল। চট্টগ্রাম মগে পরিপূর্ণ। নওয়াখালী ও ত্রিপুরা জেলাতেও মগ দেখিতে পাওয়া যায়।

আর্য্যগণ কোন সময় ত্রিপুরায় পদার্পণ করিয়াছিলেন, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম ও শ্রীহট্ট জেলায় যে কয়েক খণ্ড তাম্রশাসন প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহার এক খণ্ডও শকাব্দের দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী নহে; কিন্তু ইহার বহুকাল পূর্ব্বে যে আর্য্যগণ ত্রিপুরায় উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন, তাহার কতকগুলি প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া

গিয়াছে। বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রবল উন্নতির সময়ে ব্রাহ্মণগণ আর্য্যাবর্ত্ত পরিত্যাগ পূর্ব্বক অনার্য্য ভূমিতে আপনাদের আধিপত্য বিস্তার করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছিলেন। ত্রিপুরায় বৈদিক ধর্ম্ম প্রচারিত হয় নাই। শৈবধর্ম্ম ত্রিপুরার আদি ধর্ম্ম। পৌরাণিক ব্রাহ্মণগণ কিরাতদিগকে শৈব বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। প্রাচীন ত্রিপুরেশ্বরগণ যে শৈব ছিলেন, রাজমালায় তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। শৈবধর্ম্মের পর আগমোক্ত ধর্ম্ম ত্রিপুরায় প্রচারিত হইয়াছিল। কামরূপে তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের একটি প্রধান আড্ডা ছিল। আমাদের বোধ হয় তথা হইতে এক দল ব্রাহ্মণ পঞ্চমকারের বীজ লইয়া ত্রিপুরায় প্রবেশ করিয়াছিলেন। চট্টলাচলের চন্দ্রশেখর এবং ত্রিপুরার ত্রিপুরাসুন্দরী বহুকালের প্রাচীন না হইতে পারেন, কিন্তু "দেবতামূড়ার" পর্ব্বত গাত্রে ক্ষোদিত দেবী ভগবতীর, দশভুজা-মহিষাসুর-মর্দ্দিনী-মূর্ত্তি, যাহা উৎকীর্ণ রহিয়াছে, তাহাকে অবশ্যই প্রাচীন বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। ইলোরা কিম্বা ধউলীর পর্ব্বত গাত্র-ক্ষোদিত গুহা এবং মূর্ত্তি সমূহের ন্যায় দেবতামূড়ার পর্ব্বত গাত্র ক্ষোদিত দেবমূর্ত্তি সমূহ প্রাচীন কিম্বা উৎকৃষ্ট না হইতে পারে; কিন্তু ইহাতে প্রাচীন আর্য্যদিগের সূক্ষ্মশিল্প নৈপুণ্যের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই সকল ভাস্কর কার্য্যের বয়ঃক্রম দেড় সহস্র বৎসরে ন্যূন বলিয়া আমরা স্বীকার করিতে

পারি না। সুতরাং ইহার পূর্ব্বে আর্য্যগণ তান্ত্রিক ধর্ম্মের বীজ লইয়া ত্রিপুরায় প্রবেশ করিয়াছিলেন, এইরূপ অনুমান নিতান্ত অসঙ্গত নহে। তান্ত্রিক ধর্ম্মের পর ভাগবদ্ভক্ত বৈষ্ণব ধর্ম্ম ত্রিপুরায় প্রবেশ করে। চট্টগ্রামের তাম্র শাসনে ইহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই সকল ঘটনার দীর্ঘকাল পরে চৈতন্যের শিষ্যগণ তাঁহাদের ধর্ম্ম বীজ ত্রিপুরার উর্ব্বর ক্ষেত্রে বপন করিয়াছিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বৈষ্ণবধর্ম্ম ত্রিপুরায় প্রাধান্য লাভ করিতে পারে নাই। উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুগণ প্রায় সকলেই শাক্ত। গোস্বামী মহাশয়গণ নিম্ন শ্রেণীতে কিঞ্চিৎ আধিপত্য বিস্তার করিয়া থাকিলেও তাহাদের রুধির স্রোত প্রবাহকারী কালী ও দুর্গা পূজা বন্ধ করিতে পারেন নাই। ত্রিপুরার রাজবংশ অল্পকাল যাবৎ বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু আমরা তাঁহাদিগকে ঘোর শাক্ত শ্রেণীতে স্থান প্রদান না করিয়া বিরত হইতে পারি না।

১৩৪৭ খৃষ্টাব্দে ত্রিপুরায় "ইছলাম" ধর্ম্মের বীজ সংরোপিত হয়। খৃষ্টাব্দের ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে সুলতান নছরদ্দিন নছরৎ সাহ দ্বারা ত্রিপুরা প্রদেশে সেই ধর্ম্মের পূর্ণ উন্নতি সংসাধিত হইয়াছিল। সেই সময় নিম্ন শ্রেণীর বহু সংখ্যক হিন্দু মাহাম্মদীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করে। এই প্রদেশের জমিদার ও তালুকদার শ্রেণীতে ইছলাম ধর্ম্মাবলম্বী হিন্দু স্থানের সংখ্যা নিতান্ত বিরল নহে।

ব্রাহ্মণ—ত্রিপুরা জেলার ব্রাহ্মণের সংখ্যা প্রায় ৩১ সহস্র হইবে।* বল্লালের শ্রেণী বিভাগের বহুকাল পূর্ব্বে ব্রাহ্মণগণ ত্রিপুরায় উপনীত হইয়াছিলেন, এজন্য আমরা তাঁহাদিগের মধ্যে রাঢ়ী, বারেন্দ্র, বৈদিক প্রভৃতি শ্রেণীবিভাগ দেখিতে পাইতেছি না। দুই তিন শতাব্দী মধ্যে যাঁহারা ত্রিপুরায় উপনিবিষ্ট হইয়াছেন, সেই সকল ব্রাহ্মণগণ যদিচ পরিচয় প্রদান কালে রাঢ়ী, বারেন্দ্র কিম্বা বৈদিক প্রভৃতি বাক্য উচ্চারণ করিয়া থাকেন,কিন্তু অন্যান্য ব্রাহ্মণ পরিবারের সহিত বিবাহ সম্বন্ধ করিতে তাঁহারা বিরত নহেন। ত্রিপুরাবাসী ব্রাহ্মণগণ মধ্যে যাঁহারা সম্পত্তি ও শাস্ত্র অধ্যয়ন দ্বারা সম্মানিত হইয়াছেন, তাঁহারাই সম্ভ্রান্ত বা কুলীন। সর্ব্ববিদ্যা ঠাকুরের সন্তানগণ তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ—সেই চিরস্মরণীয় মহাপুরুষের নামে সম্মানিত হইয়াছেন। মহীচাল ও শ্যামগ্রামের রায় † মহাশয়গণ জমিদারি দ্বারা সম্মানিত। কালীকচ্ছের রায় ও তলাপাত্র মহাশয়গণ বিষয় কর্ম্মদ্বারা সম্মানিত। চাপীতলা (কাশ্যপ), কালীকচ্ছ (মৌদ্‌গুল্য ও অগ্নিবেশ্য), বুড়িচঙ্গ (ভরদ্বাজ) এবং বিদ্যাকুট (কাশ্যপ) প্রভৃতি স্থানের ভট্টাচার্য্য

*নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুদিগের পুরোহিত, যাঁহারা বর্ণের ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত, উক্ত গণনায় তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করা হইয়াছে।

† শ্যামগ্রামের রায় মহাশয়গণ বটব্যাল বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন।

মহাশয়গণ শাস্ত্রালোচনা দ্বারা সম্মানিত হইয়াছেন। ইঁহারা সকলেই রাঢ়ী বলিয়া পরিচিত, কিন্তু এইবাক্য সম্পূর্ণ সঙ্গত কিনা তাহা আমরা বলিতে অক্ষম। উল্লিখিত ভট্টাচার্য্য বংশ সমূহে অনেকানেক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে কালীকচ্ছের মৌদ্গল্য বংশে দয়ারাম ন্যায়ালঙ্কার, হরিহর তর্কবাগীশ, কৃষ্ণজীবন বিদ্যাভূষণ ও চুণ্টার সাবর্ণ বংশে শ্রীকান্ত বিশারদ জন্ম গ্রহণ করেন। উক্ত শতাব্দীর শেষভাগে ভাদুঘর গ্রামে শঙ্কর তর্কালঙ্কার ও কালীকচ্ছে ( অগ্নিবশ্য ) রামধন শিরোমণি এবং বুড়ীশ্বর গ্রামে ( কাশ্যপ ) শিবকিঙ্কর বিদ্যাভূষণ আবির্ভূত হন। ইঁহারা সকলেই অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন।

উল্লিখিত শঙ্কর তর্কালঙ্কার জনৈক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ছিলেন। ন্যায়, ব্যাকরণ ও কাব্যে শঙ্করের অসাধারণ অধিকার ছিল। তিনি একজন বিখ্যাত গ্রন্থকার। এস্থলে তৎপ্রণীত দুই খানা গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা গেল। তৎপ্রণীত "বৈষ্ণব নির্ণয়" একখানা চমৎকার কাব্য। আমরা এই কাব্য পাঠ করিয়াছি। জয়দেবের পর অন্য কোন বাঙ্গালীর লেখনী এরূপ মধুর পদাবলী প্রসব করেনাই। দুঃখের বিষয় এই যে, কবির সম্পূর্ণ শক্তি সম্প্রদায় বিশেষের কুৎসায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। নেড়া

নেড়ী সম্প্রদায়ের ঘৃণিত চরিত্র অবলম্বন করিয়া বৈষ্ণব নির্ণয় লিখিত হইয়াছে। এই কাব্যের আদ্যোপান্ত শ্লেষ ও অশ্লীলতায় পরিপূর্ণ। জনৈক বৈষ্ণব ভক্ত এবং শাক্ত বিদ্বেষী জমিদারের আচরণে মর্ম্মপীড়িত হইয়া শঙ্কর এই কাব্য রচনা করেন এবং অবশেষে তর্কযুদ্ধে বৈষ্ণবদিগকে জয় করিয়া সেই জমিদারকে শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছিলেন।

তিনি কলাপ পরিশিষ্টের গোপীনাথ কৃত টীকার "প্রবোধ-চন্দ্রিকা" নামক ভাষ্য রচনা করিয়া গিয়াছেন।*

পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, থাণ্ডব ঘোষের সহিত তাঁহার পুরোহিত সাবর্ণ্য গোত্রজ তরণি মিশ্র ত্রিপুরায় উপনিবিষ্ট হন। সরাইল ও নূরনগর পরগণার সাবর্ণ্য ব্রাহ্মণগণ অধিকাংশই তাঁহার সন্তান সন্ততি। সেই সাবর্ণ্য বংশে চুণ্টাগ্রামের

* শঙ্কর কৃত প্রবোধচন্দ্রিকার প্রথম দুইটি শ্লোক এস্থলে উদ্ধৃত হইল :—

প্রণম্য মাতা পিতরৌ প্রিয়া শঙ্কর শর্ম্মণা।
গোপীনাথস্য কিয়তী বাক্ প্রণালী প্রকাশ্যতে ॥১।
অস্তং গতবতী গুরুতরণৌ
গ্রন্থার্থোপদেশ ভানুনা সহিতে।
অকলঙ্ক প্রবোধ চন্দ্রিকেয়ং
শময়তু তমঃ কলাপ চারাণাম্ ॥২।

শ্রীনন্দন তর্কবাগীশ জন্মগ্রহণ করেন। ইনি একজন অসাধারণ প্রতিভা সম্পন্ন নৈয়ায়িক পণ্ডিত ছিলেন। তিনি নবদ্বীপে পাঠ সমাপন পূর্ব্বক তথায়ই অধ্যাপনা করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি অকালে কালকবলিত হইয়াছেন। *

চাপিতলা ভট্টাচার্য্য বংশে নরসিংহ বাচস্পতি এবং তৎপুত্র হরিনারায়ণ তর্কবাগীশ প্রাচীন কালের বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। বিগত শতাব্দীতে উক্ত বংশে স্মার্ত্ত রুক্মিনীকান্ত বিদ্যালঙ্কার, তৎপুত্র কৃষ্ণচন্দ্র তর্কালঙ্কার এবং তৎ পুত্র কালীদাস সিদ্ধান্ত পঞ্চানন জন্ম গ্রহণ করেন। উক্ত বংশে রঘুদেব তর্কবাগীশ ও বৈদ্যনাথ তর্কভূষণ প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক পণ্ডিত ছিলেন।

বুড়িচঙ্গ নিবাসী গঙ্গাধর পঞ্চানন একজন অসাধারণ নৈয়ায়িক পণ্ডিত ছিলেন। তন্ত্রশাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ অধিকার ছিল; তিনি বিগত শতাব্দীর প্রথম ভাগে জীবিত ছিলেন।

বিদ্যাকুটের (বশিষ্ট গোত্রজ) কাশীনাথ ভট্টাচার্য্য শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন। তিনি চণ্ডীর এক খণ্ড উৎকৃষ্ট টীকা রচনা করিয়া গিয়াছেন। তৎকৃত

* সংস্কৃত কালেজের খ্যাতনামা অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয়, শ্রীনন্দন তর্কবাগীশ মহাশয়ের ছাত্র।

কলাপের টীকাও সর্ব্বত্র সুপরিচিত। ইহা "কাশী নাথী পাত্রা" বলিয়া আখ্যাত হয়।

মাইজখার নিবাসী (পাকড়াসী) বিশ্বনাথ তর্কপঞ্চানন এবং বাউরখাড় নিবাসী বিশ্বনাথ ন্যায়ালঙ্কার বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে মানবলীলা সম্বরণ করেন। ইহারা উভয়েই প্রথম শ্রেণীর নৈয়ায়িক পণ্ডিত ছিলেন। তদনন্তর আমরা লেসীয়ারা নিবাসী পণ্ডিত প্রবর তারানাথ সিদ্ধান্তবাগীশের নাম উল্লেখ করিতে পারি। অল্পকাল হইল তিনি মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন।

ত্রিপুরা নিবাসী জীবিত পণ্ডিতদিগকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রাচীন সম্প্রদায়ের মধ্যে নাটাই নিবাসী পীতাম্বর তর্কভূষণ অসাধারণ প্রতিভা সম্পন্ন। নয়াদৈল নিবাসী স্মার্ত্ত পণ্ডিত রাম দুলাল বিদ্যাভূষণ সর্ব্বত্র সুপরিচিত। প্রাচীন স্মৃতি শাস্ত্র হইতে সার সংগ্রহ করিয়া তিনি ব্যবহার তত্ত্ব প্রকাশিকা (দেওয়ানী ও ফৌজদারি কার্য্যবিধি) এবং রাজ ধর্ম্ম সংগ্রহ নামে দুই খানা সংস্কৃত গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। তন্মধ্যে ব্যবহার-তত্ত্ব-প্রকাশিকা মুদ্রিত হইয়াছে, দ্বিতীয় পুস্তক অমুদ্রিত অবস্থায় আছে।*

---

* পরহিতাব্রত পরায়ণ নলডাঙ্গার রাজা বাহাদুর যৎকালে বিধবা বিবাহ প্রচলনের চেষ্টা করেন, নড়াইলের জমিদারগণ

বুড়ীশ্বর নিবাসী কৃষ্ণকিশোর বিদ্যাসাগর * এবং ইছাপুরা নিবাসী কৃষ্ণসুন্দর দর্শন-শিরোরত্ন সুপরিচিত দার্শনিক পণ্ডিত। অন্যান্য শাস্ত্রেও ইঁহাদের অধিকার আছে। আমরা নবীন পণ্ডিত সম্প্রদায়ের নাম উল্লেখ করিব না। ভবিষ্যৎলেখক তাহা সম্পাদন করিবেন। ইঁহাদিগের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তি সংস্কৃত কালেজের উপাধি পরীক্ষায় গৌরবের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া নানা প্রকার পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন।

ত্রিপুরা নিবাসী ব্রাহ্মণগণ ইংরাজী শিক্ষা বিষয়ে কায়স্থ এবং বৈদ্যের পশ্চাৎগামী হইয়াছেন। পশ্চিম বঙ্গের ন্যায় তাঁহারা কায়স্থ ও বৈদ্যের সমশ্রেণীতে দণ্ডায়মান হইতে পারিতেছেন না।

---

তৎকালে তাঁহার প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। তাঁহারা বাঙ্গালার প্রধান স্মার্ত্ত পণ্ডিতগণ হইতে বিধবা বিবাহের প্রতিকূল ব্যবস্থা সংগ্রহ করেন। বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁহার গভীর শাস্ত্র জ্ঞানের অবমাননা করিয়া উক্ত অন্যায় ব্যবস্থা পত্রে স্বীয় নাম স্বাক্ষর করিয়াছিলেন।

* ইনি পূর্ব্বোল্লিখিত শিবকিঙ্কর বিদ্যাভূষণের পৌত্র। ভাড়ুগড় নিবাসী শঙ্করের সহিত ভিন্ন জেলাবাসী লোকনাথ নামক অন্যএক জন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতের বিচারকালে শিবকিঙ্কর মধ্যস্থ হইয়াছিলেন। দীর্ঘকাল বিচারের পর শিবকিঙ্কর বলিলেন :—

শঙ্করঃ শঙ্করঃ সাক্ষাৎ লোকনাথঃ স্বয়ং হরি।
দ্বয়োর্ব্বিবাদয়োর্ম্মধ্যে কিঙ্করঃ কিং করিষ্যতি॥

উচ্চ ও নিম্ন শ্রেণীর সর্ব্বপ্রকার হিন্দুর পুরোহিত একমূল হইতে উদ্ভূত; কিন্তু যুগী জাতির পুরোহিত তাহাদের স্বজাতি হইতে সমুৎপন্ন।

কায়স্থ ও বৈদ্য :—১৮৯১ খৃষ্টাব্দের আদম সুমারিতে দৃষ্ট হইবে যে, ত্রিপুরা জেলায় ৭২৫৫৪ কায়স্থ এবং ৪৭২৩ বৈদ্য বাস করিতেছেন। আমরা এই গণনাকে বিশুদ্ধ বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। আমাদের বিবেচনায় ত্রিপুরা জেলায় প্রকৃত কায়স্থ ও বৈদ্যের সংখ্যা ইহার অর্দ্ধেকের অধিক হইবে না। পূর্ব্ববঙ্গে নবশাখ বংশীয় অনেকেই কায়স্থ আখ্যায় পরিচিত হইবার জন্য লালায়িত হইয়াছে। ঢাকা ও চট্টগ্রামের মেজেষ্ট্রেট ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের, সেই সেই জেলার আদম সুমারির বিজ্ঞাপনীতে ইহা বিশেষ ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।* বিশেষতঃ পূর্ব্ববঙ্গের আর একটী শ্রেণী, (যাহারা ভদ্রলোকদিগের "সেবক" বা "ভাণ্ডারি" বলিয়া পরিচিত এবং ইহারা শূদ্র আখ্যায় আখ্যাত হইয়া থাকে। তাহারা) মুক্তকণ্ঠে আপনাদিগকে কায়স্থ বলিয়া পরিচয় প্রদান করে। আদম সুমারির কর্ত্তাগণ ইহাদিগকেও কায়স্থ শ্রেণীতে স্থান প্রদান করিয়াছেন। ত্রিপুরা জেলায় ইহাদের সংখ্যা প্রকৃত কায়স্থ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক হইবে। চৌদ্দগ্রামের পাল্কী বাহক বেহারাগণও কায়স্থ বলিয়া পরিচয় প্রদান করে।

* *Census of India. 1891. Vol. III. P. 267.*

আমরা ইহা বিশেষ ভাবে প্রদর্শন করিয়াছি যে, বঙ্গীয় কায়স্থ এবং বৈদ্য এক বর্ণ বৃক্ষের দুইটী শাখা মাত্র।* প্রকৃত বঙ্গদেশে ইহারা দুই শাখায় বিভক্ত হওয়ার পূর্ব্বে, কতকগুলি কায়স্থ এই জেলায় উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন। এজন্যই ত্রিপুরার অধিকাংশ স্থানে কায়স্থ ও বৈদ্যদিগের মধ্যে কন্যা আদান প্রদান হইতেছে। চাঁদপুর উপবিভাগের কায়স্থ ও বৈদ্যগণ অল্পকাল হইল প্রকৃত বঙ্গদেশ হইতে আগমন করত পরস্পরের মধ্যে কিয়ৎপরিমাণ স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া চলিতেছেন। সদর এবং ব্রাহ্মণবাড়ীয়া উপবিভাগের নবাগত কায়স্থ ও বৈদ্যগণ স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে পারেন নাই। তাঁহারা তাঁহাদের পূর্ব্বাগত কায়স্থ ও বৈদ্যদিগের সহিত মিশিয়া গিয়াছেন। চাঁদপুরের কায়স্থ কিম্বা বৈদ্যগণ এজন্য গৌরবের ভান করিতে পারেন, কিন্তু ব্রাহ্মণবাড়ীয়া উপবিভাগ নিবাসী কায়স্থ ও বৈদ্যগণ বিদ্যা শিক্ষার দ্বারা এইরূপ উন্নত হইয়াছেন যে, তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিলে ত্রিপুরা জেলা অন্ধকার হইয়া পড়ে। সেই প্রচীনকাল হইতে ব্রাহ্মণবাড়ীয়া উপবিভাগের কায়স্থ ও বৈদ্যগণ বিদ্যালোচনায় আত্ম প্রাধান্য রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। সদর ও চাঁদপুর চিরকাল তাঁহাদের পশ্চাদ্গামী। সুন্দরবনের প্রথম কমিসনর সেন বাহাদুর (উমাকান্ত সেন) সর্ব্বত্র সুপরিচিত। কেবল তিনিই সদর

* নব্যভারত, ষষ্ঠ খণ্ড, ৬০৩ পৃষ্ঠা।

উপবিভাগের অন্তর্গত চৌদ্দগ্রামে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তদ্ব্যতিত সুশিক্ষিত ও ক্ষমতাশালী অন্যান্য ব্যক্তিগণ সকলেই ব্রাহ্মণবাড়ীয়া উপবিভাগে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন।* ত্রিপুরা নিবাসী কলিকাতা হাইকোর্টের এবং জেলাকোর্টের প্রধান উকিলগণ প্রায় সকলেই ব্রাহ্মণবাড়ীয়া-উপবিভাগ নিবাসী। যে সকল ত্রিপুরাবাসী প্রতিযোগী পরিক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রবিন্সিয়াল সিবিল সার্ব্বিসে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই ব্রাহ্মণবাড়ীয়া উপবিভাগ নিবাসী কায়স্থ ও বৈদ্য বংশজাত। সমগ্র সরাইল ও নুরনগর পরগণা এবং বলদাখাল পরগণার কিয়দংশ লইয়া ব্রাহ্মণবাড়িয়া উপবিভাগ গঠিত হইয়াছে। তন্মধ্যে সরাইলবাসী ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্যগণ সংস্কৃত ও ইংরেজি শিক্ষা দ্বারা চিরকাল ত্রিপুরার শীর্ষ স্থানে বিরাজ করিতেছেন। বল্লাল ও দেবীবর তাঁহাদের নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়াছেন।

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ও সদর উপবিভাগ নিবাসী কতকগুলি কায়স্থ আপনাকে কায়স্থ বলিয়া পরিচয় প্রদান করেন এবং তদ্রূপ কতকগুলি বৈদ্য বংশজাত ব্যক্তিও বৈদ্য বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন। আর কতকগুলি ভদ্রলোক সুবিধা

* The most educated and influential men in the district hail from Brahmanbaria.

*Census Report of Tippera 1891. page 17.*

ও প্রয়োজন অনুসারে কখন বা কায়স্থ এবং কখনও বৈদ্য বলিয়া ঘোষণা করেন।* আমরা নামোল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে মর্ম্মপীড়া প্রদান করিতে ইচ্ছা করি না।

ত্রিপুরা ও নওয়াখালী জেলার ভদ্রলোকের মূল অনুসন্ধান করিতে যাইয়া আমরা "কৃষ্ণপক্ষ" আখ্যা বিশিষ্ট একটি

---

*ইহার তিনটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছি :—

(১) দুই খণ্ড রেজেষ্টরী দলিলে আমরা এই রূপ একটি আশ্চর্য্য ঘটনা দর্শন করিয়াছি। প্রথম দলিলের বয়ঃক্রম ৩৩ বৎসর। ইহাতে দত্ত বংশীয় এক ব্যক্তি দলিল দাতার সেনাক্তকারী ছিলেন। তিনি স্বয়ং কায়স্থ বলিয়া পরিচয় প্রদান করেন। দ্বিতীয় দলিলের বয়ক্রম ৫ বৎসর। এই দলিল দাতা পূর্ব্বোক্ত সেনাক্তকারীর পুত্র। তিনি বৈদ্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

(২) প্রায় ৩০ বৎসর অতীত হইল দত্ত বংশীয় জনৈক অশীতি পর বৃদ্ধ পরলোক গমন করিয়াছেন। ৪৩ বৎসর গত হইল তিনি কিঞ্চিৎ ভূমি বিক্রয় করেন। সেই কালে উক্ত দত্ত মহাশয় স্বয়ং কায়স্থ বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু তাহার সপিণ্ডজ্ঞাতিগণ অধুনা বৈদ্য বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতেছেন।

(৩) দাস বংশীয় জনৈক কায়স্থ ভিন্ন জেলাবাসী এক বৈদ্য পুত্রের সহিত স্বীয় কন্যার সম্বন্ধ স্থির করিলেন। বিবাহকালে গোত্রদ্বারা জানা গেল তিনি কায়স্থ, সুতরাং দাস মহাশয় গোত্রটি পরিবর্ত্তন করিলেন, কিন্তু তাঁহার সপিণ্ড জ্ঞাতিগণ গোত্র পরিবর্ত্তন করেন নাই।

প্রাচীন প্রবাদ বাক্য প্রাপ্ত হইয়াছি। প্রাচীন কর্ত্তাগণ শূদ্র জাতীয় বালিকাদিগকে দাসীরূপে গ্রহণ করত তাহাদের সহিত স্বামী স্ত্রীবৎ ব্যবহার করিতেন। সেই সকল রমণীর গর্ভজাত সন্তানদিগকে "কৃষ্ণপক্ষ" এবং পাণি গৃহীতা পত্নীর গর্ভজাত সন্তানদিগকে "শুক্লপক্ষ" বলা হইত। "কৃষ্ণপক্ষের" সন্তানগণও তাঁহাদের পিতার উপাধি প্রাপ্ত হইতেন। কালক্রমে অবস্থার উন্নতি দ্বারা কোন কোন বংশের কৃষ্ণপক্ষ শুক্লপক্ষকে ম্লান করিয়া ফেলিয়াছে। ভুলুয়ার একটি প্রধান বংশ শুক্ল ও কৃষ্ণ দুই শাখায় বিভক্ত। সরাইল ও নুরনগর পরগণায় আমরা কতকগুলি নামজাদা কৃষ্ণপক্ষের দর্শন প্রাপ্ত হইয়াছি। নামোল্লেখ দ্বারা তাহাদিগকে মর্ম্ম পীড়িত করা ইতিহাস লেখকের অভিপ্রেত নহে।

ত্রিপুরা নিবাসী কায়স্থ ও বৈদ্য জাতীয় মানবগণ সকলেরই (ন্যূন কিম্বা অধিক পরিমাণ) কিঞ্চিৎ ভূমি সম্পত্তি আছে। পূর্ব্বে ইহাদ্বারা তাঁহাদের কথঞ্চিৎ জীবিকা নির্ব্বাহ হইত, কিন্তু এখন আর তাহা হইতেছে না, এজন্য তাঁহারা বিদ্যাভ্যাস দ্বারা বিষয় কর্ম্ম করিবার জন্য লালায়িত হইয়াছেন।

ক্ষত্রিয় ও ভাট :— ত্রিপুরা জেলায় ক্ষত্রিয়ের সংখ্যা নিতান্ত অল্প। বোধ হয় দুই সহস্রের অধিক হইবে না। অত্র জেলাবাসী ভাটগণ "বর্ম্মণ" আখ্যা দ্বারা আত্ম পরিচয়

প্রদান করত ক্ষত্রিয় শ্রেণীতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছেন। সুতরাং আদমসুমারি কর্ত্তাগণের পক্ষে ক্ষত্রিয় ও ভাটদিগকে পৃথক করা অসাধ্য কর্ম্ম হইয়াছে। জমিদারি ও তালুকদারি হইতে সামান্য পেয়াদার কার্য্য ক্ষত্রিয়দিগের অধিকৃত। ছত্র ও পাটি বিক্রেতা কতকগুলি লোক আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতেছে। সাধারণে ইহারা ভাট বলিয়া আখ্যাত। কিন্তু ইহারা স্বয়ং নামের অন্তে "বর্ম্মণ" শব্দ সংযুক্ত করত ক্ষত্রিয় বলিয়া আত্ম পরিচয় প্রদান করিতেছেন। চট্টগ্রাম নিবাসী ছত্র ও পাটিবিক্রেতাগণ তথাকার আদমশুমারির কর্ত্তাগণ দ্বারা ভাট আখ্যায় আখ্যাত হইয়াছেন। আর ত্রিপুরার অন্তর্গত "ভাটপাড়া" গ্রামনিবাসী ব্যক্তিগণ ও ক্ষত্রিয় সমাজে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছেন। ইহারা ক্ষত্রিয় কি ভাট কুলোদ্ভব তাহা পাঠকগণ বিচার করিবেন।

বৈশ্য :—ত্রিপুরা জেলায় বৈশ্য আছে বলিয়া আমরা অবগত নহি; কিন্তু পশ্চিম বঙ্গের যে সকল জাতি বৈশ্য বলিয়া পরিচিত হইবার জন্য লালায়িত, ত্রিপুরায় সেই সকল জাতি নিতান্ত বিরল নহে।

অবশিষ্ট হিন্দুদিগকে আমরা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারি। ১—জলাচরণীয় হিন্দু। ২—জল-অনাচরণীয় হিন্দু। জলাচরণীয় হিন্দুদিগকে আমরা শূদ্র আখ্যায় পরিচিত করিব। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য প্রভৃতি উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুগণ

যাহাদের স্পৃষ্ট জলপান করেন, তাহারা পবিত্র শূদ্র। যাহাদের স্পৃষ্ট জল উচ্চশ্রেণীর অপেয়, তাহারা অনাচরণীয় শ্রেণীতে নিবিষ্ট হইয়াছে।

শূদ্র :–ইহাদিগকে নিম্নলিখিত প্রশাখায় বিভক্ত করা যাইতে পারে। ১—শূদ্র, ২—নাপিত, ৩—গোপ ৪—কর্ম্মকার, ৫—কুম্ভকার, ৬—তৈল-পাল, ৭—গন্ধবণিক, ৮—তন্তুবায়, ৯—লতাবৈদ্য বা বারুই, ১০—মোদক(হাউলাই, কুড়ি প্রভৃতি।) ১১—শঙ্খকার, ১২—কাংস্যকার, ১৩—স্বর্ণকার, ১৪—মালাকার।

শূদ্র—উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদিগের ক্রীত দাস দাসী* হইতে এক শ্রেণীর লোক উদ্ভূত হইয়াছে। ইহাদের সংখ্যা ত্রিপুরা-জেলায় বোধ হয় ২৫।৩০ হাজারের ন্যূন হইবে না। আমরা ইহাদিগকেই বিশেষ ভাবে শূদ্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া

* নবশাখ বংশ হইতে এই সকল দাস দাসী ক্রয় করা হইত। প্রায় ৬০ বৎসর গত হইল জনৈক ভদ্রলোক দময়ন্তী নামক একটি বালিকাকে ক্রয় করেন। তাহার খরিদা কবালা আমরা দর্শন করিয়াছি। সেই বালিকা দময়ন্তী অদ্যাপি জীবিত আছে। তাহার বয়ঃক্রম প্রায় ৭০ বৎসর হইবে। কিঞ্চিদূন অর্দ্ধ শতাব্দী অতীত হইল ইতিহাস লেখকের ৺ পিতৃ দেবতা মহাশয় শ্রীহট্ট হইতে একটি দাস ও একটি দাসী ক্রয় করিয়া আনেন। এই প্রথা অধুনা বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

থাকি।*১৮৭২ খৃষ্টাব্দের আদম স্থমারিতে ইহাদের সংখ্যা ২৫১৩ মাত্র দৃষ্ট হইতেছে। কিন্তু ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের আদম-স্থমারিতে ৮১৬২ জন শূদ্র গণিত হইয়াছে। এই বিংশতি বৎসর মধ্যে ইহাদের বংশ কখনই এরূপ ভাবে বর্দ্ধিত হয় নাই। আমাদের বিবেচনায় আরও বহুসংখ্যক শূদ্র কায়স্থ ও বৈদ্যদিগের বসনাভ্যন্তরে লুক্কায়িত রহিয়াছে। উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদিগের দাস্যতা ইহাদের জীবিকা ছিল। বিবাহ কালে বর ও পাত্রীকে পাটে উঠান এবং কুটুম্বালয়ে সন্দেশ (তত্ত্ব) লইয়া যাওয়া ইহাদের দুইটী প্রধান কার্য্য ছিল। কিন্তু অধুনা ইহা নিতান্ত অপমান জনক বোধে শূদ্রগণ এই কার্য্য পরিত্যাগ করিতেছে এবং এই জন্য তাহাদের চির প্রতিপালক কায়স্থ ও বৈদ্যের সহিত তাহাদের বিষম কলহ চলিতেছে। শূদ্রগণ তাহাদের প্রভুগণ হইতে নিষ্কর কিম্বা অল্পকরে জায়গীর স্বরূপ কিঞ্চিৎ ভূমি প্রাপ্ত হইত। এক্ষণ তাহারা তাহাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইতে বিরত হইতেছে বলিয়া তাহাদের প্রভুগণও সেই সকল জায়গীর ভূমি বাজেয়াপ্ত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এবম্প্রকার দুই একটি ঘটনা আদালত পর্য্যন্ত গড়াইয়াছে। শূদ্রগণ নূতন প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইনের আশ্রয় গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিয়াছে; কিন্তু আদালত তাহাদের এই অন্যায় আবদার শ্রুতিযোগ্য বলিয়া বিবেচনা

* উড়িষ্যায় ইহারা "সাকরেৎপেসা" বলিয়া পরিচিত।

করেন নাই। সুখের বিষয় এই যে, শূদ্রগণ ইংরেজী শিক্ষা দ্বারা, তাহাদের অবস্থা পরিবর্ত্তন জন্য যত্নবান হইয়াছে। আমরা ভরসা করি তাহারা এই পন্থাবলম্বন পূর্ব্বক উন্নতির সোপানে আরোহন করিবে। কিন্তু জাতীয় আখ্যাটি পরিত্যাগ করা তাহাদের কর্ত্তব্য নহে।

পশ্চিম বঙ্গে নানা প্রকার গোপ দৃষ্ট হয়। উত্তপ্ত লৌহশলাকা দ্বারা যাহারা রোগাক্রান্ত গোকুলের চিকিৎসা করিয়া থাকে, তাহারা গোপকুলে ঘৃণার্হ। তাহাদের জন্যই পশ্চিম বঙ্গে গোপকুলের শ্রেণী বিভাগ হইয়াছে। ত্রিপুরা কিম্বা তৎপার্শ্ববর্ত্তী অন্য কোন জেলাতে উল্লেখিত চিকিৎসক সম্প্রদায়ের গোপ নাই। ত্রিপুরাবাসী গোপ বা গোয়ালাদিগকে আমরা সদ্‌গোপ শ্রেণীতে স্থান প্রদান করিতে পারি। পশ্চিম বঙ্গের সদ্‌গোপ জাতি গব্যরস বিক্রেতা নহে সত্য, কিন্তু ত্রিপুরা জেলাবাসী গোপগণ তাহাদের ন্যায় উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুগণের সামান্য ভৃত্যের কার্য্য নির্ব্বাহ করেনা। ইহা তাহাদের পক্ষে নিতান্ত ঘৃণার্হ কার্য্য।

অন্যান্য শূদ্রগণ সম্বন্ধে কোন বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। পশ্চিম বঙ্গের ন্যায় ত্রিপুরাবাসী গন্ধবণিকগণ বৈশ্য আখ্যায় পরিচিত হইবার জন্য লালায়িত হইয়াছে। তন্তুবায়গণ আপনাদের জাতীয় ব্যবসা প্রায় পরিত্যাগ করিয়াছে, কিন্তু তাহারা কলিকাতা ও ঢাকা নিবাসী বসাক

দিগের ন্যায় বিদ্যাশিক্ষাদ্বারা উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই। লতাবৈদ্য ও তেলীপাল (কুণ্ড)দিগের মধ্যে সামাজিক অত্যাচার নিতান্ত যন্ত্রনাদায়ক ও ঘৃণার্হ। তেলীপালগণ ব্যবসা বাণিজ্য দ্বারা আপনাদের অবস্থা কিঞ্চিৎ উন্নত করিয়াছে। লতাবৈদ্যগণ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। একটি "জাতিবারুই" দ্বিতীয় "শিক্ষাবারুই।" জাতিবারুইগণ বলেন, তাহারা এবং বঙ্গীয় বৈদ্যগণ এক মূল হইতে উদ্ভূত, এজন্য তাহারা পানের ব্যবসা করিয়া লতাবৈদ্য আখ্যা প্রা[illegible]। বৈদ্যদিগের কুল-পদবি তাহাদের মধ্যে [illegible] শিক্ষাবারুই শূদ্রজাতীয়। মোটের উপর আমরা এই মাত্র বলিতে পারি যে ত্রিপুরা বাসী শূদ্রগণের অবস্থা অনুন্নত।

অনাচরণীয় হিন্দু :—ইহাদিগকে নিম্ন লিখিত উপশাখায় বিভক্ত করা যাইতে পারে, ১ চণ্ডাল, ২ কৈবর্ত্ত, ৩ পাটনি, ৪ সাহা, ৫ যোগী, ৬ যুগী, ৭ কপালী, ৮ সূত্রধর, ৯ রজক ১০ নট, ১১ মালী, ১২ চামার, ইত্যাদি। এই সকল জাতির মধ্যে অনেক প্রকার শাখা প্রশাখা আছে। তন্মধ্যে যে গুলি ব্যবসা দ্বারা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হইয়াছে তাহাই প্রদর্শিত হইবে।

১। চণ্ডাল :—আমাদের ধর্ম্ম শাস্ত্রে লিখিত আছে শূদ্র-পুরুষ ও ব্রাহ্মণ রমণীর সংযোগে এই জাতীর উৎপত্তি।

এই বাক্য যে সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও অপ্রামাণ্য তাহা আমরা বিশেষ ভাবে প্রদর্শন করিয়াছি। * শ্রীযুক্ত রমেশ চন্দ্র দত্ত (সি,এস) মহাশয়ের বর্ণনা দ্বারা ও আমাদের মত সমর্থিত হইতেছে। আমাদিগের বিবেচনায় চণ্ডালগণ ভারতের আদিম নিবাসী। নরজাতি-তত্ত্ববিৎ-পণ্ডিতগণ তাহাদিগকে লৌহিত্য বংশের একটী শাখা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ত্রিপুরাবাসী চণ্ডাল দিগকে দুইটি প্রশাখায় বিভক্ত করা যাইতেছে। (১)—নমশূদ্র। কৃষিকার্য্য ও নৌকাবাহন দ্বারা ইহারা জীবিকা নির্ব্বাহ [illegible] (২)—চণ্ডাল (বেহারা বা পাথীয়া) ইহারা প্রধান[illegible] বাহক, প্রয়োজন অনুসারে ইহারা কৃষি এবং অন্যান্য কার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। হিন্দু জাতির মধ্যে চণ্ডালই ত্রিপুরার প্রধান অধিবাসী।

২। কৈবর্ত্ত (ধীবর):— স্মৃতি ও পুরাণে ইহাদের উৎপত্তি বৃত্তান্ত দুই প্রকার বর্ণিত আছে। নিষাদ পুরুষ ও বৈদেহ রমণী সংযোগে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করে তাহারা কৈবর্ত্ত দাস। মতান্তরে গোপ পুরুষ ও শূদ্রীরমণীর গর্ভে ধীবর জাতির উৎপত্তি; কিন্তু নরজাতি-তত্ত্ববিৎ-পণ্ডিতদিগের মতে কৈবর্ত্তগণ ভারতের আদিম নিবাসী, দ্রাবিড় বংশের

* "বর্ণভেদ" শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। (নব্যভারত, ষষ্ঠ খণ্ড, ৩৮৪ পৃষ্ঠা)।

একটী প্রধান শাখা। ইহারা অনেকগুলি প্রশাখায় বিভক্ত। (১) হালুয়াদাস :— পশ্চিম বঙ্গে ইহারাই জলাচরণীয় কৈবর্ত্ত। শ্রীহট্ট নিবাসী উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুগণ ইহাদের স্পৃষ্ট জল পান করেন। ত্রিপুরায় হালুয়াদাসদিগের অবস্থা পূর্ব্বে অপেক্ষাকৃত উন্নত ছিল। নুরনগর পরগণায় হালুয়াদাসগণ তালুকদার শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে মুনি-অঙ্কের চৌধুরীগণ বিশেষ ধনাঢ্য ও পরাক্রমশালী ছিলেন। অধুনা হালুয়াদাসগণ ক্রমে অবনতি প্রাপ্ত হইতেছে। (২) জাল-জীবিদাস: — ইহারা পূর্ব্ব বঙ্গে প্রকৃত কৈবর্ত্ত বলিয়া পরিচিত। জালদ্বারা মৎস্য ধৃত করা ইহাদিগের প্রধান কার্য্য। নৌকা-বাহন এবং শুক্না মৎস্য প্রস্তুত করিয়া, জীবিত ও শুক্না মৎস্য বিক্রয় করা ইহাদের জীবিকা নির্ব্বাহের প্রধান উপায়। হালুয়া এবং জালজীবিদাস উভয়ই পরাশর দাস বলিয়া আত্ম পরিচয় প্রদান করে। ইহা সুখের বিষয় যে, বিদ্যালোচনার দ্বারা ইহারা উন্নতির পন্থা অনুসন্ধান করিতেছে। (৩) ঝাল (ঝল্ল), (৪) মাল (মল্ল), * (৫) তিয়র

* মানব ধর্ম্মশাস্ত্রের বর্ণিত ঝল্ল, মল্লগণ ব্রাত্য ক্ষত্রিয়। মহাভারতে মল্ল ক্ষত্রিয় দিগের উল্লেখ আছে। ভগবান শাক্যসিংহের অভ্যুদয় কালে মল্লরাজগণ বিশেষ পরাক্রমশালী ছিলেন। বিষ্ণুপুরের প্রাচীন নরপতিগণ মল্লবংশীয় ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতেন।

(তিবর) ইহারা সকলেই মৎস্যজীবী। অধুনা ইহারা সকলেই কৃষিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

৩। পাটনিঃ—আমাদের বিবেচনায় পাটনিগণ কৈবর্ত্তবংশের একটী স্বতন্ত্র শাখা। ইহারা প্রধানত নৌকাজীবী। ত্রিপুরায় পাটনিগণ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। (১) মাঝি, ইহারা খেয়া নৌকা বাহিয়া থাকে বলিয়া মাঝি উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছে। (২) বাদ্যকারক, ইহারা ঢোল, কাড়া প্রভৃতি বাদ্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। (৩) শিকারী, ইহারা টেঁটা, বর্ষা প্রভৃতি দ্বারা নানা প্রকার মৎস্য কুম্ভীরাদি সুকৌশলে শিকার করিয়া থাকে। আমরা দুঃখের সহিত উল্লেখ করিতেছি যে, চুরি ডাকাতি পাটনি মাঝিদিগের একটি প্রধান ব্যবসায় ছিল। ব্রিটীস গবর্ণমেণ্টের সুশাসনে ক্রমে ইহারা এই ব্যবসায়টি পরিত্যাগ করিতেছে।

৪। সাহাঃ—সাহাগণ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, (১) সাহা বা সৌ। (২) শুঁড়ি। স্মৃতিশাস্ত্রানুসারে গোপ পুরুষের ঔরসে ও শূদ্রা রমণীর গর্ভে শৌণ্ডিক জাতির উৎপত্তি। ব্রহ্ম-বৈবর্ত্ত পুরাণের মতে বৈশ্য পুরুষ এবং তিবর রমণীর সংযোগে শুণ্ডিজাতির উৎপত্তি। শুঁড়ি সেই শৌণ্ডিক বা শুণ্ডি শব্দের অপভ্রংশ। আকৃতি দ্বারা ইহাদিগকে অনার্য্য বংশ সম্ভূত বলিয়া বোধ হয় না। অধুনা যাহারা মদ্য প্রস্তুত করে, তাহারাই শুঁড়ি। যাহারা সেই ঘৃণিত ব্যবসায়

পরিত্যাগ করিয়া পবিত্র স্বভাব হইয়াছে, তাহারাই সাহা বা সৌ। ত্রিপুরা জেলাবাসী সাহাগন তিন শ্রেণীতে বিভক্ত যথা :— আঠারচূড়া (বারেন্দ্র), ছফুলিয়া এবং পাঁচফুলিয়া (রাঢ়ী)। সাহাগণ নানা প্রকার ব্যবসায় বাণিজ্য দ্বারা ক্রমে তাহাদের অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছে। কোন কোন ব্যক্তি "জমিদারি" ও তালুক প্রভৃতি ক্রয় করিয়া সম্মানিত হইয়াছেন। সাহাগণ সম্পত্তিশালী হইলে স্বয়ংই "রায়", "চৌধুরী" প্রভৃতি উপাধি গ্রহণ করেন। ত্রিপুরা জেলার মধ্যে সাহা জাতি ধনে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। লোহা গাড়ার দ্বিতীয় "জগৎশেঠ" পরিবারের কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। অধুনা ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার অধীন হরিপুরের সাহাগন ত্রিপুরা জেলায় তাঁহাদের স্থান অধিকার করিয়াছেন। অন্যান্য বিবিধ স্থানে ধনবান সাহা জাতি বর্ত্তমান রহিয়াছে। "বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মীঃ" এই প্রাচীন বাক্যের ইহারাই সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছে।

অর্থদ্বারা দরিদ্র কায়স্থ, বৈদ্য কিম্বা শূদ্র কন্যা ক্রয়করিয়া সেই কন্যাকে বিবাহ করিবার রোগ শ্রীহট্ট হইতে ত্রিপুরার সাহাদিগের মধ্যে সংক্রামিত হইতেছে। কিন্তু ত্রিপুরা বাসী কায়স্থ, বৈদ্য কিম্বা শূদ্রগণ উল্লিখিত কন্যা বিক্রয় কার্য্যে সম্মত নহেন, বলিয়া এই আশ্চর্য্য রোগাক্রান্ত সাহাগণ শ্রীহট্ট হইতে কন্যা ক্রয় করিয়া আনয়ন করে। উচ্চশ্রেণীর হিন্দু

হইতে কন্যা ক্রয় করিয়া কিম্বা উচ্চশ্রেণীর হিন্দু বালককে নানা প্রকার প্রলোভনে বাধ্য করিয়া তাহার সহিত নিজ কন্যার বিবাহ দেওয়া শ্রীহট্টের সাহাদিগের একটী আশ্চর্য্য রোগ।* ইহা দ্বারা তাহাদের কিছু মাত্র লাভ হইতেছে না, কারণ সেই কন্যা ও বালক উভয়ই জাতি চ্যুত হইয়া সাহা জাতি প্রাপ্ত হয়।

৪ যোগী :— ইহারা খেলাস্ত-যোগী (কৃত্রিম-যোগী) বা সন্ন্যাসী বলিয়া আখ্যাত। আদমসুমারির কর্ত্তাগণ যে, ইহাদিগকে কোন্ শ্রেণীতে সন্নিবেশিত করিয়াছেন, তাহা আমরা স্থির করিতে পারিলাম না। সন্ন্যাসী বেশে ভিক্ষা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করা ইহাদের জাতীয় কার্য্য। দূর দেশে ইহারা প্রকৃত সাধু বলিয়া আত্ম পরিচয় প্রদান করত অর্থোপার্জ্জন করিয়া থাকে। ব্রাহ্মণবাড়ীয়া সবডিবিসনের কাশীরামপুর ও মুনি-অন্ধ প্রভৃতি গ্রামে ইহাদের বাস আছে। ইহাদের সংখ্যা নিতান্ত অল্প।

---

* শ্রীযুক্তা রমাবাইএর স্বামী ৺বাবু বিপিনচন্দ্র দাস কলিকাতা নিবাসী একটী কুলীন কায়স্থ যুবককে কৌশলে ও প্রলোভনে বাধ্য করিয়া স্বীয় পরিবারের একটী বালিকার সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করেন। শ্রীহট্টের সাহাগণ পূর্ব্বে শ্রীহট্ট ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী জেলা হইতে আরকাটিদিগের কুলি ধরার ন্যায় পাত্র সংগ্রহ করিত, এক্ষণ ইহারা কলিকাতা পর্য্যন্ত ধাবিত হইয়াছে।

৫ যুগী :— পুরাণে ইহারা যুঙ্গী বলিয়া পরিচিত। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে লিখিত আছে যে বেশধারীর (খেলাস্ত যোগীর) ঔরসে এবং গঙ্গাপুত্র (মুর্দ্দাফরাস) রমণীর গর্ভে এই জাতীর উৎপত্তি। এই সকল পৌরাণিক বর্ণনা আমরা সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। যুগী জাতির উৎপত্তি যে রূপই হউক না কেন, চণ্ডাল এবং কৈবর্ত্তদিগকে পরিত্যাগ করিলে ত্রিপুরা জেলায় ইহাদের সংখ্যা অন্যান্য জাতি হইতে অধিক। ইহাদের আচার ব্যবহার সকলই হিন্দু ধর্ম্মানুমোদিত কিন্তু ইহারা মৃত দেহ দাহ না করিয়া, নাম মাত্র অগ্নিসংস্কার করত কবরস্থ করিয়া ফেলে। হিন্দুর ব্রাহ্মণগণ ইহাদের পৌরহিত্য স্বীকার না করায় ইহারা আপনাদের স্বজাতি হইতে কতকগুলি লোককে পুরোহিত করিয়া লইয়াছে। সেই সকল পুরোহিতগণ "মহন্ত" বলিয়া আত্ম পরিচয় প্রদান করে। অধুনা কোন কোন মহন্ত "গোস্বামী" আখ্যা ধারণ করিবার জন্য লালায়িত হইয়াছে।

প্রাচীন কাল হইতে যুগীগণ বস্ত্র বয়ন কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। তন্তুবায় ও যুগীগণ আমাদের বহির্বাণিজ্যের প্রধান সহায় ছিল। কিন্তু বিলাতী শিল্পিগণ ইহাদের সর্ব্বনাশ করিতে সমুদ্যত হইয়াছে। এজন্য যুগীগণ অন্যান্য প্রকার ব্যবসায় বাণিজ্য দ্বারা তাহাদের অবস্থার উন্নতি সাধনে যত্নবান হইয়াছে। ত্রিপুরাবাসী কোন কোন যুগী

জমিদারি ও তালুক ক্রয় করিয়াছে; কিন্তু সাধারণ যুগীগণ বস্ত্রবয়ন, বিক্রয়, বিলাতি বস্ত্রের বাণিজ্য এবং কৃষিকার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে।

৭। কপালী:— ইহারা সাধারণতঃ কাওয়ালী বলিয়া পরিচিত। পাট দ্বারা ছালা, চট প্রভৃতি নির্ম্মাণ করা ইহাদের জাতীয় ব্যবসায়। কিন্তু অধুনা ইহারা কৃষিকার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে বাধ্য হইয়াছে। বিলাতী শিল্পিগণ ইহাদেরও সর্ব্বনাশ করিয়াছে।

৮। সূত্রধর:— ত্রিপুরা বাসী সূত্রধর দিগের মধ্যে অল্প সংখ্যক সুনিপুণ কারু আছে। ইহারা গজদন্ত দ্বারা গোলদান, চেয়ার, দেবতার আসন প্রভৃতি নানা প্রকার বহুমূল্য বস্তু প্রস্তুত করিতে পারে।

৯। রজক দিগের কথা উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন।

১০। নট:— ইহারা প্রাচীন আর্য্যদিগের গায়ক, বাদক ও নাট্যকার। ত্রিপুরাবাসী নটদিগের মধ্যে অনেক সুগায়ক ও কলাবৎ জন্মগ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু ইহা দুঃখের বিষয় যে, এই জাতিটি ক্রমেই বিলুপ্ত হইতেছে। পুরুষ পরীক্ষা গ্রন্থে লিখিত আছে যে, মহারাজ লক্ষণসেনের মন্ত্রী উমাপতি ধর রাজ সভার প্রধান নটকে "জায়াজীবী" বলিয়া ভর্ৎসনা করিয়া ছিলেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ইহারা নিতান্ত ঘৃণিত ব্যবসায় দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিত।

১১। মালী :— মালীগণ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত যথা, ভুইমালী অর্থাৎ মাটির কার্য্য করে, দ্বিতীয়ত হাড়ি অর্থাৎ মেথর।

১২। পোঁদ :— অনার্য্য পৌণ্ড্র। ইহারা উত্তর বঙ্গের আদিম অধিবাসী। ইহাদের নাম অনুসারে প্রাচীন কালে বরেন্দ্র ভূমি পৌণ্ড্র আখ্যা প্রাপ্ত হয়।

১৩। চামার। ইহারা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত (১)চামার (২)মুচি। উভয়ই চর্ম্ম ব্যবসায়ী। মুচিগণ শ্রেষ্ঠ, চামার নিকৃষ্ট।

অনাচরণীয় জাতি সমূহের পুরোহিত দিগের মধ্যে সাহা দিগের পুরোহিতগণ সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত অবস্থাপন্ন। ইহা- দের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তি বিশেষ রূপে শাস্ত্রালোচনা দ্বারা উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন তন্মধ্যে কালীকচ্ছ নিবাসী পণ্ডিত মাধবচন্দ্র তর্কচূড়ামণি সর্ব্বপ্রধান। তিনি ভগবৎ- গীতার একটি সুন্দর সংস্করণ বঙ্গানুবাদের সহিত প্রকাশ করি- য়াছেন। তদ্ব্যতীত তিনি অন্যান্য সংস্কৃত গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। সূত্রধরদিগের পুরোহিত লগ্নাচার্য্যেরনাম তদনন্তর উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহারা কলাপ অধ্যয়ন পূর্ব্বক জ্যোতিষ শাস্ত্রের আলোচনা করিয়া থাকে। পাইটকাড়া পর- গণার অন্তর্গত ছুক্তলা নিবাসী অসাধারণ জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিত মৃত রামজীবন (রামজী) বিদ্যাসাগর ত্রিপুরেশ্বর মহারাজ ঈশানচন্দ্র মাণিক্যের সভাপণ্ডিত ছিলেন। অন্যান্য বর্ণের

ব্রাহ্মণগণ অধিকাংশই মূর্খ, ইহারা যজমান দিগের রক্ত শোষণ করিয়া আত্ম উদর পরিপূর্ণ করেন।

ত্রিপুরায় জাত বৈষ্ণবের সংখ্যা ৩০৪৬, তন্মধ্যে পুরুষ ১৩৩১ এবং স্ত্রী ১৭১৫। এই স্ত্রী বৈষ্ণবের অর্দ্ধাংশই বোধ হয় প্রকৃত বেশ্যা হইবে। প্রেমাবতার চৈতন্যের ধর্ম্মের ঈদৃশ বিকৃতি নিতান্তই কষ্টকর।

ত্রিপুরা জেলায় ত্রিপুরা জাতির সংখ্যা প্রায় সার্দ্ধ তিন সহস্র হইবে। তাহার তৃতীয়াংশ বোধ হয় খাটি ত্রিপুরা; ইহারা প্রধানত কুকির অত্যাচারে পর্ব্বত পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমতল ক্ষেত্রে স্থিত বনজঙ্গল পরিপূর্ণ স্থানে ও লালময়ী পর্ব্বতে বাস ভবন নির্ম্মাণ করিয়াছে। অবশিষ্ট ত্রিপুরাগণ জাতিচ্যুত হিন্দু। ইহারা প্রধানত ত্রিপুরা দাস ও রাজবংশী বলিয়া পরিচয় প্রদান করে। নুরনগরের জনৈক (কায়স্থ) দাস বংশীয় তালুকদার ঘটনা ক্রমে জাতিচ্যুত হইয়া উক্ত সমাজে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। তদ্ব্যতীত অধিকাংশই শূদ্র ও নবশাখ শ্রেণী হইতে পতিত।

১৮৯১ খৃষ্টাব্দের আদম স্থমারিতে ত্রিপুরা বাসী ব্রাহ্মের সংখ্যা ১১১ দেখা যাইতেছে। ইহাদের অধিকাংশ উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু কুলজাত।

১৮৯১ খৃষ্টাব্দের আদমস্থমারি দৃষ্টে কতকগুলি হিন্দুজাতির লোক সংখ্যা পর পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল।

| জাতির নাম। | পুরুষ। | রমণী। | মোট |
|---|---|---|---|
| ব্রাহ্মণ ... ... | ১৬৩৮৬ | ১৪৫৮৪ | ৩০৯৭০ |
| কায়স্থ ... ... | ৩৫২০৮ | ৩৭৩৪৬ | ৭২৫৫৪* |
| বৈদ্য ... ... | ২৩৪৩ | ২৩৮০ | ৪৭২৩* |
| শূদ্র ... ... | ৪১৪৮ | ৪০১৪ | ৮১৬২* |
| গোপ ... ... | ৬০৫১ | ৪৯৩০ | ১০৯৮৪ |
| নাপিত ... ... | ১১৫৭৬ | ১১১৬০ | ২২৭৩৬ |
| কুম্ভকার ( রুদ্রপাল ) | ৫২৫৩ | ৫০৮৫ | ১০৩৩৮ |
| লতাবৈদ্য | ৪৮৮১ | ৪৫৬৬ | ৯৪৪৭ |
| তৈলপাল ( কুণ্ড ) ... | ৩৮০০ | ৩৬৩৮ | ৭৪৩৮ |
| গন্ধবণিক ... ... | ১৫৩০ | ১৪৩৭ | ২৯৬৭ |
| বণিক ... ... ... | ৩২৯৭ | ৩০২৭ | ৬৩২৪ |
| কর্ম্মকার ( লোহার ) | ২৯০৩ | ২৭৬০ | ৫৬৬৩ |
| মালাকার ( মালী ) † | ২১৭৬ | ২১১৪ | ৪২৯০ |
| চণ্ডাল (নমশূদ্র এবং চঙ্গ) | ৫০১২২ | ৪৬০৩৮ | ৯৬১৬০ |
| কৈবর্ত্ত :— | | | |
| দাস ( হালুয়া ) ... | ১২৭৫ | ১২৪৯ | ২৫২৪ |
| দাস ( জেলে ) | ৩০২০৩ | ৩০৩৪৪ | ৬০৫৪৭ |
| ঝল্ল ( ঝাল ) ... | ১৩৯২ | ১২১৫ | ২৬০৭ |
| মল্ল ( মাল ) ... | ২৪১২ | ২৩৫২ | ৪৭৬৪ |

* কায়স্থ, বৈদ্য এবং শূদ্রের সংখ্যা কিরূপ অবিশুদ্ধ তাহা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে।

† মালাকারদিগের মধ্যে ভূইমালী প্রবিষ্ট হইয়াছে, বলিয়া আমাদের সন্দেহ হইতেছে।

| জাতির নাম। | পুরুষ | রমণী | মোট |
|---|---|---|---|
| সাহা (শুঁড়ি সহ) ... | ১৮৬৫০ | ১৯৫৩৫ | ৩৮১৮৫ |
| যুগী (মহন্ত সহ) ... | ৩৪৮০৯ | ৩৪৬৩২ | ৬৯৪৪১ |
| কপালী ... ... | ৪৭৩৬ | ৪৬৩১ | ৯৩৬৭ |
| সূত্রধর ... ... | ৮৩৩৩ | ৮০৬৭ | ১৬৪০০ |
| রজক ... ... ... | ৯১১৭ | ৮৫১৯ | ১৭৬৩৬ |
| মালী (ভূইমালী) ... | ৩৭৭৯ | ৩৭৬১ | ৭৫৪০ |
| হাড়ি (মালী) ... | ৬৬৮ | ৬৭৭ | ১৩৪৫ |
| চামার ও মুচি ... ... | ৪৬৬১ | ৩৬৭০ | ৮৩৩১ |

এই সকল ব্যতীত অন্য কোন জাতির সংখ্যা এক সহস্রের অধিক নহে। সর্ব্বপ্রকার কৈবর্ত্তের সংখ্যা ৭০৮৪২ হইবে, তন্মধ্যে তিবর (তিয়র) চারি শতের অধিক হইবে না। বোধ হয় তিয়রগণ জেলে কৈবর্ত্তের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে।

ত্রিপুরা জেলায় সর্ব্বপ্রকার হিন্দুর সংখ্যা (১৮৯১ খৃষ্টাব্দের আদমস্থমারি অনুসারে) ৫৫৭০৭৯ নির্ণীত হইয়াছে। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের গননা অনুযায়ী ৫০৯০৬৬ হিন্দু। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে দশ বৎসরে ৪৮০১৩ জন হিন্দু বৃদ্ধি হইয়াছে। ব্রাহ্মণবাড়ীয়া উপবিভাগে হিন্দুর সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অধিক। ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ও কসবা থানার অন্তর্গত স্থানে শতকরা প্রায় ৪৬ জন হিন্দু অবশিষ্ট মুসলমান। সদর ও চাঁদপুর উপবিভাগে হিন্দুর সংখ্যা তদনুপাতে নিতান্ত ন্যূন। সদরের

অন্তর্গত লাকসাম থানায় মুসলমানের পঞ্চমাংশ হিন্দু। চাঁদপুরের অন্তর্গত স্থানে প্রায় তৃতীয়াংশ হিন্দু।

১৮৯১ খৃষ্টাব্দের আদমসুমারি অনুসারে ত্রিপুরা জেলায় মুসলমানের সংখ্যা ১২২৪০৩৬ নির্ণীত হইয়াছে। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের গনণানুসারে এই জেলায় মুসলমানের সংখ্যা ১০০৭৪২২ ছিল। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, দশ বৎসরে ত্রিপুরা জেলায় ২১৯৬১৪ জন মুসলমান বর্দ্ধিত হইয়াছে। আদমসুমারির কর্ত্তাগণ এই বৃদ্ধি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, "নওয়াখালী, ঢাকা ফরিদপুর ও বাখরগঞ্জ হইতে অনেক মুসলমান মেঘনাদের নুতন চরে বাস ভবন নির্ম্মাণ করিয়াছে।" এই বর্ণনা আংশিক সত্য হইলেও সম্পূর্ণ সত্য হইতে পারেনা। কারণ সেই সকল জেলাতেও মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধি ব্যতীত হ্রাস দেখা যাইতেছেনা। আমাদের বিবেচনায় বিধবা বিবাহই ইহার প্রধান কারণ। পূর্ব্বে চণ্ডাল, মালী প্রভৃতি নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুদিগের মধ্যে বিধবা বিবাহ প্রচলিত ছিল। এক্ষণে তাহারাও বিধবা বিবাহের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করিতেছে। পক্ষান্তরে কৃষিজীবি-মুসলমানগণ তাহাদের কৃষিকার্য্যের সাহায্যের জন্য একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করিয়া সংসার বৃদ্ধি করিতেছে। আবার হিন্দুদিগের মধ্যে কোন কোন শ্রেণীর পুরুষগণ অর্থের অভাবে দার পরিগ্রহ করিতে পারিতেছে না। হিন্দু বাল বিধবাগণের সন্তান উৎপাদিকা

শক্তি সামাজিক অত্যাচারে নিরুদ্ধ হইয়াছে। অপর পক্ষে পুত্র কন্যাবতী মুসলমান বিধবাগণ দ্বিতীয়, তৃতীয় কিম্বা চতুর্থবার স্বামী গ্রহণ করত সৃষ্টি বৃদ্ধি করিতেছে। সুতরাং হিন্দুর হ্রাস ও মুসলমানের বৃদ্ধি অনিবার্য্য।

আদমসুমারির কর্ত্তাগণ ত্রিপুরাবাসী মুসলমানদিগকে ছৈয়দ, পাঠান, সেখ, এবং অনির্দ্দিষ্ট এই ৪ শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। তন্মধ্যে ছৈয়দ, পাঠান ও সেখের সংখ্যা বোধ হয় ৪।৫ সহস্রের অধিক হইবে না, অবশিষ্ট অনির্দ্দিষ্ট। আমরা মুসলমানদিগকে তিনটী শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারি যথা, উচ্চ, মধ্য ও নিম্ন। উচ্চ শ্রেণীর মুসলমানগণ যে বংশ মর্য্যাদায় কেবল ত্রিপুরা জেলায়ই শ্রেষ্ঠ বলিয়া আখ্যাত এমত নহে, বাঙ্গালা ও বিহার দেশে যে স্থানে যে সকল সম্ভ্রান্ত মুসলমান বংশ আছে, তাঁহারা সকলই ত্রিপুরাবাসী উচ্চ শ্রেণীর মুসলমান দিগের প্রতি বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকেন। আমরা যথা স্থানে ত্রিপুরার প্রাচীন মুসলমান জমিদার দিগের কথা উল্লেখ করিয়াছি। সেই সকল জমিদার বংশ ব্যতীত আরও কতকগুলি সম্ভ্রান্ত মুসলমান বংশ ত্রিপুরায় বাস করিতেছেন। ব্রিটিসাধিকার কালে তাঁহারা বিদ্যাশিক্ষা দ্বারা আপনাদের গৌরব ও সম্মান রক্ষা করিবার জন্য যত্নবান হইয়াছেন। ত্রিপুরার সম্ভ্রান্ত মুসলমানগণ ইংরেজী শিক্ষাদ্বারা কায়স্থ ও বৈদ্যের সম শ্রেণীতে

দণ্ডায়মান হইয়াছেন। যদিচ ত্রিপুরার তিনটি উপবিভাগেই সম্ভ্রান্ত বা উচ্চ শ্রেণীর মুসলমান বাস করিতেছেন; কিন্তু ইহা নিতান্ত আশ্চর্য্যের বিষয় যে, ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্যের ন্যায় তথাকার সম্ভ্রান্ত মুসলমানগণও ইংরেজী শিক্ষাদ্বারা সেই উপবিভাগের শ্রেষ্ঠত্ব রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছেন। পূর্ব্বে যে রূপ ব্রাহ্মণবাড়ীয়া উপ-বিভাগ নিবাসী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ "পণ্ডিত সদর আমিন" পদে নিযুক্ত হইতেন, তদ্রূপ ব্রাহ্মণবাড়ীয়া উপবিভাগের সম্ভ্রান্ত ও সুপণ্ডিত মুসলমানগণ সদর-আমিন, আলা-সদর-আমিন ও ডিপুটী কালেক্টরের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। সদর উপবিভাগের দুই একটি সম্ভ্রান্ত মুসলমান কদাচিত তাঁহাদের পার্শ্বে উপবেশন করিয়াছেন।

মধ্যশ্রেণীঃ—সামান্য তালুকদার, ইজারাদার ও গ্রাম্য পাট-ওয়ারীদিগকে, আমরা মধ্য শ্রেণীতে স্থান প্রদান করিলাম। ইঁহাদের মধ্যে সময় সময় দুই একটি প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা উচ্চ রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া সমাজে সম্মানিত হইয়াছেন।

তৃতীয় শ্রেণীঃ—সাধারণ কৃষক ও শ্রমজীবি সম্প্রদায়। ইহারা অবশ্যই, আফগানিস্থান, কিম্বা তুরস্ক দেশ হইতে ত্রিপুরায় উপনিবিষ্ট হয় নাই। নানা প্রকার অবস্থার পরিবর্ত্তনে নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুগণ "ইছলাম"ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে।

ফলত ত্রিপুরাবাসী উচ্চ, মধ্য ও নিম্ন এই তিন শ্রেণীর মুসলমানের মধ্যেই বহুসংখ্যক হিন্দুসন্তান রহিয়াছে।

ত্রিপুরাবাসী মুসলমানগণ অধিকাংশ সুন্নি; সিয়া সম্প্রদায় নিতান্ত বিরল। ফেরাজি সম্প্রদায় ত্রিপুরায় বিশেষ প্রবল। "ওহেবি" সম্প্রদায় নিতান্ত অল্প। ত্রিপুরার মুসলমানগণ হিন্দু-বিদ্বেষ্টা নহেন। প্রাচীন মুসলমান জমিদারগণ অকাতরে দেবোত্তর, ব্রহ্মোত্তর ও মহাত্মরাণ প্রভৃতি দান করিয়া গিয়াছেন। আর নবীন (ক্রেতা) জমিদার(হিন্দু)গণ সেই সকল বাজেয়াপ্ত করিবার জন্য ফাঁক তল্লাস করিয়া বেড়াইতেছেন। ত্রিপুরায় তান্ত্রিক ব্রাহ্মণগণ যে কেবল হিন্দুদিগকে করায়ত্ত করিয়াছিলেন, এমত নহে; অনেক মুসলমানকেও তাঁহারা শক্তি মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। অদ্যাপি অনেক মুসলমান কালীর মন্দিরে পাঁঠা বলি প্রদান করিয়া থাকে। মেহার কালীবাড়ীর মেলা উপলক্ষে যাঁহারা তথায় গমন করিয়াছেন, তাঁহারা ইহা বিশেষরূপে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ শক্তি উপাসক জমিদার মির্জা হুসনআলীর কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। সরাইলের মুসলমান জমিদার দেওয়ান সাহেবগণ বৃষ্টির জন্য প্রতি বৎসর কালীকচ্ছের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের দ্বারা ইন্দ্রযজ্ঞ করাইতেন। প্রাচীন মুসলমান জমিদারগণ সকলেই ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের টোলের ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য ভূমি ও বৃত্তি দান করিতেন। ফলত

ত্রিপুরার ন্যায় হিন্দু মুসলমানে এরূপ ভ্রাতৃভাব অন্য কোন স্থানে দৃষ্ট হয় না।

---

## চতুর্থ অধ্যায়।

## জেলা ত্রিপুরা—( পূর্ব্বের অনুবৃত্তি )।

কৃষি :—ব্রিটিশাধিকারের প্রারম্ভে ইংরেজ কর্ত্তৃপক্ষগণ যাহাকে "নিবিড় অরণ্য পূর্ণ ও বিরল মনুষ্য বসতি" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন,—শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে বন্য মহিষ ও বরাহ প্রভৃতি হিংস্র জন্তুগণ যে সমতল ক্ষেত্রে নির্ভয়ে বিচরণ করিত,—অধুনা সেই ত্রিপুরা শ্যামলশস্যশালী একটি সুন্দর কৃষিক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। এই ক্ষেত্রে নানা প্রকার শস্য উৎপন্ন হইতেছে, তন্মধ্যে ধান্য, পাট ও গুবাক প্রধান।

ধান্য :—ত্রিপুরায় নানা প্রকার ও উৎকৃষ্ট ধান্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই জেলা হইতে প্রতিবৎসর প্রায় ৪০ লক্ষ মণ তণ্ডুল অন্যান্য স্থানে প্রেরিত হয়।

ত্রিপুরায় উৎপন্ন ধান্যকে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে ; ১—আউশ, ২—শালী, ৩—বর্ষাল, ৪—বরো। আউশ,—উপযুক্ত সময়ে বপন করিতে পারিলে ৬০ দিবস মধ্যে

এই ধান্য উৎপন্ন হয়, এজন্য ইহাকে "যাইট্টা" বলে। প্রকৃত পক্ষে চৈত্র মাসের শেষ ভাগে আউশ ক্ষেত্রে বীজ বপন করিলে আষাঢ় মাসের শেষ ভাগে ইহা সুপক্ক হইয়া থাকে। আউশের মধ্যে কাঁচালনী চুইচাশাইল ও বোয়ালধারা প্রভৃতি উৎকৃষ্ট। শালী—প্রথমত উচ্চ ক্ষেত্রে এই ধান্যের বীজ বপন করিয়া তৎপর তাহা উঠাইয়া লইয়া শ্রাবণ ভাদ্র মাসে কর্দ্দমাক্ত ক্ষেত্রে রোপণ করিতে হয়। অগ্রহায়ণ পৌষ মাসে এই ধান্য সুপক্ক হইয়া থাকে। শালীধান্যের মধ্যে চাপলাইস, খইয়াপাক্‌রী, গোবিন্দ-ভোগ, কালজিরা, কুটিচিকন প্রভৃতি উৎকৃষ্ট। বর্ষাল—ফাল্গুণ চৈত্র মাসে নিম্ন ভূমিতে এই ধান্য বপন করিতে হয়। বর্ষার জল ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি হইলে এই ধান্য নষ্ট হয় না। ২০। ২৫ হস্ত নিম্ন হইতে মস্তকোত্তোলন পূর্ব্বক জলের উপর ভাসিতে থাকে। কিন্তু হঠাৎ অতিরিক্ত পরিমাণ জলপ্লাবন হইলে ধানের গাছগুলি মরিয়া যায়। অগ্রহায়ণ মাসে এই ধান্য সুপক্ক হইয়া থাকে। সরাইল ও নূরনগরের বিল সমূহে এই ধান্য প্রচুর পরিমাণ উৎপন্ন হয়। আউশ কিম্বা শালিধান্য এক বিঘা ভূমিতে যে পরিমাণ উৎপন্ন হয়, বর্ষাল ধান্য প্রায় তাহার দ্বিগুণ হইয়া থাকে। বর্ষাল ধান্যের মধ্যে, আমন, পরচুম, ভইসাথীর, কালামাণিক, দিঘা প্রভৃতি সুপরিচিত। বরো—পৌষ মাঘ মাসে বিল ও নদীর চরে এই ধান্য বপন করা হয়। চৈত্র বৈশাখ মাসে ইহা সুপক্ক হইয়া থাকে। কিন্ত

শিলাবৃষ্টি এই ধান্যের বিষম শত্রু। বরো ধান্যের তণ্ডুল কেবল মাত্র নিম্নশ্রেণীর মানবদিগের খাদ্যোপযোগী।

বার্ষিক জলপ্লাবনই ত্রিপুরাকে শস্যশালিনী করিয়াছে, কিন্তু অতিরিক্ত মাত্রায় জলপ্লাবন হইলে ত্রিপুরার সমস্ত শস্য বিনষ্ট হইয়া যায়। বিগত অর্দ্ধ শতাব্দী মধ্যে দুইবার এরূপ সর্ব্বসংহারক ভীষণ জলপ্লাবন হইয়াছে। ১২৬০ এবং ১৩০০ বঙ্গাব্দের বর্ষা আমরা ভুলিতে পারিব না।

২৫।৩০ বৎসর পূর্ব্বে ত্রিপুরার কৃষকগণ শস্যক্ষেত্রে সার দেওয়া নিষ্প্রয়োজনীয় বিবেচনা করিত। কিন্তু অল্প কাল মধ্য কোন কোন স্থানের উর্ব্বরতা শক্তি এরূপ হ্রাস হইয়াছে যে, গোময়, ছাই, পুষ্করিণী ও খাল সমূহের পলিমাটি না দিলে উপযুক্তরূপ শস্য জন্মে না।

পাটঃ—ইহা নালিতা গুল্মের ত্বক্। ৩০।৩৫ বৎসর পূর্ব্বে আমরা দর্শন করিয়াছি যে, ত্রিপুরাবাসী কৃষকগণ কেবল নিজ প্রয়োজনীয় কার্য্য নির্ব্বাহ জন্য অল্প পরিমাণ নালিতার চাষ করিত। কিন্তু অল্পকাল মধ্যে নালিতার চাষে ধান্যের উৎকৃষ্ট ভূমি অধিকার করিয়া বসিয়াছে। প্রতি বৎসর দুই লক্ষ মণেরও অধিক পাট ত্রিপুরা হইতে বিদেশে প্রেরিত হইয়া থাকে। নালিতার চাষ দ্বারা এ দেশের বিশেষ অনিষ্ট সাধিত হইতেছে, ইহা নির্ব্বোধ কৃষক গণ বুঝিতে পারিতেছে না। প্রথমত দুফসলী জমিতে নালিতার চাষ হইয়া থাকে; সুতরাং

একটি ফসলের জন্য দুইটি ফসল নষ্ট করা হয়। দ্বিতীয়ত নালিতা ক্ষেত্রে যে রূপ সার দেওয়া হইয়া থাকে এবং তাহাতে যেরূপ অধিক পরিমাণ পরিশ্রম ও যত্ন করিতে হয়, সেই রূপ সার প্রদান করত সেই পরিমাণ পরিশ্রম ও যত্ন করিলে যে কোন ক্ষেত্রে সেই মূল্যের ধান্য উৎপন্ন হইতে পারে। তৃতীয়ত নালিতা দ্বারা নানা প্রকার রোগ ত্রিপুরায় উপস্থিত হইয়াছে। কারণ শ্রাবণ ভাদ্র মাসে যখন বর্ষার জলে দেশ প্লাবিত হয়, তখন নালিতা গুল্ম ছেদন করত স্রোত বিহীন জলে ভিজাইয়া রাখিতে হয়। ২০।২৫ দিন পরে যখন সে গুলি পচিয়া তাহার ত্বক্ (পাট) গ্রহণের উপযুক্ত হয়, তখন জল দুষিত ও দুর্গন্ধ যুক্ত হইয়া পড়ে। অল্প সংখ্যক বাঁধা পুষ্করিণী ব্যতীত সমস্ত খাল, বিল, নদী ও পুষ্করিণীর জল তদ্বারা দুষিত হইয়া পড়ে। সেই জল পান করিয়া রোগের যন্ত্রনায় ত্রিপুরাবাসী ছট ফট করিতে থাকে। তদ্বারা কত লোক অকালে কাল গ্রাসে পতিত হয়, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে। বাঙ্গালা দেশ মধ্যে জেলা ত্রিপুরা একটি স্বাস্থ্যকর স্থান। কিন্তু নালিতার চাষ দ্বারা সেই স্বাস্থ্যের নানা প্রকার বিঘ্ন উৎপাদিত হইতেছে।

প্রধানত চৈত্র, বৈশাখ মাসে নালিতার বীজ বপন করা হয়। তৎপর চারা উঠিলে বারংবার তাহা বাছিয়া পরিষ্কার করিয়া দিতে হয়। ভালরূপ বাছিয়া দিলে ও উপ

বৃক্ত রূপ বৃষ্টির জল পাইলে নালিতা গুল্ম গুলি ৮। ১০ হস্ত উচ্চ হইয়া থাকে। শ্রাবণ ভাদ্র মাসে সেই সকল গুল্মগুলি কাটিয়া জলে ভিজাইতে হয়। ভাদ্র আশ্বিন মাসে তাহা হইতে পাট গ্রহণ করিয়া, আশ্বিন, কার্ত্তিক মাসে সেই পাট বিক্রয় করত একবারে কতকগুলি টাকা প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহাই কৃষক গণ বিশেষ সুবিধাজনক বিবেচনা করে।

ত্রিপুরা জেলার মধ্যে নালিতার চাষে বলদাখাল পরগণা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; তদনন্তর সরাইল ও নুরনগরের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। মেঘনাদের তীরবর্ত্তী অন্যান্য পরগণায়ও নালিতার চাষ হইতেছে। কিন্তু ত্রিপুরা জেলার দক্ষিণ পূর্ব্বাংশে অতি অল্প পরিমাণ নালিতার চাষ হইয়া থাকে।

গুবাক :—ধান্য ও পাটের পরেই গুবাকের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার উপবিভাগে সুপারি বৃক্ষ নিতান্ত বিরল। সদর উপবিভাগের অন্তর্গত কোন কোন স্থানে সুপারি বাগান দৃষ্ট হইয়া থাকে। চাঁদপুর উপবিভাগ সুপারি বৃক্ষে অন্ধকার করিয়া রাখিয়াছে, বলিলে নিতান্ত অত্যুক্তি হয় না। এক বিঘা ভূমিতে এক সহস্র বৃক্ষ উৎপন্ন হইতে পারে এবং সেই এক সহস্র বৃক্ষের গুবাক বিক্রয় করিয়া বৎসর ২৫০ হইতে ৪ কিম্বা ৫ শত টাকা লাভ হইতে পারে। সম্প্রতি সুপারি বৃক্ষের যে রূপ মড়ক উপস্থিত হইয়াছে, তদ্দারা অনেক কৃষক ও ভূম্যধিকারীকে পথের ভিখারী হইতে হইবে। প্রায়

৪০ বৎসর পূর্ব্বে আরও একবার এবম্প্রকার সুপারিমড়ক উপস্থিত হইয়াছিল। তৎকালে অনেকগুলি জমিদারী বাকী রাজস্বের জন্য নিলাম হইলে গবর্ণমেণ্ট তাহা নিতান্ত অল্প মূল্যে ক্রয় করেন।

তদ্ব্যতীত আরও নানাপ্রকার শস্য ত্রিপুরায় উৎপন্ন হইয়া থাকে।

১৩০০ বঙ্গাব্দের জলপ্লাবনে সমস্ত ধান্য বিনষ্ট হইলে চীনা ও কাওন নামক শস্য বপন করিয়া দরিদ্র কৃষকগণ প্রায় দুই তিন মাস ইহা ভক্ষণে জীবন যাপন করিয়াছিল। অল্প পরিমাণ গম, যব, ভুট্টা ত্রিপুরায় উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ত্রিপুরায় খেসারি, মুগ, মসুরি, মটর, বুট, কলাই ও অরহর প্রভৃতি দাইল জন্মে। ত্রিপুরার অরহর অতি উৎকৃষ্ট। কিন্তু তাহা নিতান্ত অল্প পরিমাণ জন্মিয়া থাকে। প্রচুর পরিমাণ অরহরের চাষ করিয়া তাহা বিদেশে প্রেরণ করত ত্রিপুরার কৃষকগণ বিশেষ রূপ অর্থ লাভ করিতে পারে। কারণ এরূপ উৎকৃষ্ট অরহর অন্য কোন জেলায় জন্মে না।

নানা প্রকার তিল, সর্ষপ প্রভৃতি তৈলাক্ত শস্য ত্রিপুরায় উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ফল :—ত্রিপুরায় প্রচুর পরিমাণ আম্র জন্মিয়া থাকে। কিন্তু তাহার অধিকাংশই পোকায় অখাদ্য করিয়া ফেলে। অল্প পরিমাণ উৎকৃষ্ট কমলালেবু ত্রিপুরায় উৎপন্ন হয়, কিন্তু

তাহার ব্যবসায় চলিতে পারে না। তদ্ব্যতীত নানা প্রকার সুগন্ধি ও সুখাদ্য লেবু উৎপন্ন হইয়া থাকে। ত্রিপুরার দক্ষিণাংশে প্রচুর পরিমাণ নারিকেল উৎপন্ন হয়। প্রচুর পরিমাণ উৎকৃষ্ট কাঁঠাল এই জেলায় উৎপন্ন হইয়া থাকে। চীন পরিব্রাজক হিয়ান্ সাঙ অদ্য জীবিত থাকিলে কামরূপবাসীর ন্যায় তিনি ত্রিপুরাবাসীকে "কাঁঠাল ও নারিকেল" ভুক্ মনুষ্য বলিয়া বর্ণনা করিতেন। তদ্ব্যতীত আরও নানা প্রকার ফল ত্রিপুরায় উৎপন্ন হইয়া থাকে।

নীলের চাষ :—জিঃ পি ওয়াইজ সাহেব মেঘনাদের তীর-বর্ত্তী শ্রীমদ্দি, দুলালপুর, ব্রাহ্মণচর, মাছিমপুর, ভাঙ্গারচর এবং আকানগর নামক স্থানে কুঠি সংস্থাপন করিয়া নীলের চাষ আরম্ভ করেন। ক্রমে নীলকুঠির আয় ও অত্যাচার বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। অত্যাচারের মাত্রা ভীষণ ভাব ধারণ করিলে পার্শ্ববর্ত্তী জমিদার ও কৃষকগণ দলবদ্ধ হইয়া আত্মরক্ষার জন্য দণ্ডায়মান হইল। * তাহাদের দৃঢ় একতার বলে অত্যাচারী নীলকর পরাজিত হইল। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে ত্রিপুরায় নীলকরের পূর্ণ-উন্নতি, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে তাহার বিনাশ সাধিত হয়। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ত্রিপুরায় নীলের চাষ বন্ধ হইয়া

* ইংরেজ কর্ত্তৃপক্ষগণ উভয় পক্ষের প্রতি দোষারোপ করিয়াছেন, কিন্তু নীলকর প্রপীড়িত কৃষকগণের হৃদয় বিদারক-করুণ সঙ্গীত স্মরণ করিলে অদ্যাপি পাষাণ হৃদয় দ্রবীভূত হয়।

গিয়াছে। নীলকরের অত্যাচার কালে ত্রিপুরাবাসিগণ যে রূপ একতা ও দৃঢ়তা প্রদর্শন করিয়াছে, বাঙ্গালার অন্য কোন জেলার লোক তাহা দেখাইতে পারে নাই। * নীলকরের দেশীয় কর্ম্মচারিগণ ও তাহাদের বিনাশ সাধন জন্য বিশেষ যত্ন করিয়াছেন। ওয়াইজ সাহেবের জমিদারির প্রজাগণ ও তাঁহার প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইয়াছিল।

শিল্প:—বিগত শতাব্দীর প্রথম ভাগে ডি. কো বলিয়াছিলেন, "ভারতের শিল্পিগণ আমাদের সর্ব্বনাশ করিল"। এক্ষণ আমরাও বলিতে পারি যে, ইংরেজ শিল্পিগণ আমাদের সর্ব্বনাশ করিতেছে। কার্পাস বস্ত্র বয়ন ত্রিপুরার প্রধান শিল্প কার্য্য ছিল। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি বিদ্যালোচনায় ব্রাহ্মণবাড়ীয়া উপবিভাগবাসিগণ ত্রিপুরার শীর্ষ স্থানে বিরাজ করিতেছেন। তদ্রূপ শিল্প কার্য্যের জন্যও তাহারাই শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিল। সরাইলের তন্তুবায়গণ কার্পাস সূত্রদ্বারা উৎকৃষ্ট তঞ্জেব, ধুতি, চাদর ও সাড়ি প্রস্তুত করিত। ২০।২৫ বৎসর পূর্ব্বে আমরা যাহা দর্শন করিয়াছি এক্ষণ তাহাও লোপ পাইতেছে। প্রাচীন "ঢাকাই মজলিন"

* The opposition to the industry on the part both of the neighbouring *Zamindars* and of the planters' tenants was so desperate that none of the factories could hold out against it.
*Statistical Account of Bengal Vol. VI. p. 425*

জগতে অতুলনীয় বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। সেই মস্লীনেরই স্থানীয় নাম তঞ্জেব। যে তঞ্জেবের পোষাক পরিধান করত আওরংজেব বাদসাহের এক কন্যা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে সম্রাট তাহাকে "উলঙ্গ" বলিয়া ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন, সেই তঞ্জেব প্রচুর পরিমাণে সরাইলে প্রস্তুত হইত ;* কিন্তু তাহা ঢাকাই তঞ্জেবের সহিত বিদেশে প্রেরিত হইত বলিয়া বিদেশবাসিগণ সরাইলের নাম জ্ঞাত ছিলেন না।† সরাইলের তন্তুবায়গণের প্রস্তুতি ২০।২৫৲ টাকা মূল্যের ধুতির জোড়া আমরা দর্শন করিয়াছি। পাইরের সূক্ষ্ম কার্য্যের জন্য এই সকল বস্ত্রের মূল্য বৃদ্ধি হইত না,

* In the north of the District, in the Fiscal Division of Sarail, a very fine description of *Muslin* is made, called *tanjib*, which is said to be nearly as good in texture and quality as the *shabnam* muslins of Dacca. The thread is spun by hand, and the muslin is not usually made by the weavers unless they have a special order.

*Statistical Account of Bengal Vol. VI. p. 418.*

† সরাইলের পনির "ঢাকাই" বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত হইয়াছিল ; কিন্তু ঢাকা জেলায় বোধ হয় এক তোলা পনির ও কদাকস্মিন্ কালে প্রস্তুত হয় নাই। সাউদারলেণ্ড সাহেব লিখিয়াছেন;— Some of our readers my not perhaps know that the so-called Dacca Cheeses, are really all made at Sorail. When made to particular order they are very good

*Calcutta Review, Vol.. XXXV. p. 326.*

কারণ সরাইলের তন্তুবায়গণ পাইরের কার্য্যকে অতি তুচ্ছ বিবেচনা করিত। সূক্ষ্ম সূত্রদ্বারা তাহারা অসাধারণ শিল্প নৈপুণ্যের পরিচয় প্রদান করিত।

ত্রিপুরার যুগীগণ নানা প্রকার মোটা কাপড় প্রস্তুত করিত। বিলাতী শিল্পিগণ ক্রমে ক্রমে তাহাদেরও সর্ব্বনাশ করিয়াছে। বাপ্তা বস্ত্রের কথা আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। বলদাখাল পরগণার অন্তর্গত বাঁসকাইট নামক স্থানে মধ্যবিধ ও গৃহস্থ স্ত্রীলোকদিগের পরিধেয় সাড়ী ও ধুতি প্রস্তুত হইত। এক্ষণ তাহাও বিলুপ্ত হইয়াছে। তন্তুবায় ও যুগীগণ অন্যান্য ব্যবসায় অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছে। অল্পকাল মধ্যে ময়নামতী পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী স্থানবাসী যুগীগণ এক প্রকার ছিট বস্ত্র বয়ন করিয়া অল্প হইলেও কিঞ্চিৎ খ্যাতি লাভ করিয়াছে। এই ছিটদ্বারা পিরণ, সার্ট, কোঠ ও পেণ্টুলন প্রস্তুত করা যাইতে পারে। লেপ, তুষক, বালীস ও পর্দা প্রস্তুত উপ-যোগী নানা প্রকার ছিট তাহারা প্রস্তুত করিতেছে। এই ছিটের মধ্যে কতকগুলি বিলাতী "এঙ্গোলার" ন্যায় পরিলক্ষিত হয়।

ত্রিপুরাবাসী সূত্রধরগণ যে শিল্পকার্য্যে বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিল। তাহার প্রমাণ গজদন্তের কারুকার্য্যের দ্বারা অদ্যাপি প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রাচীনকালে গজদন্ত দ্বারা নানা প্রকার অলঙ্কার প্রস্তুত হইত, দেশীয় মহিলাগণ স্বর্ণ

রৌপ্যের পরিবর্ত্তে সেই সকল অলঙ্কার পরিধান করিতেন। ইংরেজ ভ্রমণকারী রলফ ফিচ সেই সকল অলঙ্কার দর্শন করিয়া গিয়াছেন। প্রস্তরের শিল্পকার্য্য ত্রিপুরায় লুপ্ত হইয়াছে। লোহার শিল্পকার্য্যের নিতান্ত অবনতি হইয়াছে। সরাইল পরগণায় পূর্ব্বকালে নানা প্রকার কাগজ প্রস্তুত হইত। বিলাতী কাগজের আমদানী দ্বারা দেশীয় "কাগজি" গণ কৃষি-কার্য্য অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছে।

সরাইল পরগণার অন্তর্গত হর্ষপুর নিবাসী কুম্ভকারগণ মাটীর কার্য্যে বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিল। অদ্যাপি তাহার চিহ্ন প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে।

দেশীয় সর্ব্বপ্রকার শিল্পকার্য্যের ক্রমেই বিনাশ সাধিত হইতেছে।* বিলাতী শিল্পিগণ দেশীয় শিল্পীদিগের ভীষণ শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। বিলাতী শিল্পীদিগকে জয় করিতে না পারিলে এদেশের মঙ্গলের আশা সুদূর-পরাহত।

বাণিজ্য :— বিবার্লি সাহেব বলিয়াছেন :— "পৃথিবীর

* All the old indigenous *industries* of this provinces are decaying. Such as the *muslins* and other of the finest cotton fabrics the coarser cotton cloths, the brass wars, the wicker work, and others.

*Bengal Administration Report. 1874-75.*

ব্যবহার শাস্ত্রানুসারে, আদত দ্রব্য উৎপন্ন করিয়া তাহা বিলাতের কারখানায় প্রেরণ করাই ভারতের একমাত্র বৈধকার্য্য হইয়াছে।"

এই বাক্যগুলি সম্পূর্ণ সত্য। যে দেশের শিল্প কার্য্য বিলুপ্ত হইয়াছে, সে দেশের বাণিজ্যের আশা দুরাশা মাত্র। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবল উন্নতির সময়ে এদেশের বাণিজ্যের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। বৌদ্ধদ্রোহী ব্রাহ্মণগণ বাণিজ্যের শিরে কুঠারাঘাত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা "বণিক-বৃত্তি ও "সমুদ্রযাত্রা"কে পাপময় ঘৃণিতকার্য্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহাদের অন্যায় শাসনে হিন্দুগণ বিলাতী শিল্পী ও বণিকদিগের "নগদা মুটে" হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

ত্রিপুরা জেলাবাসীর খাটি বাণিজ্য এই দেখা যাইতেছে যে, তাহারা কতকগুলি তণ্ডুল ও পাট বিদেশী বণিকদিগের নিকট বিক্রয় করিয়া যৎকিঞ্চিৎ অর্থলাভ করিয়া থাকে। চট্টগ্রামের ভূতপূর্ব্ব কমিসনর হেঙ্কি সাহেব লিখিয়াছেন, "চট্টগ্রাম হইতে প্রতিবৎসর প্রায় ৩০ লক্ষ মণ তণ্ডুল সমুদ্রপথে বিদেশে প্রেরিত হয়, তৎসমস্তই ত্রিপুরা ও নওয়াখালী হইতে আইসে," ত্রিপুরা ও নওয়াখালীর কৃষকগণ চট্টগ্রামে তণ্ডুল প্রেরণ না করিলে তাহার বহির্ব্বাণিজ্য একবারে বন্ধ হইয়া যাইবে। উত্তর ও মধ্য ত্রিপুরা হইতে অধিক পরিমাণ তণ্ডুল নারায়ণগঞ্জে প্রেরিত হইয়া থাকে।

ত্রিপুরার সমস্ত পাট নারায়ণগঞ্জের দেশী ও বিলাতি আড়তদারগণ ক্রয় করিয়া কলিকাতায় প্রেরণ করেন।

অন্যান্য বস্তু অল্প পরিমাণ অন্যান্য জেলায় প্রেরিত হয়। ত্রিপুরা হইতে মাছরাঙ্গা পক্ষীর পালক চট্টগ্রামে প্রেরিত হয়, তথা হইতে এসকল দ্রব্য সমুদ্রপথে ব্রহ্ম ও চীন-দেশে প্রেরিত হইয়া থাকে। ত্রিপুরা হইতে শুক্‌না মৎস্য চট্টগ্রাম ও ঢাকায় প্রেরিত হয়। ত্রিপুরা হইতে প্রায় দুই লক্ষ মণ স্থপারি অন্যত্র প্রেরিত হইয়া থাকে। তিন লক্ষের অধিক নারিকেল এই জেলা হইতে অন্যত্র প্রেরিত হয়।

অন্যান্য স্থান হইতে ত্রিপুরায় যেসকল দ্রব্য আমদানী হয়, তাহার অধিকাংশই প্রায় বিলাতি। তন্মধ্যে কার্পাসবস্ত্র, লবণ ও কেরোসীন্ তৈল প্রধান। কার্পাসবস্ত্র দ্বারা বিলাতি বণিকগণ ত্রিপুরা জেলা হইতে প্রায় ৩। ৪ লক্ষ টাকা বার্ষিক আদায় করিয়া লইতেছেন।

আচার ব্যবহার :—ত্রিপুরাবাসী উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদিগের সামাজিক ব্যবহার সম্বন্ধে দুই একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, বল্লাল ও দেবীবর ত্রিপুরাবাসী ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্যের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে পারেন নাই। এজন্যই কৌলিন্যের বিষময়-ফলে তাঁহারা জর্জ্জরিত হয়েন নাই, ১০। ১৫ কিম্বা ২০। ৫০টি বিবাহ করিয়াছেন এরূপ লোক কদা কস্মিন্‌কালে ত্রিপুরায়

জন্মগ্রহণ করেন নাই; কিম্বা একটি বালক বরের সহিত অশীতি বর্ষীয়া বৃদ্ধার বিবাহ এ জেলায় হয় নাই। যাহারা অর্থলোভে বৃদ্ধ বরে বালিকা কন্যা সম্প্রদান করেন, তাহাদের কথা স্বতন্ত্র; কিন্তু সামাজিক বন্ধনের বীভৎস অভিনয় ত্রিপুরায় ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে কখনও অভিনীত হয় নাই। কায়স্থ জাতির "আদিরস" ত্রিপুরায় অপরিজ্ঞাত। এই সকল জঘন্য সামাজিক অত্যাচার হইতে ত্রিপুরা চিরকাল মুক্ত রহিয়াছে। আরও সুখের বিষয় যে, ত্রিপুরায় উচ্চশ্রেণীর হিন্দুগণ "সম্মতি বিধির" জন্য ভয়ে ম্রিয়মাণ নহেন। অর্থলোভী কন্যাবিক্রেতা ব্যতীত প্রায় কেহই দ্বাদশ বৎসরের পূর্ব্বে কন্যা দান করেন না। উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদিগের মধ্যে ক্রমে ক্রমে শিশুবিবাহ বন্ধ হইয়া যাইতেছে।* কেবল নিম্ন শ্রেণীতে বাল্যবিবাহের প্রতি কিঞ্চিৎ আগ্রহ দৃষ্ট হয়, কিন্তু তাহারাও ১০। ১১ বৎসরের পূর্ব্বে কোন বালিকাকে পাত্রস্থ করেনা। তাহাদের মধ্যে ১৩। ১৪ বৎসরের অবিবাহিতা বালিকা নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য নহে।

চণ্ডাল, মালী প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর হিন্দুর মধ্যে বিধবা বিবাহ প্রচলিত আছে। কিন্তু বিধবা বিবাহকারী ব্যক্তি ও তাহার সন্তানগণ সমাজে কিঞ্চিৎ হেয় বলিয়া বিবেচিত হয়।

* বিগত দশ বৎসর যাবৎ সমাজের গতি আমরা বিশেষ রূপে লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি। এই কাল মধ্যে আমাদের

## পঞ্চম অধ্যায়।

## জেলা ত্রিপুরা—(পূর্ব্বের অনুবৃত্তি)।

ত্রিপুরা জেলা অধুনা তিনটি উপবিভাগে বিভক্ত, যথা—সদর (কুমিল্লা), ব্রাহ্মণবাড়ীয়া এবং চাঁদপুর। সম্ভবত ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে ব্রাহ্মণবাড়ীয়া সদর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে চাঁদপুর উপবিভাগ গঠিত হইয়াছে।

সদর মহকুমা ৬টি থানায় বিভক্ত,যথা—কতোয়ালী, চাঁদিনা, মুরাদনগর, দাউদকান্দি, লাকসাম ও চৌদ্দগ্রাম। সদর মহকুমার লোক সংখ্যা ৮২১২৮৫ জন নির্ণীত হইয়াছে।

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া মহকুমা তিনটি থানা ও দুইটি ফাঁড়িতে (আউটপোষ্টে) বিভক্ত, যথা—ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, ও ফাঁড়ি নাছিরনগর; কসবা, এবং নবিনগর, ও ফাঁড়ি বাঞ্ছারামপুর। এই মহকুমার লোক সংখ্যা ৫৯০০৯৭ জন নির্ণীত হইয়াছে।

---

পরিচিত যে সকল বালক বালিকার বিবাহ হইয়াছে, তাহার সংখ্যা বোধ হয় দুই শতের ন্যূন হইবে না। তন্মধ্যে দুইটি বালিকা বিবাহ কালে দ্বাদশ বৎসরের ন্যূন বয়স্কা ছিলেন। ১৩। ১৪ বৎসরের বালিকার সংখ্যা অধিক, ১৫। ১৬ বৎসরের বালিকা বোধ হয় মোট সংখ্যার চতুর্থাংশ হইবে। ১৭। ১৮ বৎসরের বালিকার সংখ্যা ৩।৪টি মাত্র হইতে পারে।

চাঁদপুর মহকুমা তিনটি থানায় বিভক্ত, যথা—চাঁদপুর মতলব, এবং হাজিগঞ্জ। এই মহকুমার লোক সংখ্যা ৩৭১৫৫৩ নির্ণীত হইয়াছে।

ত্রিপুরা জেলা নিম্নলিখিত পরগণা ও মহলে বিভক্ত, কতকগুলি পরগণার ক্ষুদ্র বা বৃহৎ অংশ নওয়াখালী, ঢাকা, ও ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। কতকগুলি পরগণা সম্পূর্ণরূপে এই জেলা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অন্য জেলাভুক্ত হইয়াছে। কোন পরগণা বা তাহার ভগ্নাংশের রাজস্ব অন্য জেলার ধনাগারে অর্পিত হয়। কিন্তু দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচার সম্বন্ধে তাহা এই জেলার অধীন, যথা—কাদবা, কৃষ্ণপুর প্রভৃতি। শ্রীহট্টের দক্ষিণাংশ সম্পূর্ণরূপে ত্রিপুরা হইতে গৃহীত। মুসলমানগণ দ্বারা ইহার সূত্রপাত হয়। অল্প কাল গত হইল ইংরেজ কর্তৃপক্ষগণ মন্তলা পরগণাটি শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছেন।

| পরগণা বা মহালের নাম। | ভূমির পরিমাণ। | | মহালের সংখ্যা। | রাজস্ব। |
|---|---|---|---|---|
| | একর | বর্গ মাইল। | | |
| ১ অমরাপুর | ১০৩ | ০·১৬ | ১ | ৩ |
| ২ আমিরাবাদ | ৭৩১৪ | ১১·৪৩ | ২১ | ৫৮১৪ |
| ৩ বৈকুণ্ঠপুর | ১১৯৪ | ১·৮৭ | ১ | ৩৭৩ |
| ৪ বলদাখাল | ২৩৩০৯৩ | ৩৬৪·১৮ | ২৯৫ | ২৩৬৯২৪ |

| পরগণা বা মহালের নাম। | ভূমির পরিমাণ। | | মহালের সংখ্যা। | রাজস্ব। |
|---|---|---|---|---|
| | একর। | বর্গ মাইল। | | |
| ৫ বরিকান্দী | ১৪১৮৯ | ২২·১০ | ১১ | ৭১৪৭ |
| ৬ বিক্রমপুর | ৬৭০ | ১·০৫ | ১ | ১৯৫ |
| ৭ চরপাতা | ১৫০৬ | ২·৩৫ | ৬ | ৩১৭৩ |
| ৮ চৌদ্দগাঁও | ১৬২৭৭ | ২৫·৪৩ | ৬ | ৫৬৫৮ |
| ৯ দক্ষিণসাহাপুর | ৩৭১৬ | ৫·৮০ | ৩ | ৫৪৯ |
| ১০ দাউদপুর | ১১৫৫৫ | ১৮·০৫ | ৪৩ | ৩১১৯ |
| ১১ দৌলতপুরতপা | ৩২৯ | ০·৫১ | ২ | ৯৩ |
| ১২ ডুল্লাই | ৪৫০৩৬ | ৭০·৩৭ | ১৮ | ৪০১৪০ |
| ১৩ ডুর্গাপুর, দাউদকান্দী | ৩৭৫৭ | ৫·৮৭ | ৬ | ২৯৩৭ |
| ১৪ ডুর্গাপুর তপা | ২৮১৫ | ৩·৪১ | ৫ | ৩২১৯ |
| ১৫ একতাদপুর, কাশিমপুর, মাছুয়াখাল | ৯২০৩ | ১৪·৩৮ | ৮ | ৪৩৪৩ |
| ১৬ করকাবাদ | ২০৭৬২ | ৩২·৪৪ | ১২৭ | ১৭৯০৩ |
| ১৭ গঙ্গামণ্ডল | ৭৮৫৭৬ | ১২২·৭৭ | ১৩ | ৫৭৭০৬ |
| ১৮ গোবিন্দপুর | ৪২০০ | ৬·৫৬ | ১২ | ৪৪১ |
| ১৯ গোপালনগর | ৫১৪৭ | ৮·০৪ | ৩ | ২১৩৪ |
| ২০ গোপালনগর তপা | ১০৬ | ০·১৬ | ২ | ৩৯ |
| ২১ গুণানন্দী | ১৭৯৯২ | ২৮·১১ | ১৭২ | ১১২৪৯ |
| ২২ হরিপুর বেজুরা | ২০১১ | ৩·১৪ | ৪ | ৪০৪ |

| পরগণা বা মহালের নাম। | ভূমির পরিমাণ। | | মহালের সংখ্যা। | রাজস্ব। |
|---|---|---|---|---|
| | একর। | বর্গ মাইল। | | |
| ২৩ হোমনাবাদ | ১৪৬৩৯১ | ২২৮·৭৪ | ৭২ | ১০৬৬৭০ |
| ২৪ ইব্রাহিমপুর | ২৩৪ | ০·৩৭ | ৩ | ২৯ |
| ২৫ ইব্রাহিমপুর তপা | ৭৬৬৮ | ১১·৯৮ | ৭ | ২৭৭৭ |
| ২৬ জাফরাবাদ বা লৌহগড় | ৭৬৭৩ | ১১·৯৯ | ২ | ১৪৫ |
| ২৭ জাফরউজ্জল | ৪২২ | ০·৬৬ | ১ | ১৯৮ |
| ২৮ জোয়ারভাটেরা | ১৮৮১ | ২·৯৪ | ২ | ৭২৫ |
| ২৯ জোয়ার রামদেবপুর | ৮৮১ | ১·৩৮ | ১ | ৪৩৮ |
| ৩০ কামরাপুর তপা | ১৬০৭ | ২·৫১ | ৫ | ১৫৫ |
| ৩১ করদী | ২৭৪৩ | ৪·২৯ | ১২ | ২০১১ |
| ৩২ কাশীপুর | ৪৬২৯ | ৭·২৩ | ১৭ | ১৮৫৮ |
| ৩৩ খিজিরপুর | ২৯২ | ০·৪৬ | ১ | ৪৯২ |
| ৩৪ লক্ষণপুর | ৭১৬৫ | ১১·২০ | ২ | ৪৯১৮ |
| ৩৫ লালপুর | ৪১০৯ | ৬·৪২ | ৩ | ১৫২৫ |
| ৩৬ জোয়ার খাজুরিয়া | ৫০৮ | ০·৭৯ | ১ | ১৬০ |
| ৩৭ মহীচাল | ১৬৬৬৭ | ২৬·০৪ | ৭১ | ৯৬২৪ |
| ৩৮ মইজদ্দী | ১০২৬৭ | ১৬·০৪ | ৪৮ | ৯৮১৫ |
| ৩৯ মেহার | ৩৭৬৮৮ | ৫৮·৮৯ | ৩০ | ৩১১২০ |
| ৪০ মহবৎপুর | ৬৪১৬০ | ১০০·২৫ | ২২৫ | ৩৭৪৬১ |
| ৪১ মহম্মদপুর | — | — | — | — |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ৪২ নারায়ণপুর | ৮৫৩১ | ১৩·৩৩ | ১৩ | ৪৩৮৭ |
| ৪৩ নরসিংহপুর | ১৭৮৪ | ২·৭৯ | ৬ | ১৬৩৯ |
| ৪৪ নয়াবাদ | ২৪:৬৩ | ৩৭·৭৫ | ৩৫ | ৪৮২৯ |
| ৪৫ নুরুল্ল:পুর | ৪৬৯: | ৭·৩৩ | ৪ | ২৩২৭ |
| ৪৬ পাইটকাড়া | ৫৬৩০৪ | ৮৭·৯৭ | ২ | ৬৫২২৭ |
| ৪৭ পুরচণ্ডী | ৭৬১৩ | ১১·৮৯ | ১০৩ | ৫৮৯৮ |
| ৪৮ রায়পুর | ২৭৬ | ০·৪৩ | ২ | ১৫ |
| ৪৯ রাজনগর | ১১৩৬৪ | ১৭·৭৬ | ১৫ | ৪৩৯৬ |
| ৫০ রামপুর | ৬১৪ | ০·৯৬ | ১ | ২১৪ |
| ৫১ রামপুর নয়াবাদ | ১৭৯২ | ২·৭০ | ৩ | ৮৬৪ |
| ৫২ রণভাওয়াল তপা | ৬৮৬৭ | ১০·৭৩ | ১২ | ৩১৪০ |
| ৫৩ রছুলপুর | ১২৫০ | ১·৯৫ | ৪ | ৫২৭ |
| ৫৪ সকদী | ১২০৪৭ | ১৮·৮২ | ৪৭ | ১০৮৫৫ |
| ৫৫ সত্তরখণ্ডল | ৩৪০৬ | ৫·৩২ | ৪৮ | ২৩৪৮ |
| ৫৬ সিঙ্গাইর | ২৬৩৫২ | ৪১·১৭ | ৪ | ২৬৪২ |
| ৫৭ সিংহেরগাও | ২২৫৬৬ | ৩৫·২৬ | ১৭৯ | ২০২৮২ |
| ৫৮ সরাইল | ১৯৯১৯১ | ৩১১·২৪ | ৩৩ | ৩৮০২৩ |
| ৫৯ শ্রীচাল | ৬১৪৯ | ৯·৬০ | ৪৫ | ৩২২২ |
| ৬০ শ্যামপুর | ১৭০৩ | ২·৬৬ | ৪ | ৪৪৮৯ |
| ৬১ টোরা | ৭৮০৮৮ | ১২২·০১ | ১৩৭ | ৩১৫২৮ |
| ৬২ উত্তরসাহাপুর | ৩০৫৬ | ৪·৭৭ | ৬ | ১৬৭০ |
| ৬৩ জোয়ানসাহী | ২৪৪৩ | ৩·৮২ | — | — |
| ৬৪ চাকলে রোসনাবাদ | ৩৭৭১০০ | ৫৮৯ | ১ | ১৫৩৬১৪ |

গবর্ণমেণ্টের খাসমহাল ব্যতীত জেলা ত্রিপুরার ভূমিকে শ্রেষ্ঠ, মধ্য, অধীন এই তিন স্বত্বে বিভক্ত করা যাইতে পারে। তাহার এক একটি স্বত্ব অনেকগুলি শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হইয়াছে।

শ্রেষ্ঠ স্বত্ব :—

ক—শাখা,—খেরাজ বা সকর ভূমি।

১। জমিদারি। জমিদারের অধিকৃত ভূমি জমিদারি আখ্যায় আখ্যাত হয়। জমি=ভূমি, এবং দার=অধিকারী, এই দুইটি শব্দ হইতে জমিদার শব্দের উৎপত্তি। স্থানভেদে এবং অবস্থা ভেদে ইহার নানারূপ অর্থ প্রযোজ্য হইয়াছে। কোন কোন লেখক অনুমান করেন যে জিম্বাদার শব্দ হইতে জমিদার শব্দের উৎপত্তি। আমাদের বিবেচনায় মুসলমানগণ প্রাচীন সামন্ত নরপতিগণকেই জমিদার আখ্যায় আখ্যাত করিয়াছিলেন। বাঙ্গালার বিখ্যাত ভৌমিকগণ আধুনিক ভারতবর্ষীয় সামন্ত নরপতিগণ হইতে দুর্ব্বল কিম্বা ক্ষমতাহীন ছিলেন না। মোগল শাসনকর্ত্তাগণ সেই পরাক্রমশালী ভৌমিকদিগকে জমিদার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রকৃত পক্ষে প্রাচীন "বিষয়পতি" শব্দটি সম্পূর্ণরূপে জমিদার শব্দের অনুরূপ। লর্ড কর্ণওয়ালিস কৃত দশশালা বা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দ্বারা স্ব স্ব অধিকৃত একটি পরগণা বা বৃহৎ মহালের রাজস্ব যাঁহারা রাজকীয় ধনাগারে

অর্পণ করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছেন তাহারাই স্থায়ীরূপে জমিদার পদ বাচ্য হইয়াছিলেন। * ক্রমে সেই সমগ্র জমিদারি কিম্বা তাহার অংশ ক্রেতাগণ ও সেই পদবি লাভ করিতেছেন। মোগল শাসনকালে জমিদারদিগের পদ নিতান্ত অস্থায়ী ছিল, শাসনকর্ত্তাগণ সামান্য কারণে একের জমিদারি অন্যের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া দিতেন।

২। তালুক। তালুকদারের অধিকৃত মহাল। এই তালুকদার শব্দ আরবি ভাষা হইতে উৎপন্ন। উত্তর পশ্চিম প্রদেশে তালুকদার শ্রেষ্ঠ ও জমিদার তাঁহাদের অধীন মধ্য-স্বত্বের অধিকারী। কিন্তু বাঙ্গালা দেশে জমিদারের অধীন মধ্যস্বত্বের অধিকারীগণ তালুকদার আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্ব্বে অল্প সংখ্যক স্বাধীন তালুক ছিল, অধিকাংশ তালুকদার জমিদারদিগকে তাঁহাদের দেয় রাজস্ব পরিশোধ করিতেন। লর্ড কর্ণওয়ালিস তালুকদারদিগকে স্বাধীন

* ১৭৮৯ খৃঃ ১৮ সেপ্টেম্বর, ১৭৮৯ খৃঃ ১৫ নবেম্বর, এবং ১৭৯০ খৃঃ ১০ ফেব্রুয়ারি যে সকল বিধি প্রচারিত হয়, তদ্বারা এরূপ ঘোষণা করা হইয়াছিল যে, ঐ সকল বিধি দ্বারা ১০ বৎসরের জন্য যে জমা ধার্য্য হইয়াছে, কোর্ট অব ডাইরেক্টর কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইলে তাহাই চিরস্থায়ী বলিয়া গণ্য হইবে। তদনন্তর কোর্ট অব ডাইরেক্টরের মঞ্জুরী প্রাপ্ত হইয়া ১৭৯৩ খৃঃ ২২শে মার্চ্চ (১২০০ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাসে) লর্ড কর্ণওয়ালিস চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ঘোষণা প্রচার করেন।

ভূম্যধিকারীর শ্রেণীতে উন্নীত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন।* লর্ড কর্ণওয়ালিসের ১৭৯০ খৃষ্টাব্দের ৩ ফেব্রুয়ারীর মন্তব্য লিপি (মিনিট) প্রচারিত হইলে, ত্রিপুরার জমিদারগণ নানাপ্রকার অসদুপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। কোন কোন জমিদার তালুকদারদিগের প্রতি অতিরিক্ত খাজানা বার করিয়া তাঁহাদের জমিদারির রাজস্ব হ্রাস করিবার চেষ্টা করেন।† আর ত্রিপুরার মহারাজ তাঁহার অধীন তালুকদারদিগকে স্বীয় কুক্ষি মধ্যে লুক্কায়িত রাখিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা ও যত্ন করিয়াছিলেন। জমিদারদিগের অন্যায় আচরণে ত্রিপুরা জেলার অতি অল্প সংখ্যক তালুক খারিজ হইয়াছিল। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে খারিজা বা স্বাধীন তালুকের সংখ্যা ১৩৫৬ নির্ণীত হয়। বোধ হয় ইহার চতুর্থাংশও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় সৃষ্ট হয় নাই।

---

* লর্ড কর্ণওয়ালিস বলেন, "জমিদারের দেয় রাজকর স্থির রূপে নির্ণীত হইল, এক্ষণ তাঁহারা তালুকদারের খাজানা বৃদ্ধির জন্য কোন রূপ আপত্য করিতে পারেন না। কারণ ভূমিতে তাঁহাদের যে স্বত্ব ও অধিকার আছে, তালুকদারেরও তদ্রূপ স্বত্ব ও অধিকার রহিয়াছে। রাজকর পরিশোধ সম্বন্ধে তাঁহারা মারফতদার মাত্র। *(Lord Cornwallis' minute. 3d. Feb. 1790.)*

† *Hunter's Bengal MS. Records. Vol. I. p. 243.*

আর এক শ্রেণীর স্বাধীন তালুক আছে, একশত বিঘার ঊর্দ্ধ নিষ্কর বাজেয়াপ্ত করিয়া গবর্ণমেণ্ট এই সকল তালুক সৃষ্টি করিয়াছেন। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের বিজ্ঞাপনীতে এই শ্রেণীর তালুকের সংখ্যা ১৯১টী প্রদত্ত হইয়াছে। পশ্চাৎ নূতন পয়স্তী-ভূমি স্থায়ীজমায় বন্দোবস্ত করিয়া গবর্ণমেণ্ট ১০৩টি মহাল সৃষ্টি করিয়াছেন।

খ—শাখা—লাখেরাজ বা নিষ্কর।

লা—না, খেরাজ—কর ; =না-কর, অর্থাৎ যাহার কর নাই, তাহা লাখেরাজ বা নিষ্কর। ইহার অধিকার ও স্বত্ব জমিদারি হইতেও শ্রেষ্ঠ। * ইহা বিশেষরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, ব্রিটীসাধিকারের পূর্ব্বে এই প্রদেশের আধিপত্য লইয়া ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় নরপতিগণ মধ্যে অবিশ্রান্ত কলহ চলিত। সুতরাং কোন্ জাতীয় নরপতি দ্বারা কোন্ সময়ে জেলা ত্রিপুরার অন্তর্গত নিষ্কর সমূহ প্রদত্ত হইয়াছিল তাহা এক্ষণ নির্ণয় করা সুকঠিন হইয়াছে। তাহার কয়েকটি বিশেষ দৃষ্টান্ত এস্থলে প্রদ-র্শিত হইল।

১১৪১ শকাব্দের (বা নরবর্ম্মমল্ল নরপতির ১৭ অব্দের) যে তাম্রশাসনের কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হই-য়াছে। † উক্ত শাসনপত্র দ্বারা ইজখণ্ড (বোধ হয় মহীচাল

* *Field's Landholding. &c. p. 517.*

† কোলব্রুক সাহেব এই তাম্রশাসনের পাঠোদ্ধার পূর্ব্বক

পরগণার অন্তর্গত মাইজখাড়) গ্রামের ২০ দ্রোণ ভূমি (জনৈক ব্রাহ্মণকে) দান করা হয়। যদি সেই ব্রাহ্মণের উত্তরপুরুষগণের অধিকারে সেই ভূমি কিম্বা তাহার কিয়দংশ থাকে, তবে তাঁহারা আপনাদের স্বত্বনির্ণয় করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম হইবেন।

প্রাচীন রাজমালা গ্রন্থে লিখিত আছে যে, প্রাচীন ত্রিপুরেশ্বরগণ প্রায় সকলেই তাম্রশাসন দ্বারা ভূমি দান করিয়াছেন। অথচ অতি অল্প সংখ্যক তাম্রশাসন অধুনা অনুসন্ধানে প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে।

মুসলমান শাসনকর্ত্তাগণও নানাপ্রকার নিষ্কর প্রদান করিয়াছেন। তাহার সনন্দ কোন কোন স্থানে অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। দস্যু সমসরগাজির নিষ্কর দানের কথা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর দেওয়ানী প্রাপ্তির পর ইংরেজ কর্তৃপক্ষগণও নিষ্কর প্রদান করিয়াছিলেন। রেসিডেণ্ট লিক সাহেবের প্রদত্ত নিষ্করের একখণ্ড সনন্দ আমরা দর্শন করিয়াছি। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্ব্বে স্থানীয় জমিদারগণ অনেক প্রকার নিষ্কর দান করিয়াছেন।

---

স্বকৃত ইংরেজী অনুবাদের সহিত প্রকাশ করেন। *Asiatic Researches. Vol. IX. and Colebrooke's Essays. Vol. II. p. 242.*

লাখেরাজ বা নিষ্কর নিম্নলিখিত আখ্যায় আখ্যাত হইয়া থাকে।

১। দেবোত্তর—দেবমন্দির ও ভজনালয় সংস্থাপন এবং দেবতার সেবা, পূজা, বলী, চরু (ভোগ), সত্র (অতিথিসেবা) প্রভৃতির ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য যেভূমি প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাই দেবোত্তর।

২। ব্রহ্মোত্তর—যাহা ব্রাহ্মণদিগকে প্রদত্ত হইয়াছে।

৩। মহস্মরাণ বা মহত্তরাণ—কায়স্থ ও বৈদ্য প্রভৃতিকে যাহা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাই মহস্মরাণ। কোন স্থলে চিকিৎসকদিগকে প্রদত্তভূমি "বৈদ্যোত্তর" আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। মহস্মরাণ শব্দটি ক্রমে বিলুপ্ত হইয়াছে। মুসলমানদিগের দ্বারা মহস্মরাণ " ইনাম " শব্দে পরিণত হইয়াছে।

৪। বৈষ্ণবোত্তর—বৈষ্ণবদিগকে যেভূমি প্রদত্ত হইয়াছে। ইহার পরিমাণ নিতান্ত অল্প।

৫। চেরাগী—মুসলমান মহাপুরুষদিগের সমাধি মন্দিরের ও ভজনালয়ের (মসজিদের) পরিচর্য্যা ও প্রদীপ (চেরাগ) প্রদান জন্য যেভূমি প্রদত্ত হইয়াছে তাহাই চেরাগী আখ্যায় আখ্যাত হইয়াছে।

৬। পিরাণ—মুসলমান পিরদিগকে যাহা প্রদত্ত হইয়াছে তাহাই " পিরাণ " নামে খ্যাত।

৭। ফকিরাণ—মুসলমান ফকিরদিগকে প্রদত্ত ভূমি।

৮। খামার—সম্ভ্রান্তব্যক্তি ও তালুকদার প্রভৃতিকে নিজ জোতের জন্য যেভূমি প্রদত্ত হইয়াছে তাহাই খামার পদবাচ্য।

৯। খানেবাড়ী—ঐ প্রকার ব্যক্তিদিগকে বসতবাস করিবার জন্য যেভূমি প্রদত্ত হইয়াছে।

১০। খোসবাস—হিন্দুর খানেবাড়ী ও মুসলমানের খোসবাস এক শ্রেণীর নিষ্কর। *

১১। মদতমাস—ইছলাম ধর্ম্মপরায়ণ বিজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে যেভূমি প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহাই মদতমাস।

১২। ইনাম—ইহার অর্থ পুরষ্কার। ইহা যে কোন ব্যক্তিকে প্রদত্ত হইয়াছে।

১৩। খএরাত—ব্যক্তি বিশেষ কিম্বা সাধারণের উপকারার্থে যেভূমি প্রদত্ত হইয়াছে।

১৪। আএমা—মুসলমানদিগের ধর্ম্মার্থে দত্ত ভূমি। †

১৫। নান্‌কার—পদের কিম্বা কার্য্যের বৃত্তি স্বরূপ যে ভূমি প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাই নান্‌কার। জমিদারি নান্‌কার, ‡ তালুকদারি নান্‌কার, চৌধুরাই নান্‌কার প্রভৃতি অনেক

* নওয়াখালীর খোসবাস অন্যরূপ; ৪০৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

† *Fifth Report. pp. 298, 345.* কিন্তু মেদনীপুর জেলায় আএমা এক প্রকার রায়তী স্বত্বের ভূমি নির্ণীত হইয়াছে। *Field's Landholding &c. p. 710.*

‡ *Fifth Report. p. 345.*

প্রকার নান্‌কার দৃষ্ট হয়। নুরনগর পরগণার অন্তর্গত মাইজখাড় ও কৃষ্ণপুরের ঘোষ বংশের বংশাবলীতে লিখিত আছে, মহারাজ (আদি) রত্নমাণিক্য তাহাদিগের আদিপুরুষকে জমিদারি নান্‌কার প্রদান করেন। চৌধুরাই নান্‌কারের অনেকগুলি প্রাচীন সনন্দ আমরা দর্শন করিয়াছি। এই সকল নান্‌কারের নাম ক্রমে বিলুপ্ত হইতেছে। নিম্ন শ্রেণীর ভৃত্যবর্গকে কোন কার্য্যের জন্য যেভূমি প্রদত্ত হয়, তাহাই অধুনা নান্‌কার বলিয়া পরিচিত। কোন কোন স্থানে "চাকরান" বা "মোজরাই" ভূমি ও নান্‌কার বলিয়া আখ্যাত হয়। প্রকৃত পক্ষে এই সকল ভূমি নান্‌কার শ্রেণীতে স্থান পাইতে পারেনা। কারণ চাকরান মোজরাই ভূমির অস্তিত্ব কার্য্যের সহিত বিলুপ্ত হয়; কিন্তু প্রাচীন ও প্রকৃত নান্‌কার চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্ব্ব হইতে অধিকারীগণ পুরুষানুক্রমে নিকর স্বরূপ ভোগ করিয়া আসিতেছেন।

জমিদারদিগের সহিত গবর্ণমেণ্টের বন্দোবস্তের কালে সর্ব্বপ্রকার নিষ্কর ভূমির কর ধৃত হয় নাই। কেবল মাত্র জমিদারগণের "নান্‌কার, খামার" ও চাকরান ভূমির জমা সকর ভূমির রাজস্বের সহিত গণনা করা হয়। লাখেরাজ বাজেয়াপ্তের বিধি দ্বারা এরূপ অবধারিত হয় যে, ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর দেওয়ানী প্রাপ্তির পূর্ব্ব হইতে যে সমস্ত ভূমি নিষ্কর স্বরূপ ভোগ করা হইতেছে তাহাকে সিদ্ধনিকর বলিয়া

জ্ঞান করিতে হইবে। তৎপরবর্ত্তী কালের প্রদত্ত নিষ্কর যাহা কোম্পানী কর্ত্তৃক প্রদত্ত কিম্বা মঞ্জুরী গৃহীত হয় নাই তাহাই অসিদ্ধ বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে। এরূপ অসিদ্ধ নিষ্কর বাজেয়াপ্ত সম্বন্ধে এবম্প্রকার নির্ণীত হয় যে ১০০ বিঘার উৰ্দ্ধ পরিমাণ নিষ্কর কেবল গবর্ণমেণ্ট বাজেয়াপ্ত করিতে পারেন। এবং তাহার ন্যূন পরিমাণ অসিদ্ধ নিষ্কর জমিদারগণ বাজেয়াপ্ত করিয়া স্ব স্ব জমিদারি ভুক্ত করিতে পারিবেন তাহার জন্য তাঁহাদিগকে কোনরূপ অতিরিক্ত কর দিতে হইবে না।

১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে ৮ আইনের ৩৬ ধারার মর্ম্মানুসারে ৭৮ টি ১০০ বিঘার উৰ্দ্ধ পরিমাণ মহাল ত্রিপুরা জেলার মধ্যে সিদ্ধ-নিষ্কর বলিয়া গবর্ণমেণ্ট স্বীকার করেন। এবং তাহা "খালাসী লাখেরাজ" বলিয়া সর্ব্বত্র সুপরিচিত। ১০০ বিঘার উৰ্দ্ধ পরিমাণ অন্যান্য অসিদ্ধ নিষ্কর যৎকালে গবর্ণমেণ্ট বাজেয়াপ্ত করিতে প্রবৃত্ত হন। সেই সময় চাকলে রোসনাবাদের জমিদার (ত্রিপুরার মহারাজ বাহাদুর) অতি আশ্চর্য্য কৌশল অবলম্বন করেন। তিনি প্রথমত গবর্ণমেণ্টের গ্রাস হইতে মুক্ত করিয়া আত্মকুক্ষি মধ্যে তাহা নিক্ষেপ করিবার জন্য যত্ন করিয়াছিলেন। তাহাতে অকৃতকার্য্য হইলে অন্য পন্থা অবলম্বন করিলেন। মহারাজ বলিলেন, "চাকলে রোসনাবাদ মধ্যে যত নিষ্কর আছে, তাহা

আইন অনুসারে অসিদ্ধ হইলেও আমার পূর্ব্ব-পুরুষের প্রদত্ত। গবর্ণমেণ্ট তাহা বাজেয়াপ্ত করিতে বিরত হউন; আমি ঐ সকল ভূমির জন্য গবর্ণমেণ্টকে বার্ষিক ৮ সহস্র টাকা অতিরিক্ত কর প্রদান করিব।" গবর্ণমেণ্ট মহারাজার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন, অধিকন্তু বলিলেন, "মহারাজ ঐ সকল লাখেরাজ ভূমি হইতে কোনরূপ করগ্রহণ করিতে পারিবেন না।" তদনুসারে ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্টের সহিত মহারাজের এক এগ্রিমেণ্ট লিখিত হয়।* উক্ত এগ্রিমেণ্ট অনুসারে চট্টগ্রামের কমিসনর সাহেব ১৮৪৪

* ত্রিপুরার বর্ত্তমান মহারাজ লালময়ী ময়নামতী পর্ব্বতে তাঁহার স্বত্ব স্থির রাখিবার জন্য ভারত সচীবের সমীপে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ২০ ডিসেম্বর এক আবেদনপত্র প্রেরণ করেন। সেই আবেদনপত্র ও তৎসঙ্গীয় দলীলাদির ইংরেজি অনুবাদ পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছিল। (Printed at the "Minarva" Press. 2. Uckoor Datta's Lane, Calcutta.) আমরা সেই মুদ্রিত পুস্তকের ১০ এবং ১১ পৃষ্ঠা হইতে উক্ত এগ্রিমেণ্টের দ্বিতীয় ও তৃতীয় দফা এস্থানে উদ্ধৃত করিতেছি।

2. In behalf of Government, other proceedings for the resumption of all sorts of rentfree lands, *towfeer*, reclaimed lands from jungle and churs newly formed, &c. appertaining to the landed estate Chakla-Roshnabad, have been stopped and at no time shall any proceedings be instituted in behalf of Government, for the purpose of resu-

খৃষ্টাব্দের ২রা অ:গষ্ট গবর্ণমেণ্ট সমীপে লিখেন যে, চাকলে রোসনাবাদের অন্তর্গত যেসমস্ত লাখেরাজ ভূমি বাজেয়াপ্ত হইয়া গবর্ণমেণ্টের সহিত বন্দোবস্ত হইয়া গিয়াছে। তাহার রাজস্ব উক্ত ৮০০০ টাকা হইতে কর্ত্তন করিয়া অবশিষ্ট টাকার জন্য মহারাজের সহিত বন্দোবস্ত করা যাইতে পারে। কিন্তু যে সমস্ত অসিদ্ধ নিকর গবর্ণমেণ্ট বাজেয়াপ্ত করিতে পারিতেন, সেই সমস্ত ভূমি হইতে মহারাজ কোনরূপ কর কিম্বা রাজস্ব গ্রহণ করিতে পারিবেন না। উল্লিখিত এগ্রিমেণ্টের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাহা যেরূপ নিষ্কর ছিল চিরকাল সেইরূপ থাকিবে। সেই সকল লাখেরাজদারগণ নিকট রাজা কোনরূপ কিছু দাবি করিলে তাহা "জুলুম জবরদস্তী" (একৃষ্টরসন)

---

ming or assessing new rent on any kind of land appertaining to Chakla Roshnabad.

3. Under this deed of settlement, save and except the right and powers vested in the Zemindar under the Regulations, no new right or powers have been granted to him; that is to say, in reference to the rent which, under this agreement is become payable by the Moharaja, *the Raja shall have no power or right to demand any rent from a rentfree holder on account of the rent free tenure held by him before the execution of this deed of settlement between the Moharaja and Government, as it was improper to demand or realize any* rent *from any rentfree holder it will be so still.*

স্বরূপ গণ্য হইবে।* এই সকল হেতুবাদে কমিসনর সাহেব উক্ত বন্দোবস্তে গবর্ণমেণ্টের মঞ্জুরী প্রার্থনা করেন। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের ১৬ই সেপ্টেম্বর বাঙ্গালার ডেপুটী গবর্ণর বাহাদুর তাহার মঞ্জুর করেন।† তদনুসারে মহারাজা ঈশানচন্দ্র মাণিক্য ৮০০০ টাকার মধ্যে বাজেয়াপ্তী মহালের অবধারিত জমা বাদে অবশিষ্ট ৪৬২৬৷৶৯পাই চাকলে রোসনাবাদের জমার সহিত ভুক্ত করত এক নূতন কবুলিয়ত লিখিয়া দেন।‡ এই বন্দোবস্তের দ্বারা চাকলে রোসনাবাদের অন্তর্গত ১৮৪২ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ববর্ত্তী১০০বিঘার উর্দ্ধ পরিমাণ অসিদ্ধ নিষ্কর গুলি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্ব্ববর্ত্তী সিদ্ধ নিষ্কর স্বরূপ গণ্য হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট কিম্বা জমিদার কাহারও ইহাতে হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার নাই।

মধ্যস্বত্ব :—

ক :—খেরাজ বা সকর।

শ্রেষ্ঠ স্বত্বের অধিকারীগণকে রাজস্ব পরিশোধ করিয়া

---

* *Letter No. 525. From the Commissioner and Sadar Board 16th Division. To the Secretary to the Government of Bengal. 2nd August 1844.*

† *Letter No. 222. From the Under Secretary to Government of Bengal. To the Commissioner of Chittagong Division. 16th September 1844.*

‡ মহারাজা ঈশানচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুরের প্রদত্ত ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের ২১ মে মোতাবেক ১২৬২ বঙ্গাব্দের ৮ই জ্যৈষ্ঠের কবুলিয়ত দ্রষ্টব্য।

তাঁহাদের অধীনে যে সমস্ত ভূমি ভোগ করা হয়, তাহাই মধ্যস্বত্ব। মধ্যস্বত্বের ভূমি ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত হইলেও ইহাকে সাধারণতঃ তালুক বলা যাইতে পারে। ত্রিপুরা জেলার এরূপ তালুক অনেক আছে, যাহা জমিদারী সৃষ্টির পূর্ব্বে গঠিত হইয়াছে। নুরনগরের তালুক সমূহ তাহার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত স্থল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর ও অনেক তালুক সৃষ্টি হইয়াছে। মধ্যস্বত্বের তালুকগুলি প্রধানত দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রথম শ্রেণী তালুক ও অন্যান্য আখ্যাবিশিষ্ট ভূমির জমা অপরিবর্ত্তনীয়। দ্বিতীয় শ্রেণীর তালুক প্রভৃতির জমা পরিবর্ত্তনশীল।

প্রথম শ্রেণী :—

(১) মকররী তালুক, (২) কায়েমি তালুক, (৩) পত্তনি তালুক, (৪) সিকিমী তালুক, (৫) (হাওলা) (৬)কায়েমী হাওলা (৭) নিরাস, (৮) মসকনী (৯) মকররী-খানেবাড়ী, (১০) খোসবাস মকররী, (১১) কারকোণা, *

দ্বিতীয় শ্রেণী :—

(১) তালুক বা মেয়াদী তালুক। কোন কোন জমিদার এই তালুককে "তকসিমি" বা "তসখিসি" আখ্যায়

* সরাইলের প্রাচীন জমিদারগণ তাঁহাদের আমলা প্রভৃতি কর্ম্মচারিগণকে অল্প জমায় যেভূমি দান করিয়া গিয়াছেন তাহাই কারকোণা নামে পরিচিত।

পরিচিত করিবার জন্য নিতান্ত লালায়িত। তদ্ব্যতীত হাওলা মিরাস ও মসক্কসী তালুকের মধ্যে কোন কোনটির জমা পরিবর্ত্তনশীল।

মধ্যস্বত্বের অধীনে কতকগুলি ভূমি আছে যাহা অধীন বা প্রজাস্বত্ব হইতে শ্রেষ্ঠ; যথা দরতালুক, আগত তালুক, পেটাও তালুক, সামিলা তালুক, ওসত তালুক, নিম হাওলা প্রভৃতি এইগুলি মধ্যস্বত্বের অধীন হইলেও মধ্যস্বত্ব শ্রেণীতে নিবিষ্ট হইয়াছে।

খঃ—লাখেরাজ বা নিষ্কর।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর জমিদারগণ দ্বারা যে সমস্ত নিষ্কর প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাই মধ্যস্বত্বের অন্তর্গত হইতে পারে। কিন্তু কোন কোন ব্যক্তি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্ব্ববর্ত্তী নিষ্করকেও মধ্যস্বত্ব বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। আমাদের বিবেচনায় তাহা ভ্রমাত্মক; কারণ জমিদারের সহিত গবর্ণমেণ্টের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কালে সর্ব্বপ্রকার নিষ্কর বাদ রাখা হইয়াছিল।

অধীন স্বত্ব :—

আমরা রায়তী স্বত্বের ভূমিকে অধীনস্বত্ব বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে ত্রিপুরা জেলার অধিকাংশ স্থলে রায়তীস্বত্ব অপরিজ্ঞাত ছিল, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন দেশবাসী কোন কোন জমিদারের অধিকৃত জমিদারীতে বহুকাল পূর্ব্ব

হইতে রায়তীস্বত্ব স্থির হইয়া গিয়াছে। গঙ্গামণ্ডল ও লৌহ-গড় পরগণা ইহার প্রধান দৃষ্টান্তস্থল। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ৮ আইন প্রচারের পর হইতে সমগ্র ত্রিপুরায় রায়তীস্বত্ব প্রবল হইয়াছে।

ত্রিপুরাবাসী শ্রেষ্ঠ ও মধ্যস্বত্বের অধিকারী হিন্দু ও মুসল-মান ভদ্রলোকদিগের প্রায় সকলেরই খামার বা নিজজোত ভূমি আছে। পূর্ব্বে তাঁহারা ভৃত্য দ্বারা হলকর্ষণ করাইতেন, কিন্তু এক্ষণ অনেকেই "বর্গা" দ্বারা খামার ভূমি ভোগ করিতে-ছেন। বর্গা দুই প্রকার, এক প্রকার বর্গা দ্বারা উৎপন্ন ফসলের অর্দ্ধাংশ স্বত্বাধিকারী প্রাপ্ত হন, অপরার্দ্ধ কৃষিকারী ব্যক্তি প্রাপ্ত হয়। দ্বিতীয় প্রকার বর্গা দ্বারা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ অঙ্গীকৃত ফসল স্বত্বাধিকারী প্রাপ্ত হন। কিন্তু ফসলের বীজ স্বত্বাধিকারী কৃষককে প্রদান করেন। অতিরিক্ত পরিমাণ জলপ্লাবন কিম্বা অন্য কারণে শস্য বিনষ্ট হইলে স্বত্বাধিকারী কিছুই প্রাপ্ত হন না।

ভূমির পরিমাণ :—

৩ ক্রান্ত ... ... (১) কড়া।
৪ কড়া ... ... (১) গণ্ডা ,১
২০ গণ্ডা ... ... (১) কাণী /০
১৬ কাণিতে ... (১) দ্রোণ ১

অতি প্রাচীন কাল হইতে, শ্রীহট্ট ব্যতীত, সমগ্র বাঙ্গালা

দেশে এই নিয়মে ভূমির পরিমাপ হইত। গৌড়েশ্বর মহারাজ লক্ষণসেন দেবের তাম্রশাসনে তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। মুসলমান শাসনকালে বিঘা, কাঠা দ্বারা ভূমির পরিমাপ প্রথা পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত হয়। কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গে অদ্যাপি সেই প্রাচীন প্রথা বিলুপ্ত হয় নাই।

প্রাচীন সংস্কৃত শাস্ত্রে দ্রোণ মাণের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ৪ আড়ক বা আড়ীতে ১ দ্রোণ ধান্য। সেই ১ দ্রোণ বা ৮ মণ শস্য বীজ (ধান্য) যে ক্ষেত্রে বপন করা যাইত, তাহাই দ্রোণ আখ্যা প্রাপ্ত হয়। বাঙ্গালার কোন কোন অংশে রশি বা দড়ি দ্বারা ভূমির পরিমাপ হইয়া থাকে, কিন্তু পূর্ব্ববাঙ্গালায় "নল" নামক গুল্ম দ্বারা ভূমির পরিমাপ করা হইত। অধুনা সেই নলের অভাবে মুলি কিম্বা অন্য প্রকার বাঁশ দ্বারা সেই কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে, কিন্তু তাহার নাম পরিবর্ত্তন হয় নাই। এজন্য অধুনা ভূমি পরিমাপক বংশদণ্ডকে নল বলা হইয়া থাকে।

প্রাচীনকালে ভূমির পরিমাণ সর্ব্বত্রই একরূপ ছিল। প্রধানত জমিদারদিগের লোভে অধুনা সেই পরিমাণ ভিন্ন ভিন্ন আকার প্রাপ্ত হইয়াছে। এসম্বন্ধে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন প্রমাণ, ত্রিপুরেশ্বর মহারাজ ইন্দ্র মাণিক্যের ১১৫৩ ত্রিপুরাব্দের (১৭৪৩ খৃষ্টাব্দ) ৭ই আশ্বিনের সনন্দে প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহাতে ভূমির পরিমাণ এইরূপ প্রদত্ত হইয়াছে।

৩২ অঙ্গুষ্ঠে ... ... ... ১ ডাঙ্গ (হস্ত)।
১৭ ডাঙ্গে ... ... ... ১ নল।
১০ × ১২ নলে ... ... ১ কাণী।
১৬ কাণিতে (বা ১৯২০ বর্গ নলে) ... ... ১ দ্রোণ।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্ব্বে যৎকালে রেসিডেণ্ট বুলার সাহেব চাকলে রোসনাবাদ জরিপ করেন। তৎকালে তিনি উল্লিখিত প্রণালী অবলম্বন করেন; তিনি যে ডাঙ্গ দ্বারা নলের পরিমাণ স্থির করিয়াছিলেন, তাহা ত্রিপুরার কালেক্টরিতে রক্ষিত হইয়াছে, ইহা আধুনিক ১৯ ইঞ্চি হইতে কিঞ্চিৎ অধিক। প্রবাদ অনুসারে ইহাই ইন্দ্র মাণিক্যের লিখিত ৩২ অঙ্গুষ্ঠের ডাঙ্গ বা হস্ত; মতান্তরে রোসনাবাদের তদানীন্তন দেওয়ান কালীচরণ সিংহের মস্তকের পরিধি পরিমাণ দ্বারা এই ডাঙ্গ প্রস্তুত করা হয়।

১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে রেবিনিউ বোর্ড জেলা ত্রিপুরার অন্তর্গত পরগণা সমূহের ভূমির পরিমাণ অবগত হইতে ইচ্ছা করেন;* তদনুসারে তদানীন্তন কালেক্টর যে নক্সা প্রস্তুত করিয়া স্বীয় রিপোর্ট † সহ চট্টগ্রামের কমিসনর সাহেবের নিকট প্রেরণ করেন তাহার সারাংশ এস্থলে উদ্ধৃত হইল।

* *Board's Circular No. 76. Dated 26th Sept. 1837.*

† *Letter from W. J. H. Money. Esq. Collector of Tippera, to the Commissioner of the Chittagong. No. 6. 4th may. 1838.*

| পরগণা বা মহালের নাম। | নলের পরিমাণ। | এক দ্রোণে কত বর্গ নল | এক দ্রোণে কত একর |
|---|---|---|---|
| মৌজে ভাটেরা<br>পঃ চৌদ্দগাঁও<br>পং হোমনাবাদ<br>তপে ইব্রাহিমপুর<br>পং মহীচাল | ১৯ ইঞ্চি ১ হাত<br>১৬ হাতে ১ নল | ১৯২০ | ২৮ |
| পং একতাদপুর-<br>মাছুয়াখাল | ১৯ ইঞ্চি ১ হাত<br>১৮ হাতে ১ নল | ” | ৩৫ |
| পং শ্যামপুর<br>পং পাইটকাড়া | ১৯ ইঞ্চি ১ হাত<br>১৫ হাতে ১ নল | ” | ২৫ |
| চাকলে রোসনাবাদ | ১৯ ইঞ্চি ১ হাত<br>১৬ হাতে ১ নল | ” | ২৮ |
| পং গঙ্গামণ্ডল | ১৯ ইঞ্চি ১ হাত<br>৭ হাতে ১ নল | ” | ৫ |

ইহা নিতান্ত দুঃখের বিষয় যে, ত্রিপুরার অন্তর্গত বলদাখাল, সরাইল প্রভৃতি পরগণা সমূহের পরিমাপের কথা মনি সাহেব উল্লেখ করেন নাই। যাহা হউক আধুনিক জমিদারগণ প্রায় সকলেই দ্রোণের আয়তন খর্ব্ব করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা ও যত্ন করিতেছেন।

ত্রিপুরার জমিদার মণ্ডলী :—জেলা ত্রিপুরার আধুনিক প্রধান জমিদারগণ প্রায় সকলেই ভিন্ন দেশ-বাসী। ইহা দ্বারা ত্রিপুরাবাসিগণের নানা প্রকার অনিষ্ট সংসাধিত হইতেছে। দেশবাসিগণ জমিদার মণ্ডলী হইতে যে সকল বিষয়ে সাহায্য পাওয়ার প্রত্যাশা করিতে পারেন ; সেই সকল বিষয়ে তাঁহারা অনেক সময়ে উপযুক্তরূপ সাহায্য প্রাপ্ত হন না।

জেলা ত্রিপুরার সর্ব্বপ্রধান জমিদার ত্রিপুরেশ্বর মহারাজ বাহাদুর। তাঁহাকে বিদেশী সংজ্ঞায় অভিহিত করা যাইতে পারে না ; কিন্তু বর্ত্তমান মহারাজ ত্রিপুরাবাসী সম্বন্ধে বিদেশী অপেক্ষাও অধিকতর উদাসীন। ত্রিপুরার রাজসরকার জরাজীর্ণ অশ্বত্থবৃক্ষের ন্যায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

ত্রিপুরার মহারাজের পরেই ঢাকা নিবাসী,—বলদাখালের প্রধান জমিদার নবাব আবদুলগণি খাঁ বাহাদুর* ও সরাইলের জমিদার বাবু আশুতোষ নাথ রায় মহাশয়ের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইঁহাদের উভয়ের জমিদারির লভ্য সমতুল্য হইবে। নবাব সাহেবের দানশীলতার পরিচয় গবর্ণমেণ্ট গেজেটে প্রায়ই বিঘোষিত হইয়া থাকে। কিন্তু গরীব ত্রিপুরা-বাসী তাহার বড় একটা খোজখবর পাইতেছে না।

* এই অংশ যৎকালে মুদ্রিত হইতেছিল, সেই সময় আমরা সংবাদ প্রাপ্ত হইলাম যে, এই স্বনামখ্যাত মহাপুরুষ পরলোকগমন করিয়াছেন।

সরাইলের জমিদার বাবু আশুতোষ নাথ রায়, বাবু জগবন্ধু রায়ের বংশধর। তাঁহাদের বংশাবলী এস্থলে প্রকাশ করা গেল।

জগবন্ধু রায়।
|
নরসিংহ রায়।
|
রাজকৃষ্ণ রায়।
|
অন্নদাপ্রসাদ রায়।
|
আশুতোষ নাথ রায়।

ইহা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, এই রায় পরিবার মুরশিদাবাদের অন্তর্গত কাশীমবাজার নিবাসী। ইঁহারা প্রকৃতপক্ষে প্রজাহিতৈষী ভূম্যধিকারী বটেন; ইঁহাদের সাহায্যে সরাইল পরগণার মধ্যে দুইটি এন্ট্রান্স স্কুল ৫টি মাইনর ও ছাত্রবৃত্তি স্কুল ও কতকগুলি পাঠশালা পরিচালিত হইতেছে। ৺ রায় অন্নদাপ্রসাদ রায় বাহাদুর দয়ালু, দাতা ও প্রজাহিতৈষী জমিদার ছিলেন। তাঁহার অকাল মৃত্যুতে সরাইলবাসী বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন, তাঁহার পত্নী রাণী আন্নাকালীদেবী স্বীয় বুদ্ধিমত্তা ও দয়া দাক্ষিণ্যে সরাইলবাসীর বিশেষরূপ ভক্তি শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছেন। আমরা ভরসা করি তাঁহার পুত্র স্বীয় পিতামাতার গুণরাশি ও কার্য্য কলাপের অনুকরণ করিবেন।

তদনন্তর গঙ্গামণ্ডল ও লৌহগড়ের জমিদার, শোভাবাজার রাজবংশ; পাইটকাড়ার জমিদার, ভূকৈলাসের ঘোষাল রাজগণ; কাদবা প্রভৃতি পরগণার নবীন জমিদার মহারাজা দুর্গাচরণ লাহার নামোল্লেখ করা যাইতে পারে। গঙ্গামণ্ডল ও লৌহ-গড়, শোভাবাজার রাজপরিবারের অবিভক্ত সম্পত্তি। ইহা রাজা বিনয়কৃষ্ণ বাহাদুর কিম্বা তৎসদৃশ অন্য কোন মহাত্মার নিজ সম্পত্তি হইলে প্রকৃতিবর্গের উপকারের প্রত্যাশা ছিল। কিন্তু এক্ষণ সে আশা দুরাশা মাত্র। পাইটকাড়ার অদৃষ্টে প্রায় তদ্রূপই ঘটিয়াছে।

স্থানীয় জমিদার :—স্থানীয় প্রধান ও প্রাচীন জমিদার-গণ প্রায় সকলেই হৃতসর্ব্বস্ব হইয়াছেন। অদ্যাপি যাঁহারা জমিদার আখ্যা দ্বারা পরিচিত হন, তন্মধ্যে হোমনাবাদের অন্যতম জমিদার সৈয়দ বসরত আলী চৌধুরী সর্ব্বপ্রধান। আমরা দুঃখের সহিত উল্লেখ করিতেছি যে, সৈয়দ সাহেব উন্মাদ, তাঁহার সম্পত্তি জজ সাহেবের অধীনে মেনেজার দ্বারা শাসিত হইতেছে।

হোমনাবাদের প্রাচীন জমিদার বংশজাত ইউছফ্ আলী চৌধুরী সাহেব দানশীল ও প্রজাহিতৈষী জমিদার বটেন। স্বীয় অবস্থা অনুসারে তিনি মুক্তহস্তে সৎকার্য্যে অর্থদান করিয়া থাকেন। তাঁহার ভগিনী নবাব ফয়জন্নেছা সাহেবা ভ্রাতার উপযুক্তা বটেন। উক্ত নবাবসাহেবা "রূপজালাল"

নামক একখানি উপখ্যান গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ইহার ভাষা বিশুদ্ধ বাঙ্গালা। এই প্রাচীন ও দানশীল জমিদার বংশের বংশাবলী এস্থলে প্রকাশ করা গেল।

মির্জা আগোয়ান খাঁ।
|
আমির মির্জা আক্রু খাঁ।
(প্রকাশ্য ভুরু খাঁ)
|
আমির মির্জা মাছিম খাঁ।
|
আমির মির্জা আবদুল মতাহের খাঁ।
|
মির্জা সুলতান।
(প্রকাশ্য গোরাগাজি চৌধুরী।)

সন্তান: গাজি চৌধুরী। | হোসেন আলী চৌধুরী | দৌলত গাজি চৌধুরী* | জালাল বক্স চৌধুরী*

গাজি চৌধুরী → কন্যা → বক্স আলী চৌধুরী*

হোসেন আলী চৌধুরী → আহাম্মদ আলী চৌধুরী

আহাম্মদ আলী চৌধুরীর সন্তান: এয়াকুব আলী চৌধুরী | ইউছফ আলী চৌধুরী (স্ত্রী মহাম্মদী বেগম।) | কন্যা নবাব ফয়জন্নেছা সাহেবা

ইউছফ আলী চৌধুরী
|
মাহাম্মদ আলী নওয়াব চৌধুরী
|
মাহাম্মদ জাহাঁগীর চৌধুরী

* ৪৩৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

হোমনাবাদের নবীন জমিদার ৺তিলকচন্দ্র সিংহের পৌত্র বাবু আনন্দচন্দ্র সিংহ রায় সদাশয়, বিদ্বান ও বিদ্যানুরাগী। তিনি নিজ ব্যয়ে কুমিল্লানগরে একটি এণ্ট্রান্স স্কুল চালাইতেছেন।

মধ্যশ্রেণী :—প্রধানত ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য ও সম্ভ্রান্ত মুসলমান দ্বারা এই শ্রেণী গঠিত। মধ্যশ্রেণীর ভদ্রলোকগণই দেশের জীবনস্বরূপ। মধ্যশ্রেণী জ্ঞানে ও শিক্ষায় দিন দিন উন্নতিলাভ করিতেছেন; বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পাশ্চাত্য জ্ঞানালোকে আলোকিত হইতেছেন। প্রতিযোগিতায় উচ্চ রাজকার্য্য প্রাপ্ত হইতেছেন। উকিল, ডাক্তার প্রভৃতি উন্নত ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া যশস্বী হইতেছেন। অপর দিকে ব্রাহ্মণ মণ্ডলীর মধ্যে সংস্কৃত শিক্ষারগতি প্রতিরোধ হয় নাই। কিন্তু আর্থিক অবস্থার অবনতি, অবস্থাবৈপর্য্যয় মধ্যশ্রেণীর মধ্যে বিশেষরূপে পরিলক্ষিত হইতেছে। এই শ্রেণীর আর্থিক অবনতি দেশের পক্ষে বড়ই দুর্ভাগ্যের বিষয়। অধিকাংশ স্থলে ইহারা মধ্যস্বত্বের অধিকারী। দেশের প্রধান জমিদারগণ অধিকাংশ ভিন্ন দেশবাসী। জমিদার শ্রেণীর সহিত প্রাচীনকালে মধ্যশ্রেণীর বিশেষরূপ সদ্ভাব ছিল; নবীন ক্রেতা ভিন্ন দেশীয় জমিদারগণের সহিত মধ্যশ্রেণীর সেই ভাব ক্রমে বিলুপ্ত হইতেছে। স্বদেশী ও বিদেশী প্রবল জমিদারগণ মধ্যে কোন

কোন ব্যক্তি মধ্যশ্রেণীর বিনাশসাধন জন্য নানারূপ কৌশল অবলম্বন করিতেছেন। ইহা অতি আশ্চর্য্যের বিষয় যে, সাধারণ প্রজাগণের মঙ্গলসাধন জন্য গবর্ণমেণ্ট যেরূপ সুদৃঢ় বিধি প্রণয়ন করিতেছেন, মধ্যশ্রেণীর রক্ষার জন্য তদ্রূপ কোন বিধি গবর্ণমেণ্ট দ্বারা প্রণীত হয় নাই। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ৮ আইন প্রচারের পর হইতে মধ্যস্বত্বের তালুকের ভূমির মূল্য হইতে প্রজাস্বত্বের ভূমির মূল্য আশাতীতরূপ বর্দ্ধিত হইয়াছে। তালুকীস্বত্বের ৴৹ কাণী ভূমির মূল্য ২০ টাকা হইলে, তদ্রূপ প্রজাস্বত্বের ৴৹ এক কাণী ভূমির মূল্য ৪০।৫০ টাকার ন্যূন হইবে না। স্থান ও অবস্থাভেদে তাহার মূল্য শতাধিক টাকা হইয়া থাকে। যেরূপ অবস্থা দাঁড়াইতেছে তাহাতে কোন কোন স্থলে মধ্যস্বত্বের বিনাশ অনিবার্য্য। ত্রিপুরা জেলা এক একটি বৃহদায়তন জমিদারিতে বিভক্ত, এজন্যই দেশের যাঁহারা জীবনস্বরূপ, তাঁহারা মস্তকোত্তলন করিতে পারিতেছেন না; এবম্প্রকার অবস্থায় মধ্যস্বত্বের বিনাশ সাধিত হইলে, দেশের ভয়ানক অকল্যাণ সাধিত হইবে। মধ্যস্বত্বের অধিকারীর সহিত প্রজাসাধারণের যেরূপ সদ্ভাব ও প্রীতি বর্ত্তমান আছে, জমিদার শ্রেণীর সহিত প্রজাসাধারণের তাহার বিপরীত ভাব সর্ব্বত্র দেদীপ্যমান রহিয়াছে। আপদে বিপদে মধ্যশ্রেণী প্রজাসাধারণের অগ্রজের ন্যায় সাহায্যকারী; কিন্তু যেস্থানে মধ্যস্বত্বের অভাব সেই স্থানে প্রজাসাধারণের

মর্ম্মবিদারক ক্রন্দনধ্বনি প্রবল প্রতাপান্বিত জমিদারের কর্ণ-কুহরে প্রবিষ্ট হইবার পূর্ব্বে শূন্যমার্গে বিলীন হইয়া যাই-তেছে। জমিদারবৃন্দের বিলাসভবননিবাসী অপ্সরা কিম্বা কলাবত সমূহের মধুরনাদে প্রজাবৃন্দের কাতরনিনাদ ঢাকিয়া ফেলিতেছে, কিম্বা রাবণ সদৃশ পরাক্রমশালী "মেনে-জার" "নায়েব" প্রভৃতি উপাধিধারী ব্যক্তিবৃন্দের পরাক্রমে প্রজাসাধারণে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে না পারিয়া নীরবে অশ্রুবিসর্জ্জন করিয়া থাকে। কিন্তু অত্যাচারের মাত্রা পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হইলেই "নায়েব হত্যা" "তহশীলদার হত্যা" "কাছারি বাড়ী দাহ" ও "নরহত্যা" প্রভৃতি কার্য্য সম্পাদিত হয়। তৎকালে জমিদারগণ ইহার কারণ অনুসন্ধান করত অত্যাচার নিবারণের উপায় উদ্ভাবন না করিয়া "দুর্দ্দান্ত" প্রজাকুলের দমন জন্য মুক্তহস্তে অর্থব্যয় করিতে থাকেন।

প্রজা সাধারণ:—ত্রিপুরার প্রজাগণ মধ্যে নির্দ্দয় ও নিরীহ উভয় প্রকারের লোক দৃষ্ট হয়। দক্ষিণ ত্রিপুরাবাসী দুষ্ট প্রজাগণ অত্যাচারগ্রস্ত হইলে অনলক্রীড়া দ্বারা তাহার প্রতিশোধ লয়। পশ্চিম ও উত্তর ত্রিপুরাবাসী দুর্দ্দান্ত প্রজাগণ এইরূপ ঘৃণিত কার্য্য না করিয়া যষ্টি হস্তে সম্মুখ সংগ্রামে অগ্রসর হইয়া থাকে। জনৈক ইংরেজ রাজপুরুষ ইহাদিগকে প্রাচীন "নবাবসৈন্য" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

পাটের চাষ দ্বারা প্রজাসাধারণের অবস্থা অপেক্ষাকৃত উন্নত হইয়াছে। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ৮ আইন দ্বারা ইহাদের অবস্থা বিশেষরূপ পরিবর্ত্তিত হইতেছে।

---

## ষষ্ঠ অধ্যায়।

## চাকলে রোসনাবাদ।

ত্রিপুরার সমতলক্ষেত্র মুসলমানগণ ক্রমে ক্রমে কিরূপে অধিকার করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। ১১৪২ ত্রিপুরাব্দে মির হবিব দ্বারা ত্রিপুরার সমতলক্ষেত্র শেষ বার সম্পূর্ণরূপে অধিকৃত হয়। এই সময় তাহাকে রোসনাবাদ আখ্যা প্রদান করা হইয়াছিল। এই রোসনাবাদ চাকলা তৎকালে ২৪টি পরগণায় বিভক্ত ছিল। দাউদপুর পরগণা তাহার অন্যতম। অল্পকাল পরে দাউদপুরের মুসলমান জমিদারগণ তাহা রোসনাবাদ হইতে খারিজ করিয়া লইয়াছিলেন। সুতরাং মির হবিবের ত্রিপুরা বিজয়ের পর ত্রিপুরেশ্বর ২৩টি পরগণা মাত্র জমিদারী স্বরূপ প্রাপ্ত হন। ক্রমে রোসনাবাদ ৫৩ পরগণায় বিভক্ত হইয়াছে। প্রধানত রাজ-পরিবারের যৌতুক (যুলাই) দ্বারা এবং ত্রিপুরেশ্বরের প্রাচীন কর্ম্মচারিগণ কর্ত্তৃক (স্ব স্ব নাম চিরস্মরণীয় করিবার জন্য) এক একটি বৃহৎ পরগণার কিয়দংশ দ্বারা (স্বয়ং তালুক স্বরূপ গ্রহণ

করত স্ব স্ব নামে) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এক একটী পরগণা সৃষ্ট হইয়াছিল। যুবরাজ চম্পকরায় মহারাজ রত্নমাণিক্যের সময়ে নুরনগরের শাসন কর্ত্তৃত্বে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি নুরনগরের কিয়দংশ দ্বারা চম্পকনগর সৃষ্টি করেন। মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্যের উজির জয়দেব, নুরনগরের কিয়দংশ দ্বারা জয়দেবনগর নামক পরগণা সৃষ্টি করিয়াছিলেন। প্রকৃত পক্ষে রোসনাবাদ মধ্যে নুরনগর, মেহেরকুল, বগাসাইর, তীস্না, ও খণ্ডল এই ৫টি মূল ও বৃহৎ পরগণা ছিল। এই ৫টি দ্বারা মির হবিবের সময় ২৪টি পরগণা গণনা করা হয়। এই ২৪টি হইতে দাউদপুর খারিজ হইয়া ২৩টি ছিল। ১৮৬১—৬৪ খৃষ্টাব্দের রেবিনিউ সার্বে কালে* রোসনাবাদ মধ্যে ৫৩টি পরগণা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। উক্ত সার্বে কাগজ দৃষ্টে পরগণা সমূহের নাম ও তাহার ভূমির পরিমাণ এস্থলে উদ্ধৃত হইল।

রেবেনিউ সার্বেয়ার স্মার্ট সাহেব স্বীয় রিপোর্টে পরগণা সমূহের ভূমির যে পরিমাণ লিখিয়াছেন, তাহা আমাদের সংগৃহীত কাগজের সহিত অনৈক্য হইতেছে।† এজন্য এস্থানে উভয় পরিমাণ প্রদর্শিত হইল।

*১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা ডিসেম্বর ত্রিপুরা জেলার সার্বে কার্য্য আরম্ভ হয়। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের মে মাসে তাহা সম্পূর্ণ হইয়াছিল।

† *Smart's Report of the District of Tippera.* *pp. 15, 16.*

| পরগণার নাম। | ভূমির পরিমাণ। | | | স্মার্ট লিখিত পরিমাণ। | |
|---|---|---|---|---|---|
| | একর | রুড | পোল | একর | ডিসিমেল |
| উত্তর বিভাগ। | | | | | |
| ১ নুরনগর | ৯৬৮৫৬ | ২ | ৩২ | ৯৪৪৪৮ | ৩৭ |
| ২ শিবনগর * | — | — | — | — | — |
| ৩ মাদ্‌লাচম্পকনগর | ৮৭০ | ২ | ২ | ৮৭০ | ৫১ |
| ৪ ধর্ম্মনগর কাশীরামপুর | ১৫৯৭ | ০ | ৩৪ | ১১০৭ | ২৮ |
| ৫ জাহ্নবীনগর | ১১০৯ | ০ | ৩৭ | ১১৫৯ | ৭১ |
| ৬ চাকলে বিশালগড় } নিজ বিশালগড় } | ১৭৩১ | ১ | ২৩ | ১১৭১ | ৫৩ |
| ৭ ধর্ম্মপুর | ৭০৩ | ১ | ২৯ | ১১৯৩ | ৩৬ |
| ৮ উত্তর গোপীনাথপুর | ৮৬ | ০ | ৩ } | ১১৫৯ | ৭১ |
| ৯ দক্ষিণ গোপীনাথপুর | ৭১৯ | ৩ | ২৭ } | | |
| ১০ আষ্টজঙ্গল | ১৭০১ | ০ | ১৯ | ১৭০১ | ১৩ |
| ১১ ধলেশ্বর | ১০৫৩ | ২ | ৩১ | ১৬৬৪ | ৫৬ |
| ১২ চম্পকনগর | ৫৯০৯ | ২ | ২৭ | ৭৫৫৮ | ৬৩ |
| ১৩ উত্তর গঙ্গানগর | ১২৩০২ | ১ | ২২ | ১৫৯৯৮ | ৫৯ |
| ১৪ মন্তলা † | ৬৭১১ | ২ | ৩৮ | — | — |
| ১৫ মন্তলা গঙ্গানগর † | ২৩৯০ | ৩ | ২ | — | — |
| ১৬ মণিপুর † | ১৬২৩ | ১ | ৩২ | — | — |

* এই ক্ষুদ্র পরগণা নুরনগরের অন্তর্ভূক্ত।

† স্মার্টের তালিকায় এই সকল পরগণার নাম নাই।

৪৬

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ১৭ রতননগর * | — | — | — | — | — |
| ১৮ বামুটিয়া | ৭৮০ | ১ | ১৩ | ৭৮০ | ৩৩ |
| ১৯ জয়দেবনগর | ৩৫৩৫ | ০ | ২৭ | ৩৫৩৫ | ১৭ |
| ২০ জয়দেবপুর † | — | — | — | — | — |
| ২১ পাথরঘাটা | ১৪১৪ | ০ | ১৫ | ১৬৯৭ | ১৬ |
| মধ্য বিভাগ। | | | | | |
| ২২ মেহেরকুল | ৭৮৩২৯ | ৩ | ৩২ | ৯১৫৯৯ | ৮৯ |
| ২৩ ধর্ম্মনগর | ৩২১১ | ৩ | ২৪ | ৮৪৩ | ৯৮ |
| ২৪ পিপলীয়া গঙ্গানগর | ৫৫০ | ১ | ১৮ | ৫৫০ | ৩৬ |
| ২৫ ফুলতলী ‡ | ২২৭১ | ১ | ১৩ | — | — |
| ২৬ বলরামপুর ‡ | ২০৩৬ | ২ | ২৬ | — | — |
| ২৭ বগাসাইর | ২২২৩৬ | ১ | ৩৩ | ২৫৫৯৯ | ২৩ |
| ২৮ চৌদ্দগ্রাম | ৬০৬৭ | ৩ | ১৭ | ৬১৯ | ২৫ |
| ২৯ রাজামতী | ২৪৬১ | ১ | ৩৮ | ১৯১৮ | ৫০ |
| তীক্ষারাজামতী | — | — | — | ৫৪৮ | ১৮ |
| ৩০ তীক্ষা | ১৭৬২৬ | ০ | ৪ | ১৮১০৭ | ৫৮ |
| ৩১ তীক্ষা দড়ি রাজধরনগর | ৪২৫৬ | ১ | ২৩ | ৩৩১৭ | ৫৩ |
| ৩২ তীক্ষা থামার | ২৬৬৬ | ৩ | ৩০ | ৩৭৯৯ | ৩৮ |
| তীক্ষা বগাসাইর | — | — | — | ৩৩৫ | ০৮ |
| ৩৩ তীক্ষা রাজধরনগর | ১২৬ | ১ | ৩৮ | ১২৬ | ৪৯ |

* মন্তলা, মণিপুরের সহিত পরিমাপ হইয়াছে।

† জয়দেবনগরের সহিত পরিমাপ হইয়াছে।

‡ স্মার্ট এই দুইটি পরগণা মেহেরকুল ভুক্ত করিয়াছেন।

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ৩৪ তীক্ষা গঙ্গানগর | ৬৬৫ | ২ | ২১ | ৩৬৫ | ৬৩ |
| তীক্ষা ধনঞ্জয়নগর | — | — | — | ১০৩৫ | ৮৫ |
| ৩৫ কৃষ্ণনগর চকবস্তে ভঙ্গরায় | ১৮৭৮ | ১ | ২৬ | — | — |
| দক্ষিণ বিভাগ। | | | | | |
| ৩৬ দক্ষিণ শিক | ১৬৯৮২ | ৩ | ২৪ | ১৫৬১৪ | ৯২ |
| দক্ষিণশিক কাশীপুর | — | — | — | ২১৮০ | ৯১ |
| ৩৭ দক্ষিণশিক গঙ্গানগর | ৪৫৪১ | ৩ | ১২ | ৪৫৪১ | ৮৩ |
| ৩৮ জগৎপুর | ৯৯৬৪ | ৩ | ২১ | ১০৭৭০ | ৪৩ |
| ৩৯ সাবেক রতননগর | ১১৭৭২ | ০ | ০ | ১১৭৭১ | ৯৯ |
| ৪০ যুলাই দুর্জ্জয়নগর | ২৫০৩ | ২ | ১৬ | ২৫০৩ | ৬০ |
| ৪১ যুলাই রতননগর | ৩২০৭ | ০ | ৩৫ | ৩২০৭ | ২২ |
| ৪২ যুলাই গঙ্গানগর | ৪২৭ | ৩ | ৩৪ | ১৮৮ | ৪৩ |
| ৪৩ যুলাই রাজধরনগর | ১৬৭৯ | ৩ | ২৫ | ১৬৭৯ | ৯০ |
| ৪৪ গদানগর | ২০৬৩ | ১ | ৬ | ১৬৫২ | ৮৫ |
| ৪৫ কোলাপাড়া | ৯২৯ | ১ | ৩৭ | ৯২৯ | ৪৮ |
| ৪৬ গদাধরপুর | ১২৬৫ | ২ | ৩৬ | ১২৬৫ | ৭৩ |
| ৪৭ কালিকাপুর | ২২০৫ | ২ | ৩৮ | ২৪৬১ | ৩১ |
| ৪৮ যশোদানগর | ২৪২৭ | ২ | ১২ | ২৪২৭ | ৫৮ |
| ৪৯ খণ্ডল | ১৬৩৮২ | ১ | ৩৮ | ১৬৬০৮ | ৩৯ |
| ৫০ রাজধরনগর | ৩৪০৫ | ০ | ২ | ২১২ | ০০ |
| রাজধরনগর, গদানগর ও যশোদানগর | — | — | — | ৪৯৯ | ৭২ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ৫১ রাজমণিপুর | ৯৪৫ | ১ | ৩৮ | ১৪৯৭ | ৯৯ |
| ৫২ চন্দ্রনগর | ৩১৪৭ | ২ | ৩ | ৩১৪৭ | ৫২ |
| চন্দ্রনগর খণ্ডল | — | — | — | ৪৫০ | ৬০ |

ইংরেজ কর্ত্তৃপক্ষগণের লিখিত রিপোর্ট সমূহে চাকলে রোসনাবাদের পরিমাণ ৩৭৭১০০ একর বা ৫৮৯ বর্গমাইল লিখিত আছে। আমাদের সংগৃহীত সার্বে কাগজ অনুসারে ভূমির পরিমাণ এইরূপ হইতেছে :—

| বিভাগ। | একর | রুড | পোল | | |
|---|---|---|---|---|---|
| উত্তর বিভাগ। সদরকাচারী মোগড়া | ১৪১০৯৬ | ৩ | ১৩ | | |
| মধ্যবিভাগ। সদরকাচারী কুমিল্লা | ১৪২৩৮৫ | ৩ | ২৩ | | |
| দক্ষিণ বিভাগ। সদরকাচারী ফেণী | ৮৩৮৫২ | ২ | ১৭ | | |
| | ৩৬৭৩৩৫ | ১ | ১৩ | | |

উমাকান্ত বাবুর মন্ত্রীত্ব কালে, তিনি ১৩০০ ত্রিপুরাব্দের যে বার্ষিক বিজ্ঞাপনী প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে মহারাজের জমিদারির ভূমি ও স্থিতের তালিকা নিম্নলিখিত রূপ প্রদত্ত হইয়াছে।

| বিভাগ। | সদরকাচারী। | ভূমির পরিমাণ একর। | স্থিত টাকা। |
|---|---|---|---|
| দক্ষিণবিভাগ | ফেণী | ৭৯৫০২ | ২০০৩৬৪।৵৮ |
| মধ্যবিভাগ | কুমিল্লা | ১৪৬১৮৬ | ২৯৭১২৫।৵৫ |
| উত্তরবিভাগ | মোগড়া | ১৪০৯৪৩ | ১২১৬৫৭।০৩ |
| শ্রীহট্টবিভাগ | লাহারপুর | ২৯০০০ | ২৫৬৫৫॥০৭ |
| সর্ব্বশুদ্ধ ... | ... ... | ৩৯৫৬৩১ | ৬৪৪৮০২॥/১১ |

ফেণী অর্থাৎ দক্ষিণ বিভাগ নওয়াখালী জেলার অধীন। চাকলে রোসনাবাদ ব্যতীত নওয়াখালী জেলার মধ্যে মহারাজের অতি অল্প পরিমাণ অন্য জমিদারী আছে।

মধ্যবিভাগ মধ্যে জেলা ত্রিপুরার প্রধান নগরী কুমিল্লা অবস্থিত। এই বিভাগ সম্পূর্ণ ত্রিপুরা জেলার অধীন।

উত্তর বিভাগের অধিকাংশ ত্রিপুরা জেলার মধ্যে অবস্থিত। মস্তলা প্রভৃতি কয়েকটি ক্ষুদ্র পরগণা শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

লাহারপুর কাচারির অধীন শ্রীহট্ট বিভাগ, চাকলে রোসনাবাদের অন্তর্গত নহে। মহারাজ রামগঙ্গা মাণিক্য কিরূপে শ্রীহট্টের অন্তর্গত জমিদারী ক্রয় করেন, তাহা পূর্ব্বে বর্ণীত হইয়াছে। তদনন্তর মহারাজা কৃষ্ণকিশোর মাণিক্য বাহাদুর কয়েকটি মহাল ক্রয় করত তাহার পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়াছেন।

পূর্ব্বে বর্ণীত হইয়াছে যে, মহারাজ কৃষ্ণ মাণিক্যের শাসনকালে ১৭৬১ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে নূরনগর (কসবা)

নগরে প্রথম ব্রিটিস বিজয়বৈজয়ন্তী উড্ডীন হইয়াছিল। এই সময় ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণ রোসনাবাদের শাসনকার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন। রেসিডেণ্ট লিক সাহেব রোসনাবাদের প্রথম শাসনকর্ত্তা। ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ কর্ত্তৃপক্ষগণ রোসনাবাদের রাজস্ব ১০০০০১ টাকা ধার্য্য করেন।

১৭৬৫ খৃষ্টাব্দের ১২ই আগষ্ট সম্রাট সাহা আলম ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীকে বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী পদ প্রদান করেন। তদনন্তর কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণ রোসনাবাদের রাজস্ব আদায় ও শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ জন্য নানাপ্রকার বন্দোবস্ত করিয়াছেন।

পূর্ব্বে বর্ণীত হইয়াছে ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে বলরাম মাণিক্যের হস্তে রোসনাবাদের শাসনভার অর্পিত হইয়াছিল। অল্পকাল পরে পুনর্ব্বার কৃষ্ণ মাণিক্য স্বীয় অধিকার প্রাপ্ত হন।

১৭৮২ খৃষ্টাব্দে (১১৯২ ত্রিপুরাব্দে) রেসিডেণ্ট লিক সাহেব স্বহস্তে রোসনাবাদের শাসনভার গ্রহণ করেন। এই সময় মহারাজ কৃষ্ণ মাণিক্যের ভ্রাতুষ্পুত্র (ত্রিপুরার ভাবী নরপতি) "রাজধর ঠাকুর" কোম্পানীর প্রতিকূলে অস্ত্রধারণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন বলিয়া রেসিডেণ্ট গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট করেন।* যদিচ নানাবিধ কারণে এবম্প্রকার অপ্রীতিকর ঘটনার সূত্রপাত হইয়াছিল, কিন্তু সুখের বিষয় যে, প্রকৃতপক্ষে

* *Hunter's Bengal Ms. Records Vol. I. p. 38.*

তদ্রূপ কোন ঘটনা হয় নাই। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে মহারাজ কৃষ্ণ-মাণিক্য পরলোক গমন করেন। তদনন্তর কিছুকাল তাঁহার পত্নী জাহ্নবী দেবী রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্টের অনুমতি মতে রেসিডেণ্ট লিক সাহেব মৃত রাজার ভ্রাতষ্পুত্র উল্লিখিত রাজধর ঠাকুরকে ত্রিপুরার সিংহাসনে অভিষিক্ত করেন। কিন্তু ১৭৯২ খৃষ্টাব্দের (১২০২ত্রিঃ অঃ পূর্ব্বে রোসনাবাদের শাসনভার সম্পূর্ণরূপে তাঁহার হস্তে অর্পিত হয় নাই।

প্রায় দশবৎসর কাল লিক্, কেম্পবল, বুলার প্রভৃতি রেসিডেণ্ট সাহেবগণের হস্তে রোসনাবাদের শাসনকার্য্য ন্যস্ত ছিল। কিন্তু তাঁহারা মহারাজ ও তাঁহার কর্ম্মচারিগণের যোগে শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। রেসিডেণ্ট সাহেবগণের কর্তৃত্বাধীনে চাকলে রোসনাবাদ জরিপ হইয়াছিল।

তৎকালে চাকলে রোসনাবাদের অন্তর্গত নূরনগর, বিশালগড়, ধর্ম্মপুর, গোপীনাথপুর, উত্তরগঙ্গানগর ও চম্পক-নগর প্রভৃতি পরগণার অধিকাংশ অরণ্যপূর্ণ ছিল। মহারাজ তাহার বনকর প্রভৃতি (শুল্ক) দ্বারা বার্ষিক প্রায় ৩০৭৬২ টাকা "সায়রাত" জমা প্রাপ্ত হইতেন। রেসিডেণ্ট বুলার সাহেবের যত্নে ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে উল্লিখিত সায়রাত জমা বন্ধ হইয়া যায়। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দের ১৪ই আগষ্ট সেই মর্ম্মে বুলার সাহেব এক ঘোষণা-পত্র প্রচার করেন।

১৭৯২ খৃষ্টাব্দে মহারাজ রাজধর মাণিক্যের সহিত চাকলে রোসনাবাদের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয় এবং ইংরেজ কর্ত্তৃপক্ষগণ রোসনাবাদের শাসনভার সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করেন। তৎকালে উল্লিখিত সায়রাত জমা ২৮০০০ টাকা বাদে শিক্কা ১৩৭০০১ টাকা রোসনাবাদের রাজস্ব অবধারিত হয়। ১৮০৫ খৃষ্টাব্দের ৫ই এপ্রিল ( ১২১২ বঙ্গাব্দের ৭ই বৈশাখ ) মহারাজ রামগঙ্গামাণিক্য হইতে রোসনাবাদের জন্য গবর্ণমেণ্ট যে কবুলিয়ত গ্রহণ করেন, তাহাতে শিক্কা ১৩৯৬৭৬ টাকা বার্ষিক রাজস্ব লিখিত আছে। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের ২রা মার্চ্চ (১২৩৬ বঙ্গাব্দের ২০শে ফাল্গুন) মহারাজ কৃষ্ণকিশোর মাণিক্য রোসনাবাদের জন্য এক কবুলিয়ত দাখিল করেন, তাহাতে রাজস্বের কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। তৎপর একশত বিঘার অধিক পরিমাণ অসিদ্ধ নিষ্করের জন্য ( ৮০০০—৩৩৭৩৷০৩= ) ৪৬২৬৷৵৯ পাই টাকা এবং শিক্কা ১৩৯৬৭৬ টাকার পরিবর্ত্তে কোম্পানীর মুদ্রা ১৪৮৯৮০৷৶৯পাই টাকা সংযুক্ত করত সর্ব্বশুদ্ধ ১৫৩৬১৪৶৬ পাই টাকায় মহারাজ ঈশানচন্দ্র মাণিক্য ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের ২১শে মে (১২৬২ বঙ্গাব্দে ৮ই জ্যৈষ্ঠ) "কোম্পানী বাহাদুর" সমীপে একখানা কবুলিয়ত প্রদান করেন। অধুনা তদনুসারে রোসনাবাদের রাজস্ব পরিশোধ হইতেছে।

রোসনাবাদ মধ্যে অনেক প্রকার নিষ্কর ও মধ্যস্বত্বের তালুক আছে। উত্তর বিভাগস্থিত সুরনগর ও তৎসামিলা

পরগণা সমূহ ব্যতীত মধ্য ও দক্ষিণ বিভাগের অধিকাংশ ভূমি মহারাজের খাস। মধ্য ও দক্ষিণ বিভাগে তালুকের সংখ্যা নিতান্ত অল্প। মকররী তালুকগুলি অপেক্ষাকৃত প্রাচীন। দুর্ব্বল ও অনভিজ্ঞ লাখেরাজদারবর্গের মস্তকে কুঠারাঘাত করিয়া বিপিনবিহারী গোস্বামী কতকগুলি পত্তনি তালুক সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তদনন্তর বর্ত্তমান মহারাজ আরও কতকগুলি পত্তনি তালুক প্রদান করিয়াছেন। কতকগুলি পরিবর্ত্তনশীল জমার তালুক আছে, সম্পূর্ণরূপে না হইলেও তাহার প্রকৃতি নুরনগর পরগণার ঐ শ্রেণীর তালুকের সদৃশ।

পূর্ব্বে বর্ণীত হইয়াছে যে, মহারাজ ঈশানচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুরের শাসনকালে, গুরু বিপিনবিহারী গোস্বামী রোসনাবাদের অন্তর্গত সর্ব্বপ্রকার নিকর বাজেয়াপ্ত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। তৎকালে (১৮৬১ খৃঃ) তিনি প্রকৃতপক্ষেই লোভে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন, সিদ্ধ, অসিদ্ধ কিম্বা ১০০ বিঘার ঊর্দ্ধ নিষ্কর বলিয়া তাঁহা'র জ্ঞান ছিলনা। "লাখেরাজ" আ'ঘ্রাণ পাইলেই তাহা কিরূপে বাজেয়াপ্ত করিবেন, সেই চিন্তায় তিনি উন্মত্ত হইয়া উঠিতেন। কতকগুলি দুর্ব্বল, অনভিজ্ঞ লাখেরাজদারকে ছলে বলে ও কৌশলে করতলস্থ করিয়া সেই সকল লাখেরাজ বাজেয়াপ্ত করত কতকগুলি তালুক সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। যে সকল

লাখেরাজদার করদানে সম্পূর্ণ অসম্মত হইলেন, তাঁহাদের নামে লাখেরাজ বাজেয়াপ্ত করিবার জন্য প্রায় লক্ষাবধি টাকা খরচ করিয়া অনেকগুলি মোকদ্দমা উপস্থিত করা হইল। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশত তাঁহার আশা সফল হইলনা। কতকগুলি এক তরফা ব্যতীত বিতর্কিত মোকদ্দমায় রাজসরকার পরাজিত হইলেন।

এই শ্বাপদ সঙ্কুল, অনার্য্যাপ্লাবিত অরণ্যময় প্রদেশে আর্য্য উপনিবেশ স্থাপন জন্য প্রাচীন নরপতিগণ যে মুক্তহস্তে নিষ্কর প্রদান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে। বাঙ্গালার পূর্ব্ব সীমান্তে যেরূপ ত্রিপুরা অবস্থিত, তদ্রূপ বাঙ্গালার পশ্চিম সীমান্তে বিষ্ণুপুর ও পঞ্চকোট রাজ্য অবস্থিত ছিল। বিষ্ণুপুর রাজ্য বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, কিন্তু পঞ্চকোটের নাম অদ্যাপি বিলুপ্ত হয় নাই। সেই পঞ্চকোটের পরিমাণ তিনটি চাকলে রোসনাবাদের সমান হইবে। সেই পঞ্চকোট রাজ্যের দুই তৃতীয়াংশ ভূমি লাখেরাজদার ও জায়গীরদারদিগের অধিকৃত। বর্ত্তমান ত্রিপুরেশ্বর যৎকালে ত্রিপুরাজাতির জলাচরণ জন্য দেশবাসীর সহিত কলহ করিতেছিলেন, তৎকালে জলতরঙ্গের পৃষ্ঠপোষক স্বীয় অনুচর দ্বারা "সাময়িক সমালোচনার সমালোচনা ও মীমাংসা" নামক এক পুস্তিকা প্রকাশ করেন, উক্ত গ্রন্থের ২৭ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে :—"ত্রিপুররাজগণ পুরুষানুক্রমে দেবতা

দ্বিজ এবং গুরুভক্তি পরায়ণ। ত্রিপুর রাজত্বের প্রায় অর্দ্ধাংশ-ভূমি দেবত্র ব্রহ্মত্র এবং পুরস্কারস্বরূপ প্রদত্ত হইয়াছে, এরূপ বলিলে অত্যুক্তি হয় না।" এই বর্ণনা অত্যুক্তিপূর্ণ হইলেও ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, প্রাচীন ত্রিপুরেশ্বরগণ তাঁহাদের অধিকৃত প্রদেশে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য প্রভৃতি উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুগণকে উপনিবিষ্ট করিবার জন্য প্রচুর পরিমাণে নিষ্কর দান করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু অধুনা রাজবংশীয়-দিগের প্রকৃতি অন্যরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইঁহারা তাঁহা-দের পূর্ব্বপুরুষদত্ত লাখেরাজ কিরূপে বাজেয়াপ্ত করিবেন সেই চিন্তায় মগ্ন হইয়াছেন। কৃত্রিম লাখেরাজের দোহাই দিয়া তাঁহারা সর্ব্বপ্রকার নিষ্কর গ্রাস করিতে সমুদ্যত হইয়াছেন। গুরু বিপিনবিহারী যে সমস্ত লাখেরাজ বাজেয়াপ্তের মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে সিঙ্গারবিল নিবাসী উজির বংশধর শিবজয় ঠাকুর, চৌদ্দগ্রাম নিবাসী উমাকান্ত সেন বাহাদুর, বানাস্থয়া নিবাসী উদয়চন্দ্র বিশ্বাস এবং নেসীয়াড়া নিবাসী গৌরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রভৃতির নামীয় মোকদ্দমা বিশেষ উল্লেখ যোগ্য।* এই সকল মোক-

* এই সকল মোকদ্দমার মধ্যে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ২৩৬নং বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য। ২৩৬ নং মোকদ্দমার সুদীর্ঘ নিষ্পত্তিপত্রে ত্রিপুরার প্রধান সদর আমিন বাবু জগবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সুদীর্ঘ মন্তব্য প্রকাশ করিয়া-

দ্দমা বিশেষ তর্কের সহিত আপীল আদালত পর্য্যন্ত চলিয়াছিল এবং সমস্ত গুলিতে লাখেরাজদারগণ জয়লাভ করেন।

যে সকল মোকদ্দমা একতরফা সূত্রে রাজসরকারের অনুকূলে নিষ্পত্তি হইয়াছিল, তন্মধ্যে অল্প কয়েকটি মোকদ্দমায়

ছেন।* আপীল আদালত তাঁহার নিষ্পত্তি বহাল রাখেন। লাখেরাজ বাজেয়াপ্তের অনেকগুলি মোকদ্দমায় লাখেরাজদার কালেক্টরির মহাফেজখানায় রক্ষিত মিনাহি তেরিজের নকল দাখিল করেন। রাজসরকার পক্ষে এই সকল কাগজ অপ্রামাণ্য বলিয়া আপত্তি উত্থাপন করেন। কিন্তু মহারাজ কৃষ্ণকিশোর মাণিক্য, রামলোচন বৰ্দ্ধন প্রভৃতির নামীয় জমানিসন্তের মোকদ্দমায় ১২৪৯ সনের ১০ই পৌষ এক দরখাস্ত দ্বারা উক্ত মিনাহি কাগজ প্রকৃত ও বিশুদ্ধ বলিয়া স্বীকার করেন। অনেকগুলি মোকদ্দমায় বিচারপতিগণ উক্ত মিনাহি কাগজ অনুসারে রাজসরকারের প্রতিকূলে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি মোকদ্দমার নিদর্শন এস্থলে প্রদত্ত হইল।

ত্রিপুরার জজ আদালত, আপীল নং ২৭, সন ১৮৬৩ ইং।
ত্রিপুরার প্রধান সদর আমিন শ্রীযুক্তবাবু জগবন্ধু বন্দোপাধ্যায়ের সন ১৮৬৩ইং ১৯শে জানুয়ারির নিষ্পত্তি অস্বীকারে আপীল।
বীরচন্দ্র ঠাকুর আপীলাণ্ট। রামজয় বৰ্ম্মণ গং রেস্পাণ্ডেণ্ট।
১৮৬৩ ইং ১৮ই আগষ্ট আপীল ডিসমিস হইয়াছিল।

* বীরচন্দ্র যুবরাজ বাদী, উদয়চন্দ্র বিশ্বাস গং বিবাদী, ১৮৬১ ইং ৬৭৪ নং, ১৮৬২ ইং ২৯শে ডিসেম্বরের নিষ্পত্তি পত্র দ্রষ্টব্য।

বাজেয়াপ্ত ভূমিতে কর ধার্য্য হয়। অবশিষ্ট গুলির তদ্বির চালাইতে রাজসরকার বিবিধ কারণে সঙ্কোচিত হইয়াছিলেন। দীর্ঘকাল পরে সেই সকল "একতরফা" মোকদ্দমা গুলিকে বর্ত্তমান মহারাজ পুনর্জ্জীবিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কলিকাতা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতিগণ সেই পন্থা রুদ্ধ করতঃ গরিব লাখেরাজদারদিগকে রক্ষা করিয়াছেন। *

---

## সপ্তম অধ্যায়।

## পরগণে নুরনগর।

চাকলে রোসনাবাদ মধ্যে নুরনগর সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও উন্নত পরগণা। ইহার পরিমাণ অধুনা ১৫১ বর্গমাইল হইতে ও কিঞ্চিদধিক। কিন্তু প্রাচীনকালে ইহার পরিমাণ বোধ হয় তাহার দ্বিগুণ ছিল। সরাইলের কিয়দংশ এই পরগণা হইতে গৃহীত। তদ্ব্যতীত এই পরগণার খণ্ড অংশ দ্বারা অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরগণা সৃষ্ট হইয়াছে।

* *Indian Law Reports. Calcutta Series. Vol. XVI. pp. 449, 450.*

এই পরগণা সরাইলের প্রকৃতি বিশিষ্ট; ইহার পূর্ব্বাংশ পর্ব্বতের উপতটস্থ বলিয়া তাহার প্রকৃতি কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্র, সরাইলের ন্যায় এই পরগণাটিও নদী স্রোতে প্রবাহিত কর্দ্দমরাশী দ্বারা গঠিত। জলাভূমি সকল প্রথমত নানা প্রকার তরুগুল্মে আচ্ছাদিত থাকে, তদ্রূপ এই পরগণাটিও তরুগুল্মে আচ্ছাদিত ছিল।

এই তরুগুল্ম সমাচ্ছন্ন পরগণাটি কাহার যত্ন ও পরিশ্রমে সুন্দর শস্য শ্যামল সমতল ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে? কে "তাগাবি" আখ্যাবিশিষ্ট অর্থ ব্যয় করিয়া এই "বিরল-মনুষ্য বসতি" পরগণাকে লোকালয়ে পরিপূর্ণ করিয়াছে? প্রাচীন সনন্দাদি দর্শনে ইহাই উপলব্ধি হয় যে, তালুকদার ও লাখেরাজদারগণ বহু অর্থ ব্যয় ও শরীরের রক্ত জল করিয়া পরগণে নূরনগরের আবাদ উন্নতি করিয়াছেন। ৩০।৩৫ বৎসর পূর্ব্বেও "তাগাবি" দিয়া প্রজা বসত করাইবার প্রথা প্রচলিত ছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্ব্বে যৎকালে রোসনাবাদ কোম্পানী বাহাদুরের খাসে ছিল, সেই সময় কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণ এই পরগণার আবাদের জন্য বিশেষ যত্ন ও চেষ্টা করিয়াছিলেন।

আইন আকবরীতে বাঙ্গালার যে ওয়াসীল তুমর জমা সংযুক্ত রহিয়াছে, তাহাতে এই পরগণার নাম লিখিত হয় নাই। প্রকৃতপক্ষে মোগল সম্রাট জাহাঁগীরের অধিকারের

পূর্ব্বে এই পরগণা মুসলমান সাম্রাজ্য ভুক্ত হয় নাই। পূর্ব্বে বর্ণীত হইয়াছে যে, তৎকালে এই পরগণা "হিউং, বিউং ও কৈলারগড়" এই তিন ভাগে বিভক্ত ছিল।

১০০৯ হইতে ১০৩৫ ত্রিপুরাব্দের মধ্যবর্ত্তী কালে মোগলগণ ত্রিপুরার সমতল ক্ষেত্র অধিকার করেন। মোগলদিগের অধিকৃত প্রদেশ "সরকার উদয়পুর" আখ্যা প্রাপ্ত হয়। সরকার উদয়পুর ৪টি পরগণায় বিভক্ত হইয়াছিল। তদানীন্তন মোগল শাসনকর্ত্তা হিউং, বিউং, ও কৈলারগড় নামক প্রদেশত্রয়কে সম্মীলিত করত স্বীয় নামানুসারে "নুরনগর" পরগণা গঠন করেন। তৎকালে নুরনগরের অধিকাংশ ভূমি বন জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। এজন্য মোগল শাসনকর্ত্তা নুরুল্লা খাঁ (বা নুরুল্লাবেগ) তালুকদারি প্রথা প্রবর্ত্তন পূর্ব্বক নুরনগরের আবাদ উন্নতির চেষ্টা করিয়াছিলেন।

নুরুল্লা খাঁ কায়স্থ রামধর (প্রকাশ্য কায়েত রামধর) কে নুরনগরের চৌধুরীর পদে নিযুক্ত করেন।* প্রাচীনকালে চৌধুরিগণ স্বীয় পদের বৃত্তিস্বরূপ নান্কার প্রাপ্ত হইতেন। তদনুসারে তিনি নান্কার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অনেকগুলি স্থান তিনি তালুকস্বরূপ প্রাপ্ত হন। তদ্ব্যতীত অন্যান্য

* প্রাচীনকালে প্রত্যেক পরগণায় এক একজন চৌধুরী নিযুক্ত করা হইত। সেই পরগণার শান্তিরক্ষা ও রাজস্ব সরবরাহ করাই তাঁহাদের কার্য্য ছিল।

স্থান বহুসংখ্যক ব্যক্তিকে তালুকরূপে বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। * সেই সকল তালুকদার হইতে রাজস্ব আদায় পূর্ব্বক রাজকীয় ধনাগারে অর্পণ করা রামধরের প্রধান কার্য্য ছিল।

উল্লিখিত ঘটনার পর মহারাজ কল্যাণ মাণিক্য ত্রিপুরার স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তিনি নূরনগরের তালুকদারগণ সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা আমরা অবগত নহি। কিন্তু নূরনগর পরগণার মধ্যে তিনি তাম্রশাসন দ্বারা নিষ্কর প্রদান করিয়াছিলেন। সেই সকল শাসনপত্র পাঠে প্রতীয়মান হইবে যে, এই বনাকীর্ণ পরগণায় আর্য্য উপনিবেশ সংস্থাপনই তাঁহার প্রধান অভিপ্রায় ছিল।

১৫৭৩ শকাব্দের ১৪ই মাঘের তাম্রশাসনে লিখিত আছে যে, বাউরখাড় গ্রামের জঙ্গলাবৃত স্থানে ৭ দ্রোণ ভূমি মুকুন্দ-বিদ্যাবাগীশকে প্রদত্ত হইয়াছিল। অনুসন্ধান দ্বারা নির্ণীত হইয়াছে যে, বিদ্যাবাগীশ মহাশয় রাঢ়দেশবাসী ছিলেন। মহারাজ কল্যাণ মাণিক্য সেই মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতকে স্বীয় অধিকার মধ্যে সংস্থাপন করিবার জন্য নূর-নগরের অন্তর্গত বাউরখাড় গ্রামে এই নিষ্কর প্রদান করেন।

* ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তালুকদারদিগকে স্থানীয় মানবগণ ভুঁইয়া (ভৌমিক) বলিত। নূরনগর পরগণায় হিন্দু মুসলমান অনেক ভুঁইয়া বংশ বর্ত্তমান আছেন। তন্মধ্যে কোন কোন ব্যক্তির তালুক বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। তাঁহারা স্ব স্ব সমাজে সম্মানিত।

তাঁহার অধস্তন ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম পুরুষ অদ্যাপি সেই গ্রামে বাস করিয়া, পৈত্রিক ব্রহ্মোত্তর ভোগ করিতেছেন।

উল্লিখিত শাসনপত্রের প্রায় তিন মাস অন্তে মহারাজ কল্যাণ মাণিক্য রতিদেব চক্রবর্ত্তী নামক অন্য একজন ব্রাহ্মণকে তলাবায়েক গ্রামে ৩।০ দ্রোণ জঙ্গলাবৃত ভূমি ব্রহ্মোত্তর দান করেন।

নুরনগর পরগণা যে তৎকালে কিরূপ অবস্থাপন্ন ছিল তাহা এই সকল সনন্দ দ্বারা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। কল্যাণমাণিক্যের জ্যেষ্ঠপুত্র মহারাজ গোবিন্দমাণিক্যের অনেকগুলি তাম্রশাসন আমরা দর্শন করিয়াছি। গোবিন্দ মাণিক্যের তাম্রশাসনগুলির অপর পৃষ্ঠে তাঁহার উজির "শ্রীবিশ্বাস নারায়ণের" নাম উৎকীর্ণ রহিয়াছে। গোবিন্দ মাণিক্যের তাম্রশাসন নুরনগর অপেক্ষা মেহেরকুল পরগণায় অধিক পরিমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

গোবিন্দ মাণিক্যের জ্যেষ্ঠপুত্র মহারাজ রামমাণিক্যের ১০৯৩ ত্রিপুরাব্দের ৫ই জৈষ্ঠের * একখণ্ড সনন্দের প্রতিলিপি আমাদের হস্তগত হইয়াছে, তাহাতে লিখিত আছে যে, "শ্রীসংগ্রাম নারায়ণ চৌধুরী" কে মুনিঅন্ধ গ্রামে ৫১ দ্রোণ ভূমি নিষ্কর প্রদত্ত হইল।

* রামমাণিক্যের মৃত্যুকাল ১০৯২ না হইয়া ১০৯৩ ত্রিপুরাব্দ হইবে।

রামমাণিক্যের জ্যেষ্ঠপুত্র মহারাজ রত্নমাণিক্যের অনেকগুলি সনন্দ আমরা দর্শন করিয়াছি। এই সকল সনন্দ দ্বারা নূরনগরের তালুক সমূহের ইতিহাসের কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যাইতেছে। একখণ্ড জীর্ণ সনন্দের প্রতিলিপি এস্থলে উদ্ধৃত হইল। (এই সনন্দের কথা ৯৭ এবং ৯৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হইয়াছে।)

.........ত্ন মাণিক্য দেব বিষম সমরবিজয়ী রাজনাম্না.........
শ্রীকারকোণবর্গে বিরাজতে হন্যৎ .........রাজধানী হস্তিনা .........র উদয়পুর নূরনগর পরগণার জমিদার, মজুমদার, তালুকদার রায়তবর্গে ভূমি আবাদ ক.........পাট্টা দিলাম, এহার প্রতি বৎসর এক দস্তুর, খোদকাস্থা আমনা দ্রোণ ভূমি ৬ ছয় তঙ্কা, পাইকাস্তা আম......... ৪ চাইর তঙ্কা, ফসলী দ্রোণভূমি ২ দুই তঙ্কা, ভূমি আবাদ হইলে এই দস্তুরে জমাবন্দী করিয়া রাজস্ব .........দি বার নাহয়; পরম সন্তোষে ভূমি আবাদ করিয়া রাজস্ব গণিয়া ভোগ করুক, কিন্তু ভেট.........র্চা পক্ক পর... গার সুদামদ মহাফীক দিবাএ, আর কোন দিন কার্য্যে ......ভিত হেনে মাগন করি ...............বাম জুই .........র মাস যে ...... ইতি শকাব্দা ১৬১৮ তারিখ ১১ বৈশাখ সন ১১০৫ .........।*

---

* এই সনন্দের কমা, সিমিকোলন ও দাঁড়ি ইত্যাদি ছেদ চিহ্ন আমাদের প্রদত্ত।

তৎকালে জঙ্গলা ভূমি আবাদ করিয়া তালুকের উন্নতি করা নিতান্ত কষ্টকর ও ব্যয়সাধ্য ব্যাপার ছিল। ত্রিপুরার রাজ-সরকারি আবাদি তালুক সমূহের যেসমস্ত প্রাচীন পাট্টা দৃষ্ট হইয়াছে, তাহার সমস্তগুলিতেই প্রায় নিম্নলিখিত কয়েকটি কথা লিখিত আছে :—"এই চৌহদ্দি মধ্যে খিলা ও বটখিলা ও জঙ্গলা, কুদালকোপ ও কুড়ালকোপ দোরবস্ত জমি বাড়ী আবাদ করিবার তোমারে তালুকদারি পাট্টা দেওয়া গেল।"* এই ভয়ানক কাণ্ড কারখানা করিয়া তালুক আবাদ করিতে যাইয়া কোন কোন ব্যক্তি সর্ব্বস্বান্ত হইয়া দেশ ছাড়িয়া পলায়ন করিত। ইহাকে ভং (ভঙ্গ) দেওয়া বলিত। এইরূপ অবস্থায় কেরারী তালুক অন্য তালুকদারকে "গছাইয়া" দেওয়া হইত। এই "ভঙ্গ" ও "গছানীর" সংবাদ আমরা বাল্যকাল হইতে লোক পরম্পরায় শ্রবণ করিয়া আসিতেছি। সম্প্রতি মহারাজ রত্নমাণিক্য ও তৎপরবর্ত্তী নরপতিগণের কতকগুলি সনন্দে তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

এবম্প্রকার অবস্থায় কোন তালুকদার "ভং" দিলে যদি তাহার তালুক অল্পকাল মধ্যে বিশেষ লভ্যজনক হইবে, এরূপ

---

* পং বগাসাইরের অন্তর্গত "দেওয়ানের চকবন্দ" নামক বৃহৎ তালুকের ১২০৫ ত্রিপুরাব্দের ১লা বৈশাখের পাট্টার সহিমোহরাঙ্কিত নকল হইতে এই সকল কথা উদ্ধৃত হইল।

বিবেচনা হইত তবে মহারাজ তাহা "নিজতালুক" করিয়া লইতেন।

মহারাজ ধর্ম্মমাণিক্যের রাজ্যাভিষেকের কিছুকাল পরে বাঙ্গালার নবাব ত্রিপুরার সমতলক্ষেত্র অধিকার করত তাহাতে মোগল জমিদার নিযুক্ত করিয়াছিলেন।* মুরাদবেগ নামক এক ব্যক্তি (বোধ হয় বলদাখালের জমিদারবংশীয়) পরগণে নুরনগর প্রাপ্ত হন। তিনি নুরনগরের নাম পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক ইহাকে "মুরাদনগর" আখ্যা প্রদান করেন। তৎপ্রদত্ত একখণ্ড তালুকদারী পাট্টা এস্থলে উদ্ধৃত হইল।

৭স্বস্তি :— শ্রীলশ্রীযুক্ত মির্জ্জা মুরাদ বেগ…………আনাং শ্রীকারকোণবর্গে সমাজ্ঞেয়ং……পরং মুদাফত নুরনগর (হাল) মুরাদনগর ডিহি কুকি হা…মৌজে সুলতানপুর ও নওয়ামুড়া অজঙ্গল আবাদ করাইবার পাট্টা শ্রীমধুসূদনকে দিলাম পুত্র পৌত্র তার পুরুষানু ক্রোণপ্রতি শিক্কা ৪ চারি রূপাইয়া দিবা এই জমিন আবাদকারি ও থানেবাড়ীর ভোগ স্বত্ব অজঙ্গলী মুরাদনগরের দস্তুর পাইবা আমি ও তৌজি মাহাফিক পাইব ইতি ১১২৩ † তারিখ ১ কার্ত্তিক।

---

* Dharma Manik succeeded. The Nawab of Murshidabad having deprived him of a large portion of territory on the plains, locating Mogul zemindars in them. (*J. A. S. B. Vol. XIX. p. 553.*)

† ১১২৩ বঙ্গাব্দ ১১২৬ ত্রিপুরাব্দ।

এই সনন্দোক্ত সুলতানপুর অধুনা কুঠী আখ্যায় আখ্যাত হইয়া থাকে। কিন্তু জমিদারী সংক্রান্ত কাগজে ইহাকে "কুঠী ওরফে সুলতানপুর" লেখা হয়। এই মধুসূদন কুঠীর বিখ্যাত গুপ্তবংশের পূর্ব্বপুরুষ, মধুসূদনের উক্ত তালুক অধুনা "তালুক রাজেন্দ্র গুপ্ত" বলিয়া আখ্যাত হয়। রাজেন্দ্রের অধস্তন চতুর্থ ও পঞ্চম পুরুষগণ এক্ষণ সেই তালুক ভোগ করিতেছেন।

দ্বিতীয় যুদ্ধে মহারাজ ধর্ম্মমাণিক্য মোগলদিগকে জয় করিয়াছিলেন। তৎপর নবাব ত্রিপুরেশ্বর সহিত সন্ধি করিলেন। সেই সন্ধি দ্বারা নুরনগরের তালুক সমূহের জমা পঁচিশহাজার টাকা মহারাজ নবাবকে প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।* দিল্লীর সম্রাট এই সংবাদ শ্রবণ করত নুরনগরের রাজস্ব পঁচিশ হাজার টাকা সামরিক জায়গীর উল্লেখে বাদ দিয়াছিলেন।

---

* এই ঘটনাটি ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দের ২৮শে জানুয়ারীর একখণ্ড নিষ্পত্তিপত্রে এইরূপ লিখিত হইয়াছে, "জাহাঙ্গীর নগর সহরে চৌধুরীয়ান (নুরনগরের) খাজানা সরবরাহ করাইতেন। রাজা গোবিন্দ মাণিক্যের আমলে অনন্ত, মধুসূদন চৌধুরী খাজানা বাকী রাখিয়াছিল, রাজা গোবিন্দমাণিক্য বাকী খাজানা আপন জিম্বা রাখিয়া পরগণা মজকুর আপন এক্তারে আনিয়াছিল।" রাজকীয় বংশাবলীর সহিত ধর চৌধুরী দিগের বংশাবলী ঐক্য করিলে দৃষ্ট হইবে যে, এস্থলে গোবিন্দমাণিক্য না হইয়া ধর্ম্মমাণিক্য হইবে। কারণ অনন্ত

নূরনগরের তালুকদারগণ চিরকাল শাস্ত্রবিদ্যা অপেক্ষা শস্ত্রবিদ্যায় অনুরাগী এবং এজন্য তাঁহারা তাঁহাদের প্রতিবেশী সরাইলের ভদ্রলোকদিগের পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছেন। প্রাচীন কথা উল্লেখের পূর্ব্বে বর্ত্তমান শতাব্দীতে তাঁহারা যে কয়েকটী কাণ্ড করিয়াছেন তাহার ২।১টী এস্থলে উল্লেখ করা গেল।

১। ভৈরব বাজারের বিখ্যাত দাঙ্গা একটী ছোট খাট যুদ্ধ বিশেষ। ইহাতে বিটঘরের দেওয়ান পরিবার নর রুধিরে মেঘনার শ্যামসলিল লোহিত করিয়া মুক্তাগাছার জমিদার বাবু ভবানীকিশোর আচার্য্য চৌধুরীকে কিরূপ লাঞ্ছিত করিয়াছিলেন, তাহা বৃদ্ধদিগের নিকট শ্রবণ করিলে অদ্যাপি শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া থাকে।

২। ঢাকার বিখ্যাত জমিদার ওয়াইজ সাহেব মুক্তাগাছার জমিদার বাবু ভবানীকিশোর আচার্য্যের সহিত একটি জমিদারির অধিকার লইয়া ভয়ানক দাঙ্গায় প্রবৃত্ত হইলেন। আচার্য্য মহাশয় নিরুপায় হইয়া নূরনগরের তালুকদারগণ নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। নূরনগরের লাঠিয়ালগণ দলে দলে যাইয়া আচার্য্য মহাশয়ের পক্ষাবলম্বন পূর্ব্বক সাহেবের লাঠীয়ালদিগকে পরাজিত করিল। সাহেব এই সংবাদ

ও মধুসূদন কায়েত রামধরের অতি বৃদ্ধ প্রপৌত্র। ইহারা কথনই কল্যাণ মাণিক্যের পুত্রের সমসাময়িক হইতে পারেননা।

অবগত হইয়া মহারাজ কৃষ্ণকিশোর মাণিক্য বাহাদুরকে লিখি-লেন, "মহারাজ! রক্ষা করুন, নুরনগরের তালুকদারগণ আমার সর্ব্বনাশ করিতে সমুদ্যত হইয়াছে।" তদনুসারে মহারাজ নুরনগরের প্রধান প্রধান তালুকদারকে লিখিলেন, "তোমাদের লোকদিগকে মুক্তাগাছা হইতে ফিরাইয়া আন, আর কাহা-কেও তথায় যাইতে দিওনা।"*

৩। বর্ত্তমান ত্রিপুরেশ্বরও একদিন নুরনগরের তালুক-দার নিকট সাহায্য গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। †

অধুনা যদিচ তালুকদারগণ দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছেন, কিন্তু ব্রিটীসশাসিত উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ও মধ্যভাগে যাঁহারা এরূপ বিক্রম প্রদর্শন করিয়াছেন, অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে তাঁহারা কিরূপ পরাক্রমশালী ছিলেন তাহা ক্ষণকাল চিন্তা করিলে অনুমিত হইবে।

মহারাজ মুকুন্দ মাণিক্যের একখণ্ড সনন্দের কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। তাঁহার আত্মহত্যার পর রাজবংশে ভীষণ আত্মকলহ উপস্থিত হয়। ইন্দ্রমাণিক্য ও জয়মাণিক্য রাজ-সিংহাসন অধিকার করিবার জন্য নররুধিরে ত্রিপুরা রঞ্জিত

* মহারাজ কৃষ্ণকিশোর মাণিক্য বাহাদুরের "শ্রীরামাজ্ঞা" মোহরাঙ্কিত এরূপ দুই খানি চিঠি আমাদের হস্তগত হইয়াছে তাহা উদ্ধৃত করা নিষ্প্রয়োজন।

† দুগাঙ্গির কথাটা বোধ হয় মহারাজ বিস্মৃত হন নাই।

করিতে লাগিলেন। নুরনগরের পরাক্রমশালী তালুকদারগণ ইন্দ্রমাণিক্যের পক্ষ অবলম্বন করেন। মেহেরকুলের তালুকদার হরিনারায়ণ চৌধুরী প্রভৃতি জয়মাণিক্যের সহায় হইয়াছিলেন। ভীষণ যুদ্ধে জয়মাণিক্যকে জয় করিয়া ইন্দ্রমাণিক্য রাজদণ্ড ধারণ করেন। জয়মাণিক্যের পতনের সহিত মেহেরকুলের তালুকদারবর্গের অধঃপতন সংসাধিত হয়। নুরনগরের তালুকদারগণের কৃতকার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ ইন্দ্রমাণিক্য তাঁহাদিগকে যে সনন্দ প্রদান করেন তাহা এস্থলে উদ্ধৃত হইল।*

স্বস্তি :— শ্রীশ্রীযুক্ত ইন্দ্রমাণিক্য দেব বিষম সমরবিজয়ী মহামহোদয়ী রাজানামাদেশোয়ং শ্রীকারকোণবর্গে বিরাজতে ইন্যং পরং রাজধানী হস্তিনাপুর সরকার উদয়পুর পরগণে নুরনগরের চৌধুরিয়ান ও নেওগিয়ান ও তালুকদারগণের জঙ্গলবুড়ি মৌরসী নবাবের সেরেস্তার আগত তালুক পরগণা মজকুরের জমা ফিরানী (মিলানী)মতে দিতেছে এইক্ষণ চলেনা দরখাস্ত করিল অতএব বত্রিশ অঙ্গুষ্ঠ ডাঙ্গের সতর ডাঙ্গের নলে হাসীলা জমি জরিপ হইয়া সাবেক দস্তুর খানেবাড়ী আবাদী-মিনা ফি দ্রোণ ৵৫ তিন কাণি বোল কড়া বাদে মহাফিক জায় নিবেশ মতে বাকীজমি জমাবন্দি হইয়া দশোত্তরা ৫

*১৮৪১ খৃষ্টাব্দের একখণ্ড সহিমোহরাঙ্কিত নকল হইতে উদ্ধৃত।

সরঞ্জামি সুদামদ মাহাফিক বাদে বাকি জমা লওয়ার জন্য পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে এই সকল দফার অন্যথা না হইব এবং তাহারগ বিনা দরখাস্তে জরিপ না হইব ইতি সন ১১৫৩ তারিখ ৭ আশ্বিন।

| আসামী | ফি দ্রোণ | নিরেখ। |
|---|---|---|
| বসতবাটী ... ... | ১ ... ... | ১৬ |
| ইক্ষু ... ... ... | ০ ... ... | ৩২ |
| বরজ ... ... ... | ০ ... ... | ৩২ |
| চাড়া ... ... ... | ০ ... ... | ৫ |
| দেশকুল আমুনা ... | ০ ... ... | ৬ |
| ফশলী ... ... ... | ০ ... ... | ৩ |
| পারকুল আমুনা ... | ০ ... ... | ৪ |
| পারকুল ফশলী ... | ০ ... ... | ২ |
| বরো ... ... ... | ০ ... ... | ২ |
| চীনা ... ... ... | ০ ... ... | ১ |
| | | ১০ |
| | | দশরকম |

সনন্দ সমূহ পর্য্যালোচনা দ্বারা অনুমিত হইতেছে যে, ত্রিটীসাধিকারের পূর্ব্বে নূরনগরের তালুকগুলি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। ১—মকররী জমার; ২—নিরেখ মকররী।

মকররী জমার তালুক :— ত্রিপুরেশ্বরগণ স্বীয় প্রিয়পাত্র ও স্নেহভাজন কর্ম্মচারিগণ ব্যতীত অন্য কাহাকেও প্রায় এই প্রকার তালুক প্রদান করিতেন না। মকররী জমার তালুক প্রায়ই নিজ তালুক হইতে দেওয়া হইত। এই শ্রেণীর তালুকের সংখ্যা অতি অল্প।

নিরেখ মকররী তালুক :— "জঙ্গলবুড়ি" অর্থাৎ "কোদাল কোপ" ও "কুড়ালকোপ" ইত্যাদি কার্য্য দ্বারা বন জঙ্গল পরিষ্কার করত "তাগাবী" দ্বারা প্রজা বসত করাইয়া এই সকল তালুক গঠিত হইয়াছিল। তালুকের ভূমি আবাদ হইলে রাজসরকারী নির্দ্দিষ্ট নলে তাহা জরিপ হইত। আবাদি ভূমির একপঞ্চমাংশ (দ্রোণপ্রতি ৵৪ গণ্ডা) মতন, জীবিকা বা আবাদিমিনা উল্লেখে তালুকদারগণ নিষ্কর প্রাপ্ত হইতেন। অবশিষ্ট চারিপঞ্চমাংশ আবাদি ভূমির রাজস্ব নির্দ্ধারিত নিরেখে ধার্য্য করা হইত।[১] এইরূপে জমাবন্দী করিয়া তালুকদার মালিকানা স্বরূপ শতকরা দশটাকা ও তহশীল খরচ বাদ পাইতেন। অবশিষ্ট রাজস্ব অবধারিত হইত। এই নিয়মে তালুকদারদিগের চারি প্রকার লভ্য ছিল।

১— রাজসরকার হইতে যে নলে ভূমি পরিমাপ হইত। তালুকদারগণ তদপেক্ষা ছোট নলে প্রজা পত্তন করিতেন।

২—আবাদিমিনা বা মতন বা জীবিকা দ্বারা একপঞ্চমাংশ লভ্য ছিল।*

৩—তালুকদারদিগের জন্য রাজসরকার হইতে যে নিরেখ অবধারিত ছিল, তালুকদারগণ তদতিরিক্ত নিরেখে প্রজার নিকট ভূমি পত্তন করিতেন।

৪—এই সকল বাদে অবশিষ্ট মোট স্থিত হইতে তাহারা নির্দ্ধারিত মালিকানা ও তহশীল খরচ প্রাপ্ত হইতেন।

এই নিয়মে কোন তালুকের ভূমি ভাগ করিতে হইলে দ্রোণ প্রতি ‌॥৶৬॥// ক্রান্ত তালুকদারের প্রাপ্য এবং

---

* যমুনা দেবী নামীয় (তালুক রামজয় ঠাকুরের) ১২৫৬ ত্রিপুরাব্দের ১৭ই আষাঢ়ের পাট্টায় এরূপ আবাদিমিনা দ্রোণ প্রতি ৶৪ গণ্ডার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। দেওয়ানের চকবস্তা প্রভৃতি অন্যান্য তালুকের পাট্টাতে আবাদিমিনার কথা লিখিত আছে। অদ্যাপি ত্রিপুরেশ্বর তাঁহার পার্ব্বত্য রাজ্যে যে-সকল জঙ্গল আবাদি তালুক প্রদান করিতেছেন, তাহার পাট্টাতে আবাদি মিনা দ্রোণ প্রতি ৶৪ গণ্ডার উল্লেখ রহিয়াছে (রিয়াং দফার দেবপ্রসাদ চৌধুরী প্রভৃতির নামীয় বড় বিলনীয়ার আবাদী তালুকের ১২৮০ ত্রিপুরাব্দের ১৩ই কার্ত্তিকের পাট্টা দ্রষ্টব্য) এই শ্রেণীর তালুকদারগণ নওয়াখালীতেও এই নিয়মে "মথন" বাদ পাইয়া থাকেন। (*Hunter's Statistical Account of Bengal Vol VI. p. 308.*)

।১৩৷/ ক্রান্ত জমিদারের প্রাপ্য অবধারিত হয়। * তদনুসারে ভূমির উপস্বত্ব জমিদার ও তালুকদার মধ্যে ভাগ করিতে হইলে, শতটাকায় ৭০৸/৪ পাই তালুকদারের প্রাপ্য এবং ২৯৶৮ পাই জমিদারের প্রাপ্য অবধারিত হয়। † তদতিরিক্ত নিরেখ মকররীর জন্য তালুকদারগণের আরও কিছু লভ্য ছিল।

---

*১। তালুকদারের প্রাপ্য আবাদিমিনা বা মথন ... ৶৪
২। তালুকদারের মালিকানা ও তহশীল খরচ পঞ্চমাংশ ৶৪
৩। তালুকদারী নল ও প্রজা পত্তনী নলের প্রভেদে
কাণী প্রতি ৻৬// হিসাব দ্রোণ প্রতি * ... ।১৮৷//

৷৶৬৷//
জমিদারের প্রাপ্য অবশিষ্ট ... ... ।১৩৷/

১৲ দ্রোণ

† নওয়াখালীর অন্তর্গত চরপার্ব্বতীর সেটেলমেণ্ট আফিসার পরিবর্ত্তনশীল জমার তালুকে জমা নির্ণয় করিতে যাইয়া শত টাকায় ৭০৲ টাকা তালুকদারের প্রাপ্য এবং ৩০৲ টাকা জমিদারের প্রাপ্য অবধারণ করিয়াছেন। See the Decision of Babu Suresh Chandra Sinha, Dy. Collector of Noakhali in Char-Parbati Settlement Cases, 3rd November, 1894.

---

*তালুকদার ও প্রজার মধ্যে এইরূপ নলের প্রভেদ প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। দেখুন :—

১। ১৮৭৫ ইং ৩ নং আপীল। জিলে ত্রিপুরার জজ সাহেবের ১৮৭৬ ইং ৩১ শে মার্চ্চের নিষ্পত্তি। মহারাজ

ত্রিটীসাধিকারের পর যৎকালে রোসনাবাদ ইংরেজ কর্ত্তৃপক্ষগণের শাসনাধীনে ছিল, তৎকালে ইজারাদারি প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। ১৭৮২ খৃষ্টাব্দের ৩০ শে জানুয়ারির পত্রে বোর্ড ইজারা বিলীর জন্য রেসিডেণ্টকে অনুমতি করেন। তদনুসারে কখন বা খণ্ডাকারে কখন বা সমগ্র পরগণা এক ব্যক্তিকে ইজারা দেওয়া হইত।

রেসিডেণ্টগণের শাসনকালে চাকলে রোসনাবাদের জরিপ হইয়াছিল। এরূপ জরিপ কতবার হইয়াছে তাহা স্থিরভাবে বর্ণনা করা সুকঠিন। দেশের তদানীন্তন অবস্থা অনুসারে বিশুদ্ধ জরিপ নিতান্ত অসম্ভব ছিল। জরিপের দ্বারা যে কাগজ প্রস্তুত হইয়াছিল তাহাও পূর্ণ অবস্থায় প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছেনা।

রেসিডেণ্ট সাহেবগণ নুরনগরের আবাদ উন্নতির জন্য বিশেষ চেষ্টা ও যত্ন করিয়াছেন। মনোহর রায়, রামশরণ সেন প্রভৃতি ইজারাদার নামীয় আমলদারির সহি-মোহরাঙ্কিত নকল আমাদের হস্তগত হইয়াছে, তাহাতে লিখিত আছে, "চৌধরিয়ান, নেওগীয়ান ও তালুকদারান"

বীরচন্দ্র মাণিক্য আপীলাণ্ট। ভগবানচন্দ্র ধর গং রেস্পেণ্ডেণ্ট।

২। ৫০৬ নং ১৮৭১ ইং। কসবার মুন্সেফের ১৮৭২ ইং ৩১ শে ডিসেম্বরের নিষ্পত্তি। মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাদী। হরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য গয়রহ বিবাদী।

এইরূপ ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে।

প্রভৃতিকে "খাতির জমা দিলাসা ও ছল্লি করিয়া" "জমিন আবাদ তরদ্দুদ করাহ"। যেসকল তালুকদার আবাদের জন্য বিশেষ যত্ন করিয়াছেন, তাহাদিগকে রেসিডেন্ট সাহেবগণ নিষ্কর প্রদান পূর্ব্বক উৎসাহিত করিয়াছেন।*

ভূমি আবাদের জন্যই কোম্পানী বাহাদুর সায়রাত জমা উঠাইয়া দিয়াছিলেন। ইহা একটি বিশেষ আশ্চর্য্যজনক ও কৌতুকাবহ যে, সায়রাত জমা রহিত করিয়া গবর্ণমেণ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। আবাদের জন্য পরিশ্রম করিয়াছিলেন তালুকদারগণ, কিন্তু লভ্যের ভাগী হইলেন মহারাজ বাহাদুর।

ইজারাদারগণের নামীয় আমলদারিতে প্রকাশ যে, জরিপ জমাবন্দী দ্বারা যে জমা ধার্য্য হইত, ইজারাদারগণ তদনুসারে রাজস্ব গ্রহণ করিতে বাধ্য ছিলেন। অতিরিক্ত হাসিলা জমির জন্য লিখিত হইয়াছে যে, "যে জমিন হাসিলা পাও তাহার নিরেখ পাট্টা বহাল রাখিয়া খাজানা লইবা।"

বুলার সাহেবের জমাবন্দীর পর যৎকালে মহারাজ রাজধর মাণিক্যের সহিত ৮ সন মেয়াদে চাকলে রোসনাবাদের বন্দোবস্ত হইয়াছিল, তৎকালে যে আদেশপত্র প্রচারিত হয় তাহার একখণ্ড সহিমোহরাঙ্কিত নকল আমরা দর্শন করিয়াছি। তাহাতে লিখিত আছে:—

*দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা বিটঘর নিবাসী গঙ্গাপ্রসাদ নিয়োগীর নামীয় নিষ্কর-সনন্দের কথা উল্লেখ করিতে পারি।

"চাকলে রোসনাবাদ ঃ—
রাজা রাজধরমাণিক্যের দেওয়ান কালীচরণকে হুকুম হইল যে, মেঃ জন বোলহর সাহেব মফস্বল চাকলা মজকুরের যেমতরূপ নিরিখবন্দী মোকরর করিয়াছে এক্ষণে ইজারাদার সেই মাফিক রাইয়ত গয়রহ স্থানে খাজানা উশুল তহশীল করিবেক কিছু বেশী লইবেক না। কেননা এমসনে ৮ সনা বন্দোবস্তে রাজার সহিত কিছু বেশী বন্দোবস্ত হয় নাই।"

১১৯৭ বঙ্গাব্দে (১২০০ ত্রিপুরাব্দে) মনোহর রায়কে বার্ষিক ২১০০১ টাকা শিক্কা জমায় পরগণে নূরনগর ইজারা দেওয়া হইয়াছিল।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় বাঙ্গালার সর্ব্বপ্রকার তালুক জমিদারী হইতে খারিজ করিয়া লর্ডকর্ণওয়ালিস তালুক-দারগণ সহিত তাহাদের মহাল বন্দোবস্ত করিবার প্রস্তাব করেন। ১৭৯০ খৃষ্টাব্দের ৩রা ফেব্রুয়ারির মিনিটে তাহা ঘোষণা করা হয়। নূরনগরের অল্প কয়েকজন তালুকদার খারিজের জন্য যত্নবান হইয়াছিলেন। অধিকাংশ তালুকদার আশু লভ্যজনক প্রলোভনে বাধ্য হইয়া কেবল যে খারিজের প্রার্থনা করেন নাই এমত নহে, যাঁহারা খারিজের প্রার্থনা করিয়াছিলেন তাঁহাদের বিরুদ্ধাচরণ করত মহারাজ রাজধর মাণিক্যের কৃপাভিখারী হইয়াছিলেন। বুলার সাহেব তালুকদারগণের আচরণে বিরক্ত হইয়া রিপোর্ট করেন

যে, "চাকলে রোসনাবাদের উত্তরভাগে খারিজের উপযুক্ত কোন তালুক নাই।" * সুতরাং নুরনগরের হতভাগ্য তালুদারগণের অদৃষ্টে খারিজ হওয়া ঘটিল না। সমগ্র চাকলে রোসনাবাদ মহারাজ রাজধর মাণিক্যের সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইল। উক্ত বন্দোবস্তে নুরনগরের রাজস্ব ১৮৯৩৯৷৷০ টাকা নির্ণীত হয়।

যে সকল তালুকদার খারিজের প্রার্থী ছিলেন। তন্মধ্যে রামমোহন দাস নামক জনৈক তালুকদার খারিজের জন্য মহারাজ রাজধর মাণিক্যের নামে রীতিমত মোকদ্দমা উপস্থিত করেন। দেশময় এইরূপ প্রবাদ আছে যে, রাম মোহনের সাক্ষীগণ রাজসরকার হইতে নিষ্কর ভূমি ও অন্যান্য প্রকার ধন সম্পত্তি লাভ করত রামমোহনের প্রতিকূলে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছিলেন। এই সকল সাক্ষী-দিগের মধ্যে কায়েত রামধরের কুলতিলক শ্যামসুন্দর ধর চৌধুরী, খাণ্ডব ঘোষের বংশাবতংশ কৃষ্ণকান্ত ঘোষ মজুমদার এবং লেশীয়ারার দাস বংশজাত চণ্ডীপ্রসাদ মজুমদারের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য। নুরনগরের জনৈক গ্রাম্য কবির গীতিতে ইহাদের নাম এখনও শুনিতে পাওয়া যায়।† যাহা-

---

* *Letter from Mr. J. Buller. To The Collector of Tipperah, 13th January 1792.*

† সেই গ্রাম্য কবির গীতাংশ, যাহা অদ্যাপি নুরনগরবাসী

হউক ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে ২৮শে জান্নুয়ারি জিলা কোর্ট রামমোহনের মোকদ্দমা তাঁহার প্রতিকূলে নিষ্পত্তি করেন। তদনন্তর তিনি (ঢাকা) প্রবিনসিয়েল কোর্টে আপীল করিলেন। আপীল আদালত ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দের ১৫ই জুন নিম্ন আদালতের হুকুম স্থির রাখেন।

বুলার সাহেবের প্রোক্ত চিঠি এবং রামমোহন দাসের মোকদ্দমার জিলা কোর্ট ও প্রবিনসিয়েল কোর্টের নিষ্পত্তি দ্বারা নুরনগর পরগণার জমিদার ও তালুকদারের মধ্যে অনন্ত কলহের বীজ রোপিত হইল। মহারাজ ও তাঁহার কর্ম্মচারিগণ ভাবিলেন নুরনগরের তালুক রক্ষা করা না করা তাঁহাদের স্বেচ্ছাধীন। বিদ্যাকুটের বলরাম বর্দ্ধণ রামমোহন দাসের সাহায্যকারী ছিলেন। সুতরাং মহারাজ রাজধরের ক্রোধাগ্নি প্রথমত বর্দ্ধণ মহাশয়কে ভস্মীভূত করিবার জন্য প্রজ্জলিত হইল। মহারাজ বলক্রমে তাঁহার তালুক অধিকার করিলেন। বিচার আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করত তাহার পুত্রগণ সেই তালুক পুন প্রাপ্ত হন। কিন্তু প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী

---

দিগের নিকট শ্রুত হওয়া যায়, তাহা এস্থলে উদ্ধৃত হইল। ("কির্ত্তির্যস্য স জীবতি।")

শ্যামা ধরা লক্ষী ছাড়া। কৃষ্ণকান্ত ভাতে মরা॥
চণ্ডীপ্রসাদ অতি বুড়া। তিনজনাতে মিছিল খাড়া॥
* * সাক্ষী দিয়ে তারা। কল্লে মোদের দফা সারা॥

ব্যাপী মোকদ্দমার ব্যয় ভার বহন করিয়া তাঁহারা হৃতসর্ব্বস্ব হইলেন। এস্থলে আমরা সেই মোকদ্দমার কথা উল্লেখ করিব।

বলরাম বর্দ্মণ প্রথমত মোকদ্দমা আরম্ভ করেন; তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রত্রয় রঘুনাথ, বিশ্বনাথ ও রাজকৃষ্ণ সেই মোকদ্দমায় পক্ষভুক্ত হন। বলরামের পৌত্র ও প্রপৌত্রগণের সময়ে এই মোকদ্দমা শেষ হয়। প্রথম আদালত বর্দ্মণ বাদীগণের মোকদ্দমা অগ্রাহ্য করেন, আপীলে ঢাকা প্রবিনসিয়েল কোর্ট ১৮১৭ খৃঃ ১৮ই এপ্রিলের নিষ্পত্তি দ্বারা তাঁহারা তালুকটি ডিক্রী প্রাপ্ত হন এবং এরূপ অবধারিত হয় যে, এই তালুকের জমা নুরনগর পরগণার প্রথানুসারে অন্যান্য তালুকের ন্যায় ধার্য্য হইবে। এই তালুকের পূর্ব্ব জমা ৪৯০৲ টাকা ছিল। তালুকদারগণ তাহাই প্রদান করিতে স্বীকৃত ছিলেন। মহারাজের পক্ষে বার্ষিক ১৭৭২॥৶০ আনা খাজানা পাওয়ার প্রার্থনা হইয়াছিল। এই তর্ক মীমাংসার জন্য উক্ত মোকদ্দমা প্রায় ৩২ বৎসর কাল, ত্রিপুরা জেলা কোর্ট, ঢাকা প্রবিনসিয়েল কোর্ট, মুরসিদাবাদ প্রবিনসিয়েল কোর্ট এবং কলিকাতাস্থ সদর দেওয়ানী আদালতে বারংবার যাতায়াত করিয়াছে। অবশেষে ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের ২৭ শে মার্চ পার্শ্ববর্ত্তী কয়টি তালুকের জমার সহিত "হারাহারি" মতে ৭৪০/৮৸/১০ দস্তি শিক্কা অবধারিত হইয়াছিল।*

* ৩১ নং মতফরকা সন ১৮৪৮ ইং। ত্রিপুরার জজ মেঃ টমাস

পরিবর্ত্তনশীল জমার তালুকের রাজস্ব অন্যান্য তালুকের সহিত হারাহারি মতে অবধারণ করার প্রথা বিশেষরূপে পরিলক্ষিত হইতেছে। প্রিবিকাউন্সেল ও কলিকাতা হাই-কোর্টের মাননীয় বিচারপতিগণ বারংবার এই প্রথা অবলম্বন করিয়াছেন। *

১৮১২ খৃষ্টাব্দে নুরনগরের দরইজারাদার, কাইতলা নিবাসী মাণিক্যরাম বর্দ্ধন ( প্রকাশ্য বেচুরায় ) নামে তাঁহার তালুকের জমা বৃদ্ধির প্রার্থনা করেন; পূর্ব্বে এই তালুকের জমা ৬৩৬॥০ আনা ছিল, দরইজারাদার তালুকের তদানীন্তন স্থিত অনুসারে ৩৪৩৯৫ টাকা বার্ষিক কর ধার্য্যের প্রার্থনা করেন। কিন্তু জেলা ত্রিপুরার তদানীন্তন জজ উইলিয়ম মার্টিন সাহেব ১৮১২ খৃষ্টাব্দের ১১ই সেপ্টেম্বর, দরইজারাদারের পূর্ব্বাপেক্ষা বর্দ্ধিত জমা নুরনগরের তালুক সমূহের উপর হারাহারি করিয়া তদনুপাতে ইজাফা ধার্য্য করত ৮১০ টাকা উক্ত তালুকের বার্ষিক জমা অবধারণ করেন। † এই

ক্রস সাহেবের ১৮৪৯ ইং ২৭ শে মার্চের নিষ্পত্তি (রোবকারি)।
হরসুন্দরী জওজে নীলকণ্ঠ বর্ম্মণ মতোফা ... মজহরা
মহারাজ কৃষ্ণকিশোর মাণিক্য বাহাদুর ... তরফছানী

* *Weekly Reporter, Vol. VII. p. 285;*
*Vol. IX. P. C. p. 3; Vol. XIX. p. 142.*

† ৩৯৬৩ নং, নিষ্পত্তির তারিখ ১৮১২ ইং ১১ই সেপ্টেম্বর। রামসন্তোষ দে দরইজারাদার বাদী, মাণিক্যরাম বর্দ্ধন বিবাদী।

তালুকের মোট স্থিতের উপর অবধারিত রাজস্ব ভাগ করিলে প্রতীতি হইবে যে, মার্টিন সাহেবের উক্ত নিষ্পত্তি দ্বারা মোট স্থিতের প্রায় পঞ্চমাংশ জমিদারের প্রাপ্য নির্ণীত হইয়াছিল।

মহারাজ দুর্গামাণিক্য, রামগঙ্গা মাণিক্য ও কাশীচন্দ্র মাণিক্যের শাসনকালে নূরনগরের তালুকদারগণের সহিত রাজসরকারের উল্লেখযোগ্য বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু মহারাজ কৃষ্ণকিশোর মাণিক্য সিংহাসন আরোহণ করিয়াই তালুকদারদিগের সহিত বিরোধে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার বন্দোবস্ত সংক্রান্ত কর্ম্মচারী রাজকিশোর দেওয়ান ও কমলাকান্ত বক্সী প্রভৃতির অত্যাচারকাহিনী যাহা আমরা বৃদ্ধদিগের নিকট শ্রুত হইয়াছি তাহা স্মরণ করিলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়। *

এই সময়ে চারি প্রকার উপায়ে তালুকদারদিগকে জালাতন করা হইয়াছিল। প্রথমত বন্দোবস্তের জন্য অত্যাচার, দ্বিতীয়ত বেবন্দোবস্তী তালুক সমূহে ক্রোক

*হিন্দুদিগের মধ্যে অনেকেই ময়না, তোতা প্রভৃতি পক্ষী প্রতিপালন করিয়া থাকেন। তাঁহারা আগ্রহের সহিত সেই পাখীকে ইষ্টদেবতার নাম ( "রাধা কৃষ্ণ" "শিবদুর্গা" প্রভৃতি শব্দ ) উচ্চারণ করিতে শিক্ষা দান করেন। কিন্তু মহারাজ বাহাদুরের বন্দোবস্ত কর্ম্মচারী কমলাকান্ত বক্সীর প্রতিপালিত ময়না শিক্ষা করিয়াছিল "কালিকা! জুতামার, জুতামার, জুতামার।"

সাজোয়াল (খাসতহশীলদার) নিযুক্ত করা, তৃতীয়—তাহুত বন্দোবস্ত, চতুর্থ—জমাবৃদ্ধির মোকদ্দমা।

বন্দোবস্ত উপলক্ষে যে সকল অত্যাচার হইত, এক্ষণ তাহা উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। ক্রোকসাজোয়ালগণ গরিব তালুকদার ও প্রজার প্রতি নানারূপ অত্যাচার করিত। এক ব্যক্তির তালুক অন্য ব্যক্তিকে বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়াকে তাহুত বলিত। *

এই সময় যে সকল জমাবৃদ্ধির মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে তালুক নন্দকুমার চৌধুরীর অধিকারিণী চন্দ্রকলা চৌধুরাণীর নামীয় † এবং তালুক গৌরীদাস

---

* এই তাহুত প্রথা দ্বারা সর্ব্বদা নররুধিরে ভূরনগর রঞ্জিত হইত, ত্রিপুরার তদানীন্তন জজ মেটকাফের একখণ্ড নিষ্পত্তিপত্র হইতে কয়েকটী পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া তাহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছি :—

"Raj Chandra Biswas holds possession of a Talooq, his right to which dates prior to the Deccenial Settlement. Nilcomal Bhattacharjea taking a Patta from the Moharaja of Tipperah which the *latter had no power to grant or the former to accept*, proceeds to oust him. This leads to *hot blood* and mutual aggression on each others Ryats."

† Appeal No. 6475. decided on 2rd August 1843. By the Judge of Tipperah.

ভট্টাচার্য্যের অধিকারী কীর্ত্তিচন্দ্র ন্যায়বাগীশ * প্রভৃতির নামীয় মোকদ্দমা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উভয় মোকদ্দমায় বুলার সাহেবের পূর্ব্বোক্ত (১৭৯২ খৃষ্টাব্দের ১৩ই জানুয়ারির) চিঠি এবং রামমোহন দাসের মোকদ্দমার জেলা আদালতের ও প্রবিন্সিয়েল কোর্টের নিষ্পত্তিপত্র অবলম্বন করিয়া আদালত অবধারণ করেন যে, "নূরনগরের তালুক তক্‌সিমী এবং তালুকদার কেবল দশোত্তরার মালিক।"

উল্লিখিত নিষ্পত্তিপত্র দ্বারা যে কেবল পরিবর্ত্তনশীল তালুকের স্বত্বাধিকারিগণ উৎপীড়িত হইতেছিলেন, এমত নহে, মকররী জমার তালুকগুলিকে বিনষ্ট করিবার জন্য রাজকর্ম্মচারীগণ নানাপ্রকার উপায় অবলম্বন করিতে লাগিলেন। চন্দ্রকলা চৌধুরাণীর নামীয় উক্ত মোকদ্দমায় ত্রিপুরার জজ স্মিথ্‌উইথ্‌ সাহেব লিখিয়াছিলেন যে, "বিরোধীয় তালুক তক্‌সিমী ব্যতীত অন্য কিছু হইতে পারে না, কারণ ইহা নূরনগর মধ্যে অবস্থিত।" কি চমৎকার সিদ্ধান্ত! নূরনগরের মধ্যে হইলেই তাহা তক্‌সিমী তালুক হইবে।

* কীর্ত্তিচন্দ্র ন্যায়বাগীশ এবং অন্যান্য আপীলাণ্ট, মহারাজ কৃষ্ণকিশোর মাণিক্য বাহাদুর রেস্পাডেণ্ট। সদর আমিন রায় রামলোচন ঘোষ বাহাদুরের ১৮৪০ ইং ২৩শে জানুয়ারির নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে আপীল। ত্রিপুরার জজ করিনিলিয়াস কার্ডো সাহেবের ১৮৪১ ইং ৩০শে মার্চ্চের নিষ্পত্তি।

১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে ত্রিপুরার জজ ফাউল সাহেব অবধারণ করিলেন যে,"অত্রত্য পূর্ব্বতন বিচারপতিগণ যদিচ বুল্যার সাহেবের চিঠির প্রতি নির্ভর করিয়া বিচার কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন; কিন্তু আমি এই চিঠিকে প্রমাণ স্বরূপ গ্রহণ করিতে পারি না।"* ফাউল সাহেবের নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে মহারাজ কলিকাতা হাইকোর্টে আপীল করেন। মাননীয় বিচারপতি জষ্টীস জেকৃসন ও জষ্টিস দ্বারকানাথ মিত্র অবধারণ করেন যে, বুল্যার সাহেবের চিঠি প্রমাণ সম্বন্ধে নিতান্ত অকর্ম্মণ্য।† এই সময় হইতে মহামান্য হাইকোর্ট ও জেলাকোর্ট দ্বারা চাকলে রোসনাবাদের উত্তর বিভাগের কতকগুলি তালুক মকররী ও অপরিবর্ত্তনশীল জমার সাব্যস্ত হইয়াছে।

১৮৭২ খৃষ্টাব্দে মকররী তালুককে তকৃসিমী শ্রেণীতে আনয়ন করিবার জন্য মহারাজের কর্ম্মচারিগণ যে আশ্চর্য্য কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলেন,তাহা বিস্ময়জনক। কয়েকটি

---

* ২২৬ নং ১৮৬৯ ইং আপীল।
বীরচন্দ্র যুবরাজ আপীলাণ্ট, রামকিশোর দেব গং রেস্পাণ্ডেন্ট ত্রিপুরার জজ সাহেবের ১৮৭০ খৃঃ ২১ শে মার্চ্চের নিষ্পত্তি।

† খাস আপিল ৯৮২ নং ১৮৭০ ইং। বীরচন্দ্র মাণিক্য আঃ রামকিশোরদেব গং রেঃ। ১৮৭০ ইং ৫ ই সেপ্টেম্বরের নিষ্পত্তি।

মোকদ্দমায় বিবাদী পক্ষে মহারাজ রামগঙ্গা মাণিক্যের মোহরাঙ্কিত চিঠি দাখিল হইয়াছিল। সেই চিঠি সম্বন্ধে মহারাজের পক্ষ হইতে বলা হইল যে, ইহা চোরাই মোহর দ্বারা প্রস্তুত করা হইয়াছে। বিচারাদালত অবশ্যই এরূপ উত্তরে প্রীতিলাভ করিতে পারিলেন না। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে ত্রিপুরার জজ ফাউল সাহেব মহারাজের প্রতিকূলে ঐসকল মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করেন।* হাইকোর্টের আপীলে মাননীয় বিচারপতি কেম্প ও পণ্টিফিক্স সাহেব ফাউল সাহেবের নিষ্পত্তি স্থির রাখিয়াছিলেন।†

দীর্ঘকাল যাবৎ ত্রিপুরেশ্বর লাখেরাজদার ও তালুকদারগণ সহিত মোকদ্দমা করিয়া আসিতেছেন। অনেক মোকদ্দমায় বিবাদী পক্ষে পূর্ব্ববর্ত্তী মহারাজগণের মোহরাঙ্কিত চিঠি দাখিল হইতে দেখা গিয়াছে। আদালত যদিচ অধিকাংশ স্থলে এই সকল চিঠি সত্য বলিয়া অবধারণ করিয়াছেন; কিন্তু একটি মোকদ্দমাতেও রাজসরকার হইতে কোন চিঠির সত্যতা স্বীকার করা হয় নাই।‡

* ১, ২, ৩, ৪নং ১৮৭২ ইং আপীল। জাহ্নবা গং আঃ। বীরচন্দ্রমাণিক্য রেঃ। ১৮৭২ ইং ৩০শে ডিসেম্বরের নিষ্পত্তি।

† খাস আপীল ৮৭০, ৮৭১, ৮৭২, ৮৮৩ নং ১৮৭৩ইং। বীরচন্দ্র মাণিক্য আঃ, রামচরণ লস্কর গং রেঃ। নিষ্পত্তির তারিখ ১৮৭৪ ইং ১২ ফেব্রুয়ারী।

‡ মহারাজের পক্ষে কেম্পবল সাহেব বাদী, শিবদাস

বর্ত্তমান মহারাজের রাজ্যাধিকার হইতে ১৮৯১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত নুরনগরের তালুকদারগণ সহিত অনেকগুলি মোকদ্দমা হইয়া গিয়াছে। তাহার কতকগুলি মহারাজের ,, আর কতকগুলি তালুকদারগণের অনুকূলে নিষ্পত্তি হইয়াছে। † আমরা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাহার আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি না। এক্ষণ আমরা বন্দোবস্ত ও ডৌল (কবুলিয়ত) ও চিঠি (পাট্টা) সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্ব্বে কি প্রণালীতে জমা ধার্য্য হইত, তাহা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। মহারাজ ইন্দ্রমাণিক্যের সনন্দে ও রামমোহন দাসের মোকদ্দমার

---

চক্রবর্ত্তী নামীয় জাল মোহরের মোকদ্দমায় রাজসরকার পক্ষে বিশুদ্ধ মোহর প্রদর্শন জন্য যে সকল চিঠি দাখিল করিয়াছিলেন। সম্প্রতি সেটেলমেণ্ট আফিসার সমক্ষে রাজসরকার হইতে তাহাও কৃত্রিম বলিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে।

* যে সকল মোকদ্দমায় মহারাজ জয় লাভ করেন॥ সে গুলিকে আমরা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারি, ১—একতরফা ডিক্রি, ২—যোগসাজেসী ডিক্রি, ৩—বিতর্কিত ডিক্রি। যোগসাজেসী মোকদ্দমা গুলি ডিক্রি হওয়ার পরেই ডিক্রিপ্রাপ্ত জমা হইতে প্রচুর পরিমাণে বাদ দিয়া বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। কোন কোন স্থলে পূর্ব্ব জমার রাজস্ব পরিশোধ হইতেছে।

† পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

নিষ্পত্তিপত্রে তালুকদারের মালিকানা "দশোত্তরা" লিখিত হইয়াছে। এই দশোত্তরা শব্দের অর্থ যে শতকরা ১০ টাকা ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত। কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরবর্ত্তী এবং ১২৮১ ত্রিপুরাব্দের পূর্ব্ববর্ত্তী, তালুকদারের সহিত মহারাজের বন্দোবস্তী ডৌল ও চিঠি সমূহে দশোত্তরার পরিবর্ত্তে "দশহিস্যা" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। দশহিস্যা শব্দের সাধারণ অর্থ,—দশভাগ। এদেশে হিস্যা শব্দ প্রয়োগ দ্বারা জমি জমার ভাগ করিতে হইলে ১৬ অংশে বিভক্ত করা হয়। সুতরাং সর্ব্বসাধারণে "দশহিস্যা" শব্দের অর্থ ১৬ ভাগের ১০ ভাগ এরূপ বুঝিয়া থাকেন। *

দশোত্তরার পরিবর্ত্তে কেন দশহিস্যা শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছিল তাহার লিখিত প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে না, কিন্তু প্রাচীন

* কয়েকটি জমাবৃদ্ধির মোকদ্দমায় বিচারপতিগণ দশহিস্যা শব্দের অর্থ শতকরা দশ টাকা করিয়াছেন। মহারাজ যেরূপ মকররী তালুককে তকৃসিমী শ্রেণীতে সন্নিবিষ্ট করিবার জন্য যত্ন করিতেছেন, সেইরূপ তকৃসিমী তালুকের মালিকগণও স্বস্ব তালুকের জমা বৃদ্ধির মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে মকররী অবধারণ জন্য চেষ্টা করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহার তালুক পরিবর্ত্তনশীল জমার সাব্যস্ত হইলে কি নিয়মে জমা ধার্য্য হইবে, তৎসম্বন্ধে কোন প্রমাণ উপস্থিত করেন না। সুতরাং মহারাজের আরজি ও তৎপ্রদত্ত বাচনিক প্রমাণ দ্বারা দশহিস্যার অর্থ শতকরা দশ টাকা অবধারিত হইয়া থাকে।

তালুকদারগণ নিকট এরূপ শ্রুত হওয়া গিয়াছে যে, রামমোহন দাসের খারিজের মোকদ্দমার সময় মহারাজ রাজধর মাণিক্য সমগ্র তালুকদারমণ্ডলীকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য এইরূপ পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন। ফসলের পরিবর্ত্তন দ্বারা যৎকালে মকররী নিরেখের পরিবর্ত্তন হইয়া আসিতেছিল, তৎকালে সহজ উপায়ে জমা হ্রাস বৃদ্ধি দ্বারা শান্তি স্থাপন জন্য মালিকানা দশহিস্যা ও তহশীল খরচ তালুকদারের প্রাপ্য বলিয়া ডৌলে লিখিত হইয়াছিল। এই নিয়মে শতটাকায় ৭২৷৹টাকা তালুকদারের প্রাপ্য অবশিষ্ট ২৭৷৹ টাকা জমিদারের প্রাপ্য হইতেছে। প্রকৃতপক্ষে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর হইতে তালুকদারগণের দেয় রাজস্ব "দশোত্তরা" বা "দশহিস্যা" নিয়মে কদাকস্মিন্ কালে ধার্য্য হয় নাই। ১২১৫ ত্রিপুরাব্দ হইতে ১২৮১ ত্রিপুরাব্দের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত নুরনগর তালুকের বন্দোবস্তী বহুসংখ্যক ডৌল ও পাট্টা আমরা দর্শন করিয়াছি। তাহার সমুদয় গুলিরই অভ্যন্তরে—"তালুক মজকূরের সেওয়ায় দেবোত্তর ও ব্রহ্মোত্তর ও খয়রাত ও খামার ও খানেবাড়ী হুজুরের বাহালি মিনাহায় তালুকদারি দশহিস্যা ও পাটওয়ারিয়ান তহশীল খরচ সেওয়ায় খারিজান মর আগতীয়ান" ইত্যাদি * কতকগুলি বাঁধা বোল লিখিত আছে।

* ডৌল হইতে যে কয়েকটি কথা উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহার সকলগুলি শব্দ সমভাবে সকল ডৌলে ব্যবহৃত হয় নাই।

কিন্তু তাহার নিম্নভাগে অর্থাৎ তপছিলে জমা ধার্য্যের স্থলে (মথন ও নলের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া) গুজাস্তা জমার উপর টাকা প্রতি ৫,৫১০ কিম্বা /০ আনা ৶০ আনা ইজাফা ধরা হইয়াছে। কোন স্থলে গুজাস্তা জমার উপর মোটে (বিল-মোক্তা) কিছু ইজাফা বা কমি ধরা হইয়াছে, এই নিয়মে বন্দোবস্ত করার রীতি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর হইতে চলিয়া আসিতেছে। জরিপ জমাবন্ধী দ্বারা তালুক সমূহের স্থিত অবগত হইয়াও রাজসরকার এই নিয়মের অন্যথা করেন নাই। ১২৮১ ত্রিপুরাব্দে যদিচ ডৌল পাট্টার ফারম পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল এবং "দশহিস্যা" শব্দ কর্ত্তন করিয়া তৎপরিবর্ত্তে "স্থিতের দশাংশের একাংশ" লেখা হইয়াছিল, কিন্তু তপছিলে জমা হ্রাস বৃদ্ধির নিয়ম পরিবর্ত্তিত হয়নাই, তাহা পূর্ব্ববৎ চলিয়া আসিতেছে। *

---

* ইহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা ত্রিপুরার সবজজ আদালতের ১৮৭৭ ইং ৩৫ নং, মহারাজা বাহাদুর বাদী ও আকীকন্নেছা বিবাদীনীর নামীয় জমাবৃদ্ধির মোকদ্দমায় ১২৮৪ বঙ্গাব্দের ১৬ অগ্রহায়ণের বাদী মহারাজের প্রদত্ত একখণ্ড দরখাস্ত হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি :—"উপরোক্ত নম্বরের মোকদ্দমায় প্রতিবাদী সহিত রফামতে তালুক মজকুরের সাবেক জমা ১০৫০৲ টাকার উপর ফি টাকাতে ৶০ আনা হিসাবে ইজাফা ১৯৬৸৶ আনা ও বাট্টা গং বাবত ৯০।৶৩ পাই একুনে মং ১৩৩৭,৬পাই জমায় ১২৮৭ সন হইতে ১৯ সনা মেয়াদে

১২৭৪ ত্রিপুরাব্দ হইতে রাতিব ( দেবার্চ্চন খরচ ), শুদারা ( খেয়াঘাটের খরচ ) নৌকাভাড়া ( তহশীল কর্ম্মচারীগণের যাতায়াতের খরচ ) ও বাট্টা * প্রভৃতি আবওয়াব গুলি জমার সামিল ভুক্ত করা রেজেষ্টরীকৃত ডৌল সমূহে প্রকাশ পাইতেছে।

অধুনা রাজসরকার তালুকদারের সর্ব্বপ্রকার লভ্য বিনষ্ট করত মোট স্থিতের শতকরা ২০৲ টাকা তালুকদারের প্রাপ্য, অবশিষ্ট ৮০৲ টাকা মহারাজের প্রাপ্য অবধারণ করিতে যত্নবান্ হইয়াছেন। প্রবল ও দুর্ব্বলের সংঘর্ষে দুর্ব্বলের বিনাশ অনিবার্য্য। নুরনগর ও তদন্তর্গত পরগণা সমূহের

আমার সরকারে ডৌলকবুলিয়ত দাখিল করাতে বন্দোবস্তী চিঠি দেওয়া হইয়াছে।"

* টাকা প্রস্তুত হয় গবর্ণমেন্টের টাকশালে, সেই টাকার "কমওজন বাট্টা" নুরনগরের তালুকদারগণ ত্রিপুরার মহারাজকে পরিশোধ করিয়া থাকেন। কসবার সভায় বক্তৃতা কালে আমরা যখন বেআইনী আবওয়াবের কথা উল্লেখ করি, তৎকালে মহারাজের জনৈক প্রধান কর্ম্মচারী বলিয়াছিলেন যে, ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ৮ আইন প্রচারের পর হইতে এই সকল আবওয়াব বন্ধ হইয়া গিয়াছে; কিন্তু তাঁহার ইহা স্মরণ করা উচিত ছিল যে, বচিয়ারা নিবাসী দয়াময়ী প্রভৃতির নামীয় ১২৯৮ ত্রিপুরাব্দের ( ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের ) ২৭ শে ভাদ্রের বর্ত্তমান মহারাজের প্রদত্ত পাট্টাতেও "রাতিব, শুদারা, নৌকাভাড়া ৸৶" এবং "কমওজন বাট্টা ৶ আনা" স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে।

তালুকের সংখ্যা সার্দ্ধ দ্বিসহস্রের অধিক হইবে। অনন্ত মোকদ্দমার স্রোতে পড়িয়া যে অধিকাংশ তালুক বিনষ্ট হইবে, ইহা বলা বাহুল্য।

আগততালুক:—সুরনগরের মধ্যে তালুকদারগণের অধীনে যে সমস্ত তালুক আছে, তাহাকে "আগত-তালুক' বলে। প্রকৃতি অনুসারে ইহাকে দরতালুক বলা যাইতে পারে। রাজকর পরিশোধ সম্বন্ধে তালুকদারগণ তাঁহাদের মারফতদার মাত্র। আগত-তালুক শব্দের ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া অনেকে অনেক অর্থ করিয়াছেন, কিন্তু আমাদের বিবেচনায় তৎসমস্ত সম্পূর্ণ সমীচীন নহে। "আগত" অর্থ আসিয়াছে, সুতরাং আসিয়াছে যে তালুক তাহাই আগত-তালুক। যে সময় নিয়মিত রূপে রাজকর পরিশোধ করা নিতান্ত কষ্টকর ছিল এবং কর আদায় জন্য রাজকর্ম্মচারীগণ দুর্ব্বল তালুকদারের প্রতি শারীরিক উৎপীড়ন করিতে ত্রুটি করিতেন না। তৎকালে দুর্ব্বল তালুকদারগণ স্ব স্ব তালুক, প্রতিবেশী বলবান তালুকদারের তালুকের অন্তর্ভুক্ত করিয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বহুকাল পূর্ব্বে এইরূপে আগত তালুক গঠন প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল।*

* কতকগুলি আগত তালুকের ইতিহাস, আগত তালুক শব্দের অর্থ এবং নিম্নলিখিত নিষ্পত্তিপত্র দ্বারা আমাদের মত পোষণ করিতেছে। আপিলেট ডিক্রির বিরুদ্ধে

উত্তরকালে কোন তালুকের অংশ কিম্বা খণ্ড ভূমি ক্রেতাগণও আগত-তালুকদার বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নূরনগর পরগণার সমস্ত তালুক চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বহু পূর্ব্ববর্ত্তী। তালুকদারগণের বংশ বৃদ্ধি ও বিক্রয় দ্বারা অধিকাংশ তালুকের নাম পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। তাহার কয়েকটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইল। ১—একমাত্র কায়েৎ রামধরের তালুক দ্বারা, দর্পনারায়ণ চৌধুরী, রঘুনাথ চৌধুরী, নন্দকুমার চৌধুরী, কাশীনাথ চৌধুরী, রামশরণ চৌধুরী, রামচন্দ্র চৌধুরী, কালীচরণ চৌধুরী, শিবচরণ চৌধুরী, কৃষ্ণচন্দ্র চৌধুরী, রামরতন চৌধুরী, শ্যামরায় চৌধুরী প্রভৃতি অনেক তালুক সৃষ্ট হইয়াছে। ২—মাইজখাড় গ্রামে চৈতন্য বল্লভ দাস নামে জনৈক "জঙ্গলবুড়ি" তালুকদার ছিলেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্ব্বে তাঁহার উত্তরপুরুষ বণ্ঠমণি সেই তালুকে স্বীয় নাম জারি করেন। তদনন্তর সেই কণ্ঠমণি তালুক হইতে হরিমণি, শিবরাম সাহা, অন্নপূর্ণা, গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি অনেক তালুক সৃষ্ট হইয়াছে। অধুনা মূল তালুকের চতুর্থাংশ মাত্র কণ্ঠমণি নামে পরিচিত হইয়া থাকে। ৩—বিদ্যাকুটের জয়নারায়ণ শর্ম্মা তালুক হইতে বিখ্যাত

আপীল ৪৯০ নং ১৮৮০ ইং। বীরচন্দ্র মাণিক্য আঃ। দীননাথ দাস গং রেঃ। হাইকোর্টের ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের ২৪ শে এপ্রিলের নিষ্পত্তি।

গোহরী বংশের রামগোবিন্দ শর্ম্মা প্রভৃতি তালুক সৃষ্ট হইয়াছে। এইরূপ ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতে পারে। দর তালুক :— নিজ তালুকের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। তালুকদারদিগকে উচ্ছিন্ন করিয়া ক্রমে মহারাজ নিজ তালুকের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতেছেন। এই সকল নিজ তালুক হইতে, ১২৮৮ ত্রিপুরাব্দ হইতে কতকগুলি দরতালুক দেওয়া হইয়াছে। প্রথমত নজর গ্রহণে তালুক দেওয়া হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হয়, ১২৮৮ত্রিপুরাব্দের আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসে নজর ডাক হইয়া রাশি রাশি টাকা আগরতলার রাজকোষে দাখিল হইয়াছিল। নজর দাখিল হইলে রাজকর্ম্মচারিগণ বলিলেন, "আকর খননাদি প্রভৃতি অন্যান্য মূল স্বত্ব ব্যতীত কেবল মাত্র খেরাজি স্বত্ব দরতালুক উল্লেখে এবং তালুকের প্রকৃত স্থিত যাহাই হউক না কেন, শতকরা ২০টাকা দরতালুকদারের এবং ৮০ টাকা মহারাজের প্রাপ্য, এইরূপ ভাবে স্থিত মিল করিয়া, পাট্টা কবুলিয়ত লিখিত হইবে।" এই কথা শ্রবণে তালুক গ্রহীতাগণ নিতান্ত নিরুপায় হইয়া পড়িলেন; ব্রিটীশ সীমারেখার বহির্ভূত স্থানে টাকা অর্পণ করিয়াছেন, আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিবার উপায় নাই। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া নানাপ্রকার যন্ত্রনা ভোগ করিয়া, কেহ এক বৎসর, কেহ দেড় বৎসর, কেহ বা ততোধিককাল পরে রাজ কর্ম্মচারিগণের ইচ্ছানুরূপ কবুলিয়ত দাখিল করিয়া পাট্টা

প্রাপ্ত হইয়াছে। * অদ্যাপি কোন কোন ব্যক্তি ঐরূপ দরতালুক গ্রহণ করেন নাই। তাঁহাদের টাকা ও তাঁহাদিগকে প্রত্যার্পণ করা হয় নাই।

সম্পূর্ণ।

* আমরা কতকগুলি দরতালুকের পাট্টা দর্শন করিয়াছি আদর্শ স্বরূপ রামলোচন বর্দ্ধন তালুকের হিং ।০ আনার রাবত ঈশানচন্দ্র দাস নামীয় ১২৮৯ ত্রিঃ ১লা শ্রাবণের পাট্টার কথা উল্লেখ করিতে পারি। এই পাট্টা ১৮৭৯ ইং ২৪ সেপ্টেম্বর কসবা সবরেজেষ্টার কর্ত্তৃক রেজেষ্টরী হইয়াছে।

# পরিশিষ্ট।

১ নং

ত্রিপুরাস্থুন্দরীর মন্দিরগাত্রে সংযোজিত শিলালিপি।

(৪৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

আসীৎ পূর্ব্বং নরেন্দ্রঃ সকলগুণযুতো ধন্যমাণিক্য দেবো
যাগে যস্য স্বরীশঃ ক্ষিতিতল মগমৎকর্ণতুলাস্যদানে।
শাকে বহ্ন্যক্ষি বেধোমুখ ধরণীযুতে লোকমাত্রেম্বিকায়ৈ
প্রাদাৎ প্রাসাদরাজং গগণপরিগতং সেবিতায়ৈ সদেবৈঃ॥

ধন্যমাণিক্য দেব নামে সর্ব্বগুণযুক্ত নরপতি ছিলেন, তিনি দানে কর্ণ তুল্য এবং তাঁহার যজ্ঞপ্রভাবে সাগপতি ক্ষীতিতলে গমন করিয়াছেন। তিনি ১৪২৩ শকাব্দে দেবগণ সেবিতা ত্রিলোকজননীকে গগণস্পর্শী এই মন্দির প্রদান করিলেন।

২ নং

কৈলারগড় দুর্গমধ্যস্থিত কালীরমন্দিরের উত্তর পার্শ্বে সংযোজিত প্রস্তর লিপি।

( ৮১, ৮২ ও ৮৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। )

১— ... ... ... ... ...
২—নধীমতাঃ মানশূরেন ... কুণ্ড ... শিল শি ...
৩—কালিকা—পয়াতা ... কালিকা প্রতিমা রম্যাঃ ..
৪—দ্দাঃ শির ... ... কালিকাঃ আযা ...
৫—বৃদ্ধি ... ... কীর্ত্তে নগরেনরসং ...
৬—তশ ... ... থাঃ কালীকা প্রীত ...
৭—য ... ম্যঃ সদান ... ...
৮—ব ... ... ত বৈরিনাঃতথৈ ... ...
৯— ... ... ঃ শকা ... ...

১০— ... ... মাঘ ... ... ...

এই মন্দিরের পূর্ব্ব ও দক্ষিণ পার্শ্বের শিলালিপি সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, দক্ষিণপার্শ্বের শিলালিপির শেষাংশে কেবল মাত্র "স ১০৯৭" এই কয়েকটি অক্ষর দৃষ্ট হয়।

৬ নং

(১) কল্যাণ মাণিক্যের তাম্রশাসন।

বিল্ব

১— ৭ স্বস্তি—শ্রীশ্রীযুত কল্যাণ মাণিক্য দেব বিষম সমর বিজয়ি মহামহোদয়ি রাজ্যনামাদেশোয়ং

২— শ্রীকারকোনবর্গে বিরাজতে হনাত, পরং রাজধানী হস্তিনাপুর সরকার উদয়পুর পরগণা

৩— নুরনগর মৌজে বাউরখাড় অজ্জঙ্গলাতে শত দ্রোণ ভূমি ৺প্রীতে শ্রীমুকুন্দ বিদ্যা-

৪— বাগীশ ভট্টাচার্য্যকে দিলাম ইহা আবাদ করিয়া পুত্র-পৌত্রাদি ক্রমে ভোগ করিয়া আশির্ব্বাদ

৫— করিতে রহুক এহি ভূমির মাল খাজানা গয়রহ সমস্ত নিষেধ ইতি শকাব্দা ১৫৭৩ সন ১০৬০ তাং ১৪ মাঘ।

কল্যাণ মাণিক্যের তাম্র শাসন সমূহের শিরোভাগে একটী বিল্ব-পত্র, তাহার দল ত্রয়ে "শ্রী" "স" "ত্য" লিখিত রহিয়াছে। পার্শ্বে তাহার প্রতিলিপি প্রদত্ত হইল।

(২) মহারাজ গোবিন্দ মাণিক্যের তাম্রশাসন।

প্রথম পৃষ্ঠা — ৺বিষ্ণু প্রীতে

১ — ৭ স্বস্তি — শ্রীশ্রীযুত গোবিন্দমাণিক্যদেব বিষম সমর বিজয়ি মহামহোদয়ী রাজানামাদেশো

২ — য়ং শ্রী কারকোনবর্গেবিরাজন্তে হন্যং রাজধানী হস্তিনাপুর সরকার উদয়পুর পরগণে মে-

৩ — হেরকুল মৌজে শোলনল অগ্রহাসিলাজমা ১৶ আঠার কাণি ভূমি শ্রীনরসিংহ শর্ম্মারে

৪ — ব্রহ্মউত্তরদিলাম এহার পাঁচা পঞ্চক ভেট বেগার ইত্যাদি মানা

৫ — সুখে ভোগকরোক ইতি সন ১০৭৭ তেং ১৯ কার্ত্তিক

৬ — শক ১৫৯৮ সন ১০৮৬ তেং ১৬ চৈত্র।

দ্বিতীয় পৃষ্ঠা—

শ্রীসত্য শ্রীবিশ্বাস নারায়ণ ——

মহারাজ কল্যাণ মাণিক্য ও মহারাজ গোবিন্দ মাণিক্যের অনেকগুলি বাঙ্গালা তাম্রশাসন আমরা দর্শন করিয়াছি। তন্মধ্যে দুইখানা তাম্রশাসনের প্রতিলিপি এস্থলে উদ্ধৃত হইল।

সনন্দ সমূহে ত্রিপুরেশ্বরদিগের "বিষমসমরবিজয়ী" এবং "মহামহোদয়ী" এই দুইটী উপাধি দৃষ্ট হয়। "মহামহোদয়ী" মহামহোদয় শব্দের অপভ্রংশ। ইহার অর্থ মহাসমৃদ্ধিসম্পন্ন বা মহাউন্নত।

"রাজধানী হস্তিনাপুর," ইহা চন্দ্রবংশের পরিচায়ক। কিন্তু যযাতি কিম্বা দ্রুহ্যুর প্রায় সার্দ্ধ পঞ্চশত বৎসর অন্তে, পুরুর দ্বাবিংশতম উত্তরপুরুষ হস্তি কর্ত্তৃক হস্তিনাপুর নির্ম্মিত

হইয়াছিল। চন্দ্রবংশীয় প্রাচীন নরপতিগণ বর্ত্তমান ভারতসীমার বহির্ভূত স্থানের অধিবাসী ছিলেন। *

"সরকারউদয়পুর" শব্দ ত্রিপুররাজমুকুটের কলঙ্ক চিহ্ন। সম্প্রতি বর্ত্তমান মহারাজ ইহা পরিত্যাগ করিয়াছেন।

"শ্রীকারকোনবর্গেবিরাজতে" ইহার অর্থ মন্ত্রীসভায়অধিষ্ঠিত। কারকোন শব্দের সাধারণ অর্থ লিপিব্যবসায়ী কর্ম্মচারী। মহারাষ্ট্রদেশে কারকোনদিগের বিশেষ প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। †

কোন কোন তাম্রশাসনের ও কাগজের সনন্দের পৃষ্ঠে সাময়িক উজিরের নাম স্বাক্ষর পরিলক্ষিত হয়।

সনন্দ সমূহে "বিষ্ণুপ্রীতে" ভূমিদানের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। সংস্কৃত তাম্রশাসনে "ভগবন্তশ্রীমন্নারায়ণভট্টারকমুদ্দিশ্য" ভূমিদানের উল্লেখ রহিয়াছে। সেই সংস্কৃত শব্দের পরিবর্ত্তে বাঙ্গালা শাসনে "বিষ্ণুপ্রীতে" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

## ৪নং ( নূরনগরের ) পরিশিষ্ট।

( ৫৮১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। )

১। খাসআপীল ২০৩২ নং ১৮৭০ ইং। হাইকোর্টের ১৮৭৭ ইং ১৭ এপ্রিলের নিষ্পত্তি। তিলকচন্দ্র চক্রবর্ত্তী গং আপীলাণ্ট, মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য রেস্পাডেণ্ট।

২। আপীলেট ডিক্রির বিরুদ্ধে আপীল ১৪৫০ নং ১৮৯১ ইং। হাইকোর্টের ১৮৯২ ইং ২৭ মের নিষ্পত্তি। হরিবল বর্ম্মণ বিবাদী আঃ। মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য রেঃ।

---

* *Dutt's Ancient India Vol. I. P. 181.*
সাহিত্য, ষষ্ঠ ভাগ, ১৫৯ পৃষ্ঠা।

† *Duff's History of the Maharattas. p. 59.*

৩। ঐ নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে লেটারপেটেন্ট আপীল। মান্যবর চিপজষ্টিস ও জজ ওকেনেলী সাহেবের ১৮৯২ ইং ২১ ডিসেম্বর নিষ্পত্তি। বীরচন্দ্র মাণিক্য আঃ, হরিবল বর্ম্মণ রেঃ।

৪। খাজানার আপীল ১৭০ নং ১৮৯০ ইং। ত্রিপুরার প্রথম সবজজের ১৮৯৩ ইং ২৫ এপ্রিলের নিষ্পত্তি। হরিবল বর্ম্মণ বিবাদী আঃ, মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য রেঃ।

৫। ৭ নং ১৮৭০ ইং খাজনা বৃদ্ধির মোকদ্দমা, ত্রিপুরার প্রথম সবজজের ১৮৭৫ ইং ২৯ মার্চ্চের নিষ্পত্তি। মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাদী, রামকৃষ্ণ পোদ্দার গং বিবাদী।

৬। ৬২৭ নং ১৮৮২ ইং, কসবার মুনসেফের ১৮৮৪ ইং ১১ আগষ্টের নিষ্পত্তি। মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাদী, নবকিশোর দত্ত গং বিবাদী।

৭। ৩৮৫।৩৮৬।৩৮৭ নং ১৮৭৫ ইং কসবার মুনসেফের ১৮৭৬ইং ২৬ জুনের নিষ্পত্তি। মহারাজ বীরচন্দ্রমাণিক্য বাদী, রামশঙ্কর সেনাপতি গং বিবাদী।

৮। ঐ নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে আপীল ৫৮৬ নং ১৮৭৬ ইং প্রঃ সবজজের ১৮৭৭ ইং ১৮ জানুয়ারীর নিষ্পত্তি এবং ৫৮৭ ১৮৭৬ ইং ঐ সবজজের ১৯ জানুয়ারি নিষ্পত্তি।

৯। আপিল ৭৯৪।৮২৭।৮০১ নং ১৮৯২ ইং এবং ৫১৬নং ১৮৯২ ইং এং সবজজের ১৮৯৩ ইং ১৪ আগষ্টের নিষ্পত্তি। মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য আঃ, বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য গং রেঃ।

১০। আপীলেট ডিক্রীর বিরুদ্ধে আপীল ২২২৫।২৩০২ ২৩২৮ নং ১৮৯৩ ইং। হাইকোর্টের ১৮৯৩ ইং ২১ ডিসেম্বর

নিষ্পত্তি। বীরচন্দ্র মাণিক্য আঃ, বরদাকান্ত ভট্টাচার্য্য ও বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য রেঃ।

তোলা প্রতি ইজাফার ডৌলের আদর্শ। (৫৮৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

১। তাং শ্রীহরিশর্ম্মা হিং ।৶০ আনি, গৌরচন্দ্র ও গৌর মোহন শর্ম্মা (চৌধুরী) প্রদত্ত ১২৭৭ ত্রিং ২৩ জ্যৈষ্ঠের ডৌল।

২। দুদাকত তাঃ কৃষ্ণচন্দ্র দাস, রত্নমালার (জং পূর্ণচন্দ্র দাস) প্রদত্ত ১২৭৫ ত্রিং ১৫ ফাল্গুনের ডৌল।

৩। তাং কৃষ্ণমোহন শর্ম্মা। লক্ষীনারায়ণ শর্ম্মার প্রদত্ত ১২৭৭ ত্রিং ১৫ চৈত্রের ডৌল।

৪। তাং রামশরণ শর্ম্মা। রামশঙ্কর শর্ম্মার প্রদত্ত ১২৭৭ ত্রিং ৩০ শে চৈত্রের ডৌল।

৫। তাং রামশরণ দত্ত। গৌরচন্দ্র দত্তের প্রদত্ত ১২৭৭ ত্রিং ৩০শে চৈত্রের ডৌল।

৬। তাং আকীকন্নেছা খাতুন। ১২৮৭ ত্রিং ২৪ শে ভাদ্রের উক্ত খাতুনের প্রদত্ত ডৌল। এইরূপ বহুসংখ্যক ডৌলের উল্লেখ করা যাইতে পারে।

নুরনগরের খেরাজ ও লাখেরাজ ভূমির এয়জের প্রথা।

১। বুলার সাহেবের ১১৯৭ সনের ১ আশ্বিনের চিঠী। [illegible]পুরের শ্রীযুক্ত জয়নাথ ভট্টাচার্য্য নিকট রক্ষিত হইয়াছে।